ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

বাংলাগানে তালের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ নজরুল-সংগীত

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলাগানে তালের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ নজরুল-সংগীত
(Application of *Taal* in Bangla Songs: Context of Nazrul Songs)

গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষক
আশিক সরকার
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২২
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা–১০০০, বাংলাদেশ ফোন : পিএবিএক্স ৯৬৬১৯০০–৭৩/৬৪০৫ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৭২২২

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের পিএইচ.ডি, গবেষক **আশিক সরকার** কর্তৃক পিএইচ.ডি, ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত "বাংলাগানে তালের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ নজরুল-সংগীত (Application of *Taal* in Bangla Songs: Context of Nazrul Songs)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি (থিসিস) আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের (থিসিসের) সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি সংগীত বিষয়ে পিএইচ.ডি, ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের অভিসন্দর্ভে কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

শাহনাজ নাসরীন

১০ই ডিসেম্বর ২০২৫

(ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা)
অধ্যাপক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত "বাংলাগানে তালের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ নজরুল-সংগীত (Application of *Taal* in Bangla Songs: Context of Nazrul Songs)" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি (থিসিস) আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ বা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমার উপস্থাপনকৃত অভিসন্দর্ভে কোনো Plagiarism (অন্যের লেখা আমার নিজের বলে চালানো) নেই।

১১ই ডিসেম্বর ২০২৫

(আশিক সরকার)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩৪
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২২
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বাংলাগানে তালের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ নজরুল-সংগীত (Application of *Taal* in Bangla Songs: Context of Nazrul Songs)" শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা-এর তত্ত্বাবধানে ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের পিএইচ. ডি. গবেষণাপত্ররূপে রচিত। এই অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা-প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে তাঁর নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা আমার গবেষণার অন্যতম পাথেয়। গবেষণা চলাকালে দুরূহ সমস্যাসমূহের সমাধানে তাঁর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রাজ্ঞ পরামর্শে আমি উপকৃত হয়েছি। এছাড়া কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দিয়েও তিনি আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে যারপরনাই কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

আমার পিতৃতুল্য শিক্ষাগুরু প্রফেসর ড. রশিদুন্ নবী'র অব্যাহত তাগাদা ও নির্দেশনামূলক পরামর্শ ছাড়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ গবেষণা সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমার অপারগতাগুলো উপেক্ষা ক'রে তিনি প্রতিনিয়ত সামনের দিকে এগিয়ে চলার সাহস ও শক্তি যুগিয়েছেন। তাঁকে জানাই শতকোটি প্রণাম। এই গবেষণার নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আহমেদ শাকিল হাসমী এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সংগীত গবেষক অধ্যাপক ড. সর্বানন্দ চৌধুরী। তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানাই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ ও সহকর্মীদের প্রতি, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এই গবেষণাকর্মে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের নানা পর্যায়ে আমাকে সহায়তা করেছে আমার বন্ধু ড. মো. আব্দুল্লাহ-আল মামুন, অন্যতম প্রিয় ছাত্র মুশফিক ফাহিম রিফাত, অনিক সরকার, মেঘনাদ রায়, পারিকা মোস্তফা ও আমার ছোট বোন অদিতি সরকার। আমি তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

পরিশেষে আমার মা অঞ্জনা সরকার, বাবা ভবতোষ সরকার, সহধর্মিণী শ্যামা বিজয়া বণিক সরকার এবং পুত্র ঋদ্ধিমান সরকারকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও অসীম ভালোবাসা।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

'বাংলাগানে তালের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ নজরুল-সংগীত' শীর্ষক বর্তমান গবেষণাকর্মকে চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে তালের সংজ্ঞা, উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে *নাট্যশাস্ত্র*, *ভরতার্ণব*, *সংগীত মকরন্দ*, *সংগীত চূড়ামণি*, *সংগীত রত্নাকর*, *সংগীতোপনিষৎ-সারোদ্ধার* প্রভৃতি প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে দ্বিসহস্রাধিক বর্ষব্যাপী ধারাবাহিকভাবে 'তাল' ধারণাটির যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। তাছাড়া বিবর্তনের পথ ধরে কর্ণাটকি তাল-পদ্ধতি, হিন্দুস্থানি তাল-পদ্ধতি এবং কীর্তনাঙ্গীয় তাল-পদ্ধতির যে বিকাশ সাধিত হয়েছে তাও আলোচিত হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

'বাংলাগানে ব্যবহৃত তাল' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে হাজার বছরের বাংলাগানের ধারায় আদি যুগের *চর্যাপদ*; মধ্যযুগের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, পদাবলি কীর্তন ও শাক্তগীতি; আধুনিক যুগের টপ্পা, ব্রহ্মসংগীত, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্রসংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী ও কান্তগীতিতে তালের ব্যবহার সম্পর্কে।

বাংলাগানের প্রচলিত প্রায় সকল গীতশৈলী অনুসরণে সংগীত রচনা ক'রে বাংলাগানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। বিচিত্র ধারার গান রচনার পাশাপাশি তিনি বাংলাগানে প্রচলিত সর্বাধিক সংখ্যক তালের স্বার্থক প্রয়োগ করেছেন। অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়টিতে বিস্তৃতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা বিধৃত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে নজরুল সৃষ্ট তাল সম্পর্কে। এছাড়া বেশ কয়েকটি সংস্কৃত বৃত্তছন্দে নজরুল গান রচনা করেছেন। ছন্দোবিশ্লেষণসহ সেই গানগুলো সম্পর্কেও আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

গবেষণায় দু'ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে অদ্যাবধি প্রকাশিত বাংলাগানের নানা গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ ও গীতি-সংকলনসমূহ এবং কাজী নজরুল ইসলামের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা

Dhaka University Institutional Repository

ও আদি গ্রামোফোন রেকর্ডসমূহ। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বাংলাগান এবং নজরুল-সংগীত বিষয়ক আলোচনা-সমালোচনা গ্রন্থ, তাল বিষয়ক বিভিন্ন আকর গ্রন্থ, ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে একাধিক গবেষণা-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত, পাঠ বা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উপকরণ অর্থাৎ বাংলাগান তথা নজরুল-সংগীতে তালের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে নতুন তত্ত্ব ও বিষয় খুঁজে পাওয়া গেছে তা বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Discriptive Method) অনুসরণ করে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		ভূমিকা	১১-১২
প্রথম অধ্যায়	:	তালের উদ্ভব ও বিবর্তন	১৩-৩৫
		১.১ তালের উদ্ভব	১৬
		১.২ তালের বিবর্তন	১৭
		১.৩ বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রে তালের বিবর্তন	২০
		১.৪ কর্ণাটকি তালপদ্ধতি	২৪
		১.৫ কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতি	২৭
		১.৬ হিন্দুস্থানি তালপদ্ধতি	২৯
		১.৭ সংগীতে তালের গুরুত্ব	৩২
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	বাংলা গানে ব্যবহৃত তাল	৩৬-১২১
		২.১ চর্যাগীতি	৩৭
		২.২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	৩৯
		২.৩ পদাবলি কীর্তন	৪৯
		২.৪ শাক্তগীতি	৬৩
		২.৫ টপ্পা	৭৩
		২.৬ ধ্রুপদ	৭৯
		২.৭ খেয়াল	৮৫
		২.৮ ব্রহ্মসংগীত	৯৪
		২.৯ দেশাত্মবোধক গান	১০০
		২.১০ রবীন্দ্রসংগীত	১০৪
		২.১১ দ্বিজেন্দ্রগীতি	১১০
		২.১২ কান্তগীতি	১১২
		২.১৩ অতুলপ্রসাদী	১১৩
তৃতীয় অধ্যায়	:	নজরুল-সংগীতে তালের প্রয়োগ	১২২-২৭৪
		৩.১ দাদরা	১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ লোফা	১৫৮
৩.৩ কাশ্মীরি খেমটা	১৬৩
৩.৪ তেওরা	১৬৩
৩.৫ রূপক	১৬৭
৩.৬ পোস্তা	১৬৯
৩.৭ ছোট দশকোশী	১৭১
৩.৮ কাহারবা	১৭১
৩.৯ দাসপয়রা বা দাসপ্যারী	২০৩
৩.১০ লাউনি	২০৫
৬.১১ কাওয়ালি	২০৭
৩.১২ আদ্ধা বা আদ্ধা কাওয়ালি	২১১
৩.১৩ সেতারখানি	২১৪
৩.১৪ ঠুমরি	২১৫
৩.১৫ যৎ	২১৭
৩.১৬ নবতাল	২১৯
৩.১৭ ঝাঁপতাল	২২০
৩.১৮ সুরফাক	২২৪
৩.১৯ একতাল	২২৭
৩.২০ চৌতাল	২৩২
৩.২১ খেমটা	২৩৪
৩.২২ আড়-খেমটা	২৩৬
৩.২৩ দীপচন্দী	২৩৮
৩.২৪ ধামার বা ধমার	২৩৮
৩.২৫ আড়া-চৌতাল	২৪১
৩.২৬ ঝুমরা	২৪৩
৩.২৭ ছোট দোঠুকী	২৪৫
৩.২৮ ত্রিতাল	২৪৫
৩.২৯ মধ্যমান	২৫৬
৩.৩০ তিল্ওয়াড়া	২৫৮
৩.৩১ পাঞ্জাবি ঠেকা	২৫৯
৩.৩২ খচমচি	২৬০
৩.৩৩ হোরি ঠেকা	২৬০

Dhaka University Institutional Repository

		৩.৩৪ তাল-ফেরতা	২৬১
		৩.৩৫ অনিবদ্ধ গান	২৬৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	নজরুলসৃষ্ট তাল ও সংস্কৃত ছন্দে রচিত নজরুল-সংগীত	২৭৫-২৯৮
		৪.১ নজরুলসৃষ্ট তাল	২৭৬
		৪.২ সংস্কৃত কাব্য-ছন্দ	২৭৭
		৪.৩ সংস্কৃত ছন্দে নজরুল-সংগীত	২৭৯
		৪.৩.১. প্রিয়া	২৮১
		৪.৩.২ মধুমতী	২৮৩
		৪.৩.৩ দীপকমালা	২৮৪
		৪.৩.৪ স্বাগতা	২৮৫
		৪.৩.৫ মন্দাকিনী	২৮৭
		৪.৩.৬ মণিমালা	২৮৮
		৪.৩.৭ রুচিরা	২৯০
		৪.৩.৮ মত্তময়ূর	২৯২
		৪.৩.৯ মঞ্জুভাষিণী	২৯৩
		৪.৩.১০ ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত/ চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত	২৯৫
		উপসংহার	২৯৯-৩০১
	:	পরিশিষ্ট	৩০২-৩৭৬
		এক. অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আকারমাত্রিক তাললিপি-পদ্ধতির ব্যাখ্যা	৩০৩
		দুই. তাল নির্দেশিত নজরুল-সংগীতের তালিকা	৩০৪
	:	রচনাপঞ্জি	৩৭৭-৩৮৪
		ক. গ্রন্থপঞ্জি	৩৭৭
		খ. পত্রিকাপঞ্জি	৩৮১
		গ. রেকর্ডপঞ্জি	৩৮২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সংগীতের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো তাল। প্রতিষ্ঠাবাচক তল্ ধাতু থেকে 'তাল' শব্দের উৎপত্তি। শুধু ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই নয়, ব্যবহারিক অর্থেও তাল সংগীতের ভিত্তিস্বরূপ। তাই সূচনালগ্ন থেকেই বাংলাগানে তালের ব্যবহার লক্ষিত হয়। বাংলাগানের আদি নিদর্শন *চর্যাপদের* ২৪ সংখ্যক পদের শিরোভাগে 'ইন্দ্রতাল'-এর উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* কয়েকটি খণ্ডিত পদ ব্যতিরেকে প্রায় প্রতিটি পদেই তালের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাংলাগানসমূহে যে তাল-নির্দেশ পাওয়া যায়, তার প্রায় সবই বাংলার নিজস্ব তাল। এরপর আধুনিক যুগের বাংলাগানে হিন্দুস্থানি তালের সর্বাধিক প্রয়োগ দেখা যায়। এভাবে আদিযুগ থেকে বর্তমান কালাবধি তালের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারে বাংলাগান হয়ে উঠেছে এক ঋদ্ধ সংগীত-রস-ভাণ্ডার।

বাংলাগানের ধারায় সর্বাধিক সংখ্যক এবং বৈচিত্র্যময় সংগীতের রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। শুধু সংখ্যা ও বৈচিত্র্যের দিক থেকেই নয়, বিষয়-বৈভব, সুর-মাধুর্য এবং তাল প্রয়োগের অনন্যতায় তাঁর সৃষ্ট সংগীত ভান্ডার বাংলাগানকে করেছে সমৃদ্ধ। তিনি তাঁর গানে ধ্রুপদাঙ্গের তাল, খেয়াল অঙ্গের তাল ও কীর্তনাঙ্গের তাল ব্যবহারের পাশাপাশি অন্যান্য লঘুসংগীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তালের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। এছাড়া, নতুন তাল সৃষ্টি ক'রে সেই তালে গান রচনা করেছেন।

বাংলাগান তথা নজরুল-সংগীত সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে সাধারণত বাণীগত ও সুরগত দিকসমূহকেই প্রাধান্য দিতে দেখা যায়। যদিও নজরুলের গান অতি উচ্চ শ্রেণির কাব্যগুণে সুসমৃদ্ধ হওয়ায় এর বাণী এবং সুরের মেলবন্ধন আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে সর্বাগ্রে গ্রহণীয়, তবুও সংগীত সম্পর্কিত যে কোনো আলোচনার ক্ষেত্রে একথা স্মরণে রাখতে হবে যে, বাণীতে প্রাণ সঞ্চার হয় সুরের সংযোগে এবং সুরে প্রাণ সঞ্চার হয় তাল ও ছন্দের যথাযথ প্রয়োগে। তাই তাল সম্পর্কিত আলোচনা ব্যতিরেকে নজরুলের গান বিষয়ক আলোচনা অপূর্ণ থেকে যায়। বিভিন্ন গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা এটা যেমন উপলব্ধি করা যায় যে, নজরুলের গান অতি উচ্চ শ্রেণির কাব্যগুণে সমৃদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

এবং সুরের বৈচিত্র্যে ভরপুর, তেমনি এই গবেষণা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে যে, শুধুমাত্র কাব্যগুণ বা সুরগত মুন্সিয়ানাই নয় বরং নজরুলের গানে রয়েছে তালের সুনিপুণ ব্যবহার ও অতি উচ্চশ্রেণির ছন্দ বৈচিত্র্য। এছাড়া, এই গবেষণাকর্মটি বাংলাগান এবং নজরুলের গান সম্পর্কিত আলোচনার পরিসরকে বৃদ্ধি করার পাশাপাশি নজরুল-সংগীত সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞানার্জনে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণার বিষয়ভুক্ত কালে, বাংলাগানের প্রচুর সংখ্যক গীতিগ্রন্থ ও গীতি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল-সংগীত নিয়েও বেশকিছু গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাগানে তালের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ নজরুল-সংগীত বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট, সুশৃঙ্খল, তাত্ত্বিক, বিস্তৃত, তথ্যবহুল এবং প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার প্রমাণ পাওয়া যায় না। নজরুলের গানে তালের বহুমুখী ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে সৃষ্ট ছন্দের অভিনবত্ব সম্পর্কে নানা তত্ত্ব, তথ্য, উপাত্ত আজ অবধি আলোচনা বহির্ভূত রয়ে গেছে। তাই গবেষণার অবতারণা করা হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম বিচিত্রমুখী রচনার মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য ও সংগীত জগতকে করেছেন পরিপূর্ণ। তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রধানতম দিক হলো সংগীত। তাঁর রচিত গানসমূহে বৈচিত্র্য বিরাজ করছে বিভিন্ন দিক থেকে। সুরের অভিনবত্ব, ভাবের সুনিপুণ প্রকাশ, বিষয়ের বিচিত্রতা ও বিভিন্ন ভাষার শব্দসমূহের সঠিক প্রয়োগের মতোই তাঁর গানসমূহের উল্লেখযোগ্য আরেকটি বিষয় হলো বিভিন্ন তালের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহার, যা কবির গানসমূহে ছন্দ-বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে। তিনি হিন্দুস্থানি ও কীর্তনাঙ্গীয় তালে অজস্র সংগীত সৃষ্টির পাশাপাশি প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দেও গান রচনা করেছেন, সৃষ্টি করেছেন তাল। তাঁর গানে বিভিন্ন তালের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার এবং সেই সাথে হাজার বছর ধরে প্রবহমান বাংলাগানের ধারায় তালের প্রয়োগ অনুসন্ধানপূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে এ গবেষণাকর্মে।

'বাংলাগানে তালের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ নজরুল-সংগীত' বিষয়ক গবেষণায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলাগানে তালের প্রয়োগ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার পাশাপাশি বাংলার প্রতিনিধিত্বশীল সংগীতস্রষ্টাদের গানে ব্যবহৃত তালের অন্তর্গত গানসমূহের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, এতে নজরুল-সংগীতে ব্যবহৃত তালসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ও একই তালের নানাবিধ প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট ছন্দ-বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ যাবৎ প্রামাণ্য সুরের সন্ধানপ্রাপ্ত প্রায় দুই সহস্র নজরুল-সংগীতের তাল নির্দেশকরণ এবং তালিকা প্রণয়নসহ নজরুল-সৃষ্ট তাল ও সংস্কৃত কাব্য-ছন্দে রচিত নজরুল-সংগীত বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে উক্ত গবেষণাকর্মে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

তালের উদ্ভব ও বিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

তালের উদ্ভব ও বিবর্তন

ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বলা হয়, প্রতিষ্ঠাবাচক 'তল্' ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ' প্রত্যয় যোগে 'তাল' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থকে সামনে রেখে অনেক শাস্ত্রকার তালের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। যেমন, *সংগীত রত্নাকর* গ্রন্থের তালাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

তালস্তল প্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ঘঞি স্মৃতঃ।
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥[১]

অর্থাৎ, 'তাল' শব্দটি প্রতিষ্ঠার্থক 'তল্' ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে। গীত, বাদ্য ও নৃত্য তালে প্রতিষ্ঠিত। জগদেকমল্ল তাঁর *সংগীত চূড়ামণি* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোকে এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন :

তাল শব্দস্য নিষ্পত্তিঃ প্রতিষ্ঠার্থেন ধাতুনা।
গীতংবাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ভাতি তালে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥[২]

যার অর্থ, 'প্রতিষ্ঠার্থক ধাতু থেকে তাল শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, যাতে গীত, বাদ্য ও নৃত্য প্রতিষ্ঠিত।' *সংগীত সময়সার* গ্রন্থে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শাস্ত্রকার পার্শ্বদেবও একইভাবে তালকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, 'গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চলয়ম্ তালে বিরাজতে।'[৩]

আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তালের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ষষ্ঠ শতাব্দীর পণ্ডিত অমরসিংহ তাঁর *অমরকোষ* শীর্ষক কোষগ্রন্থে। তাঁর ভাষায়, 'তালঃ কালক্রিয়ামানং।'[৪] এ প্রসঙ্গে সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩) তাঁর *সঙ্গীতসার* গ্রন্থে বলেন, 'ক্রিয়া দ্বারা অখণ্ডদণ্ডায়মান লয়কে ছন্দোনুযায়িক পরিমাপ করাই যথার্থ তাল বোঝায়।'[৫] সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের (১৮৪৬-১৯০৪) বক্তব্যও এর কাছাকাছি :

Dhaka University Institutional Repository

> গীতের আদ্যোপান্তে কাল-পরিমাণের নিয়ম এক সমান রাখাকে 'লয়' কহে। সেই লয়কে, অর্থাৎ কাল-পরিমাণের তুল্যতাকে রক্ষা ও শাসন করাই তালের উদ্দেশ্য– অর্থাৎ গান ক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে 'তাল' কহে।[৬]

আবার *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ* গ্রন্থে বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (১৯০৯-১৯৮০) তালের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে :

> দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা পরিমিত যে কাল, যা গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে নিয়মিত করে, তাহাকেই তাল বলা হয়। বিশ্রান্তি বা বিরতি যুক্ত সশব্দ বা নিঃশব্দ ক্রিয়াদ্বারা মধ্যকালে তালের মান বা পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রচলিত সঙ্গীতে লয় এবং মাত্রা-বিশিষ্ট একটি ছন্দ-রচনাকে তাল বলা হয়, এই রচনা বিশেষ বাণী বা বোলের মাধ্যমে রচিত হয়।[৭]

করুণাময় গোস্বামী (১৯৪৩-২০১৭) তাঁর *সংগীতকোষ* গ্রন্থে বলেন, 'গীত, বাদ্য ও নৃত্যের লয়ের (গতি) স্থিতিস্থাপক মাত্রাবদ্ধ ছন্দ রচনার নাম তাল।'[৮] সংগীতকোবিদ ডা. বিমল রায় তাঁর *সংগীতি শব্দকোষ* গ্রন্থে তালের ভুক্তিতে লিখেছেন :

> গানকে যাহা প্রতিষ্ঠিত করে অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ এবং নিয়মবদ্ধ করে। বিশিষ্ট পাত-ঘাত-কলা জ্ঞাপক ছন্দ ও খণ্ড বা বিভাগ-যুক্ত নির্দিষ্ট মাত্রা-সংখ্যা। প্রাচীন মতে, নির্দিষ্ট লঘু, গুরু প্রভৃতি মাত্রার বিশিষ্ট সমন্বয়, যাহা সশব্দ ও নিঃশব্দ ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।[৭]

বর্তমানে প্রচলিত তালসমূহের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এবং তাল সম্পর্কিত উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিবেচনায় এনে বলা যায়, যা নির্দিষ্ট মাত্রা, পদ বা বিভাগ, কাল ও লয় সমন্বিত, সশব্দ ও নিঃশব্দ হস্তক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশযোগ্য, আনদ্ধ-বাদ্যাদিতে বাদনোপযোগী পাটক্ষর বা বোল্ সম্বলিত এবং সর্বোপরি যা গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে সুসংবদ্ধ ছন্দে প্রকাশ ক'রে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে তাকেই তাল বলে। তালের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় :

১. কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার সমন্বয়ে তাল গঠিত হয়।
২. তালে ব্যবহৃত মাত্রাগুলো কয়েকটি পদ বা বিভাগে বিন্যস্ত থাকে।
৩. তালের পদ বা বিভাগের মধ্যবর্তী মাত্রাগুলোর সংখ্যা সমান বা অসমান হতে পারে।
৪. তালের প্রতিটি বিভাগের প্রথম মাত্রায় হয় সশব্দ ক্রিয়া বা তালি, না হয় নিঃশব্দ ক্রিয়া বা খালি বা ফাঁক দেখানো হয়। তালের সর্বাধিক প্রস্বনযুক্ত তালিটি সম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
৫. তাল বিশিষ্ট ছন্দ দ্বারা বদ্ধ হতে হবে।
৬. তাল বিভিন্ন লয়ে অর্থাৎ বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত ইত্যাদি লয়ে উপস্থাপন করা যায়।

৭. তালের প্রত্যেকটি মাত্রার পাট বা আনদ্ধ বাদ্যের বোলগুলো এক বা একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট হতে পারে। যথা : ধা, ধিন্, তেরেকেটে, কৎ, তাগে ইত্যাদি।

১.১ তালের উদ্ভব

উপযুক্ত তথ্য ও প্রমাণাভাবে তালের উদ্ভব সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সিদ্ধান্তে উপণিত হওয়া যায় না। ফলে এর উৎপত্তি সম্পর্কিত নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতগুলো দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) পৌরাণিক মত এবং (খ) ঐতিহাসিক মত।

(ক) পৌরাণিক মত **:** শৈব মতে, ত্রিপুরাসুরকে বধ করার পর বিজয়োল্লাসে দেবাদিদেব মহাদেব 'তাণ্ডব নৃত্য' এবং পার্বতী 'লাস্য নৃত্য' করেছিলেন। শিব-পার্বতীর এই যৌথনৃত্য থেকেই তালের উৎপত্তি। অর্থাৎ. তাণ্ডব নৃত্যের 'তা' এবং লাস্য নৃত্যের 'ল' থেকে তালের সৃষ্টি। আবার বৈষ্ণব মতানুসারে, শারদ-পূর্ণিমা রাতে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীমতি রাধারানিসহ অন্যান্য গোপিনীদের সঙ্গে রাসনৃত্যে মগ্ন হন তখন অসংখ্য তালের জন্ম হয়। *সঙ্গীত মকরন্দ* গ্রন্থের 'পঞ্চতালোৎপত্তি' অধ্যায়ে সংগীতশাস্ত্রকার নারদ মুনি উল্লেখ করেন, সদাশিবের পঞ্চমুখ থেকে চারটি বেদ ও আগমশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। এ সময় তাঁর পাঁচমুখ থেকে পাঁচটি তালেরও সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে তাঁর পূর্ব মুখ থেকে চঞ্চৎপুট, দক্ষিণ মুখ থেকে চাপপুট, পশ্চিম মুখ থেকে ষট্পিতাপুত্রক, উত্তর মুখ থেকে সংপক্কেষ্টাক এবং ঈশানোর্ধ মুখ থেকে উদ্‌ঘট্ট তালের জন্ম হয়।

(খ) ঐতিহাসিক মত **:** গবেষকদের মতে, ভাষা সৃষ্টির আগেই সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ, আদিমকাল থেকেই মানুষ সংগীতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। তবে আধুনিককালে 'তাল' শব্দটি যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে তালের উপস্থিতি ছিল না। 'তাল' না থাকলেও আদিম মানুষ সংগীতে হাতে করতালি দিয়ে কিংবা দণ্ড দিয়ে কোনো বস্তুতে আঘাতের মাধ্যমে ছন্দ উৎপন্ন করতো, যা আদিম ছন্দ হিসেবে ঐতিহাসিকগণের কাছে স্বীকৃত।

কালের বিবর্তনে আদিম মানুষের জীবনযাপনে পরিবর্তন আসে। ধীরে ধীরে তারা বিভিন্ন রকম কাজ করতে শেখে। ধারণা করা হয়, কাজের প্রকার যত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, ছন্দের বৈচিত্র্যও তত বেড়েছে। কেননা, আদিম মানুষ সকল কাজেই ছন্দের সাহায্য নিয়ে একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর করত। এভাবেই নতুন নতুন কাজ, উৎসব, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি, গীত এবং ছন্দের বৈচিত্র্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক পর্যায়ে এ ছন্দগুলো থেকেই কিছুটা বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয় 'তাল'।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রে সন্নিবেশিত নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় তালের উৎপত্তি হয়েছে মার্গ এবং দেশি সংগীত প্রবর্তনের যুগে। এ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত ছন্দের ঝোঁক অনুসারে কেবল তালাঘাত দেওয়া হত। মার্গ এবং দেশি সংগীত হিসাবে যখন দু'টি গীতরীতি প্রবর্তিত হয়, তখনই এই ধারা দু'টিকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলতে তাল সৃষ্টি হয়। প্রথমে মার্গ সংগীতের পাঁচটি তাল সৃষ্টি হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে দেশি সংগীতের বহু তালের জন্ম হয়।

বর্তমানে হিন্দুস্থানি সংগীতে যে সকল তালের প্রয়োগ হতে দেখা যায়, তা মূলত বৈদিক যুগের সংগীতের ক্রমবিকাশের ফল বা রূপান্তর মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, এ সকল তাল গান্ধর্ব এবং দেশি তালের পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান আগমনের পর মুসলমানদের নিজস্ব তালরীতির মিশ্র রূপ। ফলে এ-সব তালের বেশ কিছু ব্যাপারেই অসংগতি ও মতভেদ রয়েছে।

১.২ তালের বিবর্তন

প্রাক-বৈদিক সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনসমূহে থাকা বিভিন্ন শ্রেণির বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি এবং নৃত্যরত নারী ও পুরুষের মূর্তি প্রমাণ করে যে, সে যুগে সংগীতের অস্তিত্ব ছিল। তবে প্রাক-বৈদিক যুগের অনুমানভিত্তিক কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়, যা প্রামাণ্য নয় এবং তৎকালীন সাংগীতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কিত আলোচনার জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই সংগীতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনার সূত্রপাত বেদের অস্তিত্বের ভিত্তিতে বৈদিক যুগ থেকেই ঘটে। অর্থাৎ বৈদিক তালপদ্ধতি এক্ষেত্রে মাতৃস্বরূপ।

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীকে ভারতীয় ইতিহাসে 'বেদ' এর জন্মকাল হিসেবে ধরে নেয়া হয়। তবে এর বেশ কিছু অংশ আরো প্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। বেদ চার ভাগে বিভক্ত– ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। এর মধ্যে সামবেদ সুরে গীত হয় বলে একে 'সাম গান' বলা হয়। একে আবার 'সূর্যসংগীত' নামেও অভিহিত করা হয়। সামবেদে মোট শ্লোক রয়েছে ১৮৭৫টি, এর মধ্যে নিজস্ব শ্লোক ৭৫টি; বাকিগুলো ঋকবেদ থেকে গৃহীত। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে সামবেদের শ্লোকসমূহ গান আকারে গীত হতো। এ সংগীতের ধারা 'আর্চিক' নামে অভিহিত। সংগীত হিসাবে সামগানে স্বরবৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকার পাশাপাশি ছন্দেরও যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। তবে বৈদিক যুগে তাল বলতে কিছু ছিলো না। এ প্রসঙ্গে ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী তাঁর *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ* গ্রন্থে বলেন, 'তাল বলতে আমরা যা বুঝি বৈদিক সংগীতের ধারায় তার কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। বৈদিক সঙ্গীতে কেবলমাত্র কাব্য ছন্দের অনুকরণেই সাঙ্গীতিক ছন্দের ব্যবহার হয়ে থাকত।'[১০]

Dhaka University Institutional Repository

বৈদিক যুগের প্রায় সমসময় থেকেই ভারতীয় সংগীত বৈদিক সংগীতের পাশাপাশি আরও দুটি ধারায় বিকশিত হয়। এগুলো হলো : (ক) মার্গ বা গান্ধর্ব সংগীত এবং (খ) দেশি সংগীত। মার্গ বা গান্ধর্ব সংগীতে যে সব তাল ব্যবহৃত হতো সেগুলোকে মার্গ বা গান্ধর্ব তাল এবং আঞ্চলিকতার প্রভাবযুক্ত দেশি সংগীতে প্রযুক্ত তালগুলো দেশি তাল নামে পরিচিতি পায়।

(ক) মার্গ বা গান্ধর্ব তাল : মূলত বৈদিক ঐতিহ্যের আশ্রয়েই গন্ধর্বজাতি কর্তৃক গান্ধর্ব-তালের উৎপত্তি হয়। গন্ধর্ব সংগীতগুণীদের বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ে গভীর পারদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁদের সৃষ্ট অতি উচ্চমানের বিজ্ঞানভিত্তিক গান্ধর্ব তালপদ্ধতিতে। এই তালপদ্ধতির তালগুলোতে বৈদিক সামগানে ব্যবহৃত কাব্যছন্দের প্রভাব লক্ষিত হয়।

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে পাঁচটি গান্ধর্ব তালের নাম পাওয়া যায়। যথা : চঞ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, উদ্‌ঘট্ট ও সংপক্কেষ্টাক। কাব্যছন্দে ব্যবহৃত লঘু, গুরু ও প্লুত মাত্রার সমন্বয়ে এই তালগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। এই তালগুলো ছিল যথাক্ষর অর্থাৎ কোনো তালের নাম লঘু-গুরু-প্লুত অক্ষরে বিশ্লেষণ করলে যে মাত্রাবিন্যাস পাওয়া যায়, তাই ওই তালের লক্ষণ রূপে বিবেচিত হয়। যেমন : চঞ্চপুট তালটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, চৎ+চৎ+পু+টঃ। এখানে, প্রথম দু'টি অক্ষর গুরু, তৃতীয়টি লঘু এবং চতুর্থটি প্লুত অক্ষর। অর্থাৎ, চারটি পদ ও আটটি মাত্রাযুক্ত এই তালটির বিভাগ ২-২-১-৩।

গান্ধর্ব তালগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : 'চতুরস্র' ও 'ত্র্যস্র'। এ বিভাজনে লঘু মাত্রার মানদণ্ডানুযায়ী কোনো তালের মোট মাত্রাসমষ্টি যদি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয় তবে তা চতুরস্র এবং ৩ দ্বারা বিভাজ্য হলে ত্র্যস্র জাতির তাল হিসেবে গণ্য হবে। তদনুযায়ী চচ্চৎপুট আটটি লঘু মাত্রাবিশিষ্ট এবং ৪ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ায় চতুরস্র জাতির তাল। অপরদিকে চাচপুট ছয়টি লঘু মাত্রাবিশিষ্ট এবং ৩ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ায় ত্র্যস্র জাতির তাল। তবে ষট্‌পিতাপুত্রক তালটির ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা দেখা যায়। এই তাল বারো মাত্রাবিশিষ্ট হওয়ায ৩ ও ৪ উভয় সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। এক্ষেত্রে সংগীতশাস্ত্রে এই তালকে 'চাচপুট' তালের একটি প্রকার হিসেবে উল্লেখ করায় এটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য ত্র্যস্র জাতির তাল রূপে বিবেচ্য। একই নিয়মে ৬ মাত্রার উদ্‌ঘট্ট ও ১২ মাত্রার সংপক্কেষ্টাক ত্র্যস্র জাতির তাল।

এই পাঁচটি গান্ধর্ব তালকে আবার তিন রকম গতি বিশিষ্ট করা যেত। যথা: এককল বা যথাক্ষর (একগুণ), দ্বি-কল (দ্বিগুণ) এবং চতুষ্কল (চারগুণ)। গান্ধর্ব তাল বা মার্গ তালের বারোটি লক্ষণ রয়েছে। এগুলো হলো – জাতি, কাল, মাত্রা, কলা, লয়, মার্গ, ক্রিয়া, বিভাগ বা পাদভাগ, পরিবর্তন, যতি, গ্রহ এবং অঙ্গ। তবে কেউ কেউ 'পাদভাগ' ও 'অঙ্গ'-কে বাদ দিয়ে গান্ধর্ব তালের ১০টি লক্ষণও বলে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দেশি তাল : দেশি সংগীত আঞ্চলিক ভাষা, জনরুচি, কৃষ্টি, ও গীত-পদ্ধতিকে প্রকাশ করে। এই গানে বেশ কিছু সাংগীতিক নিয়ম-কানুনের প্রয়োগ থাকলেও স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেগুলো ঘন ঘন পরিবর্তিত হয়। ফলে প্রাচীন দেশি সংগীতের কোনো শাস্ত্র রচিত হয়নি। দেশি সংগীত অর্থাৎ আঞ্চলিক গীতসমূহে ব্যবহৃত তালগুলোকেই 'দেশি তাল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। দেশি গানের মতো দেশি তালও আঞ্চলিকতা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করত। দেশি তালের ভিত্তি হলো 'গতিছন্দ'।

প্রত্যেকটি দেশি তালের নিজস্ব গতি রয়েছে। সেই স্বাভাবিক গতিটিকেই ওই তালের 'মধ্য লয়' হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এসব তালের গতিকে বিলম্বিত বা দ্রুত করার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই গতিছন্দকে বিঘ্নিত করা যায় না। লয়ের তারতম্যের কারণে গতিছন্দের রূপ পরিবর্তন হলে তালগুলোর স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ সকল দেশি তালে দ্রুত, মধ্যম ও বিলম্বিত এই তিনটি লয়ের সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়।

বৌদ্ধ-যুগে বৈদিক ঐতিহ্যে গঠিত গান্ধর্ব-সংগীত শাসক গোষ্ঠীর বেদ-বিদ্বেষী, সংস্কৃত-বিদ্বেষী এবং ব্রাহ্মণ-বিরোধী মনোভাবের জন্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে থাকে। অপরদিকে, বৌদ্ধ রাজাদের আনুকূল্যে দেশি গানের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পায়। এই দেশি গানকে আভিজাত্য দিতে এবং সর্ব-ভারতীয় ক'রে তুলতে এর উপর গান্ধর্ব গানের কিছু বৈজ্ঞানিক নিয়ম-কানুন আরোপ করা হয়। ফলে এই দুই পদ্ধতির মিশ্রণে যে নবধারার উন্মেষ হয় তা গান্ধর্ব-দেশি বা মার্গ-দেশি বা অভিজাত-দেশি গান নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সংগীতশাস্ত্রের পরিভাষায় একে প্রবন্ধ গান বলা হয়। গবেষকদের মতে, প্রবন্ধ গানের জন্ম হয় খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে।

দেশি গানের এমন রূপ পরিবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই দেশি গানের পাশাপাশি দেশি তালগুলোও গান্ধর্ব নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'অভিজাত দেশি' বা 'গান্ধর্ব-দেশি' তাল হিসেবে সংগীতশাস্ত্রাদিতে উল্লেখিত হতে থাকে। দেশি তালগুলো গান্ধর্ব বা মার্গ নিয়মের অধীনে এলেও তালগুলোর সকল বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়নি। গান্ধর্ব তালের লঘু ও প্লুত তালাঙ্গের মতো দেশি তালে দ্রুত, অনুদ্রুত এবং প্লুত তালাঙ্গের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আবার, দেশি তালের মত অভিজাত দেশি তালেও গতিছন্দের গুরুত্ব সর্বাধিক ছিল। দেশি তাল অভিজাত দেশি তালে রূপান্তরিত হলে গান্ধর্ব তালপদ্ধতির পাঁচটি তালকেও অভিজাত দেশির নিয়মে ব্যবহার করা হত; কিন্তু, দ্বি-কল, চতুষ্কল ইত্যাদি রূপগুলো বর্জিত হয়েছিল। তালের দশ প্রাণের মার্গ নামক লক্ষণটি বিশুদ্ধ দেশি তালে না থাকায় কোনো তালকে অতিদ্রুত বা অতি-বিলম্বিত লয়ে প্রকাশ করা যেত না। কিন্তু, গান্ধর্ব-তালের অনুসরণে 'মার্গ' ব্যবহারের ফলে অভিজাত দেশি তালেও অতি-বিলম্বিত লয় অনুপ্রবেশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজাত দেশি তালগুলো প্রাচীন প্রবন্ধ গানে প্রযুক্ত হত। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে দেখা যায়, অভিজাত দেশি তালের সংখ্যা কখনও ১০১, কখনও ১০৮ আবার কখনওবা ১২০। প্রকৃতপক্ষে, দেশি তালের সংখ্যা আরও অনেক বেশি। দেশি তালের ক্ষেত্রে একটি তাল থেকে অপর তালের গতি, ছন্দ, পাট ইত্যাদির সামান্য পরিবর্তন হলেই তালের নাম পাল্টে অন্য নামে পৃথক তাল হিসেবে মর্যাদা পায়।

১.৩ বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রে তালের বিবর্তন :

প্রাচীনকাল থেকে রচিত বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রসমূহে তাল সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* তাল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার পাশাপাশি গান্ধর্ব তালের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। *নাট্যশাস্ত্র*-পরবর্তী গ্রন্থাদি থেকে মার্গ তালের সঙ্গে দেশি তাল ও অভিজাত দেশি তাল সম্পর্কে জানা যায়। নিচে ভারতীয় সংগীতগ্রন্থাদিতে তাল সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে তার কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্তসার উপস্থাপিত হলো :

খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে ভরতমুনি রচিত *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে মার্গ বা গান্ধর্ব তালপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায়। *এতে* উল্লেখিত তালের প্রকৃতি সম্পর্কে ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী বলেন,

> 'তাল' শব্দের ব্যাপক অর্থ হ'ল সঙ্গীতের সময়ের পরিমাপ। এই পরিমাপের নির্দিষ্ট বিভাগ থাকে। যার প্রতিটি বিভাগেই থাকে এক একটি করে সশব্দ বা নিঃশব্দ ক্রিয়া এবং প্রতিটি বিভাগকেই 'কলাপাত' বলে বলা হয়েছে। এই কলাপাতের আবার নির্দিষ্ট কাল রক্ষার নিয়ম আছে, যার দরুণ ছন্দ সৃষ্টি হয় এবং এই নিয়মকেই বলা হয় 'লয়'। এই 'কলাপাত' এবং নির্দিষ্ট লয়ের সংযোগেই 'তাল' তার রূপ পরিগ্রহ করে এবং 'কলা'ই হ'ল তালের প্রামাণিক কাল বিশেষ, অর্থাৎ বর্তমানে মাত্রা বলতে যা বুঝা যায় 'কলা' শব্দটিও প্রাচীন কালে প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হ'ত।[১১]

নাট্যশাস্ত্রে ভিন্ন এক অর্থেও 'তাল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, একত্রিংশ অধ্যায়ের ৩০ সংখ্যক শ্লোকের শেষার্ধে আছে, 'দ্বিপ্রকারস্ত্বয়ং তালো নিঃশব্দঃ শব্দবাংস্তথা।'[১২] এখানে হস্তক্রিয়ার সমার্থক হিসেবে 'তাল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান সময়েও চলতি বাংলায় 'তাল দেওয়া' বলতে একই অর্থকে নির্দেশ করা হয়। গ্রন্থটিতে তাল রূপায়ণের নির্দিষ্ট ব্যবস্থাসহ উপরিউক্ত পাঁচটি তাল-নামের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া এতে ত্রিবিধ লয়, মার্গ, মাত্রা, কলা, কলাপাত, সশব্দ-নিঃশব্দ ক্রিয়া, প্রভৃতি তাল সম্পর্কিত বিষয়াদি সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের পরবর্তী তিনশো বছরের মধ্যে বেশ কিছু তাল সৃষ্টি হয়েছিল যার প্রমাণ পাওয়া যায় নান্দিকেশ্বর (খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) রচিত *ভরতার্ণব* গ্রন্থটিতে। *নাট্যশাস্ত্রে* উল্লিখিত পাঁচটি তালসহ এ

গ্রন্থে যে তালগুলোর নামোল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো হলো : ১. আদি, ২. দর্পণ, ৩. চর্চ্চরী, ৪. সিংহলীল, ৫. কন্দর্প, ৬. সিংহবিক্রম, ৭. শ্রীরঙ্গ, ৮. রতিলীল, ৯. রঙ্গতাল, ১০. পরিক্রম, ১১. প্রত্যঙ্গ, ১২. গজলীল, ১৩. ত্রিভিন্ন, ১৪. বীরবিক্রম, ১৫. হংসলীল, ১৬. বর্ণভিন্ন, ১৭. রাজচূড়ামণি, ১৮. রঙ্গদ্যুতি, ১৯. রাজতাল, ২০. সিংহবিক্রীড়া, ২১. বমমালী, ২২. বর্ণ তাল [ক. চতুরস্রবর্ণ, খ. ত্র্যস্রবর্ণ, গ. মিশ্রবর্ণ, ঘ. দশলা বর্ণ এবং ঙ. খণ্ডবর্ণ], ২৩. রঙ্গ প্রদীপ, ২৪. হংসনাদ, ২৫. সিংহনাদ, ২৬. মল্লিকামোদ, ২৭। শরভলীল, ২৮. রঙ্গাভরণ, ২৯. তুরঙ্গলীল, ৩০. সিংহনন্দন, ৩১. জয়শ্রী, ৩২. বিজয়ানন্দ, ৩৩. প্রতিতাল, ৩৪. দ্বিতীয় তাল, ৩৫. মকরন্দ, ৩৬. কীর্তিতাল, ৩৭. বিজয়তাল, ৩৮. জয়মঙ্গল, ৩৯. রাজবিদ্যাধর, ৪০. মঠ্যতাল, ৪১. অন্যমণ্ঠ. ৪২. প্রতিমণ্ঠ, ৪৩. জয়তাল, ৪৪. কুড়ুক্কা, ৪৫. নিঃসার, ৪৬. নিঃসানুক, ৪৭. ক্রীড়াতাল, ৪৮. ত্রিভঙ্গি, ৪৯ কোকিল প্রিয়, ৫০. শ্রীকীর্তি, ৫১. বিন্দুমালিনী, ৫২. নন্দন, ৫৩. শ্রীনন্দন, ৫৪. উদ্বীক্ষণ, ৫৫. মণ্টিকা, ৫৬. মধ্যক, ৫৭. বর্ণমধ্যক, ৫৮. ঢেঙ্কি, ৫৯. অভিনন্দন, ৬০. নবক্রীড়া, ৬১. মল্লতাল, ৬২. দীপক, ৬৩. অসমতাল, ৬৪. বিষমতাল, ৬৫. নান্দীতাল, ৬৬. মুকুন্দ, ৬৭. কর্ষক, ৬৮. একতালি, ৬৯. কঙ্কাল [ক. খণ্ডকঙ্কাল, খ. পূর্ণকঙ্কাল, গ. সমকঙ্কাল, ঘ. অসম কঙ্কাল], ৭০. ঝোম্বড়, ৭১. পণতাল, ৭২. অভঙ্গতাল, ৭৩. রায়বঙ্কাল, ৭৪. লঘুশেখর, ৭৫. দ্রুতশেখর, ৭৬. প্রতাপ শেখর, ৭৭. জগঝম্প, ৭৮. চতুর্মুখ ও অন্যচতুর্মুখ, ৭৯. ঝম্পা তাল, ৮০. প্রতিমঠ্য, ৮১. তৃতীয়তাল, ৮২. বসন্ততাল, ৮৩. ললিত তাল, ৮৪. রতিতাল, ৮৫. করণতাল, ৮৬. ষট্‌তাল, ৮৭. বর্ধন তাল, ৮৮. বর্ণেতি, ৮৯. রাজনারায়ণ, ৯০. মদন, ৯১. পার্বতীলোচন, ৯২. গারুগী, ৯৩. শ্রীনন্দন, ৯৪. জয়তাল, ৯৫. লীলাতাল, ৯৬. বিলোকিত, ৯৭. ললিতপ্রিয়, ৯৮. জনকতাল ৯৯. লক্ষ্মীশতাল এবং ১০০. ভদ্রবান তাল। গ্রন্থটির একটি বিশেষত্ব হলো, এর তাল সূত্রে সিঁকি মাত্রা, অর্ধ মাত্রা বা পৌনে মাত্রাযুক্ত তাল দেখতে পাওয়া যায়।

এ গ্রন্থে *নাট্যশাস্ত্রে* উল্লেখিত লঘু এবং গুরু অঙ্গের পাশাপাশি আরও চারটি অঙ্গের নির্দেশ পাওয়া যায়। যথা: দ্রুত, প্লুত, হংসপদ, বিরাম। এই ছয়টি অঙ্গ আবার বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এছাড়াও তালের জাতি বিভাজনের ক্ষেত্রেও মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় এই গ্রন্থে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* সমস্ত তাল ত্র্যস্র ও চতুরস্র জাতিতে বিভক্ত থাকলেও *ভরতার্ণবে* আরও কয়েকটি জাতিভেদ পাওয়া যায়। যেমন : খণ্ড, সম, অসম, মিশ্র, পূর্ণ প্রভৃতি।

ভরতার্ণব গ্রন্থের পরবর্তীকালে তাল বিষয়ক সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো নারদ রচিত *সঙ্গীত মকরন্দ*। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে নানা মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে এটি খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত। আবার কেউ কেউ মনে করেন এর রচনাকাল অষ্টম শতাব্দী। এই গ্রন্থে ১০৯টি

Dhaka University Institutional Repository

তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতে নেই এমন কয়েকটি নতুন তালও সন্নিবেশিত হয়েছে। তালগুলো হলো : ১. রাগবর্ধন, ২. উৎসব, ৩. সমতাল, ৪. অন্তরক্রীড়া এবং ৫. চতুস্তাল। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম তালের 'দশপ্রাণ'এর ধারণাটি বিধৃত হয়েছে। এগুলো হলো : ১. কাল, ২. মার্গ ৩. ক্রিয়া, ৪. অঙ্গ, ৫. গ্রহ, ৬. জাতি, ৭. কলা, ৮. লয়, ৯. যতি, এবং ১০. প্রস্তার। এছাড়া গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে দশবিধ তাল প্রবন্ধ, অঙ্গ তাল, 'তাল' শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচনা, তাল প্রণেতাদের নামোল্লেখ, মার্গ ও দেশি নামক দুই প্রকার ক্রিয়া, তালের পাঁচটি অঙ্গের (অনদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত) বর্ণনা, তিন প্রকার গ্রহের (সম, অতীত ও অনাগত) উল্লেখ, তালের তিনটি প্রধান জাতিসহ (তিস্র, চতুরস্র, মিশ্র) খণ্ড জাতি বিষয়ে আলোচনা, লয়-যতি-প্রস্থার সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি তাল সম্পর্কিত বিষয়াদি।

রাজা সোমেশ্বরের (৩য়) পুত্র এবং কল্যাণীর রাজা জগদেকমল্ল (১১৩৮-১১৫০) রচিত একটি উল্লেখযোগ্য সংগীতগ্রন্থ *সঙ্গীত চূড়ামণি*। এই গ্রন্থ সম্পর্কে সংগীতশাস্ত্রী ড. প্রদীপকুমার ঘোষ বলেন, 'তালের ওপর এমন বিস্তৃত আলোচনা তাঁর পূর্বে আর কোনো শাস্ত্রকার করেননি।'[১৩] এই গ্রন্থ বিন্যাসে চারটি প্রকরণ (প্রবন্ধ প্রকরণ, তাল প্রকরণ, বাদ্য প্রকরণ ও রাগ প্রকরণ) দেখা যায়, যার মধ্যে দ্বিতীয় প্রকরণ অর্থাৎ তাল প্রকরণ সর্বাধিক বিস্তৃত। এতে ১০১টি তালের নাম পাওয়া যায়, যেগুলোর অধিকাংশই পূর্ববর্তী গ্রন্থাদিতে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে প্রাপ্ত নতুন তালগুলো হলো: বর্দ্ধাপন, মড্ড এবং দ্বিতীয় মড্ড।

গ্রন্থটির রচয়িতা জগদেকমল্ল গ্রন্থভুক্ত তালসমূহকে 'চতুরস্র' এবং 'ত্র্যস্র' নামক দুটি জাতিতে বিভক্ত করেছেন। তবে এই জাতি বিভাজনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো বিভাজন-নীতি অনুসরণ করা হয়নি, অর্থাৎ, মাত্রা সংখ্যার ভিত্তিতেও নয় আবার অঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেও নয়। গ্রন্থটির বিশেষত্ব হলো, গ্রন্থকার প্রদত্ত প্রবন্ধ তালের তালিকায় উল্লেখিত সকল তালকে জাতিভিত্তিক বিভাজনের পাশাপাশি তালগুলোকে পঞ্চবিধ তালাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তালাঙ্গগুলো হলো : ১. চর্চ্চৎপুট অঙ্গ ২. চাচপুট অঙ্গ ৩. ষট্পিতাপুত্রক অঙ্গ ৪. সম্পক্কেষ্টক অঙ্গ এবং ৫. উদ্ঘট্ট অঙ্গ। এর মধ্যে চর্চ্চৎপুট অঙ্গে ১৩টি, চাচপুট অঙ্গে ৭টি, ষট্পিতাপুত্রক অঙ্গে ৮টি, সম্পক্কেষ্টক অঙ্গে ৪২ টি তালের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত তালগুলো অর্ধমাত্রা থেকে ষোল মাত্রা বিশিষ্ট। এর মধ্যে, পাঁচ মাত্রা থেকে নয় মাত্রা পর্যন্ত তালের প্রচলনই তখন সর্বাধিক ছিল। আবার অর্ধমাত্রা থেকে তিন মাত্রা পর্যন্ত অঙ্গগুলোর নানারূপ প্রয়োগে এ তালগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল। একই মাত্রাসম্পন্ন বিভিন্ন তালের বিভিন্নরূপ মাত্রাবিন্যাস

পরবর্তীকালের তাল রচয়িতাদেরও প্রভাবিত করেছিল। যেমনঃ সাত মাত্রার মোট ষোলটি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাবিন্যাসের তাল পাওয়া যায়।

ত্রয়োদশ শতকের তাল বিষয়ে নির্ভরযোগ্য যে শাস্ত্র পাওয়া যায়, তা হলো নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব (১১৯০-১২৬৫ খ্রি.) রচিত *সঙ্গীত রত্নাকর*। গ্রন্থটি তাল বিষয়ক আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের চেয়ে অনেক বেশি তথ্যবহুল। গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত তালসমূহকে 'মার্গ তাল' ও 'দেশি তাল' শীর্ষক দুটি ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এতে ১২০টি দেশি তালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থে নতুন সংযোজিত তালগুলো হলো : ১. চতুর্থ তাল, ২. পঞ্চম, ৩. নিঃশঙ্কলীল, ৪. যতিলগ্ন, ৫. কুমুদ, ৬. বর্ণযতি, ৭. করণযতি, ৮. সারস, ৯. চণ্ডতাল, ১০. চন্দ্রকণা, ১১. লঘু, ১২. অড্ডতালি, ১৩. খণ্ডা, ১৪. দ্বন্দ, ১৫. মুকুন্দ, ১৬. কুবিন্দ, ১৭. কলধ্বনি, ১৮. গৌরী, ১৯. সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ২০. ভগ্ন, ২১. রাজমৃগাংক, ২২. রাজমার্তণ্ড, ২৩. নিঃশঙ্ক, ২৪. শার্ঙ্গদেব ও ২৫. স্কন্দ। গ্রন্থটিতে উল্লেখিত কিছু তাল শার্ঙ্গদেব কর্তৃক সৃষ্ট, যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি তিনি নিজ নামে তৈরি করেছেন। যেমনঃ নিঃশঙ্ক, নিঃশঙ্কলীল, শার্ঙ্গদেব। এছাড়া, দক্ষিণ ভারতীয় রাজা সিংহনের পূর্বপুরুষ রাজাদের নামে রচিত মার্তণ্ড, মৃগাঙ্ক ইত্যাদি তালসমূহও শার্ঙ্গদেব কর্তৃক রচিত বলে মনে করা হয়। *সঙ্গীত রত্নাকর* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় অনুযায়ী 'শ্রীকীর্তি', 'বিজয়ানন্দ', 'পার্বতীলোচন', 'উৎসব' এবং 'রাজচূড়ামণি' এই ৫টি তালকে দেশি তালের উৎপত্তিস্থলরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির সময়কালে তালের প্রকৃত পরিচয় বোঝানো হতো বিভিন্ন ক্রিয়া ও বাদ্য ব্যবহার করার মাধ্যমে। এছাড়া তালের প্রতিটি মাত্রারই বর্তমানের তালসমূহের সমের মতো গুরুত্ব ছিলো এবং আঙ্গুল ব্যবহার ক'রে মাত্রা গণনা করা হতো। গ্রন্থটিতে উল্লেখিত 'এককল মদ্রক' গীতিতে ব্যবহৃত তাল প্রয়োগ রীতির সঙ্গে বর্তমানের চৌতালের সাযুজ্য রয়েছে। একইভাবে বর্তমানের ছয় মাত্রাবিশিষ্ট তালসমূহে ও দাদরা তালে যথাক্রমে 'অপরান্তক এককল' ও 'উল্লোপাক'-এ ব্যবহৃত তাল রীতির প্রভাব দেখা যায়। এভাবেই প্রাচীন তালপদ্ধতির ধারা ধরেই ক্রমান্বয়ে মধ্যযুগীয় তাল ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে রাজশেখর পণ্ডিতের শিষ্য জৈন সংগীতশাস্ত্রী বাচনাচার্য সুধাকলস *সঙ্গীতোপনিষদ* গ্রন্থটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা ক'রে *সঙ্গীতোপনিষৎ-সারোদ্ধার* শীর্ষক একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে তালপ্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত তালের সকল অঙ্গসহ (অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু এবং প্লুত) 'বিপ্লুত' নামক একটি নতুন পঞ্চমাত্রিক অঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় এখানে। এছাড়া, এ গ্রন্থে পাঁচটি নতুন তালের উল্লেখ রয়েছে, যেগুলো অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। তালগুলো হলোঃ ১. বর্ধাপন (চার মাত্রা), ২. প্রতাপবর্ধন (সোয়া তিন মাত্রা), ৩. পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্র (ত্রিশ মাত্রা), ৪. পৃথ্বিকুণ্ডল (ষাট মাত্রা) ও ৫. তাল রত্নাকর। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম প্রত্যেকটি তালের ঠেকা নির্দেশ করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে উল্লেখিত তালসমূহকে মাত্রার ভিত্তিতে বিন্যাস্ত করে মোট ৭৩টি তালের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে একমাত্রিক ৭টি, দ্বিমাত্রিক ৬টি, ত্রিমাত্রিক ৬টি, চতুর্মাত্রিক ১২টি, পঞ্চমাত্রিক ৮টি, ষান্মাত্রিক ১৩টি, সপ্তমাত্রিক ৬টি, অষ্টমাত্রিক ৬টি, নবমাত্রিক ৩টি এবং দশমাত্রিক ৪টি তাল।

ভারতীয় সংগীতে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন গীতিশৈলীতে বিভিন্ন নির্দিষ্ট তালের ব্যবহার অতি প্রাচীন একটি রীতি।

১.৪ কর্ণাটকি তালপদ্ধতি

অভিজাত দেশি তালপদ্ধতি থেকে দু'টি প্রধান তালপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে একটি কর্ণাটকি তালপদ্ধতি এবং অপরটি হিন্দুস্থানি তালপদ্ধতি। অভিজাত দেশি সংগীত-পদ্ধতির বিভাজনের প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটে ১৪শ শতাব্দীতে। তৎকালীন প্রসিদ্ধ সংগীতশাস্ত্রী মাধব বিদ্যারণ্য কর্তৃক প্রবর্তিত পনেরোটি মেল বা জনক-রাগ ও পঞ্চাশটি জন্য বা পুত্র রাগ ভারতীয় সংগীতের ধারায় এক নব বৈশিষ্ট্যের সূচনা করে। এরই অনুসরণে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত রামামাত্য তাঁর *স্বরমেল কলানিধি* গ্রন্থে (১৫৫০ খ্রি.) ২০টি জনকমেল ও ৬৪টি জনকরাগ এবং পণ্ডিত সোমনাথ তাঁর *রাগবিবোধ* (১৬০৭ খ্রি.) গ্রন্থে ২৩টি মেল রাগ ও ৭২টি জন্য রাগের উল্লেখ করেন। তখন থেকেই উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতধারা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর ১৭শ শতাব্দীতে পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখীর ৭২টি মেল (ঠাট) সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত 'কর্ণাটকী সংগীত' রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মোটামুটিভাবে শার্ঙ্গদেবের পরবর্তীকালে (আনুমানিক প্রায় ১০০ বছর পরে) উপমহাদেশীয় সংগীতে হিন্দুস্থানি (উত্তর ভারতীয়) ও কর্ণাটকি (দক্ষিণ ভারতীয়) নামে দু'টি পৃথক সংগীত-পদ্ধতির প্রচলন ঘটে।

দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত কর্ণাটকি সংগীত-পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তালসমূহকে 'কর্ণাটকি তাল' বলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানি সংগীত-পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কর্ণাটকি সংগীত-পদ্ধতি তথা কর্ণাটকি তালপদ্ধতির প্রচলন ঘটে, এ সম্পর্কে প্রবীরকুমার ভট্টাচার্য তাঁর *ভারতীয় তাল প্রসঙ্গে* গ্রন্থে বলেছেন,

> উত্তর-ভারতেই প্রথম মুসলমান-রাজত্ব কায়েম করেন ঘুর সাম্রাজ্যের অধিপতি মুইজউদ্দীন মুহম্মদ ১১৯২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইন-এর যুদ্ধে দিল্লীর হিন্দু নরেশ পৃথ্বিরাজ চৌহানকে পরাস্ত করেই

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের মাটিতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে কুতবুদ্দীন আইবক (মুহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস) দিল্লীকে রাজধানী করে উত্তর ভারতে ১২০৬ খৃঃ সুলতানী সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। এর পর দাস-বংশ (১২১০−১২৯০ খৃঃ), খিলজী বংশ (১২৯০−১৩২০ খৃঃ), তুঘলক বংশ (১৩২০−১৪১৩ খৃঃ), সৈয়দ বংশ (১৪১৪−১৪৫০ খৃঃ), লোদী বংশ (১৪৫১−১৫২৬ খৃঃ) যথাক্রমে দিল্লীতে রাজত্ব করেন। এরপর মুঘল সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।

মুসলমান রাজত্বে ধর্মপ্রাণ বহু হিন্দু ও সংগীতশাস্ত্রীগণ ধর্মরক্ষার্থে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে চলে আসেন এবং হিন্দু-নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। যেমন শার্ঙ্গদেবের পিতামহ পণ্ডিত 'ভাস্কর' দাক্ষিণাত্যে মুহম্মদ ঘোরীর উত্তর ভারত আক্রমণে দক্ষিণে চলে আসেন। তখন সমগ্র ভারতে অভিজাত-দেশি সঙ্গীতের অর্থাৎ প্রবন্ধ গানের যুগ চলছিল। উত্তর-ভারতে মুসলমান সঙ্গীত গুণীদের দ্বারা যে সঙ্গীত আমরা পাই তা হলো ইন্দো-পারসিক সঙ্গীতরীতির মিশ্রণে এক নব্য গীতরীতি যা পরবর্তীকালে 'হিন্দুস্থানী' সঙ্গীতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে মুসলিম কৃষ্টির প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়নি এবং সেই কারণে সেখানে পূর্বতন অভিজাত-দেশী সঙ্গীতের কাঠামোর ওপর কিছু পরিবর্তন বিবর্ধন ঘটিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল কর্ণাটকী সঙ্গীত-পদ্ধতি। প্রবন্ধগানের যুগে দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতেও উত্তর-ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় ১২০টি দেশী তাল ব্যবহৃত হোত। এর তালগুলি দশপ্রাণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।[১৪]

দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিন ধরনের তাল ক্রিয়ার প্রয়োগ ঘটেছে। এগুলো হলো : ১. অষ্টোত্তরশততালম ২. অপূর্বতালম এবং ৩. সপ্ততালম। প্রথম যুগে এই পদ্ধতিতে ১০৮টি তাল ব্যবহৃত হত, যা অষ্টোত্তরশততালম নামে চিহ্নিত। পরবর্তীকালে ৫৬টি বিশেষ বিশেষ তাল নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে অপূর্বতালম। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে সাতটি প্রধান তাল ব্যবহৃত হয়, এগুলোকে বলা হয় সপ্ততালম। এই তালগুলো হলো :

১. ধ্রুব

২. মট্য বা মঠ্যম

৩. রূপক

৪. ঝম্প

৫. ত্রিপুট

৬. অট বা অড্ড

৭. এক

কর্ণাটকি পদ্ধতিতে এক বা একাধিক অঙ্গের সমন্বয়ে তাল গঠিত হয়। তালের অঙ্গ ছয়টি। যথা : ১. অনুদ্রুত (∪), ২. দ্রুত (০), ৩. লঘু (|), ৪. গুরু (S), ৫. প্লুত (S´) এবং ৬. কাকপদ (×)।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত অনুদ্রুত ১, দ্রুত ২, লঘু ৪, গুরু ৮, প্লুত ১২ এবং কাকপদ ১৬ অক্ষর মাত্রা কাল স্থায়ী হয়। তবে বর্তমানে কর্ণাটকী সাতটি তালে উপরিউক্ত অঙ্গগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি অঙ্গের অর্থাৎ অনুদ্রুত, দ্রুত ও লঘু অঙ্গের ব্যবহার দেখা যায়।

কর্ণাটকি তালে প্রয়োগ-ক্ষেত্রে অনুদ্রুত ও দ্রুত অঙ্গের অক্ষর মাত্রা অপরিবর্তিত থাকলেও লঘু অঙ্গের মাত্রা জাতিভেদে পরিবর্তনশীল। এই তালপদ্ধতিতে পাঁচটি জাতির প্রয়োগ দেখা যায়। যথা : ১. চতস্র বা চতরস্র, ২. তিস্র বা ত্র্যস্র, ৩. মিশ্র, ৪. খণ্ড এবং ৫. সংকীর্ণ। লঘু অঙ্গের মান চতস্র জাতির তালে চার মাত্রা, তিস্র জাতির তালে তিন মাত্রা, মিশ্র জাতির তালে সাত মাত্রা, খণ্ড জাতির তালে পাঁচ মাত্রা এবং সংকীর্ণ জাতির তালে নয় মাত্রা দেখানো হয়।

তালে জাতিভেদে লঘু অঙ্গের মাত্রা পরিবর্তনশীল হওয়ায় এবং প্রত্যেকটি তালে লঘু অঙ্গের ব্যবহার থাকায় জাতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালগুলোতে পাঁচ প্রকার মাত্রা বিন্যাস ও মাত্রা সমষ্টি দেখা যায়। যেমন, ধ্রুব তালের অঙ্গ হলো |o||, বা লঘু-দ্রুত-লঘু-লঘু। অর্থাৎ, চতস্র জাতিতে তালটি ৪-২-৪-৪ বিন্যাসে ১৪ মাত্রা, তিস্র জাতিতে ৩-২-৩-৩ বিন্যাসে ১১ মাত্রা, মিশ্র জাতিতে ৭-২-৭-৭ বিন্যাসে ২৩ মাত্রা, খণ্ড জাতিতে ৫-২-৫-৫ বিন্যাসে ১৭ মাত্রা এবং সংকীর্ণ জাতিতে ৯-২-৯-৯ বিন্যাসে ২৯ মাত্রা বিশিষ্ট পাঁচটি পৃথক তালে রূপান্তরিত হয়। এভাবে জাতিভেদে সাতটি তাল থেকে মোট (৭ × ৫) ৩৫টি তালের সৃষ্টি হয়। নিচে সারণিতে এই ৩৫টি তাল দেখানো হলো :

তাল-নাম	তালাঙ্গ				
	চতরস্র	তিস্র	মিশ্র	খণ্ড	সংকীর্ণ
১. ধ্রুব	৪-২-৪-৪ = ১৪ মাত্রা	৩-২-৩-৩ = ১১ মাত্রা	৭-২-৭-৭ = ২৩ মাত্রা	৫-২-৫-৫ = ১৭ মাত্রা	৯-২-৯-৯ = ২৯ মাত্রা
২. মট্য	৪-২-৪ = ১০ মাত্রা	৩-২-৩ = ৮ মাত্রা	৭-২-৭ = ১৬ মাত্রা	৫-২-৫ = ১২ মাত্রা	৯-২-৯ = ২০ মাত্রা
৩. রূপক	২-৪ = ৬ মাত্রা	২-৩ = ৫ মাত্রা	২-৭ = ৯ মাত্রা	২-৫ = ৭ মাত্রা	২-৯ = ১১ মাত্রা
৪. ঝম্প	৪-১-২ = ৭ মাত্রা	৩-১-২ = ৬ মাত্রা	৭-১-২ = ১০ মাত্রা	৫-১-২ = ৮ মাত্রা	৯-১-২ = ১২ মাত্রা
৫. ত্রিপুট	৪-২-২ = ৮ মাত্রা	৩-২-২ = ৭ মাত্রা	৭-২-২ = ১১ মাত্রা	৫-২-২ = ৯ মাত্রা	৯-২-২ = ১৩ মাত্রা

৬. অট	৪-৪-২-২ = ১২ মাত্রা	৩-৩-২-২ = ১০ মাত্রা	৭-৭-২-২ = ১৮ মাত্রা	৫-৫-২-২ = ১৪ মাত্রা	৯-৯-২-২ = ২২ মাত্রা
৭. এক	৪	৩	৭	৫	৯

১.৫ কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতি

কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতির জন্ম বঙ্গদেশে। প্রাচীন অভিজাত দেশি তালপদ্ধতির কিছু কিছু নিয়ম-কানুন বিবর্তনের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে গৃহীত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে তালগুলো মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল বাদ্যে বাজানো হয়। প্রায় প্রত্যেকটি তালই তিনটি গতিতে প্রয়োগ করা হয় – বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। এ তালপদ্ধতিতে কোনো তালের বিলম্বিত গতিকে 'বড়', মধ্যগতিকে 'মধ্যম' এবং দ্রুতগতিকে 'ছোট' আখ্যা দেওয়া হয়। যেমন : বড় দশকোশী, মধ্যম দশকোশী এবং ছোট দশকোশী ইত্যাদি।

তালের ঠেকাকে 'লওয়া' বলা হয়। বেশিরভাগ কীর্তনাঙ্গীয় তালের লওয়া দুই আবর্তনে গঠিত। এই দুই আবর্তনের বিন্যাস খানিকটা 'খুলি-মুদি'র মতো। প্রথম আবর্তনে খুলির অংশ থাকে, যাকে বলা হয় 'গুরু লওয়া' আর দ্বিতীয় আবর্তনে মুদির অংশ থাকে, যাকে 'লঘু লওয়া' বলা হয়।

কীর্তনাঙ্গীয় তালপদ্ধতিতে অধিকাংশ তালের দু'টি অঙ্গ থাকে– ছুট ও জোড় বা জোড়া। একটি তালাঘাত থেকে অপর তালাঘাতের পূর্ববর্তী মাত্রা পর্যন্ত যে নিঃশব্দ হস্তক্রিয়াগুলো দেখানো হয়, তার মাত্রা সমষ্টিকে 'ছুট্' বলা হয়। এগুলো সাধারণত দুই, চার বা আট মাত্রা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। অপরদিকে জোড়া'র মাত্রা সংখ্যা সব সময় ছুটের অর্ধেক। যেমন, ছুট্ দুই মাত্রার হলে জোড়া এক মাত্রা বিশিষ্ট কিংবা ছুট্ চার মাত্রা হলে জোড়া দুই মাত্রা বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ ছুটের মাত্রা সংখ্যার অর্ধেক মাত্রার ব্যবধানে পর পর দু'টি তালি হলে, তাকে জোড় বলা হয়।

তালের মাত্রার গতি নির্দেশ করার জন্য হস্ত ও অঙ্গুলি সঞ্চালন করাকে 'ক্রিয়া' বলে। ক্রিয়া দুই প্রকার– 'সশব্দ ক্রিয়া' ও 'নিঃশব্দ ক্রিয়া'। কীর্তনাঙ্গের তালে সশব্দ ক্রিয়া একটি, যার নাম তালি। অপরদিকে বর্তমানে তিনটি নিঃশব্দ ক্রিয়া এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়, যথা– 'ফাঁক', 'কোশী' বা 'কুশী' এবং 'কাল'। অনেকের মতে, 'ফাঁক' ক্রিয়াটি পূর্বে এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতো না। হিন্দুস্থানি তালপদ্ধতির প্রভাবে কীর্তনাঙ্গের তালে ফাঁক ক্রিয়াটি প্রবেশ করেছে। মূলত, মধ্য (মধ্যম) ও দ্রুত (ছোট) গতির তালে তালি ব্যতীত বাকি সবগুলো মাত্রাতেই কোশী প্রয়োগ করার রীতি দেখা যায়। কোনো কোনো মতে, তালের বিভাগের প্রারম্ভে থাকা কোশীগুলোকে ফাঁক হিসেবে নির্দেশ করা হয়। 'কাল' ক্রিয়াটির ব্যবহার শুধুমাত্র

বিলম্বিত (বড়) গতির তালগুলোতেই দেখা যায়। 'বড়' তালে তালি ও কোশীর মধ্যস্থানে অথবা দু'টি কোশীর মধ্যস্থানে কাল ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হয়। এখানে, তালি ও ফাঁক অঙ্গের অনুভাবক বা নির্দেশক এবং কোশী ও কাল লয়ের সমতা রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কীর্তনে শতাধিক তাল ব্যবহারের কথা জানা যায়। বলা হয়, গড়ানহাটি ঘরানায় ১০৮টি তাল, মনোহরশাহী ঘরানায় ৫৬টি তাল, রেনেটি ঘরানায় ২৬টি তাল এবং মন্দারিণী ঘরানায় ৯টি তালের প্রচলন অছে। *সঙ্গীত বিজ্ঞান-প্রবেশিকা* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'চৌষট্টি-রস বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী *সঙ্গীত রত্নাকর* গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে কীর্তন সংগীতে ব্যবহৃত ১০৮টি তালের নাম প্রকাশ করেন। তালগুলো হলো :

> ১. বড় দশ কুশী, ২. বিষম দশ কুশী, ৩. মধ্যম দশ কুশী, ৪. ছোট দশ কুশী, ৫. কাটা দশ কুশী, ৬. বিরাম আড়া দশ কুশী, ৭. বড় সমতাল, ৮. মধ্যম সমতাল, ৯. জোত সমতাল, ১০. কাটা সমতাল, ১১. ছোট সমতাল, ১২. সমতালের মূর্চ্ছন, ১৩। পাক ছটা, ১৪. শ্রুতি তাল, ১৫. পোট তাল, ১৬. ধরণ তাল, ১৭. কর্ণাট তাল, ১৮. কাটা পোট তাল, ১৯. আড়া ধরণ তাল, ২০. মাতলি তাল, ২১. বড় রূপক, ২২. মধ্যম রূপক, ২৩. ছোট রূপক, ২৪. বিষমপঞ্চম তাল, ২৫. পঞ্চতাল মধ্যম, ২৬. পঞ্চ শোয়ারী, ২৭. বড় ছুটা তাল, ২৮. বিষম ছুটা, ২৯. আড়া ছুটা, ৩০. ছোট ছুটা তাল, ৩১. বড় তেয়ট, ৩২. মধ্যম তেয়ট, ৩৩. তেওড়া, ৩৪. তেয়টি, ৩৫. বড় ধড়া তাল, ৩৬. মধ্যম ধড়া তাল, ৩৭. কাটা ধড়া তাল, ৩৮. বড় একতাল, ৩৯. মধ্যম একতাল, ৪০. ছোট একতাল, ৪১. বড় শশিশেখর, ৪২. মধ্যম শশিশেখর, ৪৩. ছোট শশিশেখর, ৪৪. বড় ডাঁশপেড়িয়া, ৪৫. মধ্যম ডাঁশপেড়িয়া, ৪৬. ছোট ডাঁশপেড়িয়া, ৪৭. আড়া ডাঁশপেড়িয়া, ৪৮. বড় জপতাল, ৪৯. মধ্যম জপতাল, ৫০. ছোট জপতাল, ৫১. আড়া জপতাল, ৫২. গঞ্জন তাল, ৫৩. পরিমাণ তাল, ৫৪. যোতি তাল, ৫৫. বড় ঝাঁপতাল, ৫৬. ছোট ঝাঁপতাল, ৫৭. বড় দুই ঠুকা, ৫৮. মধ্যম দুই ঠুকা, ৫৯. ছোট দুই ঠুকা, ৬০. আড়া দুই ঠুকা, ৬১. বড় বীরবিক্রম, ৬২. ছোট বীরবিক্রম, ৬৩. বড় আড় তাল, ৬৪. ছোট আড় তাল, ৬৫. বড় কাওয়ালি, ৬৬. ছোট কাওয়ালি, ৬৭. বৃহৎ একতালী তালৌ, ৬৮. ধ্রুবতালৌ, ৬৯. নটশেখর তালৌ, ৭০. নন্দন তালৌ, ৭১. চঞ্চুপুট তাল, ৭২. মণ্টক তাল, ৭৩. বড় ধামালি তাল, ৭৪. মধ্যম ধামালি তাল, ৭৫. ছোট ধামালি, ৭৬. নিষ্কারক তালৌ তালভ্যাং, ৭৭. চন্দ্রশেখর তাল, ৭৮. কন্দর্প তাল, ৭৯. বৃহদ্ ক্ষুদ্রক তালী, তালৈশ্চ, ৮০. চম্পক তাল, ৮১. বদসি অষ্টতাল ৩২ চাপড়, ৮২. বদসি সপ্ততাল ২৪ চাপড়, ৮৩. ব্রহ্মতাল, ৮৪. রুদ্র তাল, ৮৫. নটনারায়ণ তাল, ৮৬. বিজয়ানন্দ তাল, ৮৭. নিঃসারক, ৮৮. প্রতিচঞ্চলুট তালৌ, ৮৯. গমক তালৌ, ৯০. সর্গদ তালভ্যাং, ৯১. দশমাক্ষর তালৌ, ৯২. রাসে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যগোপাল তাল, ৯৩. শ্রীরাধারাণীর নৃত্য বিষম সঙ্কট তাল, ৯৪. শ্রীললিতায়াঃ নৃত্য তাল বিক্রম, ৯৫. শ্রীবিশালায়াঃ নৃত্য তাল, ৯৬. চম্পকলতায়াঃ নৃত্য তাল, ৯৭. শ্রীতুঙ্গ-বিদ্যায়াঃ বান্ধব তালৌ, ৯৮. ইন্দুরেখায়াঃ নৃত্য ঝম্পক তালৌ, ৯৯. সুচিত্রিয়া নৃত্য মন্দস্মিত তালঃ, ১০০. রঙ্গদেবীর নৃত্য বান্দি বোলং, ১০১. সুদেবীর

Dhaka University Institutional Repository

বাঁদি বোল ছক্কা নৃত্য তাল, ১০২. শ্রীরাধাকৃষ্ণের একসঙ্গে নৃত্য তাল, ১০৩. শ্রীরাসমণ্ডলে সমস্ত গোপীদের নৃত্য তাল, ১০৪. শ্রীমহাদেব নৃত্য তাল, ১০৫. শ্রীপার্বতীর নৃত্য তাল, ১০৬. ঝুমুর তালভ্যাং, ১০৭. খেমটা তাল বা কেহেরবা এবং ১০৮. ঝুরঝুটি তালি তালভ্যাং।[১৫]

নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত চার খণ্ডে প্রকাশিত বৈষ্ণবপদ সংকলন *শ্রীপদামৃতমাধুরী* গ্রন্থে ৮২টি তালে ২৪৩৫টি পদ সংকলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, তাল নির্দেশসহ সর্বাধিক সংখ্যক পদ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে কীর্তনে ব্যবহৃত সর্বাধিক প্রচলিত তালসমূহের পরিচয় উল্লেখ করা হবে।

১.৬ হিন্দুস্থানি তালপদ্ধতি

হিন্দুস্থানি তালপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে অভিজাত-দেশি তালপদ্ধতি। এই তাল পদ্ধতিকে প্রাচীন ভারতীয় দেশি, গান্ধর্ব এবং আরবীয়-পারসিক তালপদ্ধতির মিশ্রিত রূপ বলা যেতে পারে। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনামলে ভারতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি সংগীতেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় নতুন নতুন গীতবন্ধের জন্ম হয় এবং প্রাচীন অভিজাত দেশি গান বা প্রবন্ধ গানও বিবর্তিত হতে থাকে। মধ্যযুগীয় রাজ-আনুকুল্যে পেশাদারী সংগীতের দ্রুত প্রসার ঘটে। সংগীত শিক্ষা পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে শুধুমাত্র জনপ্রিয়তা লাভের নিমিত্তে সংগীতে চমৎকারিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হতে থাকে। এ সময় প্রাচীন প্রবন্ধগুলির পাশাপাশি তালপদ্ধতিতেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

তালের সময় পরিমাপক একককে বলা হয় মাত্রা। মাত্রার স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে নানা মতভেদ দেখা যায়। *সংগীত রত্নাকর*, *সংগীত মকরন্দ*, *সংগীত চূড়ামণি*, *সংগীত সারামৃত*, *সংগীতোপনিষদ সারোদ্ধার* প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে পাঁচটি লঘু অক্ষর (যেমন : ক, চ, ট, ত, প) দ্রুত একসঙ্গে উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তা-ই একটি মাত্রার স্থায়িত্বকাল। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে অলংকরণের সুবিধা জন্য পঞ্চাক্ষর মাত্রার পরিবর্তে চার অক্ষরের মাত্রার প্রচলন হয়েছিল। এই চার অক্ষর বিশিষ্ট মাত্রার ব্যবহার দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে এখনও বিদ্যমান। এর পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানি তালপদ্ধতিতে এক অক্ষর বিশিষ্ট মাত্রার প্রচলন হয়। এই পরিবর্তন সাধিত হয় সম্ভবত কাব্যছন্দের প্রভাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাব্যছন্দে একটি লঘু বা হ্রস্ব অক্ষরকে একমাত্রা এবং দীর্ঘ বা গুরু অক্ষরকে দুই মাত্রা নির্দেশ করা হয়। তবে একাক্ষর মাত্রা প্রচলনে পারস্য সংগীতের প্রভাবও ছিল বলে মনে করেন কোনো কোনো গবেষক।[১৬] বর্তমানে মতান্তরে নাড়ীর স্পন্দন, চলন গতি, এক সেকেন্ড, তবলায় আঘাতের ফলে সৃষ্ট শব্দের স্থায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদিকে মাত্রার পরিমাপক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রধান পরিবেশকের (গায়ক, বাদক বা নর্তক) ইচ্ছা বা সামর্থ্যের (তৈয়ারি) উপর মাত্রার গতি নির্ভর করে।

হিন্দুস্থানি তালে সশব্দ ক্রিয়া হিসেবে 'তালি' এবং নিঃশব্দ ক্রিয়ার মধ্যে একমাত্র 'ফাঁক' বা 'খালি' ব্যবহৃত হয়। ইদানিং খালির বিপরীত অর্থে তালিকে কেউ কেউ 'ভরি' বলে থাকেন। এই পদ্ধতির তালে যথেচ্ছা ফাঁক ব্যবহার করা বা না-করার ফলে নানা মতভেদ দেখা যায়। এখানে উদাহরণস্বরূপ চৌদ্দ মাত্রা বিশিষ্ট ধামার তালের কথা বলা যায়। এক মতে, এই তাল ফাঁকবিহীন এবং তিনটি তালি বিশিষ্ট, যার বিভাগ ৫-৫-৪। অপর মতে, তালটি একটি খালি ও তিনটি তালি বিশিষ্ট, যার বিভাগ ৫-২-৩-৪। আবার ভিন্ন মতে, দুটি খালি ও তিনটি তালি বিশিষ্ট এই তালের বিভাগ ৩-২-২-৩-৪। হিন্দুস্থানি তালে খালি বা ফাঁক ব্যবহারের কারণ নির্দেশ করে তালজ্ঞ মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী বলেন,

> তালের প্রতি অঙ্গের মাত্রা সমষ্টি সব সময় সমান হয় না এবং কোন অঙ্গের মাত্রা সমষ্টি বেশী হলে ঐ মাত্রাগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যার প্রথম ভাগের প্রথম মাত্রায় থাকে তালি এবং দ্বিতীয় ভাগের প্রথম মাত্রায় থাকে খালি। জোড় মাত্রা সমন্বিত অংশে দুইটি সমান ভাগ করা হয় যেমন ত্রিতাল (বর্তমান), মূল তিনটি অঙ্গ ৪।৮।৪। এক্ষেত্রে ৮ মাত্রা সমন্বিত অঙ্গকে ৪ মাত্রা করে দু'টি বিভাগ করে দ্বিতীয় ভাগে ফাঁক দেওয়া হয়েছে। রূপটি দাঁড়িয়েছে ৪।৪।৪।৪, তৃতীয় বিভাগটিতে ফাঁক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাই। মাত্রা বিজোড় হলে সুবিধামত দু'টি টুকরা করা হয়। যেমন, ... ঝাপতালে প্রাচীন ছন্দানুগ বিভাগ ২।৫।৩, ৫ মাত্রার অঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করা হ'ল ৩+২ করে এবং বিভাগ হল ২।৩।২।৩, ফাঁক তৃতীয় বিভাগে। ৫ মাত্রিক অঙ্গ বিশিষ্ট থাকাকালীন তালগুলি ছিল খণ্ডজাতি, ফাঁক প্রবর্তনের পর তাই খণ্ড, মিশ্র ইত্যাদি জাতির প্রয়োগ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে হ্রাস পেয়ে গেল। তাই দেখা যায় অধিক মাত্রা সমন্বিত অঙ্গগুলির সহজীকরণ ইচ্ছায়ই প্রাথমিকভাবে 'ফাঁক' রীতিটি অনুসৃত হ'ল।[১৭]

এছাড়া, কোনো কোনো হিন্দুস্থানি তালের মাত্রাসংখ্যা পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ হিসেবে গণনা করা হয়। যেমন : পূর্বে চৌতালকে ছয় মাত্রার (২-২-১-১), আড়া চৌতালকে সাত মাত্রার (১-২-২-২) এবং সুরফাঁক তালকে পাঁচ মাত্রার (২-১-২) তাল হিসেবে বিবেচনা করা হতো, যেগুলো বর্তমানে যথাক্রমে বারো মাত্রা (৪-৪-২-২), চৌদ্দ মাত্রা (২-৪-৪-৪) ও দশ মাত্রার (৪-২-৪) তাল হিসেবে গৃহীত হয়েছে। পরে তালের মধ্যে মাত্রার সমতা বিধানের জন্য কেউ কেউ চার মাত্রার বিভাগগুলোকে দ্বিখণ্ডিত করে এর প্রথম মাত্রায় তালি এবং তৃতীয় মাত্রায় খালি প্রদর্শন করেছেন। ফলে চৌতালের পদবিভাগ দাঁড়ায় ২-২-২-২-২-২, আড়া চৌতালের ২-২-২-২-২-২-২ এবং সুরফাঁক তালের ২-২-২-২-২; যার মধ্যে চৌতালের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বিভাগে, আড়া চৌতালের তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম বিভাগে এবং সুরফাঁক তালের দ্বিতীয় ও পঞ্চম বিভাগে ফাঁক দেখানো হয়। দেখা যাচ্ছে, তালে মাত্রার সমতা রক্ষার জন্যই

Dhaka University Institutional Repository

মূলত ফাঁক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তালির পরিবর্তে ফাঁকের সাহায্যেও ছন্দ বা পদবিভাগ দেখানো হয়। তবে কোন তালের ফাঁক পদের অনুভাবক আর কোন তালের ফাক সমতা রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয় তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।[১৮]

এ পদ্ধতিতে তালে তালিচিহ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু মতভেদ দেখা যায়। কোনো মতে, সকল তালের ক্ষেত্রেই প্রথম তালিকে সম বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি তালি হিসাব করা হয়। অপর মতে, একটিমাত্র ফাঁকযুক্ত তালে ফাঁকের পরবর্তী তালিতে প্রথম তালি ও সমে দ্বিতীয় তালি দেখানো হয় এবং একাধিক ফাঁকযুক্ত তালে সমকেই প্রথম তালের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত মতটি পূর্বে বাংলায় অধিক প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে সর্বসম্মতভাবে তালের প্রথম আঘাতকে সম হিসেবে নির্দেশ করায় প্রথম মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত হয় এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই মতকে মান্যতা দেওয়া হয়।

মুসলিম রাজত্বের পূর্বে তালে নির্দিষ্ট ঠেকার প্রয়োজন ছিল না, বরং দক্ষ শিল্পীরা শাস্ত্রের নিয়মানুসারে তালাঙ্গ অনুযায়ী লঘু-গুরু বর্ণের সাহায্যে বোল-সৃষ্টি করতেন। অপরদিকে গায়কগণ হস্ত ও অঙ্গুলী ক্রিয়ার সাহায্যে তালের কলা, বিভাগ, মার্গ ইত্যাদি প্রদর্শন করতেন। ফলে উভয় হাতে তালের ক্রিয়াসমূহ প্রদর্শন করার জন্যে গায়ক স্বহস্তে বীণা বাজাতে পারতেন না, এক্ষেত্রে সহকারীরা গানের সঙ্গে বীণা বাজাতেন। মুসলিম শাসনামলে মুসলিম গায়কগণ কর্তৃক এক হাতে তানপুরা বাজিয়ে এবং অন্য হাতে তালের কলা, মাত্রা, বিভাগ প্রদর্শনের জন্যে হস্ত ও অঙ্গুলী ক্রিয়াসমূহ সীমিত পরিসরে আবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রাচীন তালপদ্ধতির হস্তক্রিয়া পরিবর্তিত হয়ে নতুন হস্তক্রিয়া পদ্ধতির উদ্ভব ঘটতে থাকে। গায়কগণের পরিবেশনায় হস্ত ও অঙ্গুলী ক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় এবং তালবাদকদের অনেকেই পূর্বের ন্যায় তালাঙ্গ অনুযায়ী লঘু-গুরু বর্ণের সাহায্যে নির্ভুলভাবে পাট প্রকরণ সৃষ্টিতে অসমর্থ হওয়ায় গায়ক ও বাদকগণের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। তারই ফলশ্রুতিতে গায়ক-বাদকগণের মতপার্থক্য দূরীকরণের লক্ষ্যে হিন্দুস্থানি সংগীত-পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট 'ঠেকা'র উদ্ভাবন হয়েছিল।

মুসলিম পূর্ববর্তী যুগে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয়ে সংগীত পরিবেশিত হতো বলে সংগীতশাস্ত্রসমূহে গীত-বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়কেই 'সংগীত' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মুসলিম শাসনামলে নৃত্য ও যন্ত্রসংগীত পৃথক হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ক্রমেই শুষ্কবাদ্য বা একক বাদ্যের (প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সংগীতে এককবাদ্য বা শুষ্কবাদ্যের প্রচলন থাকলেও তা উত্তম সংগীতের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না) পরিবেশনা প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ফলে মোঘল যুগের মুসলিম পেশাদার তাল-বাদকগণ এ বিষয়ে

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন এবং তালবাদ্যগুলিরও স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করেন, জন্মলাভ করে বিভিন্ন লয়-ক্রিয়া বা লয়কারী এবং ছন্দ বৈচিত্র্য।

মুসলিম শাসনামলে শুধুমাত্র সংগীতের ব্যবহারিক ক্রিয়াসমূহই নয়, বরং লুপ্ত ও বিবর্তিত হয়েছিলো প্রাচীন সাংগীতিক পরিভাষাগুলোও। যেমন : তালের 'আবর্তন' শব্দটি হয়ে যায় 'আওরৎ', 'পূরক' (প্রাচীন তালের 'স্বস্তিক' নামক একপ্রকার হস্তপাটের অন্যতম একটি ভেদ) শব্দটি হয়ে যায় 'পূরি' বা বর্তমানে বহু প্রচলিত 'খানাপুরী', 'ত্রিগুণা' (প্রাচীন 'হুডুক্কা' নামক আনদ্ধবাদ্যে বাদিত এক প্রকার পাটকরণ বা বোল) পরবর্তীতে পরিণত হয় 'তেহাই'-এ, 'খণ্ড' (প্রাচীন ভারতীয় তালের কয়েকটি বোলের সমষ্টি) বিবর্তিত হয়ে 'টুকড়া' হয়ে যায়, 'মহড়া' বা 'মহলা' (সংস্কৃত অর্থ 'মুখ') হয়ে যায় 'মোহরা' বা 'মুখড়া', 'অনুশ্রবণিকা' (প্রাচীন হস্তপাট বিশেষ) বিবর্তন লাভ করে 'রেলা'–তে পরিণত হয় এবং এই 'অনুশ্রবণিকা'-কে ভিন্ন কৌশল অবলম্বনে বাজানোর প্রক্রিয়াকেই 'কায়দা' ('কৌশল' শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ 'কায়দা') বলে অভিহিত করা হতে থাকে।

অর্থাৎ, সুস্পষ্টভাবেই প্রাচীন গান্ধর্ব তালপদ্ধতি ও অভিজাত দেশি তালপদ্ধতির সঙ্গে আরবীয় রীতির সংমিশ্রণে ধীরে ধীরে জন্মলাভ করেছে হিন্দুস্থানি সংগীত-পদ্ধতি। নব্যসৃষ্ট এ সংগীত-পদ্ধতিতে প্রাচীন তালপদ্ধতির অনুকরণে উদ্ভব ঘটে 'অঙ্গ' পদ্ধতির। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন গীতরীতিতে ব্যবহৃত তালসমূহকে বিভিন্ন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমনঃ ঝাঁপতাল, তেওরা তাল, সুরফাঁক তাল, চৌতাল, আড়া চৌতাল, ধামার ইত্যাদি তালসমূহ ধ্রুপদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, ত্রিতাল, একতাল, আড়াঠেকা, ঝুমরা ইত্যাদি তালসমূহ খেয়ালাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, যৎ, মধ্যমান, পাঞ্জাবী ইত্যাদি টপ্পাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত, দীপচন্দী, আদ্ধা ইত্যাদি ঠুমরী অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কিছু তাল একাধিক গীতরীতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমনঃ ঝাঁপতাল, আড়া চৌতাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে খেয়াল ও ধ্রুপদ উভয় অঙ্গেই। আবার, যৎ, দীপচন্দী, আদ্ধা ইত্যাদি তালসমূহ ঠুমরী ও টপ্পা উভয় গীতরীতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার, দাদরা, কাহারবা, পোস্ত, ধূমালী ইত্যাদি তালকে লঘু অঙ্গের তাল হিসেবে গণ্য করা হয়।

১.৭ সংগীতে তালের গুরুত্ব

তালের গুরুত্ব সম্পর্কে রাধামোহন সেন তাঁর *সঙ্গীত-তরঙ্গ* গ্রন্থে বলেন,

> দেবতা কিন্নর নর পশু পক্ষিগণ।
> তাল বিনা কারো কর্ম্ম না হয় সাধন ॥

কি খগোলে, কি ভুগোলে, কিম্বা রসাতলে।
তালের দ্বারাতে ক্রিয়া করেন সকলে ॥[১৯]

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্ব জগৎ এক গভীর নিয়মানুবর্তিতার ছন্দে সমর্পিত। প্রাণিবিশেষের চলন ভঙ্গি, নদী-তরঙ্গ, মহাকাশে গ্রহ উপগ্রহের নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘূর্ণন প্রভৃতি চলচ্ছক্তি সম্পন্ন সকল কিছুই আবর্তিত হয় ছন্দে। এই ছন্দ থেকেই সংগীতের তালের সৃষ্টি। তাই সংগীতের সংযম-শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতা রক্ষায় তাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তালের ব্যুৎপত্তিগত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেও সংগীতের প্রয়োজনীয়তার দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠাবাচক 'তল্' ধাতু থেকে তালের উৎপত্তি, যাতে প্রতীয়মান হয়, তাল সংগীতের ভিত্তিস্বরূপ।

সংগীতে তালের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তালবিহীন সংগীতের অস্তিত্বও রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংগীতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যথা: ১. নিবদ্ধ সংগীত এবং ২. অনিবদ্ধ সংগীত। তালযুক্ত সংগীতকে নিবদ্ধ সংগীত এবং তালবিহীন সংগীতকে অনিবদ্ধ সংগীত বলা হয়। প্রাচীনকালে অনিবদ্ধ সংগীতকে বলা হতো আরণ্যক সংগীত, যা মুনিঋষিরা তাঁদের সাধনায় ব্যবহার করতেন। বর্তমানে আলাপ, কথকতা ইত্যাদি অনিবদ্ধ সংগীতের উদাহরণ। কোনো প্রকার তালের বন্ধন না থাকায় এই সংগীতের ক্রিয়া সুসংহতভাবে নিয়মে আবদ্ধ থাকে না। অপরদিকে তালে নিবদ্ধ সংগীত বাঁধা-ধরা নিয়মে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং তালের প্রয়োগে সুগঠিত হয়ে থাকে।

সংগীতের মাধ্যমে শ্রোতৃমনে নানা আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশে তাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তালের দ্রুতলয় একদিকে যেমন আনন্দ-উল্লাস, উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রভৃতি প্রকাশ করে তেমনি মধ্য ও বিলম্বিত লয় শৃঙ্গাররস, ভক্তিরস, করুণ রস ইত্যাদি প্রকাশে সহায়ক হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ শ্রোতার কাছে সুরপ্রধান সংগীতের চেয়ে তাল ও ছন্দপ্রধান সংগীত অধিক আদরণীয় হয়ে ওঠে। ফলে বর্তমান সময়ে ছন্দপ্রধান গানের কদর বেড়েছে। আবার পাশ্চাত্য সংগীতে নতুন গীতরীতির উন্মেষ ঘটেছে যেখানে সুরবিহীন কেবলমাত্র তাল ও ছন্দনির্ভর বাণী আবহ সংগীতের (Background Music) সঙ্গে পরিবেশিত হয়ে র‍্যাপ সংগীত (Rap Song) নামে সমাদৃত হয়েছে।

সংগীতে তালের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রাদিতে নানা উপমার অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, *সংগীত রত্নাকরে* শার্ঙ্গদেব তালহীন সংগীতকে নাকবিহীন মুখমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'মুখ প্রধান দেহস্য নাসিকা মুখ মধ্যকে। / তাল হীনং তথা গীতং নাসাহীনং মুখং যথা ॥'[২০] আবার নরহরি চক্রবর্তী প্রণীত *ভক্তিরত্নাকর* গ্রন্থে, তালছাড়া গান গানকে নাবিকবিহীন নৌকার সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

তুলনা করা হয়েছে। তাঁর ভাষায়, ‘গীতে তালযুক্ত তাল বিনা শুদ্ধি নয়। / যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয় ॥’[২১] বস্তুত ধরা-বাঁধা নিয়ম বা সময়ের মধ্যে আবদ্ধ রেখে তাল সংগীতের একটি সুগঠিত রূপ প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র

[১] সুবোধ নন্দী, *ভারতীয় সংগীতে তাল ও ছন্দ* (৪র্থ সং., কলকাতা : দুর্গা নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত, ফাল্গুন ১৪২০), পৃ. ২১।

[২] মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী, *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ* (কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬), পৃ. ২।

[৩] তদেব।

[৪] অমরসিংহ, *অমরকোষ*, অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য অনু. (কলকাতা : বেণীমাধব ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২), পৃ. ১১৫।

[৫] ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, *সংগীতসারঃ* (কলকাতা : লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১২৭৫), পৃ. ৩৬।

[৬] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, *গীতসূত্রসার* (৪র্থ সং., কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, পৌষ ১৩৬২), পৃ. ১৬২।

[৭] বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ* (কলকাতা : ইমদাদখানি স্কুল অব্ সিতার, ১৯৮৪), পৃ. ৪৯।

[৮] করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫), পৃ. ২৪৪

[৯] ডা. বিমল রায়, *সংগীতি শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, ড. প্রদীপকুমার ঘোষ সম্পা. (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, সেপ্টেম্বর ১৯৯২), পৃ. ১৪৬-১৪৭।

[১০] মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী, তদেব, পৃ. ৩০।

[১১] তদেব, পৃ. ২২।

[১২] ভরত, নাট্যশাস্ত্র, চতুর্থ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. স্বপ্না চক্রবর্তী অনু. (৬ষ্ঠ মু., কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, জুন ২০২৩), পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

[১৩] ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, *সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা*, প্রথম পর্ব (১ম সং., কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ২০০৩) পৃ. ১৩৬।

[১৪] প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য, *ভারতীয় তাল প্রসঙ্গে*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : অন্বেষণ প্রকাশনী, বৈশাখ ১৩৯৫/১৯৮৮), পৃ. ৭০।

[১৫] নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, " চৌষট্টি-রস বিবরণ", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা., সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা, ষষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (কলকাতা : রাধাবল্লভ দাস কর্তৃক প্রকাশিত, শ্রবণ ১৩৩৬ / জুলাই-আগস্ট ১৯২৯) পৃ. ২৭৬-২৭৭।

[১৬] মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী, তদেব, পৃ. ১৮২।

[১৭] তদেব, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

[১৮] সুবোধ নন্দী, তদেব, পৃ. ৫১।

[১৯] রাধামোহন সেন দাস, সঙ্গীত-তরঙ্গ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা, বঙ্গবাসী কার্যালয়, শ্রাবণ ১৩১০), পৃ. ৩৬৭।

[২০] মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী, তদেব, পৃ. ৩।

[২১] সুবোধ নন্দী, তদেব, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাগানে ব্যবহৃত তাল

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাগানে ব্যবহৃত তাল

চর্যাগীতি

চর্যাগীতি বাংলা সংগীতের আদিমতম নিদর্শন। এর রচনাকাল সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-১৯৬৩) প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে চর্যাপদের রচনাকাল খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতক। অপরদিকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) প্রমুখ গবেষকগণ একে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অধিকাংশ গবেষক ভাষার বৈশিষ্ট্য ও যুগলক্ষণ, রচয়িতাদের সম্ভাব্য জীবৎকাল, পুথির লিপিকাল এবং অন্যান্য বাহ্য-অভ্যন্তর যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এই শেষোক্ত মতকেই সমর্থন করেছেন।

‘চর্’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন ‘চর্যা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ আচরণ, পালন, রক্ষণ, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। বৌদ্ধ সমাজের নানা সাধক সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণমূলক বা অধ্যাত্মকর্ম আচরণের উদ্দেশ্যে রচিত গানই চর্যাগীতি। বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত সহজযান, বজ্রযান, মহাযান, হীনযান প্রভৃতি নানা যান এবং তান্ত্রিক মতের তেইশ জন সিদ্ধাচার্য রচিত পঞ্চাশটি পদ সন্নিবেশিত হয়েছে এই গীতি সংকলনে। এই সিদ্ধাচার্যরা হলেন আর্যদেব, কঙ্কণ পা, কম্বলাম্বর পা, কাহ্ন পা, কুক্কুরী পা, গুর্জরী বা গুড্ডরী পা, চাটিল পা, জয়নন্দী পা, ডোম্বী পা, তন্ত্রী পা, ঢেণ্ঢণ পা, তাড়ক, দারিক পা, ধাম পা, বিরূবা পা, বীণা পা, ভাদে বা ভদ্র পা, ভুসুকু পা, মহীধর পা, লুই পা, শবর পা, শান্তি পা এবং সরহ পা। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক পদ সংকলিত হয়েছে কাহ্ন পা’র, তেরোটি।

১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) নেপালের রাজ দরবার থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নামের চর্যাগীতির যে পুথিটি আবিষ্কার করেন তাতে প্রাপ্ত চর্যার সংখ্যা সাড়ে ছেচল্লিশ (একটি খণ্ডিত গীতসহ)। পরবর্তীকালে আচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬) নেপাল থেকেই এই

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের একটি তিব্বতি অনুবাদ সংগ্রহ করেন। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একান্নটি পদ। ফলে ধারণা করা যায়, চর্যাপদ মোট একান্নটিই ছিল, পরে কোনও ভাবে এর কয়েকটি পদ নষ্ট হয়ে গেছে।

বৌদ্ধদের ধর্মাচরণের বিধিনিষেধ চর্যাপদের বিষয়বস্তু হলেও মূলত এগুলো গীতিকবিতা। তাই একদিকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে এটি যেমন অত্যন্ত গুরুত্ববহ তেমনি অপরদিকে বাংলার প্রাচীনতম সংগীতের নিদর্শন হিসেবেও সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংগীতশাস্ত্রে, চর্যাপদকে প্রবন্ধগীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রবন্ধগীতি যে সব অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন শব্দ দ্বারা রচিত সেগুলো ছয়টি অঙ্গে বিভক্ত। যথা : ১. স্বর (সা, রে, গা, মা ইত্যাদি স্বর), ২. পদ (অর্থপূর্ণ শব্দ), ৩. তাল (পদের শীর্ষদেশে উল্লিখিত তাল), ৪. তেন (মঙ্গলবাচক নিরর্থক বর্ণ), ৫. বিরুদ্ (প্রশংসাসূচক শব্দ) এবং ৬. পাট (বাদ্যযন্ত্র অথবা নৃত্যের বোল)। এই ছয়টি অঙ্গের মধ্যে প্রবন্ধ-গানে কমপক্ষে দু'টি অঙ্গ এবং সর্বোচ্চ ছয়টি অঙ্গ থাকে। প্রবন্ধে ব্যবহৃত অঙ্গ-সংখ্যার ভিত্তিতে এর জাতি নির্ণয় করা হয়। প্রবন্ধ-জাতি পাঁচ প্রকার। এগুলো হল : ১. তারাবলী (দুই অঙ্গ বিশিষ্ট), ২. ভাবনী (তিন অঙ্গ বিশিষ্ট) ৩. দীপনী (চার অঙ্গ বিশিষ্ট), ৪. আনন্দিনী (পাঁচ অঙ্গ বিশিষ্ট) এবং ৫. মেদিনী (ছয় অঙ্গ বিশিষ্ট)। চর্যাগীতি 'পদ' ও 'তাল' - এই দু'টি অঙ্গ নিয়ে গঠিত হওয়ায় একে বলা হয় তারাবলী জাতীয় প্রবন্ধগীতি।

প্রবন্ধ-গান উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ – এই চারটি ধাতু যোগে গঠিত। তবে দুই বা তিন ধাতু যুক্ত প্রবন্ধ-গানও দেখা যায়। ধাতুর সংখ্যা অনুসারে প্রবন্ধ তাই তিন প্রকার – দ্বিধাতুক, ত্রিধাতুক ও চতুর্ধাতুক। শাস্ত্র অনুসারে চর্যাগীতি মেলাপক বর্জিত ত্রিধাতুক প্রবন্ধগীতি। চর্যাপ্রবন্ধগীতির পরিচয় প্রসঙ্গে *সংগীত রত্নাকর* গ্রন্থের প্রবন্ধাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব বলেন :

পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতঃ।
অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্‌দ্বিতীয়াদিতালতঃ ॥
সা দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত্যা পূর্ণাপূর্ণাত্বপূর্তিতঃ।
সমধ্রুবা চ বিষয়ধ্রুবেত্যেষা পুনর্দ্বিধা ॥[১]

অর্থাৎ, চর্যাগীতি পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত এবং পদের শেষে অনুপ্রাসযুক্ত। এই গান পদনিবদ্ধ ও দ্বিতীয়াদি তালযুক্ত। পূর্ণ ও অপূর্ণভেদে চর্যা দু'রকম। তাছাড়া সমধ্রুবা-বিষমধ্রুবাভেদে চর্যা আবার দুই প্রকার।

চর্যাগীতির গীতরূপ সম্পর্কে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ জানান,

Dhaka University Institutional Repository

> চর্যার প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক গীতিরূপ ও গীতিশৈলী সম্ভবতঃ সহজ সাধারণ হলেও সাধক-শিল্পীদের সৃষ্টিপ্রতিভায় ক্রমশঃ তা প্রবন্ধরূপ পরিগ্রহ করেছিল। ... সাধারণতঃ সেই গান বা গীতি ছিল দু'রকম : ছন্দপ্রধান ও ছন্দ-অপ্রধান। ছন্দপ্রধান হলে তাকে বলা হোত 'পূর্ণ' এবং ছন্দের প্রাধান্য না থাকলে বলা হোত 'অপূর্ণ'। তারা ছিল আবার সমধ্রুবা ও অসমধ্রুবা-রূপে দু'ভাগে বিভক্ত। সমধ্রুবা গানে সমগ্র পদের আবৃত্তি করা হোত, আর কেবল ধ্রুবাংশটি আবৃত্তি ক'রে গাওয়া হলে তাকে বলা হোত অসম বা বিষমধ্রুবা। চর্যায় ধ্রুব ও উদ্গ্রাহ ধাতু দু'টি। যখন উদ্গ্রাহধাতু অপেক্ষা ধ্রুবধাতুর প্রয়োগ কম হোত তখন তাকে বলা হোত বিষমধ্রুবাজাতীয় চর্যা। চতুর্থ আভোগ ধাতুকে পৃথকভাবেই ব্যবহার করা হোত। উদ্গ্রাহ, ধ্রুব ও আভোগ এই তিন ধাতুর ব্যবহারে সমগ্র গান বা গীতির প্রকাশ হোত বলে চর্যাপদকে (চর্যাপ্রবন্ধগানকে) 'ত্রিধাতুক' বলা হোত।[২]

চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত রাগের সংখ্যা ষোল। রাগগুলো হল : ১. পটমঞ্জরী, ২. গবড়া বা গউড়া, ৩. অরু, ৪. গুঞ্জরী বা কহ্নুগুংজরী বা কাহ্নুগুজরী, ৫. দেবক্রী, ৬. দেশাখ বা দ্বেশাখ, ৭. কামোদ, ৮. ধনসী, ৯. রামক্রী, ১০. বলাড্ডী বা বরাড়ী, ১১. শীবরী বা শবরী, ১২. মল্লারী, ১৩. মালসী, ১৪. মালসী-গবুড়া, ১৫. বঙ্গাল এবং ১৬. ভৈরবী। এরমধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ পটমঞ্জরী। এ রাগে প্রাপ্ত গান সংখ্যা বারো। এছাড়া অন্যান্য রাগগুলোতে রচিত গানের সংখ্যা এক থেকে পাঁচের মধ্যে।

প্রতিটি চর্যাগীতির শীর্ষে রাগের নামোল্লেখ থাকলেও তালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে দেখা যায় আচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী সংগৃহীত চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদের ২৪ সংখ্যক পদের শিরোভাগে রাগ-নামের পরিবর্তে 'ইন্দ্রতাল' এর উল্লেখ। এছাড়া *সঙ্গীত রত্নাকর*-এর ভাষ্য অনুযায়ী চর্যায় দ্বিতীয়াদি তাল ব্যবহৃত হতো। ফলে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় *চর্যাগীতি* মূলত তালে নিবদ্ধ গীত। সম্ভবত আদিতে প্রতিটি চর্যার সাথেই রাগের পাশাপাশি তালের উল্লেখ ছিল, যা পরবর্তীকালে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কোনও পর্যায়ে বাদ পড়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

চর্যাগীতির পরবর্তীকালে অর্থাৎ মধ্যযুগের আদিপর্বে রচিত বাংলা সংগীতের নিদর্শন *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বিশিষ্ট পুথি-বিশারদ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (১৮৬৫-১৯৫২) বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘর থেকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক একটি আখ্যানকাব্যের খণ্ডিত পুথি আবিষ্কার করেন। পরে ১৯১৬ সালে এই পুথিটি বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মূল পুথিটির প্রথম দু'টি পাতা পাওয়া না যাওয়ায় এর প্রকৃত নাম জানা

Dhaka University Institutional Repository

যায়নি। নানা সঙ্গত অনুমানের ভিত্তিতে গ্রন্থ-সম্পাদক পুথিটির উক্ত নামকরণ করেন। তবে পুথির মধ্যে প্রাপ্ত একটি রসিদে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' লেখা দেখে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯), ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৮৮), ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২০-২০০৩) প্রমুখ কয়েকজন গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে গ্রন্থটির নাম হয়তো *শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ* ছিল।

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র রচয়িতার নাম চণ্ডীদাস। তাঁর উপাধি বড়ু। পুথিতে কবির অন্য নাম অনন্ত। বলা হয়, বাসলীর (বাগীশ্বরী) বরে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা গান করেন। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র রচনাকাল সম্পর্কে নানা মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশ গবেষকের মতে চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয়।

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র মূল কাহিনীর ভিত্তি প্রাচীন লোকগাথা। গবেষকদের ধারণা, রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা অবলম্বনে এ ধরনের লোকগীতি বাংলার পল্লী অঞ্চলে আরও পূর্বকাল থেকে প্রচলিত ছিল। এছাড়া এর আখ্যায়িকা নির্মাণে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গীতগোবিন্দ ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র কাহিনী। এর অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা এবং বড়াই-র উক্তি-প্রত্যুক্তি।

পুথির প্রাপ্ত অংশ তেরোটি খণ্ডে বিভক্ত, যথা : ১. জন্মখণ্ড, ২. তাম্বুলখণ্ড, ৩. দানখণ্ড, ৪. নৌকাখণ্ড, ৫. ভারখণ্ড, ৬. ছত্রখণ্ড, ৭. বৃন্দাবনখণ্ড, ৮. কালিয়দমনখণ্ড, ৯. যমুনাখণ্ড, ১০. হারখণ্ড, ১১. বাণখণ্ড, ১২. বংশীখণ্ড ও ১৩. রাধাবিরহ [খণ্ড]। এই তেরোটি খণ্ডে খণ্ডিত পদসহ মোট ৪১৮টি গান এবং ১২৩টি সংস্কৃত শ্লোক রয়েছে। কোনো কোনো গবেষকের ধারণা, এই শ্লোকগুলো বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নয়, পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত। খণ্ডানুযায়ী *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র কাহিনী প্রবাহ নিম্নরূপ :

> জন্মখণ্ডে দেবগণের প্রার্থনীয় ভূভারহরণের নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণিত। তাম্বুলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কামাচার আমন্ত্রণ-সূচক তাম্বুলাদি উপহার প্রেরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। দানখণ্ডে রাধালাভার্থ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক দানীর অভিনয়, রাধাকৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ। নৌকাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ডারী বেশে গোপীগণকে যমুনা পার-করণ ও রাধাকৃষ্ণের যমুনাবিহার। ভারখণ্ডে ভারবাহী-রূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমতীর পসরা বহন। ছত্রখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্র-ধারণ। বৃন্দাবন-খণ্ডে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের বন-বিলাস। যমুনাখণ্ডে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জল-ক্রীড়া এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ। হারখণ্ডে হার অপহরণের জন্য যশোদা-সমীপে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাণখণ্ডে পূর্ব অভিযোগের প্রতিশোধস্বরূপ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মদন-বাণত্যাগ, রাধার মোহ, বড়াই কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন ও শ্রীমতীর বিলাসলীলা। বংশীখণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, রাধা-কর্তৃক বংশী অপহরণ, কৃষ্ণের

> কাকুতি ও রাধার বংশী প্রত্যার্পণ। বিরহখণ্ডে রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণের কেলি-বিলাস, শ্রীমতীর নিদ্রাবেশ ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন।[৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতিনাট্য-শ্রেণির গীতিকাব্য। গানে গানে এর কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। এই গানের জাতি বিচারে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারও মতে প্রাচীন প্রবন্ধগীতির ঝোম্বড়া জাতীয় প্রবন্ধগীতের অন্তর্ভূত এই গান। অপরদিকে একদল গবেষক মনে করেন কৃষ্ণ-ধামালি নামক ঝুমুর শ্রেণির গান এটি। এ প্রসঙ্গে উৎপলা গোস্বামী বলেন,

> প্রাচীন যাত্রা, নাটক এবং পাঁচালীর মাঝামাঝি একটা রূপ এই কাব্যে দেখতে পাওয়া যায়। ... 'কৃষ্ণ-ধামালি' নামক এক শ্রেণীর ঝুমুর গানের পদ্ধতিতে এই গান রচিত। এই গানগুলির বেশির ভাগই আদিরসাত্মক। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আসরে দাঁড়িয়ে এই গান গাওয়া হ'ত।[৪]

অন্যদিকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় জানান,

> শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ব্রহ্মা ঝোম্বড়ার অন্তর্ভুক্ত। ... ঝুমুর গানের আর একটি লক্ষণ – সম্পর্ক পাতাইয়া দুই দলে গান আরম্ভ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম দিকে যেমন রাধিকা মামী হইয়া ভাগিনেয় কৃষ্ণকে চাপান দিয়াছেন – দ্বিতীয় দিকে তেমনই কৃষ্ণ ভাগিনেয় হইয়া মাতুলানী রাধাকে উত্তর দিয়াছেন। ... শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বৈশিষ্ট্য – রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েই উভয়কে যাহা খুশি বলিয়াছেন। ইহাই ঝুমুরের সম্পর্ক পাতানোর উদাহরণ। পদের মধ্যেও ঝুমুর গানের ধারা অতি সুস্পষ্ট। ... বিনা কারণে নিজের পরিচয় দিয়া রাধাকে তাহার রূপের কথা বলা, আপন মনের অবস্থা জানানো – ইহা ঝুমুর গানের বিশিষ্ট লক্ষণ।[৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রতিটি গানের শীর্ষেই রাগ এবং তালের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে ব্যবহৃত রাগগুলো হল : পাহাড়ীআ, রামগিরী, গুর্জরী বা গুজ্জরী, কোড়া, ধানুষী, দেশাগ, কানড়া, মালব, ভাঠিআলী, মল্লার, দেশবরাড়ী, বেলাবলী, আহের, ভৈরবী, শৌরি বা সৌরি, শ্রী, কহু, কেদার, বসন্ত, বিভাস, কহুগুজ্জরী, ললিত, বরাড়ী, মালবশ্রী, মাহারঠা, কোড়াদেশাগ, কোড়াদেশ, বঙ্গাল, ককু, পঠমঞ্জরী, বঙ্গালবরাড়ী, বিভাসকহু, শ্রীরামগিরি এবং সিন্ধোড়া। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে রাগ 'পাহাড়ীআ' (৫৭টি গান)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে রাগ 'রামগিরী' (৫৪টি) ও রাগ 'গুর্জরী' বা 'গুজ্জরী' (৩৯টি)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাগের ব্যবহার সম্পর্কে করুণাময় গোস্বামী বলেন,

> গীতগোবিন্দে প্রযুক্ত কর্ণাট ও গোণ্ডকিরী ভিন্ন অন্য সকল রাগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। গীতগোবিন্দের রামকিরী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রামগিরি সম্ভবত একই রাগ। চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত রাগের মধ্যে গুর্জরী, পটমঞ্জরী, বঙ্গাল, বরাড়ী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযুক্ত হয়েছে। চর্যার কহ্নু গুঞ্জরী সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কহ্নু গুজ্জরী নাম পেয়েছে। এছাড়া চর্যার দেশাখ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেশাগ, চর্যার ধনসী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ধানুষী এবং চর্যার রামক্রী শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রামগিরি হয়ে থাকবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত রাগের মধ্যে সংগীত-শাস্ত্রোক্ত রাগ রয়েছে। যেমন : আহের (আভীর), ককু (কুকুভ), রামগিরি (রামক্রী), ধানুষী (ধনাশ্রী), দেশাগ (দেশাখ্য) প্রভৃতি। তবে অধিকাংশ রাগই আঞ্চলিক রাগ বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ৭টি রাগের শিরোদেশে শৌরী কথাটি লেখা আছে। বসন্তরঞ্জন সম্পাদনার সময় সর্বত্রই শৌরী কেটে গৌরী করে দিয়েছেন। গৌরী হয়ে থাকতে পারে শৌরী, আবার চর্যার শবরী থেকেও শৌরী কথাটি এসে থাকতে পারে।[৬]

আলোচনার এ পর্যায়ে আসা যাক *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* ব্যবহৃত তাল প্রসঙ্গে। পূর্বেই বলা হয়েছে তেরোটি খণ্ডে সমাপ্ত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* খণ্ডিত ও পূর্ণাঙ্গ সব মিলিয়ে ৪১৮টি পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৪০৭টি পদের শিরোভাগে তালের নামোল্লেখ আছে। জন্মখণ্ডে প্রাপ্ত ৮টি সম্পূর্ণ ও ১টি খণ্ডিত মোট ৯টি পদের মধ্যে তালের নামোল্লেখ আছে ৮টি পদে; যার মধ্যে একতালীতে ২টি পদ এবং ক্রীড়া, যতিঃ, রূপকং ও লঘুশেখরঃ তালে ১টি ক'রে পদ। এছাড়া এই খণ্ডে ২টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। তাম্বুলখণ্ডে প্রাপ্ত ২৪টি সম্পূর্ণ ও ২টি খণ্ডিত মোট ২৬টি পদের মধ্যে তালের নামোল্লেখ আছে ২৫টি পদে; যার মধ্যে ১১টি পদ রূপকং, ৫টি যতিঃ, ৩টি ক্রীড়া, ২টি একতালী, ১টি লঘুশেখরঃ এবং ৩টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। এই কাব্যের সর্ববৃহৎ খণ্ড দানখণ্ডে প্রাপ্ত ১০৭টি সম্পূর্ণ ও ৫টি খণ্ডিত মোট ১১২টি পদের মধ্যে তালের নামোল্লেখ আছে ১০৭টি পদে; যার মধ্যে রূপকং তালে ৩৫টি, একতালী-তে ১৮টি, ক্রীড়া তালে ১৪টি, লঘুশেখরঃ তালে ৪টি, একাধিক তালে (ফেরতা) ১৮টি, আঠতালা/আটতালা ও যতিঃ তালে ৮টি করে এবং কুড়ুক্কঃ ও দণ্ডকঃ তালে ১টি করে পদ। নৌকাখণ্ডের ৩০টি সম্পূর্ণ পদের সবগুলোতেই তালের নামোল্লেখ আছে; যার মধ্যে ৯টি পদ রূপকং, ৪টি লঘুশেখরঃ, ৩টি ক্রীড়া, ৩টি আঠতালা/আটতালা, ২টি একতালী, ১টি যতিঃ এবং ৮টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। ভারখণ্ডে প্রাপ্ত ২৩টি সম্পূর্ণ ও ৫টি খণ্ডিত মোট ২৮টি পদের মধ্যে তালের নামোল্লেখ আছে ২৬টি পদে; যার মধ্যে ৭টি পদ রূপকং, ৪টি একতালী, ৩টি যতিঃ, ২টি ক্রীড়া, ২টি লঘুশেখরঃ, ১টি আঠতালা এবং ৭টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডে প্রাপ্ত ৮টি সম্পূর্ণ ও ১টি খণ্ডিত মোট ৯টি পদের সবগুলোতেই তালের নামোল্লেখ রয়েছে; যার মধ্যে একতালী ও রূপকং তালে ২টি করে পদ এবং আঠতালা, যতিঃ ও লঘুশেখরঃ তালে ১টি করে পদ আছে। এছাড়া এ খণ্ডের ২টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। বৃন্দাবনখণ্ডে প্রাপ্ত ২৯টি সম্পূর্ণ ও ১টি খণ্ডিত মোট ৩০টি পদের মধ্যে তালের নামোল্লেখ আছে ২৯টি পদে; যার মধ্যে ১০টি পদ রূপকং, ৫টি ক্রীড়া, ৪টি একতালী, ৪টি একাধিক তালে (ফেরতা) এবং ২টি করে পদ আঠতালা, যতিঃ ও লঘুশেখরঃ তালে নিবদ্ধ। যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডের ১০টি সম্পূর্ণ গানের সবগুলোতেই তালের নামোল্লেখ আছে; যার মধ্যে একাধিক তালে (ফেরতা) ২টি পদ, রূপকং তালে ৪টি এবং আঠতালা, ক্রীড়া, যতিঃ ও লঘুশেখরঃ

তালে ১টি করে পদ রচিত। যমুনাখণ্ডের ২২টি সম্পূর্ণ গানের সবগুলোতেই তালের নামোল্লেখ রয়েছে; যার মধ্যে ৬টি পদ রূপকং, ৪টি ক্রীড়া, ৩টি একতালী, ৩টি লঘুশেখরঃ, ২টি যতিঃ এবং ৪টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। যমুনান্তর্গত হারখণ্ডে প্রাপ্ত ৩টি সম্পূর্ণ ও ২টি খণ্ডিত মোট ৫টি পদের মধ্যে তালের নামোল্লেখ আছে ৪টি পদে; যার মধ্যে যতিঃ এবং রূপকং তালে ২টি করে পদ নিবদ্ধ। বাণখণ্ডের ২৭টি সম্পূর্ণ গানের সবগুলোতেই তালের নামোল্লেখ রয়েছে; যার মধ্যে ৭টি পদ একতালী, ৫টি যতিঃ, ৪টি রূপকং, ৩টি আঠতালা, ২টি ক্রীড়া, ২টি লঘুশেখরঃ এবং ৪টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। বংশীখণ্ডের ৪১টি সম্পূর্ণ গানের সবগুলোতেই তালের নামোল্লেখ আছে; যার মধ্যে ১৪টি পদ রূপকং, ৭টি যতিঃ, ৬টি একতালী, ৩টি আঠতালা, ২টি ক্রীড়া, ১টি লঘুশেখরঃ এবং ৮টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। রাধাবিরহ খণ্ডে প্রাপ্ত ৬৮টি সম্পূর্ণ ও ১টি খণ্ডিত মোট ৬৯টি পদের সবগুলোতেই তালের নামোল্লেখ আছে; যার মধ্যে ১২টি পদ কুড়ুক্কঃ, ১২টি যতিঃ, ৯টি একতালী, ৯টি ক্রীড়া, ৭টি রূপকং, ৪টি লঘুশেখরঃ, ৩টি আঠতালা এবং ১৩টি পদ একাধিক তালে (ফেরতা) নিবদ্ধ। অর্থাৎ, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* ব্যবহৃত প্রধান তালগুলো হল :

১. রূপকং

২. একতালী

৩. যতিঃ

৪. ক্রীড়া

৫. লঘুশেখরঃ

৬. আটতালা/আঠতালা

৭. কুড়ুক্কঃ এবং

৮. দণ্ডকঃ

নিচে গানের উদাহরণসহ তালগুলোর বিবরণ উপস্থাপন করা হলো :

রূপকং : ছয় মাত্রাবিশিষ্ট রূপক তালের উল্লেখ পাওয়া যায় জগদেক মল্ল রচিত *সঙ্গীত চূড়ামণি* (আ. ১১৪০-১১৪৫) গ্রন্থে। অপরদিকে গবেষক ড. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী প্রবন্ধ-গানে ব্যবহৃত তালসমূহের তালিকায় এই তালকে বারো মাত্রাবিশিষ্ট তাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যার বিভাগ দেখিয়েছেন ৪-৪-২-২।[৭] পদাবলি কীর্তনে রূপক তালের লয়ভেদে দু'টি রূপ পাওয়া যায়। একটি ৪-৮ ছন্দে বড় রূপক অন্যটি ২-৪ ছন্দে ছোট রূপক।

বর্তমানে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে সাতটি প্রধান তাল ব্যবহৃত হয়, যা সপ্ততালম্ নামে পরিচিত। এ সাতটি তালের মধ্যে রূপকং অন্যতম। এই সংগীত পদ্ধতির রীতি অনুযায়ী রূপকম্ তালটি চতস্র্ম্, তিস্র্ম্, মিশ্রম্, খণ্ডম্, ও সংকীর্ণম্ জাতির দ্বারা প্রস্তারের মাধ্যমে পাঁচটি রূপ পরিগ্রহ করে। প্রতিটি রূপ আবার ভিন্ন ভিন্ন তাল-নামে পরিচিত। এগুলো যথাক্রমে ১. পত্তি/ঋতু-তাল, ২. চক্র/বাণ-তাল, ৩. কুল/নিধি-তাল, ৪. বাজ/তুরঙ্গ-তাল এবং ৫. বিন্দু/হর-তাল।

মণিপুরী তাল পদ্ধতিতেও রূপক নামের তাল পাওয়া যায়। চতস্র জাতির এই তালের বর্ণকাল বা মাত্রা ছয়টি। এর ছন্দ ২-৪ এবং ২টি তালি ও ১টি খালি।[৮] তবে হিন্দুস্থানি পদ্ধতিতে রূপক তাল ৭ মাত্রাবিশিষ্ট। খালিবিহীন তিন তালি যুক্ত এই তালের বিভাগ ৩-২-২।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সর্বাধিক ব্যবহৃত তাল রূপকং বা রূপক। এই তালে রচিত গানসংখ্যা ১১২, যা এর মোট পদের প্রায় ২৭ শতাংশ। নিচের সারণিতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র খণ্ড অনুযায়ী এই তালে নিবদ্ধ পদসংখ্যা উল্লেখ করা হলো :

খণ্ডের নাম	পদক্রম	মোট পদ
জন্মখণ্ড	৫	১টি
তাম্বুলখণ্ড	৪, ৫, ৭, ৮, ১০, ১৪, ১৮, ২১-২৪	১১টি
দানখণ্ড	৮, ১০, ১৮, ১৯, ২৫, ২৭, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৪১, ৪৫, ৫০, ৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৯০, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২	৩৫টি
নৌকাখণ্ড	৪, ৭, ১১, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২৮, ২৯	৯টি
ভারখণ্ড	৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৮, ২৩	৭টি
ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ডঃ	২, ৩	২টি
বৃন্দাবনখণ্ডঃ	৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯	১০টি
যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ	২, ৩, ৬, ১০	৪টি
যমুনাখণ্ডঃ	৪, ৮, ১২, ১৬, ১৮, ২১	৬টি
যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ	১, ৫	২টি

বাণখণ্ডঃ	১, ১১, ২২, ২৫	৪টি
বংশীখণ্ডঃ	২, ৫, ৮, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ২৩, ২৪, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪০	১৪টি
রাধাবিরহঃ	১৪, ১৬, ১৯, ২৫, ২৯, ৩০, ৩৫	৭টি

একতালী : বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রে 'একতালী' তালটির মাত্রা সংখ্যা সম্পর্কে নানা মতভেদ দেখা যায়। *সংগীত চূড়ামণি গ্রন্থ* অনুযায়ী একতালী অর্ধমাত্রা বিশিষ্ট একটি তাল। অপরদিকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে বাচনাচার্য শ্রীসুধাকলস রচিত *সঙ্গীতোপনিষদ সারোদ্ধার* গ্রন্থে এই তালটিকে একমাত্রিক তাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে পদাবলি কীর্তনে এই তালটি চৌদ্দ মাত্রাবিশিষ্ট একটি রূপ পরিগ্রহ করে। এছাড়া মধ্যযুগীয় নানা গ্রন্থে একতাল নামে ৩ মাত্রা, ৪ মাত্রা, ৫ মাত্রা, ৭ মাত্রা এবং ৯ মাত্রা বিশিষ্ট একাধিক তালের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে হিন্দুস্থানি সংগীতে ১২ মাত্রাবিশিষ্ট 'একতাল'-এর তিনটি প্রকার প্রচলিত, যথা : ২-২-২-২-২-২ ছন্দে, ৩-৩-৩-৩ ছন্দে, ৪-৪-৪ ছন্দে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত তালসমূহের মধ্যে পদের সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে একতালী। এই তালে নিবদ্ধ রয়েছে ৫৯টি গান, যা এর মোট পদসংখ্যার এক অষ্টমাংশের বেশি। নিচের সারণিতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* খণ্ড অনুযায়ী এই তালে নিবদ্ধ পদসংখ্যা উল্লেখ করা হলো :

খণ্ডের নাম	পদক্রম	মোট পদ
জন্মখণ্ড	৪, ৭	২টি
তাম্বুলখণ্ড	১, ২৬	২টি
দানখণ্ড	৯, ১৫, ২৩, ২৮, ৩৫, ৪৬, ৪৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৯, ৮৬, ৯৩, ৯৬, ১০১, ১১০	১৮টি
নৌকাখণ্ড	১৪, ২৩	২টি
ভারখণ্ড	৯, ২১, ২৫, ২৪	৪টি
ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ডঃ	৫, ৬	২টি
বৃন্দাবনখণ্ডঃ	২, ৬, ১৪, ২১	৪টি
যমুনাখণ্ডঃ	৭, ১৭, ২২	৩টি
বাণখণ্ডঃ	২, ১২, ১৪, ১৭, ১৯, ২৩, ২৪	৭টি

বংশীখণ্ডঃ	৯, ১৫, ২৫, ২৬, ২৯, ৩৮	৬টি
রাধাবিরহঃ	৫, ১০, ১৩, ১৫, ১৭, ২৬, ৪৬, ৫৪, ৬০	৯টি

যতিঃ : যতি ৬ মাত্রার তাল। এর বিভাগ ২-৪।[৯] পূর্বে ঝোম্বর জাতীয় প্রবন্ধে এই তাল ব্যবহৃত হতো। কবি জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* ও রাধামোহন ঠাকুর বিরচিত *পদামৃতসমুদ্র* গ্রন্থেও তালটির উল্লেখ রয়েছে। যতিঃ তালে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* অর্ধশত পদের সন্ধান পাওয়া যায়। নিচের সারণিতে এর খণ্ড অনুযায়ী এই তালে নিবদ্ধ পদসংখ্যা উল্লেখ করা হলো :

খণ্ডের নাম	পদক্রম	মোট পদ
জন্মখণ্ড	৯	১টি
তাম্বুলখণ্ড	৫, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৫	৬টি
দানখণ্ড	১৪, ২০, ৩১, ৩৩, ৪২, ৫৭, ৭৫, ৮৩	৮টি
নৌকাখণ্ড	২৪	১টি
ভারখণ্ড	৪, ১৫, ২০	৩টি
ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ডঃ	৮	১টি
বৃন্দাবনখণ্ডঃ	৪, ৮	২টি
যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ	৯	১টি
যমুনাখণ্ডঃ	৬, ১৩	২টি
যমুনান্তর্গত হারখণ্ডঃ	৩, ৪	২টি
বাণখণ্ডঃ	৪, ৬, ৮, ১৩, ১৫	৫টি
বংশীখণ্ডঃ	৪, ৬, ৭, ১৮, ১৯, ২২, ২৮	৭টি
রাধাবিরহঃ	১২, ২০, ২১, ২৮, ৩২, ৪০, ৪৪, ৪৫, ৫৫, ৬১, ৬৩, ৬৫	১২টি

ক্রীড়া : *সঙ্গীতোপনিষদ সারোদ্ধার* গ্রন্থে ক্রীড়া-কে একমাত্রার তাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী তাঁর *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ* গ্রন্থে জানিয়েছেন, ২-৩ ছন্দে বিন্যস্ত ৫ মাত্রার এই তালটি ধ্রুব প্রবন্ধের অন্তর্গত নির্মল প্রবন্ধে ব্যবহৃত হতো।[১০] অপরদিকে *তাল অভিধান* গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিরামসহ দু'টি দ্রুত তালাঙ্গ সহযোগে ক্রীড়া তালটি গঠিত। অর্থাৎ, ছয়টি অক্ষর-মাত্রা বিশিষ্ট এই তাল। এর অপর নাম 'চণ্ডনিঃসারুক'।[১১] *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র ৪৬টি গান ক্রীড়া তালে

নিবদ্ধ। অর্থাৎ, এর মোট পদসংখ্যার **১১** শতাংশ পদ রচিত হয়েছে এই তালে। নিচের সারণিতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র খণ্ড অনুযায়ী এই তালে নিবদ্ধ পদসংখ্যা উল্লেখ করা হলো :

খণ্ডের নাম	পদক্রম	মোট পদ
জন্মখণ্ড	৩	১টি
তাম্বুলখণ্ড	২, ১২, ২০	৩টি
দানখণ্ড	৬, ৭, ২২, ২৬, ৩৬, ৪৪, ৫১, ৫২, ৬৩, ৭৭, ৮৯, ৯৭, ১০৪, ১০৫	১৪টি
নৌকাখণ্ড	৮, ১০, ১৩	৩টি
ভারখণ্ড	২, ১৯	২টি
বৃন্দাবনখণ্ডঃ	১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২২	৫টি
যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ	৫	১টি
যমুনাখণ্ডঃ	১, ৫, ১৫, ২০	৪টি
বাণখণ্ডঃ	৩, ২৭	২টি
বংশীখণ্ডঃ	৩, ২১	২টি
রাধাবিরহঃ	১৮, ২৭, ৩৩, ৩৭, ৪২, ৪৩, ৪৮, ৫২, ৬৭	৯টি

লঘুশেখরঃ : লঘুশেখর ৫ মাত্রাবিশিষ্ট একপদী তাল। ধ্রুব প্রবন্ধের অন্তর্গত কুন্তল জাতীয় প্রবন্ধে এই তাল ব্যবহৃত হতো। তবে মধ্যযুগীয় সংগীত গ্রন্থাদিতে দু'টি আঘাত যুক্ত ৪-৩ ছন্দের ৭ মাত্রা বিশিষ্ট তাল হিসেবে লঘুশেখরকে নির্দেশ করা হয়েছে।[১২] *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র ২৬টি গান লঘুশেখর তালে নিবদ্ধ। নিচের সারণিতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র খণ্ড অনুযায়ী এই তালে নিবদ্ধ পদসংখ্যা উল্লেখ করা হলো :

খণ্ডের নাম	পদক্রম	মোট পদ
জন্মখণ্ড	৮	১টি
তাম্বুলখণ্ড	৬	১টি
দানখণ্ড	৩, ৪, ৪০, ৬৬	৪টি
নৌকাখণ্ড	৩, ৬, ১২, ২৬	৪টি
ভারখণ্ড	৩, ২৮	২টি

ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ডঃ	৭	১টি
বৃন্দাবনখণ্ডঃ	৫, ২৩	২টি
যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ	৪	১টি
যমুনাখণ্ডঃ	৩, ১০, ১১	৩টি
বাণখণ্ডঃ	৯, ২০	২টি
বংশীখণ্ডঃ	১১	১টি
রাধাবিরহঃ	১১, ২২, ৩৯, ৪১	৪টি

আঠতালা বা আটতালা : আঠতালা বা আটতালা নামে কোনও তালের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে ধারণা করা যায়, মধ্যযুগীয় সংগীত গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত 'অটতাল' বা অঠতাল'ই *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* 'আটতালা' বা 'আঠতালা' নামে নির্দেশিত। ১০ মাত্রা বিশিষ্ট এই তালের চারটি বিভাগ, যার মধ্যে তিনটি তালি ও একটি খালি। এর ছন্দ ৩-৩-২-২।[১৩] অপরদিকে, 'আটতালা' বা 'আঠতালা' গীতগোবিন্দে উল্লেখিত অষ্টতালের নামভেদও হতে পারে। অষ্টতাল মূলত একক কোনও তাল নয়, আটটি তালের সমাহার। এগুলো হলো : ১. আড়, ২. দোজ, ৩. যতি, ৪. শশীশেখর, ৫. গঞ্জন, ৬. বিষম-পঞ্চম, ৭. রূপক এবং ৮. সোমতাল। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* ২৫টি গান আঠতালা'য় নিবদ্ধ। নিচের সারণিতে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* খণ্ড অনুযায়ী এই তালে নিবদ্ধ পদসংখ্যা উল্লেখ করা হলো :

খণ্ডের নাম	পদক্রম	মোট পদ
দানখণ্ড	১৩, ১৬, ২১, ২৯, ৮৮, ৯৫, ১০০, ১০৭	৮টি
নৌকাখণ্ড	২০, ২২, ২৭	৩টি
ভারখণ্ড	১৪	১টি
ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ডঃ	১	১টি
বৃন্দাবনখণ্ডঃ	২০, ৩০	২টি
যমুনান্তর্গত কালিয়দমনখণ্ডঃ	৮	১টি
বাণখণ্ডঃ	৭, ১৮, ২৬	৩টি
বংশীখণ্ডঃ	১৩, ৩০, ৩১	৩টি
রাধাবিরহঃ	৩৬, ৫৩, ৫৭	৩টি

কুড়ুক্কঃ : কুড়ুক্ক ১-১-২-২ ছন্দে বিভক্ত ৬ মাত্রার তাল। বর্তণী ও ঝোম্বর জাতীয় প্রবন্ধের তাল এটি। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* এই তালের তেরোটি পদ আছে, যার মধ্যে একটি পদ দানখণ্ডে (৯১ সংখ্যক পদ) এবং বারোটি রাধাবিরহ খণ্ডে (২, ৩, ৬, ৯, ৩৮, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৪, ৬৮ ও ৬৯ সংখ্যক পদ)।

দণ্ডকঃ : দণ্ডক বা দণ্ড তাল ১৪ মাত্রার, যার ছন্দবিভাগ ৬-২-৬।[১৪] অপরদিকে *তাল অভিধান* গ্রন্থের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিরামসহ দু'টি গুরু তালাঙ্গ এবং একটি লঘু তালাঙ্গ সহযোগে দণ্ড তালটি গঠিত। অর্থাৎ, ২৮টি অক্ষর-মাত্রা (১২-৪-১২) বিশিষ্ট এই তাল।[১৫] *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* এই তালে মাত্র একটি পদ পাওয়া যায়, যা দানখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে*র বেশ কিছু গানে একাধিক তালের ব্যবহার (সংগীতের বর্তমান পরিভাষায় তাল ফেরতা) দেখা যায়। উক্ত গানগুলোতে উপরে বর্ণিত তালগুলোর পাশাপাশি চিত্রক লগনী, লগনী, লগনী প্রকীর্ণক, চিত্রকঃ, জয়জয়, বিচিত্র লগনী, দ্রুতমান, রসতাল, রূপকম্বা, যতির্বা, প্রকীর্ণক ইত্যাদি তালের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই গীতিকাব্যে তাল ফেরতায় নিবদ্ধ গানের সংখ্যা ৭৫।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অভিজাত দেশি সংগীতের অন্তর্গত প্রবন্ধ শ্রেণির গান। ফলে অভিজাত দেশি গানে ব্যবহৃত তাল এতে প্রযুক্ত হয়েছে। এই তালগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, দেশ-অঞ্চল-সম্প্রদায় ভেদে একই নাম-যুক্ত তালের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* ব্যবহৃত তালগুলোর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। প্রাচীন নানা সংগীত গ্রন্থে এগুলোর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। তাছাড়া একই নামে তাল হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতিতে (হিন্দুস্থানি, কর্ণাটকি, মণিপুরী, কীর্তনাঙ্গীয়) এ সব তাল নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর মধ্যে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* তালের কোন রূপটি ব্যবহৃত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অব্যবহিত পরে সৃষ্ট যে গীতধারা বর্তমান সময়েও প্রবহমান এবং যার সঙ্গে এর ভাব ও উপাদানের সাদৃশ্য রয়েছে সেই পদাবলি কীর্তনে তালের যে রূপ পাওয়া যায় তার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত তালগুলোর গভীর সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক।

পদাবলি কীর্তন

বাংলা বৈষ্ণব-পদাবলির মূল অনুপ্রেরণা জয়দেবের *গীতগোবিন্দ*। 'পদাবলি' শব্দটিও *গীতগোবিন্দের* প্রথম সর্গের তৃতীয় শ্লোকে উল্লেখিত 'মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্' থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে 'পদ' মানে গান, গীত বা সংগীত।[১৬] এর বহুবচনে পদাবলি শব্দটি ব্যবহৃত

হয়। বৈষ্ণবদের দ্বারা রচিত, তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত এবং তাঁদের উপাস্য বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলা বিষয়ক পদকে বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলি।

বৈষ্ণব-পদাবলির প্রধান বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-প্রেমলীলা। প্রাচীন লোকসাহিত্য থেকে এর উপাদান গৃহীত হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের এই অননুমোদিত প্রেমকাহিনী পরবর্তীকালে জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত ধরে ক্রমে শ্রীচৈতন্যদেবের মাধ্যমে উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ মনে করেন। তাই তিরোধানের পর তাঁর জীবনলীলা বিষয়েও রচিত হয়েছে অসংখ্য পদাবলি। ষোড়শ শতাব্দীর বিশ-ত্রিশের দশকে মহাপ্রভুর বাল্যলীলাকে অবলম্বন করে রচিত পদাবলির মাধ্যমে বৈষ্ণব পদে বাৎসল্য রসের সঞ্চার হয়। এর কাছাকাছি সময় থেকেই সখ্যরসের পদাবলিও রচিত হতে থাকে।

বৈষ্ণব-পদাবলি শৃঙ্গার রস প্রধান। এই রসকে বৈষ্ণব আলংকারিকরা মধুর রস বলে আখ্যায়িত করেন। অলংকারশাস্ত্র মতে, শৃঙ্গার বা মধুর রস দুই প্রকারের – বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। নায়ক ও নায়িকা বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন থাকলে এবং যুক্ত বা মিলিত অবস্থায় পরস্পরের অভিমত, আলিঙ্গন ও চুম্বন ইত্যাদির অভাব ঘটলে যে ভাব প্রকাশিত হয় তার নাম বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভ রস প্রধানত চার প্রকার। যথা : পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। এই প্রত্যেকটি রস পুনরায় আট ভাগে বিভক্ত। পূর্বরাগের আটটি রস – (১) সাক্ষাৎ দর্শন, (২) চিত্রপটে দর্শন, (৩) স্বপ্নে দর্শন, (৪) নন্দী বা ভাট মুখে গুণশ্রবণ, (৫) দূতীমুখে শ্রবণ, (৬) সখীমুখে শ্রবণ, (৭) গুণিজনের গানে শ্রবণ এবং (৮) বংশীধ্বনি শ্রবণ। মানের অন্তর্ভুক্ত আটটি রস – (১) সখীমুখে শ্রবণ, (২) শুকমুখে শ্রবণ, (৩) মুরলীধ্বনি শ্রবণ, (৪) প্রতিপক্ষের দেহে ভোগচিহ্ন দর্শন, (৫) প্রিয়তমের অঙ্গে ভোগচিহ্ন দর্শন, (৬) গোত্রস্খলন, (৭) স্বপ্নে দর্শন এবং (৮) অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন। প্রেমবৈচিত্ত্যের আটটি রস – (১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, (২) নিজপ্রতি আক্ষেপ, (৩) সখির প্রতি আক্ষেপ, (৪) দূতীর প্রতি আক্ষেপ, (৫) মুরলীর প্রতি আক্ষেপ, (৬) বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, (৭) কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ এবং (৮) গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ। প্রবাসের অন্তর্গত আটটি রস – (১) ভাবী (বিরহ), (২) মথুরাগমন, (৩) দ্বারকাগমন, (৪) কালীয়-দমন (অদর্শনে বিরহ), (৫) গোচারণজনিত বিরহ, (৬) নন্দমোক্ষণ, (৭) কার্যানুরোধে প্রবাস এবং (৮) রাসে অন্তর্ধান।

নায়ক-নায়িকার পরস্পর সাক্ষাৎ মিলনে যে আবেগময় ভাব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় তাকে বলে 'সম্ভোগ'। সম্ভোগেরও মূল বিভাগ চারটি। যথা : সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সংকীর্ণ সম্ভোগ, সম্পন্ন সম্ভোগ এবং সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভের প্রধান চারটি ভাগের মতো এগুলোও প্রত্যেকটি আবার আটটি ক'রে ভাগে বিভক্ত। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের অন্তর্গত আটটি রসের নাম – (১) বাল্যাবস্থায় মিলন, (২) গোষ্ঠে গমন, (৩)

গোদোহন, (৪) অকস্মাৎ চুম্বন, (৫) হস্তাকর্ষণ, (৬) বস্ত্রাকর্ষণ, (৭) পথরোধ এবং (৮) রতিভোগ। সংকীর্ণ সম্ভোগের আটটি রস – (১) মহারাস, (২) জলক্রীড়া, (৩) কুঞ্জলীলা, (৪) দানলীলা, (৫) বংশীচুরি, (৬) নৌকাবিলাস, (৭) মধুপান এবং (৮) সূর্যপূজা। সম্পন্ন সম্ভোগের আটটি রস – (১) সুদূর দর্শন, (২) ঝুলন, (৩) হোলি, (৪) প্রহেলিকা, (৫) পাশাখেলা, (৬) নর্তকরাস, (৭) রসালস এবং (৮) কপটনিদ্রা। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের আটটি রস – (১) স্বপ্নে বিলাস, (২) কুরুক্ষেত্রে মিলন, (৩) ভাবোল্লাস, (৪) ব্রজাগমন, (৫) বিপরীত সম্ভোগ, (৬) ভোজনকৌতুক, (৭) একত্র নিদ্রা এবং (৮) স্বাধীনভর্তৃকা। এই চৌষট্টি প্রকার রসে বৈষ্ণব পদাবলি সজ্জিত হওয়ায় একে চৌষট্টি রসের গান বলা হয়।

পদাবলির ভাষা প্রধানত দু'টি – বাংলা ও ব্রজবুলি। তবে সংস্কৃত ভাষায়ও অল্প সংখ্যক পদ রচিত হয়েছে। এছাড়া কিছু পদে বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। ব্রজবুলি ব্রজের বুলি বা বৃন্দাবনের ভাষা নয়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণনের জন্য সৃষ্ট গীত রচনার উপযোগী এক অভিনব সাহিত্যিক মিশ্রভাষা। কবি বিদ্যাপতিকে এই ভাষার জনক আখ্যা দেওয়া হয়। ভাষাটির উৎপত্তি সম্পর্কে ভাষাবিদ সুকুমার সেন জানান : 'ব্রজবুলিকে মনে করা হয় যে ইহা প্রাচীন মৈথিলেরই এক উপভাষা। ইহা ঠিক নয়। ব্রজবুলি অবহট্‌ঠেরই বিবর্তিত রূপ। ইহাতে যেমন মৈথিটালের প্রভাব আছে, তেমনি বাঙ্গালারও প্রভাব আছে।'[১৭]

পাঁচশত বছরের অধিক সময় জুড়ে অসংখ্য পদকর্তার অবারিত দানে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলি। অপার মাধুর্যমণ্ডিত এই পদগানের প্রকৃত সংখ্যা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। বৈষ্ণব পদাবলির সর্ববৃহৎ সংকলনগ্রন্থ পদকর্তা বৈষ্ণবদাস সংগৃহীত *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু* গ্রন্থে তিন সহস্র একশত একটি পদ সংকলিত হয়েছে।[১৮] এই পদগুলো ব্যতিরেকে অন্যান্য পদসংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে আরও দুই সহস্রাধিক বৈষ্ণব পদ। বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত নানা পুথিতে প্রাপ্ত এবং গ্রন্থাকারের অপ্রকাশিত পদের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক। তাছাড়া বিস্মৃতির অতল তলে যে কত মহাজন পদ তলিয়ে গেছে তার সংখ্যা নিরূপণ সম্ভবপর নয়। এই বিপুল সংখ্যক পদাবলি কীর্তনের পদকর্তাদের মধ্যে অনন্ত আচার্য, অনন্ত দাস, অনন্ত রায়, উদ্ধবদাস, কবিবল্লভ, কবি ভূপতি কণ্ঠহার, কবিরঞ্জন, কবিশেখর, কমলাকান্ত, কানাই খুঁটিয়া, কানুরাম দাস, কুঞ্জদাস, কুমুদানন্দ, কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃষ্ণপ্রসাদ, গীতগোবিন্দ, গোপাল দাস, গোপাল ভট্ট, গোপীকান্ত, গোবিন্দ আচার্য, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গৌরদাস, গৌরমোহন, গৌরসুন্দর দাস, গৌরীদাস, ঘনশ্যাম (নরহরি চক্রবর্তী), চণ্ডীদাস, চন্দ্রশেখর, চম্পতি, চৈতন্যদাস, জগদানন্দ, জগন্নাথ, জ্ঞানদাস, তরুণীরমণ, দিব্যসিংহ, দীনবন্ধু দাস, দুখিনী, দেবকীনন্দন, দ্বিজভীম, নটবর দাস, নন্দ, নন্দনদাস,

নয়নানন্দ মিশ্র, নরসিংহ দাস, নরহরি দাস, নরহরি সরকার, নরোত্তম দাস, নসির মামুদ, নিমানন্দ দাস, নৃসিংহ, পরমানন্দ গুপ্ত, পরমানন্দ সেন, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম দাস, প্রসাদদাস, প্রেমদাস, প্রেমানন্দ, পূর্ণানন্দ দাস, বলরামদাস, বলরামদাস কবিরাজ, বল্লভ দাস, বসন্ত রায়, বংশীদাস, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব ঘোষ, বিদ্যাপতি, বিপ্রদাস ঘোষ, বীরচন্দ্র, বীরবাহু, বীর হাম্বীর, বৃন্দাবন দাস, বৈষ্ণবদাস (গোকুলানন্দ সেন), ব্রজানন্দ, ভবানন্দ, ভীমদাস, ভূপতিনাথ, মনোহরদাস, মাধব আচার্য, মাধব ঘোষ, মাধব দাস, মাধবীদাস, মাধবেন্দ্র পুরী, মালাধর বসু, মুকুন্দ দত্ত, মুরারি গুপ্ত, মোহন, যদুনন্দন দাস, যদুনাথ কবিচন্দ্র, যশোরাজ খান, যাদবেন্দ্র, রঘুনন্দন গোস্বামী, রঘুনাথ দাস, রসময় দাস/রসময়ী দাসী, রসিকানন্দ, রাই উন্মাদিনী, রাধাবল্লভ দাস, রাধামোহন ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, রামানন্দ বসু, রামানন্দ রায়, রায় শেখর, রূপ গোস্বামী, লক্ষ্মীকান্ত দাস, লোচন দাস, শঙ্কর ঘোষ, শচীনন্দন, শশিশেখর, শিবরাম দাস, শিবানন্দ আচার্য, শেখর দাস, শ্যামচাঁদ, শ্যামদাস, শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস দাস, সনাতন গোস্বামী, সুন্দর দাস, সৈয়দ মর্তুজা, হরিবল্লভ (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী), হরিদাস প্রমুখ অন্যতম।

বৈষ্ণব-পদাবলি মূলত গীত বা গান হিসেবেই রচিত। তাই পদাবলি রচনার আদি যুগ থেকে এর শিরোদেশে রাগ-নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি কোনও কোনও পদে রাগের সঙ্গে তালেরও উল্লেখ আছে। এর গঠন সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেন :

> বৈষ্ণব-পদাবলী গোড়া থেকেই গান, কিন্তু এর গঠন গানের মত ছোট ও শিথিল নয়, নাতিসংক্ষিপ্ত ও নিটোল। ভাব সংহত ও প্রগাঢ় অথচ স্বসম্পূর্ণ সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার মত ছন্দ সুষম। সাধারণত দ্বিতীয় পদ ধুয়া, এবং প্রায়ই এই পদের প্রথম ছত্র ন্যূনাক্ষর। কবির স্বাক্ষর থাকে শেষ পদে। বাংলায় এই কবি-স্বাক্ষরকে বলে 'ভণিতা'। কথাটি সৃষ্ট হয়েছে জয়দেবের গানে 'ভণতি' বা 'ভণয়তি' থেকে।[১৯]

আদিতে বৈষ্ণব পদ সুর-তালবদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ-আশ্রয়ী বৈঠকি গান হিসেবে গীত হতো। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ প্রাচীন পদকর্তা রচিত পদাবলি এই বৈঠকি আঙ্গিকে আস্বাদন করেছেন। তাঁর প্রভাবেই এই গীতিসাহিত্য উচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করে। তবে তিনি নামকীর্তনকে আপামর জনসাধারণ্যে প্রচার করলেও পদাবলি কীর্তনের রসাস্বাদন করতেন একান্তে অন্তরঙ্গ পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে।

পদাবলি কীর্তনকে ঘরোয়া বৈঠকি আসর থেকে বিস্তৃত পরিসরে সাধারণ ভক্ত সমাজে নিয়ে আসেন নরোত্তমদাস ঠাকুর। তিনি আনুমানিক ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলার খেতুরী গ্রামে যে বিশাল

মহোৎসব আয়োজন করেন তাতে পদাবলি পরিবেশনের এক নব ধারার সূচনা হয়। তিনি এই কীর্তনকে বৈঠকি পর্যায় থেকে প্রচলিত পাঁচালি গানের ধাঁচে খোলা আসরে পরিবেশন-উপযোগী করে রূপদান করেন। এছাড়া বিভিন্ন পদকর্তার রচিত বৈষ্ণব পদকে তিনি একত্রে কাহিনী পরম্পরা অনুযায়ী গ্রন্থন করে পালা আকারে পরিবেশনের রীতি চালু করেন। প্রত্যেক পালার শুরুতে সেই পালার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতি রেখে রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ সংযোজন করা হয়, যা গৌরচন্দ্রিকা নামে পরিচিতি পায়। এই মহোৎসবের ফলশ্রুতিতেই পদাবলি কীর্তনে গায়নশৈলীর ভিন্নতা ভেদে প্রধানত চারটি ঘরানার সৃষ্টি হয়। এগুলো হলো : (১) গড়ানহাটি, (২) মনোহরশাহী, (৩) রেনেটি ও (৪) মন্দারিণী।

গড়ানহাটি বা গড়েরহাটি কীর্তন-ঘরানার প্রবর্তক নরোত্তমদাস। রাজশাহী জেলার যে পরগনায় তিনি বাস করতেন তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই ঘরের কীর্তনে মূল পদের অতিরিক্ত কথা অর্থাৎ আখর, ঘটকালি ইত্যাদির প্রয়োগ খুব সীমিত পরিসরে করা হয়। সরলতা ও গাম্ভীর্যে এ ধারার কীর্তন হিন্দুস্থানি সংগীতের ধ্রুপদ গীতরীতির সঙ্গে তুলনীয়। গড়ানহাটি কীর্তনে ১০৮টি তাল ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে একটি পদে একের অধিক তাল প্রয়োগের নিয়ম নেই এই ঘরানায়। বর্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগনায় মনোহরশাহী কীর্তনের জন্ম। শ্রীনিবাস আচার্যকে এই ঘরানার প্রবর্তক মনে করা হয়। জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রমুখ পদকর্তার প্রভাবে এ ধারার কীর্তন চরম উৎকর্ষ লাভ করে। কীর্তনের অন্যান্য ঘরানার তুলনায় মনোহরশাহী কীর্তনে সুরের কারুকার্য অধিক। খেয়াল গীতরীতির সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। এই কীর্তনে আখর ও ঘটকালির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। ৫৬টি তালে বাঁধা এই ঘরানার কীর্তন। একটি পদে একাধিক তালের ব্যবহার এই গীতশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বর্ধমানের রানিহাটি পরগনা হতে কীর্তনের রেনেটি সুরের সৃষ্টি হয়েছে। পদকর্তা বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছেন। মাধুর্য ও কলানৈপুণ্যের দিক থেকে এর তুলনা শাস্ত্রীয় সংগীতের ঠুমরির সঙ্গে করা যেতে পারে। এই রীতির কীর্তনে ২৬টি তালের ব্যবহার দেখা যায়। বিলম্বিত লয়ের তালের প্রয়োগ এই ঘরানায় নেই বললেই চলে। মেদিনীপুর জেলার মান্দারণ থেকে মন্দারিণী সুরের উদ্ভব হয়েছে। এতে লোকসংগীতের প্রভাব অধিক। এছাড়া ঝাড়খণ্ডী নামে আরও একটি ঘরানার উল্লেখ পাওয়া যায়।

> কীর্তনের প্রসারের যুগে এইসকল সুরের প্রত্যেকেরই আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য ছিল। বর্তমানে এই সকল সুরের নিজস্ব গায়ক বিরল। ফলে 'গরানহাটী'-গায়ক 'মনোহরসাহী'র কারুকার্য দ্বারা গান সাজাইয়া থাকেন। মনোহরসাহী-গায়কও রেনেটি বা মন্দারিণী সুরের ভাঁজ আমদানি করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ফলে হইয়াছে এই যে, এই সকল সুরের স্বাতন্ত্র্য ঠিক ধরিতে পারা যায় না। গায়কের অভাবেই এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়।[২০]

সূচনালগ্ন থেকেই কীর্তন রাগনির্ভর। জয়দেবের *গীতগোবিন্দ* থেকে শুরু করে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যত বৈষ্ণব পদাবলি রচিত হয়েছে তার প্রায় সব পদেরই শিরোদেশে রাগ-নামের উল্লেখ থেকে এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তবে বিশুদ্ধ রাগে কীর্তন রচিত হলেও মূলত ভাবপ্রধান সংগীত হওয়ায় এ গানে রাগ-রাগিনীর আলংকারিক প্রয়োগ সীমিত পরিসরে হয়। কীর্তনে ব্যবহৃত রাগগুলোর মধ্যে আড়ানা, আশাবরী, কলিঙ্গড়া, কল্যাণ, কানাড়া, কামোদ, কেদার, খাম্বাজ, গান্ধার, গুর্জরী, গৌরী, জয়জয়ন্তী, জয়জয়ন্তী-মল্লার, ঝিঁঝিট, তুড়ি, দেবগিরি, দেশ, দেশ-বরাড়ী, দেশাগ, ধানশী/ধানশ্রী, পঠমঞ্জরী, পাহাড়ি, পূরবী, বরাড়ি, বসন্ত, বিভাস, বিহাগ, বিহাগড়া, বেলোয়ার, ভাটিয়ারী, ভীমপলশ্রী, ভূপালী, ভৈরব, ভৈরবী, মঙ্গল, মল্লার, মায়ূর, মালব, যোগিয়া, রামকেলী, ললিত, শ্রীরাগ, সিন্ধুড়া, সুরট, সুহই, সুহিনী (সোহিনী), হিন্দোল প্রভৃতি অন্যতম।

পদাবলি কীর্তনে ব্যবহৃত তালসমূহ প্রায়োগিক দিক থেকে প্রচলিত হিন্দুস্থানি, কর্ণাটকি বা মণিপুরি তালপদ্ধতি থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ায় একে পৃথক তালপদ্ধতির মর্যাদা দেওয়া হয়। পূর্বাধ্যায়ে এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হয়েছে। জানা যায়, পদাবলি কীর্তনে শতাধিক তাল ব্যবহৃত হয়েছে। নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত চার খণ্ডে প্রকাশিত বৈষ্ণবপদ সংকলন *শ্রীপদামৃতমাধুরী* গ্রন্থে প্রায় প্রত্যেক পদের শিরোদেশে তালের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, তাল নির্দেশসহ সর্বাধিক সংখ্যক পদ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। নিচের সারণিতে উক্ত গ্রন্থে উল্লেখিত তালসমূহের নাম এবং সেই সঙ্গে কোন তালে কয়টি গান রয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপিত হল, যার মাধ্যমে পদাবলি কীর্তনে ব্যবহৃত তালের বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে :

ক্র.	**তালের নাম**	**১ম খণ্ড**	**২য় খণ্ড**	**৩য় খণ্ড**	**৪র্থ খণ্ড**	**মোট**
১.	অষ্টতাল	-	১	-	-	১
২.	আড়তাল	-	১	-	-	১
৩.	ছোট আড়া ধরণ	-	১	-	-	১
৪.	একতালা	৬৩	৫৭	৫৯	১০৮	২৮৭
৫.	বড় একতালা	২	১০	২	৩	১৭
৬.	মধ্যম একতালা	৪৫	৫১	৪৪	৬	১৪৬
৭.	ছোট একতালা	১০	১২	১০	-	৩২
৮.	আড়া একতালা	-	-	-	২	২
৯.	কন্দর্প	-	১	-	২	৩

১০.	কাওয়ালি	৭	০১	৭	৩	১৮
১১.	ছোট কাওয়ালী	-	০১	-	-	১
১২.	আড়া কাওয়ালী	-	১	-	-	১
১৩.	কাহারবা	১	-	১	-	২
১৪.	গঞ্জন	১	৩	১	-	৫
১৫.	গড় খেমটা	২	-	২	১	৫
১৬.	চঞ্চুপুট	-	৩	-	১	৪
১৭.	চন্দ্রশেখর	১	০৩	১	-	৫
১৮.	ছুটা	১৫	১৫	১৫	২	৪৭
১৯.	বড় ছুটাতাল	১	০১	১	-	৩
২০.	মধ্যম ছুটা	৩	০১	২	-	৬
২১.	ছুটাশ্রুতি	-	১	-	-	১
২২.	জপতাল	১০৭	৭১	১০১	৭৭	৩৫৬
২৩.	বৃহৎ জপতাল	১৩	১০	১২	২	৩৭
২৪.	মধ্যম জপতাল	১	০১	১	-	৩
২৫.	ছোট জপতাল	২	-	২	-	৪
২৬.	আড়া জপতাল	-	১	-	-	১
২৭.	জ্যোতি তাল	১	-	১	-	২
২৮.	ঝাঁপতাল	২	৭	২	২	১৩
২৯.	ঝুজ্‌ঝুটি	২	৮	২	-	১২
৩০.	ডাঁশপাহিড়া	২৮	০৮	৩০	২৮	৯৪
৩১.	বড় ডাঁশপহিড়া	২	০১	১	-	৪
৩২.	মধ্যম ডাঁশপাহিড়া	৩	০৩	৪	-	১০
৩৩.	ছোট ডাঁশপাহিড়া	৬	০২	৫	-	১৩
৩৪.	আড়া ডাঁশপাহিড়া	-	১	-	-	১
৩৫.	তেওট	৬৮	৪০	৬৫	২৫	১৯৮
৩৬.	তেউটা / তেওটি	৪	০১	৪	১	১০

৩৭.	আড়া তেওট	১	১	১	-	৩
৩৮.	তেওরা	১	০২	১	২	৬
৩৯.	তেতালা	-	-	-	১	১
৪০.	জলদ তেতালা	-	-	-	১	১
৪১.	ত্রিপুটী	-	১	-	-	১
৪২.	দশকুশী	৩৭	৩৯	৩৫	১৪	১২৫
৪৩.	বড় দশকুশী	৭	১৪	৭	১৩	৪১
৪৪.	মধ্যম দশকুশী	৫২	৭৭	৫৩	৪৪	২২৬
৪৫.	ছোট দশকুশী	১৩	৩৩	১৩	২২	৮১
৪৬.	কাটা দশকুশী	১০	১৫	১০	১৫	৫০
৪৭.	বিষম দশকুশী	১	৫	১	-	৭
৪৮.	দুঠুকী	৫৯	২৬	৫৯	৪৫	১৮৯
৪৯.	বড় দুঠুকী	১	১	১	-	৩
৫০.	মধ্যম দুঠুকী	১০	১৬	১০	-	৩৬
৫১.	ছোট দুঠুকী	৪	০৪	৪	-	১২
৫২.	আড়া দুঠুকী	১	০১	১	-	৩
৫৩.	ধড়া	৫	৮	৫	৪	২২
৫৪.	ধামালী	২৫	০৬	২৫	-	৫৬
৫৫.	মধ্যম ধামালী	৩	-	২	-	৫
৫৬.	আড়া ধামালী	১	-	২	-	৩
৫৭.	ধ্রুব	-	১	-	-	১
৫৮.	নটশেখর	-	২	-	-	২
৫৯.	নন্দন তাল	৫	০৮	৫	৩	২১
৬০.	বৃহৎ নন্দন	-	১	-	-	১
৬১.	আড়া পঞ্চম সোয়ারি	-	১	-	-	১
৬২.	পোটতাল	১	-	১	-	২

৬৩.	প্যারীতাল	-	২	-	-	২
৬৪.	প্রতিমণ্ঠক	-	১	-	-	১
৬৫.	বিজয়ানন্দ	-	১	-	-	১
৬৬.	বিষমপঞ্চম	২	-	২	-	৪
৬৭.	আড়া বিষমপঞ্চ	-	১	-	-	১
৬৮.	বীরবিক্রম	-	২	-	-	২
৬৯.	ব্রহ্মতাল	-	১	-	১	২
৭০.	মণ্ঠক	১	০৭	২	১	১১
৭১.	যৎ	৩	২	৩	৩	১১
৭২.	রূপক	৪	২	৪	৩	১৩
৭৩.	বড় রূপক	৫	২	৫	৩	১৫
৭৪.	ছোট রূপক	১	-	১	-	২
৭৫.	লোফা	৭	১২	৬	৯	৩৪
৭৬.	শশীশেখর	-	১	-	-	১
৭৭.	সমতাল	৭	১১	৭	৭	৩২
৭৮.	বড় সমতাল	-	২	-	-	২
৭৯.	ছোট সমতাল	-	২	-	১	৩
৮০.	কাটা সমতাল	-	৩	-	-	৩
৮১.	আড়া সমতাল	-	-	-	১	১
৮২.	যোত সমতাল	৯	০৩	৯	৫	২৬
৮৩.	তালের নাম নেই	২	৫	১৬	-	২৩
	সর্বমোট	৬৬৮	৬৪০	৬৬৬	৪৬১	২৪৩৫

দেখা যাচ্ছে, এই সংকলনে গৃহীত পদগুলোর মধ্যে ৫৩০টি অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশেরও অধিক পদ নানা প্রকারের দশকুশী বা দশকোশী তালে (বড় দশকুশী, মধ্যম দশকুশী, ছোট দশকুশী, কাটা দশকুশী, বিষম দশকুশী ইত্যাদি) নিবদ্ধ। অনেকের মতে, এই তালের মধ্যগতিতে দশটি কোশী ব্যবহৃত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে দশকোশী তাল। দক্ষিণ-পশ্চিম পরগনার লাট অঞ্চলে এই তালকে 'ছুটা তাল' নামে অভিহিত করা হয়। আবার মেদিনীপুরে একে বলা হয় 'সন্নিকাটা' তাল। ২৮ মাত্রা বিশিষ্ট

বড় দশকোশী তাল ৮-৮-৪-৮ ছন্দে, ১৪ মাত্রা বিশিষ্ট মধ্যম দশকোশী তাল ৪-৪-২-৪ ছন্দে এবং ৭ মাত্রা বিশিষ্ট ছোট দশকোশী তাল ২-২-১-২ ছন্দে বিভক্ত। লঘু-গুরু ভেদে তালটির লওয়া (ঠেকা) দুই আবর্তনে দেখানো হয়। লওয়া নিম্নরূপ :

বড় দশকোশী : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

১ ° ০ ° ০ ° ০ ° ২ ° ০ ° ০ ° ০ °
I । । । । । । । । | । । । । । । । । |
(১) ঝাখি তাখি ঝাখি ঝাখি তাখি ঝাখি ঝাখি ঝাখি ঝাখি তাখি ঝাখি ঝাখি তাখি ঝাতা ঝাঝা ঝাঝা
(২) তা ০ তিন্ দা তিন্ দা খিখি তাখি তা ০ তিন্ দা তিন্ দা খিখি তাখি

৩ ° ০ ° ৪ ° ০ ° ০ ° ০ °
। । । । | । । । । । । । । I
(১) ঝাতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু ঝাখি তা তিন্ দা তিন্ দা খিখি তাখি
(২) তাতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু তা ০ তিন্ দা তিন্ দা খিখি তাখি

মধ্যম দশকোশী : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

১ ০ ০ ০ ২ ০ ০ ০ ৩ ০ ৪ ০ ০ ০
I । । । । | । । । । | । । | । । । । I
(১) ঝিনা ক্ঝি নাক্ ঝিনা ঝা ক্ঝি নাক্ ঝিনা ঝা গুরুগুরুগুরুগুরু জাখি না তেটে তেটে
(২) তা০উর তাখি নিটা খেটা তা০উর তাখি নিটা খেটা তা কুরুকুরুকুরুকুরু তাৎ তা খে টা

ছোট দশকোশী : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

১ ০ ২ ০ ৩ ৪ ০
I । । | । । | । | । । I
(১) ঝা০০ঝি নাকঝিনি ঝা০০ঝি নাকঝিনি ঝা০গুরুগুরু জাঘিনাক তেটেতেটে
(২) তা০০থি নাকথিনি তা০০থি নাকথিনি তা০গুরুগুরু তাৎতা খিখি

তাছাড়া ভাঙা ভাঙা ছন্দে একে কাটা দশকোশী এবং আড় ছন্দে বাজানো হলে একে বিরাম দশকোশী বলা হয়। দু'টি ছুট আর একটি জোড়ার সমন্বয়ে গঠিত এই তালের গানগুলো সাধারণত জোড়া থেকে শুরু হয়। তাই হিন্দুস্থানি আড়া চৌতালের সঙ্গে এই তালের রূপগত সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাচীনকালে এই তালটির ব্যবহার সম্পর্কে মৃদঙ্গাচার্য মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী জানান :

> বড় দশকোশীর একটি বিশেষ ছন্দ প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হ'ত বলা হত 'ঝুমড়া'। বিভিন্ন নাম সম্বলিত আঠার কাটানের বোল অথবা আঠাশ কাটানের বোল ব্যবহৃত হত। এগুলির নাম ছিল শ্রুতি, পোট, মণ্টক, প্রতিমণ্টক, পাকছটা ইত্যাদি। কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি গানে এ ছন্দটি ব্যবহৃত হ'ত। এটির ব্যবহারে ডমরু যতির রূপ পাওয়া যায়, দশকোশী তালটি রুদ্রতালান্তর্গত নবম তাল। তালটির

প্রাচীন সূত্র –''একতালমেকশূন্যমিত্যবঞ্চ ভবেৎ ক্রমাৎ।/ বিরাম একতালঞ্চ বাগ্‌ভেদে দশকোষিকা ॥''[২১]

শ্রীপদামৃতমাধুরী গ্রন্থে দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহৃত তাল একতালা বা একতালি। গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত ৪৮৪টি গান বড় একতালা, মধ্যম একতালা, ছোট একতালা, আড়া একতালা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার একতালি তালে নিবদ্ধ। চৌদ্দ মাত্রা বিশিষ্ট এই তালটি ৪-৩-৪-৩ ছন্দে বিভক্ত। এর প্রথম ও অষ্টম মাত্রায় তালি; পঞ্চম ও দ্বাদশ মাত্রায় ফাঁক এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় কাল প্রদর্শন করা হয়। তালটির লওয়া কীর্তনাঙ্গীয় তালের রীতি অনুসারে গুরু ও লঘু বাণীতে দুই আবর্তনে যেমন প্রয়োগ করা হয় তেমনি আবার এক আবর্তনেও এর প্রকাশ দৃষ্ট হয়।

বড় একতালী : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

		১	°			০	°			২	°			০	°			
	I	।	।	।	। |	।	।	। |	।	।	।	। |	।	।		।	I
(১)		ঝা	০	ঝি	নি	জা	ঝি	নি	তা	০	ঝি	নি	জা	ঝি		নি		
(২)		ঝা	০	তি	নি	তা	খি	টি	তা	০	খি	০	খি	গুরুগুরু		গুরুগুরু		

এক আবর্তনে লওয়া

	১	°			০	°		২	°			০	°		
I	।	।	।	। |	।	।	। |	।	।	।	। |	।	।	।	I
	ঝা	০	তা	০	তা	খি	০	তি	০	ঝা	০	দি	দি	দা	

বৃন্দাবনে এই তালটি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এছাড়া বৈষ্ণব আচার্য বা গুরুবৃন্দের তিরোধান-তিথি উপলক্ষ্যে আয়োজিত উৎসবে 'সূচক কীর্তন' নামক যে চরিতগীত পরিবেশন করা হয় তার অধিকাংশই একতালি তালে নিবদ্ধ।

দ্রুতগতি সম্পন্ন ছোট একতালি সাত মাত্রার তাল। তবে প্রয়োগক্ষেত্রে বেশিরভাগ বাদক তালটিকে ছয় মাত্রার তালের ছন্দে উপস্থাপন করেন। কারও কারও মতে এই তালের অপর নাম ঝাঁতি। আবার অন্য মতে ঝাঁতি আট মাত্রার তাল।

ছোট একতালী : এক আবর্তনে লওয়া

	১				০				
I	।	।	ঃ	। |	।	।	ঃ	।	I
	ধেন্	তা	০	খি	০	ঝা	গে	দা	

প্রয়োগ ছন্দে এক আবর্তনে লওয়া

	১				০			
I	।	।	।	|	।	।	।	I
	ধেন্	তা	খি		০	ঝাগে	দা	

জপতালে নিবদ্ধ ৪০১টি গান *শ্রীপদামৃতমাধুরী* গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই তালটি লোফা নামে সর্বাধিক লোকপ্রিয়।

বারো মাত্রা বিশিষ্ট এই তাল সমান চারটি পদে বিভক্ত, যার প্রথম ও সপ্তম মাত্রায় তাল এবং চতুর্থ ও দশম মাত্রায় ফাঁক। আবার একটি তাল ও একটি ফাঁক যুক্ত ছোট লোফা ছয় মাত্রা বিশিষ্ট তাল। গুরু-লঘু ভেদে দুই আবর্তনে বারো মাত্রা হিসেবে তালটি বাদিত হয়।

বড় জপতাল : এক আবর্তনে লওয়া

	১	°	°		২	°	°		০	°	°		৩	°	°	
I	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	I
	দি	দ্দা	ঝি		নাক্	তেটে	তেটে		খে	টা	ঝা		তা	গুরুগুরু	গুরুগুরু	

ছোট জপতাল : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

	১		°		০		°	
I	।	।	।	|	।	।	।	I
(১)	ঝা	গে	দা		দা	ঘি	না	
(২)	তা	ক	তে		তা	খি	টি	

কীর্তনের আরেকটি অতি পরিচিত তাল দোঠুকী বা দুঠুকি। এই তালটির অপর নাম 'নন্দন তাল'। কীর্তনের সকল ঘরানাতে তালটি প্রচলিত হলেও মনোহরশাহী কীর্তনে এর অধিক ব্যবহার দেখা যায়। *শ্রীপদামৃতমাধুরী* গ্রন্থে এই তালের ২৪৩টি গান রয়েছে। ৩-৪-৩-৪ ছন্দের এই তালটিতে প্রথম ও চতুর্থ মাত্রায় তালাঘাত; অষ্টম ও একাদশ মাত্রায় অনাঘাত এবং প্রথম, ষষ্ঠ, দশম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় কাল দেখানো হয়।

বড় দোঠুকী : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

	১	°			২		°			০	°			০		°		
I	।	।	।	|	ঠ	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	।	I
(১)	ঝা	গে	দা		ঝা	০	ঝা	০		ঝা	গে	দা		ঝা	০	গুরুগুরু	গুরুগুরু	
(২)	ঝা	তে	টে		তা	০	তে	টে		তা	খি	টি		তা	০	গুরুগুরু	গুরুগুরু	

ছোট দোঠুকী : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

		১				২		°			০				০		°			
	I	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	।	I
(১)		ধেই	০	০		তা	০	ধেই	০		তা	০	গ		দি	দ্	দা	০		
(২)		ধেই	০	০		তাৎ	০	তা	০		তা	গুরু	গুরু		তাৎ	০	তা	০		

এক আবর্তনে লওয়া

	১		°		২		°			০		°		০		°			
I	।	।	।	|	ঠ	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	ঝা	খি	তা		ঝিন্	০	তা	০		তা	গুরুগুরু	গুরুগুরু		তাৎ	০	তা	০		

শ্রীপদামৃতমাধুরী গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গানগুলোর মধ্যে আট শতাংশের অধিক গান নানা প্রকার তেওট তালে নিবদ্ধ। বড় তেওট ৬-৪-৪ (মতান্তরে ২-২-২-২-২-২-২) ভাগে বিভক্ত চৌদ্দ মাত্রার তাল। এই তালে তিনটি তালি, চারটি খালি এবং সাতটি কাল দেখানো হয়, যার মধ্যে প্রথম, সপ্তম ও একাদশ মাত্রায় তালি; তৃতীয়, পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় ফাঁক এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ ও চতুর্দশ মাত্রায় কাল। তালটির লওয়া অর্থাৎ ঠেকা দুই আবর্তনে দেখানো হয়। তালটির নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে তালটিতে তিনটি তালাঘাত থাকায় এর নাম তেওট। আবার কেউ কেউ মনে করেন এই তালের গানগুলো তৃতীয় তালি থেকে শুরু হয় বলে এর নামকরণ করা হয়েছে তেওট। গড়ানহাটি ঘরানার বেশ কিছু প্রসিদ্ধ কীর্তন এই তালে রচিত হলেও মনোহরশাহী কীর্তনে এর ব্যবহার অধিক। উল্লেখ্য, হিন্দুস্থানি সংগীতে এই নামে পৃথক একটি তাল পাওয়া যায় যার সঙ্গে কীর্তনাঙ্গীয় আলোচ্য তালটির মাত্রা সংখ্যাগত সাদৃশ্য ছাড়া আর কোনও মিল নেই।

বড় তেওট : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

		১	°	০	°	০	°		২	°	০	°		৩	°	০	°	
	I	।	।	।	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।	I
(১)		ঝা	খি	ঝা	খি	০	গুরুগুরুগুরুগুরু		ঝা	খি	ঝিন্	নাক্		দিগি	দাঘি	নেটা	খেটা	
(২)		তা	০	তা	০	০	গুরুগুরুগুরুগুরু		তাৎ	তেটে	তেটে	খিটি		নাক্	দাধে	ইদা	ধেই	

ছোট তেওট সাত মাত্রার তাল। একে তেওটি তালও বলা হয়। ৩।২।২ ছন্দে বিভক্ত এই তালে তিনটি তালি (প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায়) এবং চারটি কোশী বা ফাঁক (দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম মাত্রায়)।

ছোট তেওট : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

		১	০	০		২	০		৩	০	
	I	।	।	।	|	ঠ	।	|	।	।	I
(১)		ঝা	ঝা	০		দিগি	দাঘি		নেতা	খেটা	
(২)		তা	তা	০		তেটে	তাখি		নেদা	গেদা	

এই তালগুলো ছাড়া বর্তমানে পদাবলি কীর্তনে যে তালগুলোর ব্যবহার দেখা যায় সেগুলোর মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচের ছকে দেওয়া হলো :

ক্র.	তালের নাম	মাত্রা	পদ বিভাগ	ছন্দ	তালি	কোশী	কাল
১.	বড় ডাঁশপাহিড়া	১৬	২	৮-৮	২	৬	৮
২.	মধ্যম ডাঁশপাহিড়া	৮	২	৪-৪	২	৬	-
৩.	ছোট ডাঁশপাহিড়া	৪	২	২-২	২	২	-
৪.	বড় আড়তাল	২০	৩	৮-৪-৮	৩	৭	১০
৫.	ছোট আড়তাল	১০	৩	৪-২-৪	৩	৭	-
৬.	বড় রূপক	১২	২	৪-৮	২	৪	৬
৭.	ছোট রূপক	৬	২	২-৪	২	৪	-
৮.	ছুটা	৮	২	৪-৪	২	৬	-
৯.	সোমতাল	২৮	৪	৮-৮-৪-৮	৪	১০	১৪
১০.	ধরা	১৬	৪	৪-৪-৪-৪	৪	৪	৮
১১.	কাটা ধরা	১৬	৪	৪-৪-৪-৪	৪	৪	৮
১২.	শশীশেখর	৪৪	৬	৮-৮-৪-৮-৮-৮	৬	১৬	২২
১৩.	বীরবিক্রম	৩৬	৫	৮-৮-৮-৪-৮	৫	১৩	১৮
১৪.	বড় ইন্দ্রভাষ	৫২	৮	৮-৮-৪-৮-৪-৮-৪-৮	৮	১৮	২৬
১৫.	ইন্দ্রভাষ	২৬	৮	৪-৪-২-৪-২-৪-২-৪	৮	১৮	-
১৬.	বিষম-পঞ্চম	৩২	৫	৪-৮-৮-৪-৮	৫	১১	১৬
১৭.	গঞ্জন	৩২	৪	৮-৮-৮-৮	৪	১২	১৬
১৮.	দোজ	১২	৩	৪-৪-৪	৩	৯	-
১৯.	নন্দন	৮	২	৪-৪	২	২	-
২০.	ঝুর্ঝাটি	৬	১	৬	১	৫	-
২১.	বড় মদনদোলা	৪৪	৭	৪-৮-৮-৪-৮-৪-৮	৭	১৫	২২
২২.	মধ্যম মদনদোলা	২২	৭	২-৪-৪-২-৪-২-৪	৭	১৫	-
২৩.	বড় পোট	১৬	২	৮-৮	২	৬	৮
২৪.	ছোট পোট	৮	২	৪-৪	২	৬	-

২৫.	বড় খাম্‌সা	৩২	৫	৮-৪-৮-৪-৮	৫	১১	১৬
২৬.	ছোট খাম্‌সা	১৬	৫	৪-২-৪-২-৪	৫	১১	-
২৭.	চঞ্চুপুট	৮	২	৪-৪	২	২	-
২৮.	বড় ধামালি	১৬	২	৮-৮	২	৬	৮
২৯.	মধ্যম ধামালি	৮	২	৪-৪	২	৪	-
৩০.	ছোট ধামালি	৪	২	২-২	২	২	-
৩১.	আড় ধামালি	৮	২	৪-৪	২	৬	-

শাক্তগীতি

শাক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ শক্তির উপাসক [শক্তি+অ(অন)]। এখানে শক্তি বলতে বুঝানো হয়েছে দুর্গা, কালিকা, কমলা প্রভৃতি স্ত্রী দেবতাকে। আর শক্তির স্তুতিতে রচিত পদ বা গীতকে বলা হয় শাক্তগীতি বা শাক্তসংগীত। বাংলায় শক্তি সাধনার ইতিহাস বহু প্রাচীন। অনেকে মনে করেন, *ঋগ্বেদের* 'দেবীসূক্ত' ও 'রাত্রিসূক্তে' এবং এর পরিশিষ্টের অন্তর্গত 'শ্রীসূক্তে' শক্তি সাধনার শক্তিশালী বীজ নিহিত আছে। এছাড়া বিভিন্ন উপনিষদ, নানা পুরাণ, *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *দেবী ভাগবত* – এসবের মধ্যেও শক্তি উপাসনার আভাস পাওয়া যায়। তবে প্রকৃতপক্ষে শক্তির সাধনা তথা শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব ও বিস্তার সাধিত হয় তন্ত্রপুরাণের যুগে। গবেষকদের মতে এই তন্ত্রপুরাণের যুগের সূচনা খ্রিষ্টের জন্মের অব্যবহিত পরেই। বাংলায় শক্তি সাধনার ইতিহাস প্রাচীন হলেও শাক্তসংগীত রচনার গোড়াপত্তন ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১খ্রি.) শাক্তসংগীত রচনার ধারার শুভ সূচনা করেন।[২২]

শাক্তগীতি প্রধানত দু'টি ধারায় বিকাশ লাভ করেছে – উমাসংগীত এবং শ্যামাসংগীত। আগমনী ও বিজয়া উমাসংগীতের অর্ন্তভুক্ত। পুরাণ মতে, প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষের কঠোর উপাসনায় তুষ্ট হয়ে আদ্যাশক্তি মহামায়া সতী নামে তাঁর কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। পরবর্তীকালে দেবী সতী দক্ষের মুখে স্বামী মহাদেবের নিন্দা শুনে তা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন এবং গিরিরাজ হিমালয় ও সুমেরু দুহিতা মেনকার কন্যারূপে পুনর্জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তাঁর নাম হয় উমা। দেবী উমা কঠোর তপস্যা ক'রে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে তাঁকে পতিরূপে বরণ করে নেন এবং স্বামীসহ কৈলাসে চলে যান। এই পৌরাণিক কাহিনীকে অবলম্বন করে পতিগৃহ কৈলাস থেকে উমার পিত্রালয় হিমালয়ে আগমনের পটভূমিতে রচিত যে গান, তাই আগমনী। অপরদিকে পিত্রালয়ে তিন দিবস অবস্থানের পর স্বামীগৃহে ফিরে যাবার পটভূমিকায়

রচিত গানকে বলা হয় বিজয়া। এ শ্রেণির গানে দৈবভাবের পরিবর্তে গৃহস্থ বাঙালির আদরিণী কন্যার বৎসরান্তে পিতৃগৃহে আগমনের অনুষঙ্গটিই ফুটে ওঠে। আবার শাক্ত দেবী কালিকা বা শ্যামার স্তুতিতে রচিত গানকে বলা হয় শ্যামাসংগীত। এই গীতধারায় শ্যামা মায়ের বিবিধ রূপের বর্ণনা, মায়ের প্রতি সন্তানরূপী ভক্তের আকুতি, তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত সাধন পদ্ধতি বর্ণন, মাতৃনামের মাহাত্ম্য, শ্যাম-শ্যামার অভেদ তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়াদি মূর্ত হয়ে ওঠে।

বৈষ্ণব পদাবলি যেমন চৌষট্টি রস-পর্যায়ে সুবিন্যস্ত, সেভাবে শাক্ত পদাবলির সর্বজনগ্রাহ্য কোনও বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *শাক্ত পদাবলী (চয়ন)* গ্রন্থে অমরেন্দ্রনাথ রায় সর্বপ্রথম শাক্তসংগীতকে ষোলটি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হলো: ১. বাল্য-লীলা, ২. আগমনী, ৩. বিজয়া, ৪. জগজ্জননীর রূপ, ৫. মা কি ও কেমন, ৬. ভক্তের আকৃতি, ৭. মনোদীক্ষা, ৮. ইচ্ছাময়ী মা, ৯. করুণাময়ী মা, ১০. কালভয়হারিণী মা, ১১. লীলাময়ী মা, ১২. ব্রহ্মময়ী মা, ১৩. মাতৃপূজা, ১৪. সাধন-শক্তি, ১৫. নাম-মহিমা, এবং ১৬. চরণ-তীর্থ।[২৩] শাক্তগীতির এই ধরনের শ্রেণিকরণের ফলে একটি গান একাধিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই কোনও কোনও গবেষক একে অধিক সংখ্যক সূক্ষ্ম শ্রেণিতে বিভক্ত না করার পক্ষপাতি। এ প্রসঙ্গে জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেন,

> অনেকগুলি সূক্ষ্মবিভাগ না করিয়া স্থূলভাবে শাক্ত-পদাবলীর বিষয়কে তিনটি ভাগে ভাগ করিলে ভাল হয় : (১) লীলাপর্ব, (২) উপাস্যতত্ত্ব ও (৩) উপাসনাতত্ত্ব। শাক্তপদাবলীর অসংখ্য পদ এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত।[২৪]

আদ্যাশক্তি মহামায়ার লীলা বিবৃত হয়েছে যেসব গানে সেগুলো লীলাপর্বের অন্তর্গত। বাল্যলীলা, আগমনী (পূর্ব আগমনী ও উত্তর আগমনী) এবং বিজয়া এই পর্যায়ভুক্ত। মহাদেবীর রূপ, তত্ত্ব ও গুণ বর্ণিত হয়েছে যে পদগুলিতে সেগুলো উপাস্যতত্ত্ব শ্রেণিভুক্ত। 'জগজ্জননীর রূপ', 'মা কি ও কেমন', 'ইচ্ছাময়ী মা', 'লীলাময়ী মা', 'কালভয়হারিণী মা', 'করুণাময়ী মা' ও 'ব্রহ্মময়ী মা' শিরোনামের পদগুলো এই শ্রেণিতে পড়ে। আবার 'ভক্তের আকৃতি', 'মনোদীক্ষা', 'নামমহিমা', 'চরণতীর্থ', 'মাতৃপূজা' ও 'সাধন-শক্তি' পর্যায়ের গানগুলো উপাসনা তত্ত্ব বিভাগের যাতে প্রধানত শক্তি আরাধনা ক্রম ও উপায় বর্ণিত হয়।

বাংলায় বিপুল সংখ্যক শাক্তগীতি রচিত হলেও এর বৃহৎ কোনও সংকলন গ্রন্থ এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত *শাক্ত পদাবলী* নামে মাত্র ২৯৮টি গান সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তবে এর পূর্বে প্রকাশিত বেশ

কিছু গীতি সংকলন গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শাক্তসংগীত প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৮৮৪ সালে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী*, ১৮৮৭ সালে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ও বৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত *সঙ্গীতকল্পতরু*, ১৮৯১ সালে গ্রন্থকার সমিতি প্রকাশিত *সঙ্গীত-সহস্র*, ১৮৯৬ সালে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংগীতকোষ*, ১৮৯৬ সালে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত *গীতরত্নমালা*, ১৯০৫ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত *বাঙ্গালীর গান*, ১৯২৭ সালে বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত *বিশ্বসঙ্গীত* প্রভৃতি গীতিসংকলনগুলোর নাম সবিশেষ স্মরণযোগ্য। এছাড়া অজস্র ব্যক্তিগত গীতিসংকলন গ্রন্থে অনেক শাক্তসংগীত মুদ্রিত হয়েছে।

বাংলা গীতিসাহিত্যের ধারায় ঠিক কত সংখ্যক শাক্তসংগীত রচিত হয়েছে তা হিসেব করে বের করা সম্ভবপর নয়। শাক্তগীতির অন্যতম সংগ্রাহক অমরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা গানের সংখ্যা সম্পর্কে *শাক্ত পদাবলী (চয়ন)* গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন, "আমি যাহা পাইয়াছি তাহার সংখ্যা সাড়ে তিন হাজারেরও কিছু বেশী হইবে। এ সমস্ত গান যাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম জানিতে না পারিলেও অধিকাংশেরই জানিয়াছি। সে নামের সংখ্যাও দেড় শতাধিক হইবে।"[২৫] প্রকৃতপক্ষে শাক্তগীতির সংখ্যা এর চেয়ে অবশ্যই অনেক বেশি হবে।

বৈষ্ণব পদাবলি 'কীর্তন' নামের এক বিশেষ গীতরীতিকে আশ্রয় করে সুরবদ্ধ হয়েছে। অপরদিকে শাক্ত পদাবলি কোনও একক গীতধারাকে অবলম্বন না করে সমকালে প্রচলিত প্রায় সকল গীতরীতিকে আশ্রয় করেছে তার সুরনির্মিতিতে। এই সংগীতে রাগসুর আর লোকসুরের যেমন প্রভাব পড়েছে তেমনি এই দুই সুরের সার্থক সম্মিলনও ঘটেছে। রাগাশ্রয়ী ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি নানা গীতরীতির ঐশ্বর্য, লোকসুরাশ্রয়ী বাউল, কবিগান, যাত্রা, ঢপ কীর্তন, পাঁচালি প্রভৃতি নানা গীতরীতির মাধুর্য এবং রাগসুর এর সঙ্গে বাউল ও কীর্তনের মিশ্রণে সৃষ্ট প্রসাদী সুর শাক্তসংগীতকে করেছে সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে গবেষক অরুণকুমার বসু বলেন,

> শাক্ত পদসংগীত রচনাপর্বে বাংলাদেশে ধ্রুপদের চর্চা অব্যাহত ছিল। সেই সঙ্গে কীর্তনের গরানহাটি, মনোহরশাহি ও ঢপ পদ্ধতিরও জনপ্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে বাউল-বৈরাগী কণ্ঠের লৌকিক সুরের ধারা, কবিসংগীতের নানাধরনের সুরবৈচিত্রা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই গীতপদ্ধতি, টপ্পা, তর্জা, যাত্রা, পাঁচালির জন্য নানা ধরনের মিশ্র সুরিরীতি বাংলা গানের ঐতিহ্য নতুন করে গড়ে তুলতে থাকে। শাক্ত পদাবলীতে বাংলা গানের এই তৎকালীন ধারার সবই অল্পবিস্তর সংরক্ষিত হয়েছে।[২৬]

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রামপ্রসাদের গানে বাউল-কীর্তনের সঙ্গে রাগসুর মিশ্রণে সৃষ্ট নবধারার প্রভাব; রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা), শ্রীধর কথক, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু)

প্রমুখের গানে টপ্পার প্রভাব; দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের (অকিঞ্চন) পদে খেয়াল রীতির প্রভাব; রামশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ বিষ্ণুপুর ঘরানার গীতরচয়িতাদের গানে ধ্রুপদের প্রভাব; প্রেমিক মহারাজের (মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য) পদে ধ্রুপদ ও বাউল সুরের যুগপৎ প্রভাব; রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতির রচনায় কবিসংগীতের অঙ্গ হিসেবে ভবানীবিষয়ক গানে কবিগানের সুরের প্রভাব এবং দাশরথি রায়ের পদে পাঁচালি, ঢপ কীর্তন, মনোহরশাহী সুরের প্রভাব শাক্তগীতির সুরকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে।

বাংলার শাক্তসংগীতের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রূপকার কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর হাত ধরেই শ্যামাসংগীত আগমনী ও বিজয়া-সংগীতের সূত্রপাত হয়। বাংলাগানে তিনি প্রথম 'শ্যাম-শ্যামা অভেদ তত্ত্ব' প্রচার করেন। তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত এলোকেশী ভয়ঙ্করী শবাশনা শ্যামা মাকে তিনি তাঁর গানে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে তুলে ধরেছেন, তাঁকে কখনও তিনি দেখেছেন গর্ভধারিণী মায়ের মতো আবার কখনো নিজের কন্যা রূপে। তাঁর শাক্তসংগীতে ধ্বনিত হয়েছে মায়ের প্রতি সন্তানের গভীর আত্মনিবেদনের সুর। তাঁর গানের ভাষা সহজ, সরল অথচ ভাব-গম্ভীর। দার্শনিক তত্ত্বের জটিল সমস্যাগুলো অতি সাধারণ কথায় রচিত গানের ভেতর দিয়ে তিনি প্রকাশ করেছেন। রামপ্রসাদের অসামান্য অবদান 'রামপ্রসাদী সুর' নামে এক বিশেষ সুর-ভঙ্গির সৃজন, যা তিনি রাগ-সুরের সঙ্গে বাংলার দেশি সুরের মিশ্রণে সৃষ্টি করেছিলেন। এই সুরটি পরবর্তীকালে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, বাংলার প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ গীতকারই এই সুরে সংগীত রচনা করেন। অনেকের ধারণা, রামপ্রসাদ কেবল রামপ্রসাদী সুরেই গীত রচনা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রামপ্রসাদ তাঁর বহু গানে রামপ্রসাদী সুর ব্যতিরেকেও রাগ-সুরের প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন প্রাচীন গীতিসংকলনে তাঁর গানে ইমন, ইমন কল্যাণ, কালেংড়া, খট-ভৈরবী, খাম্বাজ, গাঢ়া-ভৈরবী, গৌরী, ছায়ানট, জংলা, জংলা-মুলতানি, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিট, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, টুরি-জায়েনপুরী, পিলু-বাহার, বসন্তবাহার, বাহার, বিভাস, বেহাগ, ভৈরবী, মল্লার, মালশ্রী, মুলতান, মুলতান-ধানেশ্রী, যোগীয়া, রামকেলি, ললিত, ললিত-খাম্বাজ, ললিত-বিভাস, সিন্ধু, সিন্ধু-কাফি, সিন্ধু-খাম্বাজ, সুরট, সোহিনী, সোহিনী-বাহার প্রভৃতি সুর-নির্দেশ পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের গানে বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির মৌলিকতা প্রসঙ্গে গবেষক সর্বানন্দ চৌধুরী জানান,

> প্রকাশভঙ্গির মৌলিকতা হল, গান রচনায় মুখের ভাষার ব্যবহার। মুখের ভাষা বা কথ্য ভাষায় বাংলা সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ রামপ্রসাদ। তাঁর গানে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি, দেশি, আঞ্চলিক, এমনকী ইংরেজি শব্দও ('ডিস্‌মিস') আছে। এই সব মিলিয়ে এক ধরনের শক্তিশালী বাক্‌রীতি তৈরি হয়েছে রামপ্রসাদের গানে। যা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।
>
> বিষয়ের মৌলিকতা হল, বাংলা ভক্তিসাহিত্যের ধারায় রামপ্রসাদের রচনাতেই প্রথম মানুষের দুঃখযাতনার জন্য ঈশ্বর প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন। রামপ্রসাদের রচনায় শুধু ঈশ্বর নন, মানুষও তাঁর

> মহিমা ও মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত। ... এমনকী মুক্তি প্রসঙ্গেও, রামপ্রসাদ ঈশ্বরের কাছে মানুষের প্রাপ্য হিসেবেই তা দাবি করেছেন (দ্রষ্টব্য 'আর বাণিজ্যে কী বাসনা')। রামপ্রসাদের ভক্তির মধ্যে যেমন গভীর আত্মনিবেদনের ভাব আছে, তেমনি একটি সংগ্রামের ভাব আছে। এখানেই রামপ্রসাদ বাংলা ভক্তিসাহিত্যের ঐতিহ্যকে বহন করেও স্বতন্ত্র। ... মনকে সম্বোধন করে গান বা কবিতা রচনার রীতি রামপ্রসাদের আগে দেখা যায় না।[২৭]

রামপ্রসাদের জীবদ্দশায় তাঁর রচিত পদাবলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এমনকি তাঁর হাতে লেখা গানের কোনও খাতা বা সমকালে লিখিত কোনও পুথিও পাওয়া যায়নি। ফলে একদিকে যেমন তাঁর রচিত গানের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয় তেমনি অপরদিকে গানগুলো লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গ্রন্থভুক্ত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন সংকলনে গানের অজস্র পাঠভেদ দেখা যায়।

১২৪৬ বঙ্গাব্দে রাজনারায়ণ সেন সম্পাদিত *পরমার্থ সংগীতসারঃ* গ্রন্থে প্রথম রামপ্রসাদের গান সংকলিত হয়। অতঃপর ১২৫৬ সনে ২২শে ভাদ্র তারিখে প্রকাশিত *গায়ণহৃদকুমুদ* গ্রন্থে রামপ্রসাদের চারটি গান সংকলিত হয়।[২৮] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) *সংবাদপ্রভাকর* পত্রিকার ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৩, ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৫৩, ১৩ই জানুয়ারি ১৮৫৪ এবং ১৩ই মার্চ ১৮৫৫ সংখ্যায় চার কিস্তিতে রামপ্রসাদের জীবনীসহ সাতাত্তরটি গান প্রকাশ করেন।[২৯] রামপ্রসাদের গানের প্রথম একক সংকলনগ্রন্থ *প্রসাদ-প্রসঙ্গ* ১২৮২ সনে (১৮৭৫) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। দয়ালচন্দ্র ঘোষ প্রণীত এই গ্রন্থে ১৬২টি গান স্থান পায়। দয়ালচন্দ্র ঘোষের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ সালে কলকাতা থেকে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করেন, যাতে মুদ্রিত গানের সংখ্যা দুইশত পঁয়ত্রিশ।[৩০] ১৩০৬ সনে (১৮৯৯) *প্রসাদ-পদাবলী* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হয় ২৩৬টি গান, যাতে সংকলিত গানগুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।[৩১] ১৩১২ সনে (১৯০৫) প্রকাশিত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলাগানের সর্ববৃহৎ সংকলনগ্রন্থ *বাঙ্গালীর গান*-এ রামপ্রসাদের ২৫২টি গান সংকলিত হয়।[৩২]

রামপ্রসাদের সর্বাধিক সংখ্যক গানের প্রামাণ্য সংকলন সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *রামপ্রসাদ : জীবনী ও রচনাসমগ্র*। এ গ্রন্থে ৩২১টি শ্যামাসংগীত, ৪টি আগমনী, ও ১টি বিজয়া পর্যায়ভুক্ত গান সব মিলিয়ে ৩২৬টি শাক্তগীতি সংকলিত হয়েছে, যার মধ্যে ৩১টি গানে তাল-নির্দেশ নেই। অর্থাৎ ২৯৫টি গানের শিরোদেশে তালের নির্দেশ পাওয়া যায়। সে অনুযায়ী তাঁর রচিত আশি শতাংশ গানই একতালে রচিত। বাকি গানগুলো আদ্ধা, আড়-খেমটা, আড়া, কাওয়ালি, খয়রা, খেমটা, জলদ-তেতালা, ঝাঁপতাল, ঠুংরি, তিওট, দাদরা, পোস্তা, ঢিমা-তেতালা, যৎ ও রূপক তালে বাঁধা। নিচে গানসংখ্যাসহ তালের একটি তালিকা দেওয়া হলো :

ক্রমিক	তালের নাম	গানের সংখ্যা
১.	আদ্ধা	১
২.	আড়-খেমটা	৬
৩.	আড়া	৪
৪.	একতালা	২৩৮
৫.	কাওয়ালি	২
৬.	খয়রা	৫
৭.	খেমটা	১
৮.	জলদ-তেতালা	১
৯.	ঝাঁপতাল	১
১০.	ঠুংরি	৪
১১.	তিওট	৭
১২.	দাদরা	১
১৩.	পোস্তা	১
১৪.	ঢিমা-তেতালা	৭
১৫.	যৎ	১৩
১৬.	রূপক	৩

শাক্ত পদাবলির আরেক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১)। ভক্তি ও কবিত্বের সম্মিলনে তাঁর গান অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষভাবে রামপ্রসাদের পদ এবং পরোক্ষভাবে বৈষ্ণব পদের প্রভাবে গঠিত তাঁর সৃষ্টিসম্ভার। 'মাতৃসাধনার যে ব্যাকুলতা তাঁর কণ্ঠে সুর হয়ে উঠেছে, সংগীতে পল্লবিত হয়েছে, লোকচেতনার দূরদিগন্তে সঞ্চারিত হয়েছে, সাহিত্যে তার মূল্য একান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়।'[৩৩] তাছাড়া আগমনী-বিজয়া সংগীতের সবচেয়ে সার্থক রূপকার তিনি। কন্যা-অদর্শনে বাংলার চিরায়ত মাতৃ হৃদয়ের হাহাকার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বাঙ্ময় হয়েছে তাঁর রচিত আগমনী গানে।

তিনি রামপ্রসাদী সুরের পাশাপাশি বহু রাগ-রাগিণীর সুরও ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানে অহং-খাম্বাজ, অহং-মূলতান, আলেয়া, আড়ানা, ইমন, ইমন-বেলাওল, কাফি, কানেড়া-বাগেশ্বরী, কালাংড়া, কেদারী, খট, খট্-কালাংড়া, খট্-যোগীয়া, খাম্বাজ, খাম্বাজ-বাহার, গাওরা, গারা-ভৈরবী, গুজ্জরি টোড়ি, গৌরি,

চেতা-গৌরি, ছায়ানট, জোয়ান্‌পুরীয়া টোড়ি, ঝিঁঝিট, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, টোড়ি, টোড়ি-ভৈরবী, দেশ-মল্লার, নট-বেলোয়াল, পরজ, পরজ-কালাংড়া, পরজ-বাহার, পুরবী, বসন্ত, বাগেশ্বরী, বাহার, বাহার-বসন্ত, বিভাস, বেহাগ, বেহাগড়া, ভূপালী, ভেটিয়ারি, ভৈরবী, ভৈরোঁ, মল্লার, মালকোষ, মালসী, মুলতান, মুলতান-বাহার, যোগীয়া, রামকেলি, ললিত, ললিত-যোগিয়া, লুম, লুম-ঝিঁঝিট, লুম-খাম্বাজ, সরফরদা, সিন্ধু, সিন্ধু-কাফি, সিন্ধু-ভৈরবী, সিন্ধু-মুলতান, সিন্ধোড়া, সুরট, সুরট-মল্লার, সুরট-সিন্ধু, সোহিনী, হাম্বীর, হোসেনি-টোড়ি প্রভৃতি রাগ-সুর ব্যবহৃত হয়েছে।

সাধক কমলাকান্তের জীবদ্দশায় তাঁর রচিত গানের কোনও সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত না হলেও তাঁর মহাপ্রয়াণের পর কবির হস্তলিখিত গানের খাতা অবলম্বনে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতাব চাঁদ তাঁর সমগ্র পদাবলি সংগ্রহ করে ১২৬৪ সনে (১৮৫৭ খ্রি.) গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত ২৬৯টি গান, যার মধ্যে ২১৩টি শ্যামাসংগীত, ৩২টি আগমনী-বিজয়া এবং ২৪টি কৃষ্ণ-প্রেমের গান। তাঁর রচিত গানগুলোতে ব্যবহৃত তালগুলোর একটি তালিকা নিম্নরূপ :

ক্র.	**তালের নাম**	**গানের সংখ্যা**
১.	আড়া-চৌতাল	২
২.	একতালা	৮৩
৩.	কাওয়ালি	৬
৪.	খেমটা	১
৫.	চৌতাল	১
৬.	ছেব্‌কা (ছেপ্‌কা)	২
৭.	জলদ-তেতালা	১১৭
৮.	ঝাঁপতাল	১
৯.	ঠুংরী	৫
১০.	ঢিমে-তেতালা	৩৩
১১.	তিওট	১১
১২.	ধামার	২
১৩.	পঞ্চম সওয়ারি	১
১৪.	পোস্ত	৩

১৫.	যৎ	১

রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত পরবর্তী সাধক কবিদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৪৪-১৯০৯) অন্যতম। প্রেমিক ভণিতায় তিনি বেশ কিছু উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসমৃদ্ধ কালীকীর্তন ও বিজয়া-সংগীত রচনা করেছেন। মায়ের প্রতি সন্তানের আত্মনিবেদন এবং ক্ষেত্রবিশেষে গভীর মান-অভিমান ফুটে উঠেছে তাঁর রচিত গানে। আবার মায়ের রূপ বর্ণনা আর মাতৃ-সাধনার রীতি-পদ্ধতিও অল্প কিছু পদের বিষয়বস্তু। তাঁর রচিত গানগুলোর সুরে প্রধানত ধ্রুপদ ও বাউল গীতরীতির প্রভাব বেশি। তাছাড়া কীর্তন, রামপ্রসাদী, খেয়াল ও ঠুংরি অঙ্গের গানও দেখা যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীকীর্তনের দল 'আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি' তাঁর রচিত গানের যে গীতিসংকলন প্রকাশ করে তাতে **১৮১**টি গান স্থান পেয়েছে। তাঁর গানের শিরোভাগে প্রদত্ত সুরনির্দেশে আড়ানা, ইমন, ইমন কল্যাণ, কেদারা, খাম্বাজ, ছায়ানট, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিট, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, টোড়ী-ভৈরবী, দরবারী, দেশী-বাহার, পরজ, পরজ-বাহার, প্রসাদী সুর, বাগেশ্রী, বাহার-বাগেশ্রী, বিলাসখানী টোড়ী, বাউল, বেহাগ, বেহাগ-খাম্বাজ, বেহাগ-শঙ্করা, বেহাগড়া, ভীমপলশ্রী, ভৈরবী, ভূপালী, মল্লার, মূলতান, যোগ, যোগ-আশাবরী, যোগিয়া, যোগিয়া-ভৈরোঁ, শ্রীরাগ, সিন্ধু, সিন্ধুভৈরবী, সুরট মল্লার, সোহন-বসন্ত, প্রভৃতি রাগ/সুরের উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থ অনুযায়ী, 'একতালা' তাঁর গানে সর্বাধিক ব্যবহৃত তাল। অন্যান্য তালগুলো হলো : আড়া ঠেকা, কাওয়ালি, খেমটা, চৌতাল, ঝাঁপতাল, ঢিমে তেতালা, তেওট, তেওরা, ত্রিতাল, ধামার, মধ্যমান, যৎ ও সুরফাঁক তাল। যেমন :

ক্রমিক	তালের নাম	গানের সংখ্যা
১.	আড়া ঠেকা	১
২.	একতাল	৪৬
৩.	কাওয়ালি	৬
৪.	খেমটা	৩৬
৫.	চৌতাল	১০
৬.	ঝাঁপতাল	১৪
৭.	ঢিমে তেতালা	১
৮.	তেওট	৪
৯.	তেওরা	৩
১০.	ত্রিতাল	২

১১.	ধামার	৬
১২.	মধ্যমান	২
১৩.	যৎ	১০
১৪.	সুরফাঁক তাল	২

এছাড়া বিভিন্ন গীতি সংকলনে শাক্তগীতি রচয়িতা হিসেবে যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২), অন্ধ চণ্ডী, অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯), অম্বিকাচরণ গুপ্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), আশুতোষ দেব (সাতুবাবু : আ. ১৮০৫-১৮৫৬), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), ঈশ্বরচন্দ্র দাস, উদয়চাঁদ বৈরাগী, এন্টনী সাহেব (অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি : ?-১৮৩৮), দ্বিজ কালিদাস, কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা : ১৭৫০-১৮২০), কালিদাস ভট্টাচার্য, কালীনাথ রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, কিশোরীমোহন শর্মা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২), কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (স্বামী কৃষ্ণানন্দ/ পরিব্রাজক), কেদারনাথ চক্রবর্তী, কেদারনাথ রায়, কৈলাসনাথ মুখোপাধ্যায়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১৭৪৯-১৭৯৩), গদাধর মুখোপাধ্যায় (১৭৪৬-?), গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), গুরুদাস চক্রবর্তী, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবর্দ্ধন চৌধুরী, গোবিন্দ চৌধুরী, গৌরমোহন রায়, চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ দাস, জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ, ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০০-১৮৭৬), তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী, তিনকড়ি বিশ্বাস, ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (১৮৪৮-১৯১৫), দর্পনারায়ণ কবিরাজ, দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭), দুর্গাপ্রসন্ন চৌধুরী, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৪৪-১৯১১), দেওয়ান নন্দকুমার রায়, মহারাজ নন্দকুমার রায় (১৭০৫-১৭৭৫), নবাই ময়রা (১৭৯২-?), নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী (১৭৯৫-১৮৬৫), কুমার নরচন্দ্র রায়, নরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, নীলমণি পাটনী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১১), নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (১৮০৫-১৮৭০), নীলু ঠাকুর, নৃসিংহদাস ভট্টাচার্য, পঞ্চানন তর্করত্ন (১৮৬৬-১৯৪০), পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, প্যারিমোহন কবিরত্ন (১৮৪৪-১৮৭৫), প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, বীরেশ্বর চক্রবর্তী, দেওয়ান ব্রজকিশোর রায়, ব্রজমোহন রায়, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০), মদন মাস্টার, মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২), মহারাজ মহাতাব চাঁদ (১৮২০-১৮৬৯), রাজা মহেন্দ্রলাল খান (১৮৪৩-১৮৯৯), মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-?), দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (?-১৮৭২), রসিকচন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৯৩), রামকুমার নন্দী মজুমদার, রামকুমার পত্রনবিশ, মহারাজ রামকৃষ্ণ রায় (?-১৭৯৫), রামচন্দ্র ভট্টাচার্য, রামচন্দ্র

মালী, রামচন্দ্র রায়, দেওয়ান রামদুলাল নন্দী (১৭৮৫-১৮৫২), রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু (১৭৮৬-১৮৩৮), রামলাল দাসদত্ত, রূপচাঁদ পক্ষী (১৮১৫-১৮৯০), রোহিণীকুমার বিদ্যাভূষণ, কুমার শম্ভুচন্দ্র রায়, মহারাজ শিবচন্দ্র রায় (?-১৭৮৮), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৫৯-?), শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর কথক (১৮১৬-?), মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় (১৮১০-১৮৫৮), মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ (?-১৮৩৯), হরিনাথ মজুমদার (কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ : ১৮৩৩-১৮৯৬), হরিমোহন রায়, হরিশচন্দ্র মিত্র (১৮৩৭-১৮৭২), হরু ঠাকুর (১৭৩৮-১৮১৩), মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখ অন্যতম।

তাঁদের রচিত শাক্তসংগীতে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলায় প্রচলিত প্রায় সকল রাগ-রাগিনীই প্রযুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে আলেয়া, আড়ানা, ইমন, ইমন কল্যাণ, কাফি, কালেংড়া, কেদারী, খট, খাম্বাজ, গাওরা, গুজ্জরি টোড়ি, গৌরী, চেতা-গৌরী, ছায়ানট, জংলা, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিট, টোড়ি, দেশ মল্লার, পরজ, পুরবী, বসন্ত, বাগেশ্বরী, বাহার, বিভাস, বেহাগ, বেহাগড়া, ভূপালী, ভেটিয়ারি, ভৈরবী, ভৈরোঁ, মল্লার, মালকোষ, মালসী, মুলতান, যোগীয়া, রামকেলি, ললিত, লুম, সরফরদা, সিন্ধু, সিন্ধোড়া, সুরট, সোহিনী, হাম্বীর, হোসেনি টোড়ি ইত্যাদি রাগ অন্যতম। এছাড়া বিভিন্ন গীতি সংকলনগ্রন্থে শাক্তসংগীতের শিরোদেশে নানা রাগ মিশ্রণেরও বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন : অহং-খাম্বাজ, অহং-মূলতান, ইমন-বেলাওল, কানেড়া-বাগেশ্বরী, খট্-কালাংড়া, খট-ভৈরবী, খট্-যোগীয়া, খাম্বাজ-বাহার, গারা-ভৈরবী, জংলা-মুলতানি, জোয়ান্‌পুরীয়া টোড়ি, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, টোড়ি-ভৈরবী, নট-বেলোয়াল, পরজ-কালাংড়া, পরজ-বাহার, পিলু-বাহার, বাহার-বসন্ত, মুলতান-ধানেশ্রী, মুলতান-বাহার, ললিত-খাম্বাজ, ললিত-বিভাস, ললিত-যোগিয়া, লুম-ঝিঁঝিট, লুম-খাম্বাজ, সিন্ধু-কাফি, সিন্ধু-খাম্বাজ, সিন্ধু-ভৈরবী, সিন্ধু-মুলতান, সুরট-মল্লার, সুরট-সিন্ধু, সোহিনী-বাহার ইত্যাদি। দেওয়ান নন্দকুমার রায় রচিত 'ভুবন ভোলাইলি গো ভবমোহিনী' শীর্ষক একটি শাক্ত পদে তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত 'ষট্ চক্র'-এর সঙ্গে সংগীতের ছয় রাগের মিলন দেখিয়েছেন :

আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর,
মণিপুরেতে মল্লার, বসন্তে হৃৎ-প্রকাশিনী।
বিশুদ্ধে হিল্লোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে,
তাল মান লয় সুরে, ত্রিসপ্ত সুর-ভেদিনী।[৩৪]

শাক্তসংগীতে সর্বাধিক ব্যবহৃত তাল একতালা। এছাড়া অন্যান্য তালগুলোর মধ্যে আদ্ধা, আড়-খেমটা, আড়া-চৌতাল, আড়াঠেকা, কাওয়ালি, খয়রা, খেমটা, চৌতাল, ছেপ্‌কা, জলদ-তেতালা, ঝাঁপতাল,

ঠুংরি, ঢিমে তেতালা, তেওট, তেওরা, ত্রিতাল, দাদরা, ধামার, পঞ্চম সওয়ারি, পোস্তা, মধ্যমান, যৎ, রূপক, সুরফাঁক তাল প্রভৃতি অন্যতম।

টপ্পা

প্রাচীনকাল থেকে পাঞ্জাবে প্রচলিত প্রেম বিষয়ক লোকগীতির নাম টপ্পা। ক্যাপ্টেন এন. অগাস্টাস উইলার্ডের (Captain N. Augustus Willard) মতে, এটি পাঞ্জাবের উটচালকদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত *A Treatise on the Music of Hindoostan* গ্রন্থে তিনি বলেন,

> It has been brought to its present degree of perfection by the famous Shoree, who in some measure may be considered its founder. Tuppas were formerly sung in very rude style by the camel-drivers of the Punjab, and it was he who modelled it into the elegance it is now sung.[৩৫]

শোরী মিয়া মূলত পাঞ্জাবের লোকগীতি টপ্পার সঙ্গে রাগসুরের মিশ্রণ ঘটিয়ে বিশেষ নিয়মাবদ্ধ করে একে লঘু রাগসংগীতের পর্যায়ভুক্ত করেন। তিনি এই গানে বিস্তার, অলংকরণ ও গায়নভঙ্গির ভিন্নতা ভেদে চার প্রকার 'বান্' সৃষ্টি করেন। এগুলো হলো : ১. ফন্দাদার টপ্পা, ২. খড্ডাদার টপ্পা, ৩. লড়িদার টপ্পা এবং ৪. গুথাওদার টপ্পা। শোরী আসলে লখনৌর নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সভাগায়ক প্রখ্যাত সংগীতগুণী গোলাম রসুলের পুত্র গোলাম নবী-র (১৭৪২-১৭৯২) ছদ্মনাম। তাঁর রচিত টপ্পায় 'শোরী' নামে ভণিতা করতেন ব'লে তিনি শোরী মিয়াঁ নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। তবে এ প্রসঙ্গে *সঙ্গীতসারঃ* গ্রন্থে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জানান,

> গোলামনবীর সোরী নাম্নী এক প্রণয়িণী ছিল। আমরা যে সোরীর টপ্পা বলিয়া জানি, তাহা গোলামনবীই প্রস্তুত করিয়া তাঁহার ঐ পত্নীর নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি ঐ নামনুসারে গোলামনবী রচিত টপ্পা, সোরীর টপ্পা বলিয়া প্রচলিত রহিয়াছে; মূলতঃ সোরী মিঞার যথার্থ নাম গোলামনবীই ছিল, উক্ত গোলামনবীই ঠুংরি রাগের সৃষ্টিকর্তা। প্রায় ৭৬ বৎসর অতীত হইল গোলামনবী ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমে লক্ষ্ণাউ নগরে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।[৩৬]

টপ্পা মূলত হিন্দি শব্দ, যার অর্থ লম্ফ এবং রূঢ়ার্থে সংক্ষেপ। ধ্রুপদ ও খেয়ালের চেয়ে সংক্ষিপ্ততর হওয়ায় এই গানের নাম টপ্পা। মধ্যযুগের সংগীতশাস্ত্রকার ফকীর উল্লাহ তাঁর *সংগীত-দর্পণ* (১৬৬৬ খ্রি.) গ্রন্থে এই গীতশৈলীর নাম উল্লেখ করেছেন 'ডপা', যার অর্থ 'দ্রুত গমন'। প্রকৃতপক্ষে, টপ্পা-গান খেয়ালের ফিক্‌রাবন্দীর সাহিত্য-রূপ। তাই এতে অলঙ্করণ-যুক্ত দ্রুত গমন অবশ্যম্ভাবী এবং সে-জন্য এর 'ডপা'

নাম সার্থক।[৩৭] অন্য মতে, এই গীতবন্ধের নাম 'ঠপা', যার অর্থ 'ছাপ'। এই মতের পক্ষে বলা যায়, খেয়ালের ছাপ নিয়ে এটি সৃষ্ট হয়েছে, তাই এর নাম 'ঠপা'।

স্থায়ী-অন্তরা দুই তুক বিশিষ্ট গান টপ্পা। প্রধানত পাঞ্জাবি ভাষায় রচিত এই গানের বিষয়বস্তু নায়ক-নায়িকার প্রেম, বিরহ-বিচ্ছেদ, মিলন আকাঙ্ক্ষা, রূপবর্ণন ও উপদেশ। প্রথমে সংক্ষিপ্ত আলাপ পরিবেশনের মাধ্যমে টপ্পা গায়নের সূচনা হয়। তারপর একে একে স্থায়ী ও অন্তরা গাওয়ার পর পুনরায় স্থায়ীতে প্রত্যাবর্তন করে এর বিস্তারে প্রবেশ করা হয়। গানের কাব্যাংশের অর্থ ও ভাব অনুযায়ী মুরক্, রেরক্, জম্‌জমা, ফন্দা, খড্ডা, লড়ি, গুথাও প্রভৃতি অলংকার সহযোগে বোল-বিস্তার গীত হয়। তবে বিস্তারে বান্ অনুযায়ী অলংকরণ প্রয়োগের রীতি আছে। বিস্তার করতে করতে হঠাৎ ছোট ছোট তানের মাধ্যমে মুখে ফিরে আসা টপ্পার বৈশিষ্ট্য। টপ্পার সুরের বিশিষ্টতা সম্পর্কে সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> টপ্পার সুরের যে রূপ প্রকৃতি, উহা হাস্য, আনন্দ, প্রণয়, তামাসা, উল্লাস প্রভৃতি লঘু ভাব উদ্দীপন বিষয়ে সম্যক্ উপযোগী এবং ঐ সকল বিষয়েই উহা সর্ব্বদা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে; অতএব টপ্পার সুর শুনিলে, মনে ঐ সকল ভাবের উদয় হওয়া ভিন্ন, ভক্তির ভাব কখনই উদ্দীপিত হইতে পারে না।[৩৮]

ভৈরবী, খাম্বাজ, কাফি, চৈতাগৌরী, দেশ, সিন্ধু, কালাংড়া, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়াঁ প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির রাগে টপ্পা গীত হয়। টপ্পায় ব্যবহৃত তালগুলোর মধ্যে পাঞ্জাবী ঠেকা, আদ্ধা, সিতারখানি [সিধারখানি], টপ্পা-তাল, যৎ, মধ্যমান প্রভৃতি অন্যতম।

টপ্পাকে আশ্রয় করে দৈবী প্রেমের আবরণ ভেদ করে বাংলা ভাষায় প্রথম নরনারীর প্রেম বিষয়ক সংগীত রচনা করেন রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু : ১৭৪১-১৮৩৯) এবং এর মাধ্যমে বাংলাগানের আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। তাঁর টপ্পা রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি যে প্রেমকে গ্রহণ করেন তার অনুপ্রেরণা পান প্রধানত হিন্দুস্থানি টপ্পা থেকে। আবার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে তাঁর গানে বৈষ্ণব পদাবলি ও কবিগানের অন্তর্গত সখি-সংবাদ ও বিরহের প্রভাব সুস্পষ্ট।

নিধুবাবুর জীবদ্দশায় তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ১২৪৪ সনে (১৮৩৭ খ্রি.) *গীতরত্ন* নামে প্রকাশিত হয় তাঁর গানের একমাত্র সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে স্থান পায় মোট ৫২৯টি গান। পরবর্তীকালে তাঁর প্রয়াণের পর তাঁর পুত্র জয়গোপাল গুপ্ত এই গ্রন্থের আরও দু'টি সংস্করণ প্রকাশ করেন যথাক্রমে ১২৬৩ ও ১২৭৫ সনে। নিধুবাবুর *গীতিরত্ন* বা অন্যান্য প্রাচীন সংগীত সংকলন গ্রন্থে তাঁর গানের রাগ ও তালনির্দেশ পাওয়া গেলেও গানের সুর বা গায়নরীতি কেমন ছিল তা সুনির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। কেননা তাঁর

সমকালে স্বরলিপি, রেকর্ড বা অন্য কোনও মাধ্যমে সুর সংরক্ষণের কোনও সুযোগ ছিল না। এমনকি গুরু-শিষ্য পরম্পরায়ও তাঁর গানের সুর রক্ষিত হয়নি। সমকালে প্রকাশিত নানা লিখিত বক্তব্য থেকে তাঁর গানের গায়কী সম্পর্কে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। নিধুবাবু *গীতরত্ন* গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর রচিত গান সম্পর্কে বলেছেন, "... এই গীতসকলে আলাপচারির দ্বারা যে সকল তান বসিয়াছে তাহা কোন হিন্দুস্থানি খ্যাল ও টপ্পার সুরে গীত রচনা করিএ দেয়া এমত নহে, অথচ গাণ করণ মাত্র রাগরাগিণীর রূপ অবিকল বুঝাইতেছে।"[৩৯] এই বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে তিনটি দিক সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। প্রথমত, নিধুবাবুর গান মূলত তানপ্রধান, গানগুলোতে ছোট ছোট আলাপ বা বিস্তারের সাহায্যে সুরবিহারের বা ইমপ্রোভাইজেশনের সুযোগ ছিল। দ্বিতীয়ত, নিধুবাবু হিন্দুস্থানি খেয়াল বা টপ্পা কোনও ধারাই পুরোপুরি অনুসরণ করেননি, অথচ দুই ধারার সঙ্গেই তাঁর গানের সাদৃশ্য রয়েছে এবং সেই জন্যই হিন্দুস্থানি টপ্পা বা খেয়াল থেকে তাঁর গান স্বতন্ত্র। তৃতীয়ত, নিধুবাবু তাঁর গানে রাগের বিশুদ্ধ রূপ ব্যবহার করেছেন এবং এই গানগুলো গাইতে হলে রাগের যথাযথ রূপায়ণ জরুরি।

গীতরত্ন অনুযায়ী নিধুবাবুর গানে যে-সব রাগ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো হলো : আড়ানা, ইমন, ইমন কল্যাণ, এলাইয়া, কানাড়া, কাফি, কামোদ, কালাংড়া, কেদারা, খট্, খাম্বাজ, গুর্জরী টোড়ি, গৌড়, গৌড় মল্লার, গৌরী, ছায়ানট, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিট, টোড়ি, দরবারি কানাড়া, দরবারি-টোড়ি, দেওগান্ধার, দেওগিরি, দেশকার, পরজ, পূরবী, বাগেশ্বরী, বাগেশ্বরী কানাড়া, বারোয়াঁ, বাহার, বিভাস, বেহাগ, ভাটিয়ারী, ভৈরব, ভৈরবী, মালকোষ, মিঞার কানাড়া, মোলতানী, ললিত, লুম, শঙ্করাভরণ, শোহিনী, শ্যাম, সরফর্দা, সিন্ধু, সুরট, হামির এবং হিন্দোল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে রাগ বেহাগ, ৩৮টি গানে। এছাড়া দু'টি রাগের মিশ্রণেও তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেন। এগুলো হলো : আড়ানা বাহার, আশা ভৈরবী, ইমন ঝিঁঝিট, ইমন পূরিয়া, ইমন ভূপালি, এলাইয়া ঝিঁঝিট, কাফি কুকুভ, কাফি জয়জয়ন্তী, কাফি-ঝিঁঝিট, কাফি-পলাশ, কামোদ খাম্বাজ, কামোদ গৌড়, কালাংড়া-খাম্বাজ, কেদারা কামোদ, কেদারা খাম্বাজ, গারা-কাফি, গারা-ঝিঁঝিট, জয়েৎ ঝিঁঝিট, ধানেশ্রী-পূরিয়া, পরজ কালাংড়া, পাহাড়ী-ঝিঁঝিট, বাগেশ্বরী-টোড়ি, বাগেশ্বরী-বাহার, বাগেশ্বরী-মোলতানী, বিভাস কল্যাণ, বিহঙ্গ-বেহাগ, বেলোয়াল-ঝিঁঝিট, বেহাগ-ঝিঁঝিট, বেহাগ-সরফর্দা, ভীমপলাশী বাহার, ভূপালি-কল্যাণ, ভূপালি-ঝিঁঝিট, মালকোষ-বসন্ত, মালকোষ-বাহার, মালকোষ-ভৈরব, মোলতানী-পলাশ, মোলতানী-বাহার, যোগিয়া-গান্ধার, যোগিয়া ললিত, রামকেলি-ললিত, ললিত বিভাস, ললিত ভৈরব, লুম কাফী, শোঘ্রাই বাহার, শোহিনী কানাড়া, শোহিনী মালকোষ, শ্যাম-পুরবী, সরফর্দা-কালাংড়া, সাহানা-আড়ানা, সিন্ধু কাফি, সিন্ধু খাম্বাজ, হিন্দোল বেহাগ এবং হামির খাম্বাজ।

তাঁর রচিত সর্বাধিক সংখ্যক গান ত্রিতালে নিবদ্ধ। এর মধ্যে জলদ তেতালায় ৩৭২টি এবং ঢিমে-তেতালায় ৪১টি। এরপর তালের দিক থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে যথাক্রমে হরি (৯৫টি) ও একতালা (১৫টি) তাল। এছাড়া ঠুংরি তালে দুইটি এবং আড়া চৌতাল, কাওয়ালি ও ধামার তালে একটি ক'রে গান রয়েছে।

ক্রমিক	তালের নাম	গানের সংখ্যা
১.	আড়া-চৌতাল	১
২.	একতালা	১৫
৩.	কাওয়ালি	১
৪.	জলদ-তেতালা	৩৭২
৫.	ঠুংরি	২
৬.	ঢিমে-তেতালা	৪১
৭.	ধামার	১
৮.	হরি	৯৫

নিধুবাবুর গানে তালের ব্যবহারের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা হরি তালের নাম পরবর্তীকালের বাংলাগানে প্রায় দেখাই যায় না। সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা গ্রন্থেও পৃথকভাবে এই তালের উপস্থিতি নেই। *ভারতীয় সংগীতের তাল ও ছন্দ* গ্রন্থে সুবোধ নন্দী জানিয়েছেন সাত মাত্রার যৎ বা দীপচন্দী তালকে প্রাচীনকালে হোরী তাল বলা হত। তাঁর ভাষায়,

> চৌদ্দ অথবা সাত মাত্রার যৎ কে হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ দীপ্চণ্ডী নামে ব্যবহার করেন, বাঙ্গলাদেশে ইহা সাত মাত্রার যৎ অথবা চাঁচর নামে পরিচিত, পূর্ব্বে এই তালে হোরীগানই অধিক গীত হইত এইজন্য এর অপর নাম হোরীতাল, বর্তমানে এই তাল সাধারণতঃ ঠুংরী গানেই অধিক ব্যবহৃত হয়।[৪০]

তবে অন্যত্র বিষ্ণুপুরের সংগীতগুণী গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৮৮০-১৯৬৩) উদ্ধৃত করে সুবোধ নন্দী ধামার বা ধমার তালকে হরিতাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪১]

নিধুবাবুর *গীতরত্নে* যেহেতু পৃথকভাবে একটি গানে (বসন্ত ঋতু আইল হইল সুখ প্রবল) ধামার তালের উল্লেখ পাওয়া যায় সেহেতু তাঁর গ্রন্থে হরিতাল নির্দেশিত গানগুলো সাত মাত্রার যৎ বা দীপচন্দী তালে নিবদ্ধ ধরে নেয়া যায়।

নিধুবাবুর আনুমানিক নয় বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ হলেও টপ্পা রচয়িতা কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ওরফে কালী মীর্জা (আ. ১৭৫০- আ. ১৮২০) তাঁর কয়েক বছর পূর্বে বঙ্গভূমিতে টপ্পার চর্চা শুরু করেন। এ-প্রসঙ্গে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় জানান,

> নিধুবাবুর সঙ্গীত-জীবনের কুলজিতে দেখা গেছে যে তিনি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ছাপরায় বাস আরম্ভ করার পর সেখানে তাঁর রীতিমত সঙ্গীত চর্চার সূত্রপাত ঘটে। তারপরে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর থেকে এখানকার সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন টপ্পারীতির শিল্পী ও রচয়িতারূপে। এই দুই বিষয়েই মীর্জা মহাশয় নিধুবাবুর কালের তুলনায় কিঞ্চিৎ অগ্রবর্তী। কারণ তিনি (কালী মীর্জা) ১৭৭০/৭১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষার্থীরূপে গিয়েছিলেন এবং ১৭৮০/৮১তে কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞ-রূপে বাংলায় প্রত্যাগত হন। ... সুতরাং তিনি নিধুবাবুর অন্তত ১২ বছর আগে টপ্পাগায়ক-রূপে বাংলার সঙ্গীত-ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সেই হেতু বাংলাদেশে টপ্পা সঙ্গীতের চর্চায় প্রথম পথপ্রদর্শকরূপে কালী মীর্জার নাম স্মরণীয়।[৪২]

তবে নিধুবাবুর বারো বছর পূর্বে টপ্পাগায়ক হিসেবে কালী মীর্জা আত্মপ্রকাশ করলেও বাংলা ভাষায় টপ্পা রচনায় তিনি নিধুবাবুর পূর্ববর্তী কি-না, সে বিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত না থাকায় স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

নিধুবাবুর *গীতরত্ন*-এর মতো কালী মীর্জার জীবদ্দশায় তাঁর কোনও গীতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৩০ বছর পর কৃষ্ণানন্দ ব্যাস রাগসাগর কর্তৃক সংকলিত *সংগীত রাগ কল্পদ্রুম* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তাঁর গান প্রথম মুদ্রিত হয়। এছাড়া উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *সঙ্গীতকোষ* (১৮৯৬), অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *গীতরত্নমালা* (১৮৯৭), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত *প্রীতিগীতি* (১৮৯৮), হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *সঙ্গীত সার সংগ্রহ* (১৮১৯), দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত *বাঙ্গালীর গান* (১৯০৫) প্রভৃতি প্রতিনিধিত্বশীল গীতিসংকলন গ্রন্থে কালী মীর্জার গান সংকলিত হয়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয় কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ ২৩৭টি গানের সংকলন গ্রন্থ *গীত লহরী*। এসব গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ২৫৭টি গান সংকলিত হয় কৃষ্ণানন্দ ব্যাস সম্পাদিত *সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম* গ্রন্থে। নিচে এই গ্রন্থভুক্ত গানগুলোতে ব্যবহৃত তালের নাম এবং তার পাশাপাশি সেই তালে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা সংবলিত একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	তালের নাম	গানের সংখ্যা
১.	আড়া	৯৪

২.	আড়া মধ্যমান	১
৩.	একতালা	২৬
৪.	খেমটা	১
৫.	ঝাঁপতাল	৬
৬.	ঠুংরি	১২
৭.	তিওট	২৯
৮.	ধামার	১
৯.	ফেরা	১
১০.	মধ্যমান	৭৮
১১.	মধ্যমান তিওট	১
১২.	যৎ	২

বাংলার দ্বিতীয় শোরী মিয়া খ্যাত শ্রীধর কথক নিধুবাবুর সার্থক উত্তরসূরী। ভাবের গভীরতায় আর সুর-মাধুর্যে তাঁর রচিত টপ্পাগুলো অনুপম। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৯০০ খ্রি.) শ্রীধর কথক রচিত ১৬৯টি গান নিয়ে কলকাতার বঙ্গবাসী কার্যালয় হতে অরুণোদয় রায় *শ্রীধর কথক* নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীধরের সংক্ষিপ্ত জীবনী মুদ্রিত হয় এবং সেই সঙ্গে জানানো হয়, গ্রন্থে প্রকাশিত গানগুলো শ্রীধর কথকের ভ্রাতুষ্পুত্র অতুল্যচরণ ভট্টাচার্যের সহায়তায় প্রাপ্ত শ্রীধর কথকের স্বহস্তে লিখিত গানের খাতা থেকে গৃহীত হয়েছে। এই ১৬৯টি গানের মধ্যে ১২১টি প্রেমসংগীত। এছাড়া, বাকি গানগুলোর মধ্যে ৩৫টি কৃষ্ণ বিষয়ক, ৯টি আগমনী এবং ৪টি শ্যামা বিষয়ক। এই গ্রন্থভুক্ত গানগুলোতে ব্যবহৃত তালের নাম এবং সেই সঙ্গে কোন তালে কয়টি গান আছে তার তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	**তালের নাম**	**গান সংখ্যা**
১.	আড় খেমটা	২
২.	আড়া/ আড়াঠেকা/ ঠেকা	৮৫
৩.	একতালা	৩
৪.	খয়রা	১
৫.	খেমটা	১
৬.	তিওট	১

৭.	তেলেনা	৮
৮.	মধ্যমান/ মধ্যমান ঠেকা	৬৩
৯.	যৎ	১
১০.	রূপক	১

এরপর ১৯০৫ সালে প্রকাশিত বাংলাগানের সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থ *বাঙ্গালীর গান*-এ শ্রীধর কথকের ১৯৬টি গান স্থান পায়। উল্লেখ্য, এ গ্রন্থেই শ্রীধর কথকের সর্বাধিক গান সংকলিত হয়। গ্রন্থটিতে পূর্বোক্ত গ্রন্থের ‘কি জানি কি ছলে ছিল ব’সে’ গানটি ছাড়া ১৬৮টি গান পুনর্মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ, *বাঙ্গালীর গান* গ্রন্থে প্রাপ্ত নতুন গানের সংখ্যা ২৮। যার মধ্যে মাত্র দু’টি গানের শিরোদেশে মধ্যমান তালের উল্লেখ আছে, বাকিগুলোতে তালনির্দেশ নেই।

অন্যান্য টপ্পা রচয়িতাদের মধ্যে রাধামোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ বসুমল্লিক, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু : ১৮০৩-১৮৫৬) প্রমুখ অন্যতম। পাঞ্জাবি টপ্পা অনুসরণে বাংলা টপ্পা রচিত হলেও ভাষার কাব্যগুণ বজায় রাখতে এর লয় ঈষৎ কমিয়ে আনা হয়। অর্থাৎ মধ্য-দ্রুত গতির পাঞ্জাবি টপ্পা বাংলায় মধ্য বা মধ্য-বিলম্বিত রূপ লাভ করে। ফলে এর তানের গতিও কিছুটা কমে আসে এবং মোটা দানার তান প্রযুক্ত হয়। বাংলা টপ্পার প্রধান বিষয়বস্তু প্রেম। পরবর্তীতে কিছু গানে ঈশ্বর-ভক্তি, স্বদেশপ্রীতি এবং প্রকৃতির রূপ-বর্ণনা উপজীব্য হয়ে ওঠে।

ধ্রুপদ

উত্তর ভারতীয় রাগসংগীতের অন্যতম প্রাচীন গীতশৈলী ধ্রুপদ। এই গান প্রাচীনকাল থেকে নানা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। যেমন : ধ্রুবপদ, ধোরপদ, ধুর্পদ, ধপদ, ধ্রুবক, ধ্রৌপদ ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত *সংগীত-তরঙ্গ* গ্রন্থে রাধামোহন সেনদাস বলেন,

ধ্রুবপদে গায়কেরা ধোরপদ বলে।
কেহ বা ধপদ বলে সঙ্কেত-কৌশলে ॥
ধ্রু-শব্দে সঙ্কেত বর্ণ-ধূয়াপক্ষে লেখি।
ইহার প্রমাণ কিন্তু নানা গ্রন্থে দেখি ॥
‘ধ্রু’-সঙ্কেত-বর্ণে পদ-সংযোগ করিয়া।
কেহ কেহ মানিছেন ধ্রুপদ বলিয়া ॥
সংস্কৃত প্রমাণে ধপদ বলা যায়।

ধোরপদ বলে সবে প্রাকৃত ভাষায় ॥
ধ্রুব শব্দে ধুয়া, আর পদ শব্দে কলি।
এই দুই শব্দ-যোগে ধ্রুবপদ বলি ॥[৪৩]

এখানে রাধামোহন সেন ধ্রুবপদের অন্তর্গত 'ধ্রুব' শব্দের অর্থ 'ধুয়া' এবং 'পদ' শব্দের অর্থ 'কলি' করলেও অধিকাংশ গবেষক 'ধ্রুব' অর্থে নিশ্চল ও চিরস্থায়ী এবং 'পদ' অর্থে গান, গীত বা সংগীতকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই অর্থে একমাত্র ঈশ্বরই ধ্রুব এবং তাঁর গুণকীর্তন সূচক গানকে বলা হয় ধ্রুপদ। তবে ঈশ্বর বা দেব-দেবীর রূপ ও মাহাত্ম্য বর্ণন ছাড়াও প্রকৃতি বর্ণনা, নাদ প্রশংসা, রাগ-রূপ বর্ণনা, রাজন্যের গুণ বর্ণনা ইত্যাদি ধ্রুপদ গানের বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃত।

ধ্রুপদের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে নানা মতানৈক্য দেখা যায়। কোনও কোনও গবেষকের মতে, গোয়ালিয়র অঞ্চলে প্রচলিত লোকগীতি থেকে ধ্রুপদের উদ্ভব। আবার কারো মতে, প্রাচীন প্রবন্ধ-সংগীতের বিবর্তনের ফলে ধ্রুপদ গীতশৈলীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর *সংগীতসারঃ* গ্রন্থে বলেন, "নায়ক গোপাল প্রথমে ইহার সৃষ্টি করেন। গোয়ালিয়ার অধিপতি রাজামানের ধ্রুপদ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ এবং যত্ন ছিল, তিনি ধ্রুপদের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।"[৪৪] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা, প্রাচীন যুগেই ধ্রুপদের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বলেন, "ভারতে মুসলমান রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতেই ইহার যথেষ্ট আলোচনা ও উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আগমনকালে, বোধ হয়, ধ্রুপদ গানই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ হিন্দুদিগের উন্নত ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল।"[৪৫] তবে ধ্রুপদের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মত পেশ করেন সংগীতৈতিহাসিক ডা. বিমল রায় (১৯১১-১৯৯৭)। তাঁর মতে, প্রাচীন 'ধ্রুবা' প্রবন্ধগীত হতে ধ্রুপদের উৎপত্তি।

প্রবন্ধগীতি প্রধানত তিন প্রকার – সুড়, আলি সংশ্রয় ও বিপ্রকীর্ণ। নিয়মের কঠোরতার তারতম্য ভেদে সুড় জাতীয় প্রবন্ধ শুদ্ধ-সুড় ও সালগ-সুড় এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। সালগ-সুড় শ্রেণির প্রবন্ধ আবার সাত প্রকার। যথা : ১. ধ্রুব, ২. মণ্ঠ, ৩. প্রতিমণ্ঠ, ৪. নিঃসারু, ৫. অড্ডতাল, ৬. রাস ও ৭. একতালী। সালগ-সুড় প্রবন্ধের অন্যতম ধ্রুব-এর নামানুসারে দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রবন্ধ-গানকে বলা হতো ধ্রুবপদ-গান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধ্রুবপদ-গানে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; প্রবন্ধ রচনার নিয়মকে অগ্রাহ্য করে গায়কগণ নিজ নিজ ইচ্ছেমতো এই গান পরিবেশন করতে শুরু করেন। আনুমানিক ১৫০০ থেকে ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে গোয়ালিয়র রাজ্যের অধিপতি বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৫-১৫১৬) ধ্রুবপদ গানের বিশৃঙ্খল অবস্থা দূর ক'রে সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম দ্বারা দরবারী ধ্রুপদ-শৈলীর গান তৈরি করার লক্ষ্যে এক সর্বভারতীয় সংগীত সভার আয়োজন করেন। সেই

সভায় ভারত-বিখ্যাত সংগীত-নায়কদের উপস্থিতিতে ধ্রুবপদ-গান সর্বমান্য একটি সুশৃঙ্খল রূপ লাভ করে। এই নবরূপপ্রাপ্ত ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ গানের ব্যাপক প্রচার করেছিলেন রাজা মানের সভাগায়ক নায়ক বখ্সু ওরফে মঝ্ঝু। পরবর্তীকালে দিল্লীর দরবারে মোঘল সম্রাট আকবরের (১৫৪২-১৬০৫) নবরত্ন সভার অন্যতম বিশিষ্ট সংগীতগুণী মিয়াঁ তানসেনের (রামতনু পাঁড়ে : আ. ১৫০৬-১৫৮৯) বিশেষ অবদানে 'ধ্রুপদ' গীতশৈলী আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই ধ্রুপদে প্রাচীন গ্রাম-গীতির (শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা, সাধারণী প্রভৃতি) অনুসরণে ভিন্ন ভিন্ন 'ভঙ্গি' বা 'বাণী' বা 'বান্'-এর প্রচলন দেখা যায়। ধ্রুপদের প্রধান বাণী চারটি। যথা : গৌড়হার বাণী, নওহার বাণী, খাণ্ডার বাণী ও ডাগর বাণী। এছাড়া, শুদ্ধ বাণী নামে একটি পৃথক বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কোনও কোনও সংগীতগুণী ডাগর বাণীকে আবার কেউ কেউ গৌড়হার বাণীকেও শুদ্ধ বাণী হিসেবে অভিহিত করেন। *সংগীতি শব্দকোষ* গ্রন্থে ধ্রুপদ সম্পর্কে ডা. বিমল রায় জানান,

> ধ্রুপদ যে-কোনো রাগে গাওয়া যায়, তবে গাম্ভীর্য-মণ্ডিত রাগই শোভন ও সমীচীন। কিন্তু নির্দিষ্ট 'বাণী' ব্যবহার করিতে হইলে সম-প্রকৃতির বা সম-চরিত্রের রাগ-প্রয়োগ করা উচিত। ধ্রুপদে 'মৃদঙ্গ' অর্থাৎ 'পখাবাজ'-এ ব্যবহার্য তালসমূহ, যথা – চৌতাল, ত্রিতাল, আড়া-চৌতাল, তিবড়া, সূল-তাল, ঝাঁপতাল এবং বহু প্রাচীন তাল ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদের ভাষা সাহিত্যের উপযোগী 'শুদ্ধ-বৃজভাষা'। ধ্রুপদে চারিটি তুকের ব্যবহারই সাধারণ প্রথা, তবে দুই, তিন ও পাঁচটি তুকের ধ্রুপদও প্রচলিত ছিলো এবং আছে। দুই-তুকের ধ্রুপদকে 'তিওট' বলা হইতো। 'ফুলবন্ধ' ও 'গুলনক্স' ইহার উদাহরণ। 'ধ্রুপদ' বা নিবদ্ধ গানটির পূর্বে 'আলাপ' অর্থাৎ 'আলপ্তি'-র প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, তবে আবশ্যিক নয়। 'বিস্তার'-বিহীন রাগের রূপ বুঝাইবার জন্যই রাগের 'আলাপ' করা প্রয়োজনীয়।[৪৬]

বঙ্গভূমিতে হিন্দুস্থানি ধ্রুপদের চর্চা এবং বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচনার সূত্রপাত ঘটে প্রায় একই সময়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আ. ১৭৬১-১৮৫৩) বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ শৈলীর শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচনার সূত্রপাত ঘটান।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। তাঁর পিতা গদাধর ভট্টাচার্য তৎকালীন বিষ্ণুপুর রাজসভার সভাপণ্ডিত ছিলেন। পিতার তত্ত্বাবধানে বিদ্যাচর্চা ক'রে রামশঙ্কর সংস্কৃত-শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং 'বাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হন। বিশ-একুশ বছর বয়স পর্যন্ত কেবল সংস্কৃত চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন তিনি, সংগীতের সাথে তাঁর কোনও সম্পৃক্ততা ছিল না। অতঃপর রাজদরবারে পশ্চিমাঞ্চলের কোনও এক কলাবতের সংগীত পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি সংগীত শিক্ষায় ব্রতী হন।

তাঁর সংগীতগুরুর পরিচয় সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০), ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১), ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ (?), বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (?), রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (?), শান্তিদেব ঘোষ (১৯১০-১৯৯৯) প্রমুখের মতে, তানসেন বংশীয় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর শিষ্য গদাধর চক্রবর্তীর কাছে রামশঙ্কর সংগীত শিক্ষা লাভ করেন। অপরদিকে সংগীত সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *বিষ্ণুপুর ঘরাণা* গ্রন্থে নানা ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ দেখিয়ে এই মতকে খারিজ করেন এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের বংশধরদের নিকট প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানান, বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিংহের শাসনামলে আনুমানিক ১৭৮১/৮২ খ্রিষ্টাব্দে মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের জনৈক সংগীতগুণী তাঁর শিষ্যদের নিয়ে তীর্থে যাচ্ছিলেন। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন সংগীতানুরাগী রাজা চৈতন্য সিংহ এই সংবাদ শুনে বিশিষ্ট সেই সংগীতগুণীকে রাজদরবারে সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ করেন।

> পশ্চিমাঞ্চলের সেই গায়ক ... চৈতন্যসিংহের আন্তরিক অনুরোধ রক্ষা করেন এবং সদলে রাজসভায় উপস্থিত হন। তারপর রাজসভায় চৈতন্যসিংহ ও রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে সেই পশ্চিমা গুণীর গান হয়। ... রামশঙ্কর সেই গান শুনে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। ... তারপর থেকেই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো সঙ্গীত। সেই গায়ক সেদিনের গানের পর সদলবলে পুরীর পথে যাত্রা করলেন। যাবার আগে বিষ্ণুপুররাজকে কথা দিয়ে গেলেন যে, তীর্থশেষে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করবেন। ... তারপর যথাসময়ে তীর্থপরিক্রমার পর সেই সঙ্গীতজ্ঞ প্রত্যাবর্তন করলেন বিষ্ণুপুরে। এবারেও বিষ্ণুপুররাজের অনুরোধে তাঁর সঙ্গীতের আসর হলো। ... [এই আসরের শুরুতে রামশঙ্কর] যে গান সেবারে সেই গায়কের মুখে শুনেছিলেন এবং যা এতদিন সাধনা করে এসেছেন নিভৃতে, সেই গানই তিনি সভায় শোনাতে লাগলেন। ... সেই প্রবীণ গায়ক রামশঙ্করের গান শুনে, তাঁর অনুকরণ ক্ষমতা ও সুরবোধ দেখে আশ্চর্য বোধ করলেন। সেই পশ্চিমী গায়ক বিষ্ণুপুরে অবস্থান ক'রে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন রামশঙ্করকে। ... এমনিভাবে রামশঙ্করকে একাদিক্রমে প্রায় দু'বছর সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে তাঁর সঙ্গীত গুরু স্বদেশে ফিরে যান।[৪৭]

সংগীতে তালিম সমাপ্ত হওয়ার পর বিষ্ণুপুরাধিপতি মহারাজ চৈতন্য সিংহের সভাগায়কের পদ অলংকৃত করেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। এই সময়ে সুদীর্ঘ সাধনার ফলে তাঁর সংগীতে প্রকাশ পায় এক নতুন গায়নশৈলী, যা অপরাপর হিন্দুস্থানি কলাবিদদের গায়নরীতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই গায়নশৈলী পরবর্তীতে শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' হিসেবে স্বীকৃত হয়।

প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহের আদর্শে রামশঙ্কর নিজ বাড়িতে শিক্ষালয় স্থাপন ক'রে এক বৃহৎ ও সুযোগ্য শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তোলেন। তাঁদের মধ্যে পুত্র রামকেশব ভট্টাচার্য (আ. ১৮০৯-১৮৫০), ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩), কেশবলাল চক্রবর্তী (?), রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (?-১৮৭২), দীনবন্ধু

গোস্বামী (?), অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩২-১৮৯৬), রামকল্প মুখোপাধ্যায় (?), রূপনাথ শাঁখারী, ক্ষেত্রমোহন শাঁখারী, হৃদয়নাথ ধীবর, যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট: ১৮৪০-১৮৮৩) প্রমুখ গুরু প্রদর্শিত পথে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ ক'রে সবিশেষ কৃতবিদ্য হন।

হিন্দুস্থানি সংগীতে স্বতন্ত্র ঘরানা সৃষ্টি এবং গুণী শিষ্য তৈরির পাশাপাশি সংগীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের এক বড় অবদান বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচনা। শুধু তাই নয়, তিনি নিজ শিষ্যগণকে স্বরচিত ধ্রুপদগুলো তালিমও দিতেন। তবে তিনি কতগুলো গান রচনা করেছিলেন, সে-সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। কেননা, তাঁর জীবদ্দশায় স্বরচিত গানের কোনও সংকলন গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেননি বা তাঁর উত্তরসূরিদের কেউ এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এমনকি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত কোনও প্রতিনিধিত্বশীল বাংলা গীতি-সংকলনেও তাঁর গান স্থান পায়নি। তাঁর রচিত গানসমূহের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে *দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর* গ্রন্থে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> বাঙ্গালা ভাষায় রচিত উচ্চ ভাবপূর্ণ গীত যে কতদূর প্রীতিপ্রদ ও মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে এবং ভাষাগত গাম্ভীর্য্য তাহাতে কি পরিমাণে প্রকাশ পায়–সঙ্গীতগুরু রামশঙ্করের রচিত প্রত্যেক গানে সুস্পষ্টরূপে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিবর মধুসূদন দত্তের কবিত্ব বিকাশের পূর্ব্বেই রামশঙ্কর বঙ্গভাষায় এই শক্তির আভাষ দিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার এই শক্তিশালী কবির কবি-প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় যে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পায় নাই, ইহা দারুণ আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই।[৪৮]

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য রচিত গানগুলোর মধ্যে রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সঙ্গীত-মঞ্জরী* গ্রন্থে ৩টি, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সঙ্গীতচন্দ্রিকা* গ্রন্থে ১টি এবং রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর* গ্রন্থে ১০টি গান স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়। এগুলোর মধ্যে নিচে রাগ-তালের নামসহ কয়েকটি গানের প্রথম পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হলো :

ক্রমিক	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	রাগ	তাল
১.	অজ্ঞান-তম-নিকরে গাঢ় ময়ি পতিতে	রাজবিজয়	তেওরা
২.	মাতা সুরেশি ত্রিপথগামিনী	ভৈরব	চৌতাল
৩.	হে মহামায়ে যোগেশ জায়ে	মালকৌশ	চৌতাল
৪.	প্রকট শ্রীচৈতন্য দেব নদীয়া নগর	শ্রী	চৌতাল
৫.	অশরণ-জন শরণদ ভব-সাগর-নাবিক	ভূপালি	ব্রহ্মতাল
৬.	কৃষ্ণ করুণাময় রাম হৃষিকেশ	সরফর্দা	ঝাঁপতাল
৭.	তারিণি তপন-তনয়-ত্রাসে কম্পিত কলেবর	শঙ্করাভরণ	চৌতাল

৮.	দুরিতহরা পরা দশকরা তারা	ভূপালি	পটতাল

রামশঙ্কর প্রবর্তিত বাংলায় ধ্রুপদ রচনার এই ধারা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে প্রবাহিত হয়। এ সম্পর্কে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন :

> রামশঙ্করই শুধু বাংলা ধ্রুপদ রচনা করেননি। তাঁর আদর্শ ও দৃষ্টান্তে তাঁর কৃতী শিষ্যবৃন্দের প্রত্যেকেই হন বাংলা ধ্রুপদ-গান রচয়িতা, এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। গুরুর সঙ্গীত রচনা যেমন ছিলো তাঁর সঙ্গীত জীবনের অঙ্গস্বরূপ, তেমনি তাঁর শিষ্যদেরও। রামশঙ্করের ধারা অনুসরণে তাঁর শিষ্যগণ শুধু নন, প্রশিষ্যদেরও অনেকে বাংলা ধ্রুপদ রচয়িতা ছিলেন এবং বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে সঙ্গীত রচনা করবার রীতিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলস্বরূপ বাংলার সঙ্গীত ভাণ্ডার ও সঙ্গীত সাধনা যুগপৎ সমৃদ্ধি লাভ করে।[৪৯]

রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (১৮২৩-১৮৯৩), রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (? - ১৮৭২), যদুনাথ ভট্টাচার্য ওরফে যদুভট্ট (১৮৪০-১৮৮৩), অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (?), গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬৩) প্রমুখ বাংলায় ধ্রুপদ রচনায় যশশ্বী হয়েছিলেন।

বাংলা ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গের গান রচনার ধারাটি আরো প্রসারিত হয় রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার অঙ্গীভূত ব্রহ্মসংগীতের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কৃষ্ণনগরের প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৮৩০ সালে ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের মাধ্যমে তিনি কলকাতায় ধ্রুপদ অঙ্গের বাংলাগান প্রচলনে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল বিষ্ণুচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে সংগীতাচার্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের রচিত অসংখ্য ব্রহ্মসংগীত সুরারোপ করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে দ্বাদশ খণ্ডে প্রকাশিত *ব্রহ্মসংগীত* গ্রন্থমালার প্রথম ছয় খণ্ডের সমস্ত গানের সুর তাঁর করা। এই গানের অধিকাংশই ধ্রুপদাঙ্গের। তাঁরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সদস্যরাও ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত রচনা শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় (?), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫), গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯), হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৪-১৮৮৪), কালীনাথ ঘোষ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০), নির্মলচন্দ্র বড়াল, কাশীচন্দ্র ঘোষাল এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বিষ্ণুচন্দ্রের সমকালেই ব্রাহ্মসমাজে হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ অনুসরণ ক'রে বাংলায় ভাঙা গান রচনার ধারা সূচিত হয়। এই ধারার পথিকৃৎ ছিলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের অন্যতম শিষ্য রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (?-১৮৭২)। এই কালপর্বে রচিত কিছু ধ্রুপদ-ভাঙা গানের দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ :

ক্রমিক	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	রচয়িতা	রাগ	তাল
১.	নিরাধার, জগদাধার বিধাতা	রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	ভৈরোঁ	চৌতাল
২.	গাও তাঁরে গাও	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	গৌড়মল্লার	চৌতাল
৩.	প্রেম-মুখ দেখ রে তাঁহার	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বেহাগ	রূপক
৪.	দীননাথ প্রেমসুধা দাও	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	তোড়ী	চৌতাল
৫.	চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কানাড়া	ঝাঁপতাল
৬.	গাও হে তাঁহারি নাম	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	খাম্বাজ	চৌতাল
৭.	জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভৈরবী	চৌতাল
৮.	আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বসন্ত	সুরফাঁকতাল
৯.	প্রথম নাম ওঁকার ভুবন-রাজ	গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	জয়জয়ন্তী	চৌতাল
১০.	অমৃতধনে কে জানে	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	বেহাগ	ধামার

বাংলায় রচিত ধ্রুপদে চৌতাল, আড়া-চৌতাল, সুরফাক্তা, বিলম্বিত ত্রিতাল, পটতাল, ব্রহ্মতাল, ধামার, ঝাঁপতাল, রূপক, তেওরা প্রভৃতি তাল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

খেয়াল

'খেয়াল' শব্দটি আরবি 'খয়াল্' শব্দ থেকে এসেছে, হিন্দি ও উর্দুতে এর উচ্চারণ হয় 'খ্যাল'। শব্দটির নানাবিধ অর্থ দেখা যায় – কল্পনা, চিন্তা, বিচার, অভিজাত উচ্চশ্রেণি, উদ্দাম, ভাবনা, মতলব, ঝোঁক ইত্যাদি। এই গানের বিস্তারে কল্পনাত্মক রচনার বিশেষ প্রয়োগ হয়ে থাকে বলে এই গীতরীতির 'খেয়াল' নামকরণ সার্থক। তবে কোনও কোনও গবেষকের মতে যথেচ্ছাচার অর্থে এই গীতবন্ধের নাম খেয়াল।

খেয়ালের উৎপত্তি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতের প্রচলন রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি মতবাদ অনুযায়ী ছত্রিশ প্রকার আলিজাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে অন্যতম প্রবন্ধ 'কৈবাড়' থেকে খেয়ালের উৎপত্তি। 'কৈবাড়' শব্দটি হিন্দিতে 'কৈবাল' বা 'কায়বাল্' উচ্চারিত হওয়ায় কারো কারো মতে এই 'কায়বাল্' শব্দটিই পরবর্তীতে 'খায়য়াল' এবং 'খায়য়াল' থেকে 'খয়াল' বা 'খেয়াল' রূপ পরিগ্রহ করেছে। অর্থাৎ,

ভাষাতত্ত্বের বিচারে খয়াল্ বা খেয়াল শব্দসমূহ 'কায়বাল্' এর নিকটবর্তী হওয়ায় খেয়ালের উৎপত্তির এই মতবাদটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তবে কৈবাড় জাতীয় প্রবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে পাট বা মৃদঙ্গের বোলের ব্যবহার। কৈবাড় প্রবন্ধের উদ্গ্রাহ এবং ধ্রুব ধাতু রচিত হতো এই পাট দ্বারা। অন্য এক মতে দ্বি-অঙ্গবিশিষ্ট 'তারাবলী' জাতীয় একতালী ও রাসক প্রবন্ধের বিবর্তিত রূপ খেয়াল। মেলাপক বর্জিত একতালী প্রবন্ধ উদ্গ্রাহ ও ধ্রুব – এই দুই তুক সহযোগে পরিবেশন করা হয়। অপরদিকে রাস তালে গেয় রাসক প্রবন্ধও মেলাপক বর্জিত। ঝোম্বরা প্রবন্ধের মতো এর উদ্গ্রাহের প্রথমার্ধ দুইবার এবং অপরার্ধ একবার গাওয়া হয়। এই দু'টি প্রবন্ধ দুই তুকবিশিষ্ট হওয়ায় এগুলোকে খেয়ালের পূর্বসূরি বিবেচনা করা হয়।

অপর একদল মনে করেন উত্তর প্রদেশের দোয়াব অঞ্চলে একসময় প্রচলিত 'চুটকলা' বা 'চুটকল' নামের প্রাচীন সংকীর্ণ জাতীয় প্রবন্ধ থেকে খেয়াল গানের উৎপত্তি হয়েছে। ১৬৬৬ সালে ফকিরুল্লাহ্ রচিত *রাগদর্পণ* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী প্রবর্তিত 'চুটকলা' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রেম-বিরহ। তালবিহীন দুই কলি বিশিষ্ট এই শ্রেণির গানের প্রথম কলি সুরযুক্ত আর দ্বিতীয় কলি পরিবেশনের ধরন কবিতার মতো। তালবিহীন হলেও এতে কিছু জটিল স্বরালঙ্কার ব্যবহৃত হতো।[৫০] সম্ভবত বিশেষ ধরনের স্বরালঙ্কার প্রয়োগ এবং গীতে দুই তুকের ব্যবহারের জন্য এই প্রবন্ধের সঙ্গে খেয়ালের যোগসূত্র অনুমান করা হয়েছে।

আবার ধ্রুপদ থেকেই খেয়ালের উৎপত্তি – এরূপ মতও পোষণ করেন কেউ কেউ। এ প্রসঙ্গে ড. প্রদীপকুমার ঘোষ এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> বিলম্বিত লয়ে খয়ালের বিস্তারে মীড়, আঁস, স্পর্শন, কম্পন, বিভিন্ন প্রকার গমক, ছুট্ প্রভৃতি অলংকার ব্যবহৃত হয়ে থাকে যা ধ্রুপদেও ব্যবহার হয়। তাছাড়া অতীতের সংগীতশিল্পী যাঁরা অতি বিলম্বিত লয়ে গান গাইতেন না, তাঁরা ধ্রুপদ গাইবার আগে 'নোম্-তোম্' প্রভৃতির সাহায্যে যে সংক্ষিপ্ত আলাপ বা 'অওচার-আলাপ' অনেক সময়ে করতেন, ঠিক সেই রকম সংক্ষিপ্ত আলাপ করতেন মধ্যলয়ে খয়াল্ গাইবার আগে। প্রমাণ–উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র পুরনো রেকর্ডগুলি। যাই হোক্, এ সব মিলেমিশেই পূর্বোক্ত বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল।[৫১]

তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, খেয়ালের প্রবর্তক সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজির দরবারের প্রসিদ্ধ সংগীতগুণী আমীর খসরু। তিনি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতীয় প্রাচীন প্রবন্ধগীতের বৈশিষ্ট্য অনুসরণে ফার্সি 'সাউৎ' ও 'নক্শ্' গানের মিশ্রণে এই গীতরীতির উদ্ভাবন করেন, যা পরবর্তী সময়ে 'কওয়ালি-খেয়াল' নামে পরিচিতি লাভ করে। দুইতুক্ বিশিষ্ট মধ্য ও দ্রুতলয়ের এই গান 'ফিকরাবন্দ' নামক মুসলিম রীতির এক ধরনের দ্রুত আলংকারিক বিস্তার যোগে গীত হত। এর বিষয়বস্তু ছিল

মানবীয় প্রেম-বিরহ, পীর-আউলিয়ার গুণগাথা, প্রকৃতিবর্ণনা ইত্যাদি। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই কওয়ালি-খেয়ালের সঙ্গে চুটকলা প্রবন্ধের মিশ্রণে 'চুটকলা-খেয়াল' বা 'শুদ্ধ খেয়াল' সৃষ্টি করেন জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী। এ ধরনের খেয়ালের প্রথম তুক্ রাগ-তাল নির্ভর রচনা হলেও পরবর্তী তুক্ বা তুক্গুলো তালবিহীনভাবে রাগ সুরে আবৃত্তি করা হতো। পরবর্তীকালে কাওয়াল-বচ্চে ঘরানার সংগীতগুণীদের হাতে এই খেয়ালের তালবিহীন তুক্গুলো বর্জন করে কেবল প্রথম তুক্ নিয়ে সৃষ্টি হয় অস্থায়ী খেয়াল। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে দিল্লি ও জৌনপুর অঞ্চলে প্রচলিত খেয়াল রাজদরবারে স্থান লাভ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই খেয়াল বিবর্তিত হয়ে ধ্রুপদ শৈলী এবং নিয়ামত খাঁ'র (সদারঙ্গ) প্রভাবে 'কলাবন্তী খেয়ালে' রূপান্তরিত হয়। এই খেয়ালে পূর্বরীতির খেয়ালের সাথে যুক্ত হয় রাগের সংক্ষিপ্ত আওচার-আলাপ। স্থায়ী-অন্তরা সমন্বিত দুই তুকের এই শ্রেণির খেয়াল প্রথমে মধ্য-বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হতো। এরপর মধ্য ও দ্রুত লয়ে পৃথক রচনা গেয়ে ফিক্রাবন্দ এবং ধ্রুপদের অনুরূপ বাঁট-বাঁটোয়ারাসহ পরিবেশিত হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে কাওয়াল-বচ্চে ঘরানার বড়ে মুহম্মদ খাঁ ফিক্রাবন্দের বিস্তার থেকে গীতিকবিতার শব্দ বাদ দিয়ে বিস্তার বা তান সৃষ্টি করেন।[৫২] পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘরানার ওস্তাদদের প্রচেষ্টায় খেয়াল গানে নানা স্টাইলের অনুপ্রবেশ ঘটে।

বর্তমানে প্রচলিত খেয়ালের বন্দিশ প্রধানত বৃজভাষায় রচিত। এছাড়া উত্তর ভারতীয় নানা ভাষায় কিছু কিছু বন্দিশ রচিত হতে দেখা যায়। এই গানের বিষয়বস্তু মানবীয় প্রেম, নায়ক-নায়িকার রূপ-গুণ বর্ণনা, প্রকৃতিবর্ণনা এবং ঈশ্বরবন্দনা। ধুন শ্রেণির অত্যন্ত হাল্কা রাগ এবং অতি গাম্ভীর্যপূর্ণ রাগ ছাড়া সকল রাগেই খেয়াল গীত হয়। এই গানে তালবাদ্য হিসেবে তবলা সঙ্গত বিধেয়। একতাল, ত্রিতাল, তিল্ওয়াড়া, ঝুমরা, আড়া চৌতাল, আড়াঠেকা, রূপক, ঝাঁপতাল, আদ্ধা, সিতারখানি, ইকওয়াই, বিভিন্ন প্রকার সওয়ারী তাল, পাঞ্জাবী ঠেকা প্রভৃতি তাল এই গানে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন খেয়ালগুণীর মুখে খেয়ালের প্রধানত আটটি অঙ্গের কথা শোনা যায়। এই অষ্টাঙ্গ সম্পর্কে কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন,

> ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কাজে প্রায় হাজার ঘন্টার রেকর্ডিং ও সাক্ষাৎকার বিভিন্ন ঘরানার গায়কদের সঙ্গে করার পর গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলে দেখছি খেয়ালের অষ্টাঙ্গ হতে পারে এই প্রকার : ১. বন্দিশ নায়কী, ২. বন্দিশ গায়কী, ৩. বিস্তার, ৪. বহ্লাওয়া, ৫. বোলবাট, ৬. বোলতান, ৭. লয়কারী এবং ৮. তান। সর্গমকে নবম অঙ্গ বলা যেতে পারে।[৫৩]

বাংলা ভাষায় কে প্রথম খেয়াল রচনা করেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় বাংলা ভাষায় খেয়াল রচয়িতাদের মধ্যে দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) পূর্ববর্তী। সাধারণত খেয়াল স্থায়ী ও অন্তরা – এই দুই তুক বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তবে কখনও কখনও

এতে একাধিক অন্তরাও দেখা যায়। কিন্তু রঘুনাথ রায় রচিত খেয়ালগুলো ধ্রুপদের মতো চার তুক বিশিষ্ট। প্রাচীনকালে এ শ্রেণির খেয়ালকে 'ওলার' বলা হতো। এ প্রসঙ্গে সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মর্তব্য,

> নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি চুপি-গ্রাম নিবাসী মৃত দাওয়ান রঘুনাথ রায় (যিনি 'অকিঞ্চন' বলিয়া খ্যাত) খাস হিন্দুস্থানী খেয়াল সুরে বাঙ্গালায় ঐরূপ চারিতুকের অনেক শ্যামা বিষয়ক গান রচনা করিয়াছিলেন।[৫৪]

রঘুনাথ রায় সংগীতকার হিসেবে আত্মপ্রকাশের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পারিবারিক সূত্রে। তাঁর পিতা ব্রজকিশোর রায় বেশ কিছু শাক্ত পদ রচনা করেন, যার নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলাগানের সুবৃহৎ সংকলনগ্রন্থ *বাঙ্গালীর গান*-এ। তাঁর অগ্রজ দেওয়ান নন্দকুমার রায়ও শাক্ত পদাবলি রচয়িতা হিসেবে যশস্বী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'ভুবন ভুলাইলি মা' এবং 'কবে সমাধি হবে শ্যামাচরণে' গান দু'টি আজও সমানভাবে লোকপ্রিয়। সংগীতের প্রতি রঘুনাথের গভীর অনুরাগ দেখে বর্ধমানাধিপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্র দিল্লি ও লক্ষ্ণৌ থেকে ওস্তাদ এনে তাঁর সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, পশ্চিমা ওস্তাদদের কাছে তাঁর তালিম শুরু হয় আনুমানিক ১৭৮০/৮১ সালে।[৫৫]

রঘুনাথের জীবদ্দশায় তাঁর রচিত গীতসমূহ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী* গ্রন্থে ৭টি, ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ও বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত *সঙ্গীতকল্পতরু* গ্রন্থে ১টি, ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *সঙ্গীত সার সংগ্রহ* গ্রন্থে ৬৬টি এবং ১৯০৫ সালে প্রকাশিত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত *বাঙ্গালীর গান* গ্রন্থে ৯৯টি গান স্থান পায়। দেখা যাচ্ছে, *বাঙ্গালীর গান* গ্রন্থে রঘুনাথ রায়ের সর্বাধিক সংখ্যক গান অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত গ্রন্থে ৯৯টি গান সংকলিত হলেও সহজেই অনুমান করা যায় যে, তাঁর রচিত গান সংখ্যায় আরো অনেক বেশি। কারণ, *বাঙ্গালীর গান* গ্রন্থে সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী জানিয়েছেন, 'এইরূপ প্রবাদ আছে, রঘুনাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কালীবিষয়ক একটি গান রচনা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।'[৫৬] এই প্রবাদের কিয়দংশও যদি সত্য হয়, তবে তাঁর সুদীর্ঘ সংগীত জীবনে রচিত গানের সংখ্যা প্রকাশিত গানের চেয়ে অনেক বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

পূর্বে উল্লিখিত কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, রঘুনাথ রায় শ্যামা বিষয়ক গান রচনায় প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তবে শ্যামা বিষয়ক গান রচনার পাশাপাশি অন্যান্য দেব-দেবীর স্তুতিতেও তাঁর রচিত বেশ কিছু গান রয়েছে। *বাঙ্গালীর গান* গ্রন্থে সংকলিত ৯৯টি গানের মধ্যে শ্যামা বিষয়ক ৭৮টি,

কৃষ্ণ বিষয়ক ১৮টি এবং রাম, গঙ্গা ও ব্রহ্ম বিষয়ক একটি করে গান পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত গ্রন্থে সংকলিত গানগুলোর সুরনির্দেশ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, তিনি ঝিঁঝিট, যোগিয়া, বেহাগ, কেদারা, ইমনকল্যাণ, সুরটমল্লার, সোহিনী, সিন্ধু, বাগেশ্রী, খাম্বাজ, কালাংড়া, আড়ানা, গান্ধার, ইমন, আলাইয়া, টোড়ি, পরজ, রামকেলী, সুরট, দেশ, ভৈরবী, সারঙ্গ, মুলতান, বাহার, হাম্বির, মালশ্রী, পূরবী, ললিত, মেঘমল্লার, দেওগিরি, বিভাস প্রভৃতি রাগে সংগীত রচনার পাশাপাশি ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, আড়ানা-বাহার, সিন্ধু-ভৈরবী, টোড়ি-বাগেশ্রী, গৌরী-শ্যামকল্যাণ, লুম-ঝিঁঝিট, ললিত-বিভাস, বসন্ত-বাহার এবং পরজ-বাহার রাগের মিশ্রণেও গান বেঁধেছেন।

তাঁর রচিত গানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তাল আড়াঠেকা। এছাড়া তেতালা, একতালা, কাওয়ালি, তিওট, জলদ তেতালা, ঝাঁপতাল, যৎ, খয়রা, ঠুংরি, চৌতাল, পোস্তা, ছোট চৌতাল, সুরফাঁক ও মধ্যমান তালে তিনি গান রচনা করেছেন। তাঁর গানে চৌতাল, ছোট চৌতাল ও সুরফাঁক তালের ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান করা যায়, খেয়াল রচনার পাশাপাশি তিনি কয়েকটি ধ্রুপদও রচনা করেছেন। নিচের সারণিতে *বাঙ্গালীর গান* গ্রন্থে রঘুনাথ রায়ের কোন তালে কয়টি গান আছে তার একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হলো :

ক্রমিক	তালের নাম	গান সংখ্যা
১.	আড়াঠেকা	৩৯
২.	একতালা	২৪
৩.	কাওয়ালী	৯
৪.	খয়রা	১
৫.	চৌতাল	১
৬.	ছোট চৌতাল	১
৭.	জলদ তেতালা	১
৮.	ঝাঁপতাল	৩
৯.	ঠুংরি	১
১০.	তিওট	৫
১১.	তেতালা	৫
১২.	পোস্তা	১
১৩.	মধ্যমান	৪

১৪.	যৎ	৩
১৫.	সুরফাঁক	১

বাংলার প্রথম খেয়াল রচয়িতা রঘুনাথ রায় রচিত গীতসমূহের সুর বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংরক্ষণের অভাবে সেগুলোর সুর হারিয়ে যেতে থাকে। ১৮৮৫ সালে অর্থাৎ তাঁর তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বছরের মাথায় প্রকাশিত *গীতসূত্রসার* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সে অতি অল্প দিনের কথা; কিন্তু আশ্চর্য এই যে, স্বরলিপি অভাবে তাহাও এক্ষণে বিকৃত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; যাহা চলিত আছে, তাহাও বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন প্রকার গাইয়া থাকে।'[৫৭] বর্তমানে রঘুনাথ রায় রচিত গানের নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি পাওয়া যায় না। তবে একটিমাত্র খেয়ালের স্বরলিপি প্রকাশিত হয় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৮০-১৯৬৩) *সঙ্গীতচন্দ্রিকা* গ্রন্থে। গানটি হলো, 'তারা পরমেশ্বরী / কখন পুরুষ হও মা, কখন ষোড়শী নারী'। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সে যুগের প্রখ্যাত শিল্পী লালচাঁদ বড়াল (১৮৭০-১৯০৭) গানটি গ্রামোফোন রেকর্ডে বাণীবদ্ধ করেন। জানা যায়, বাংলা ভাষায় গীত এ খেয়ালটিই রেকর্ডে প্রকাশিত প্রথম খেয়াল।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের এগারো বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (আ. ১৭৬১-১৮৫৩) বাংলার একমাত্র ঘরানা বিষ্ণুপুর পরম্পরার প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বাংলায় প্রথম ধ্রুপদ রচনা করেন। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ধ্রুপদের পাশাপাশি বেশ কিছু খেয়াল-বন্দিশেরও সন্ধান পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর* গ্রন্থে তাঁর রচিত মাত্র ৩টি খেয়াল শ্রেণির গান স্বরলিপিসহ মুদ্রিত হয়। উল্লেখ্য, এ তিনটি খেয়ালই চার তুক বিশিষ্ট অর্থাৎ 'ওলার' শ্রেণির রচনা। এগুলো হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	রাগ	তাল
১.	করাল বদনি কালি কপালিনি	বাহার	তেতালা
২.	জননী আমার তারা সুখদা মোক্ষদা	ইমন	আড়াঠেকা
৩.	ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ভয়হরা তারা	ইমন	আড়াঠেকা

বাংলা ভাষায় খেয়াল চর্চার ক্ষেত্রে দেওয়ান রঘুনাথ রায় ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের পরবর্তী রচয়িতা হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩) পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের (১৮২০-১৮৮৫) নাম পাওয়া যায়। মাত্র বিশ বছর বয়সে সংগীত শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৮৪০ সাল নাগাদ তিনি গায়ক হিসেবে কৃষ্ণনগরসহ বাংলার বিদ্বৎসমাজে খ্যাতি লাভ করেন। রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮), মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-

১৮৮৬), মাইকেল মধুসুদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রমুখ তাঁর গানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এ-সময় তিনি মূলত হিন্দুস্থানী খেয়াল গাইতেন। কিন্তু তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও শ্রোতৃবৃন্দ হিন্দুস্থানি ভাষায় রচিত খেয়াল গানের কাব্যরস আস্বাদনে অপারগ হওয়ায় এবং সেকালে বাংলা প্রণয়-সংগীতের অভাব মেটাতে তিনি বাংলা ভাষায় খেয়ালসহ নানা গীতশৈলীর গান রচনা করে পরিবেশন করতেন। এ প্রসঙ্গে *গীতমঞ্জরী* গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপন'-এ তিনি জানান;

> আমি অল্প বয়সে কয়েকটি হিন্দী গীত অভ্যাস করি। উহা শুনিয়া আত্মীয়-স্বজনেরা আহ্লাদিত হইতেন বটে, কিন্তু হিন্দী-বাক্যার্থ-বোধে অসমর্থ হওয়াতে তাঁহারা বাঙ্গালা গান শ্রবণে সমধিক ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেন। তৎকালে, বঙ্গভাষায় রচিত গীতির মধ্যে দেওয়ান মহাশয়ের [দেওয়ান রঘুনাথ রায়] পদ ও রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার রচিত কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্রহ্মসঙ্গীত প্রচারিত ছিল। কিন্তু পবিত্র প্রণয়-রসাত্মক গান অত্যল্পই শুনা যাইত। তদানীন্তন আদি রসাত্মক গীতির মধ্যে অধিকাংশই গাইতে লজ্জাবোধ হইত। তখন দাম্পত্য-প্রণয় প্রণয়-মধ্যেই পরিগণিত ছিল না। সুতরাং সুরসিক রচয়িতৃগণও অপবিত্র প্রণয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া আদিরসাশ্লিষ্ট গান রচনা করিতেন।
>
> প্রথম প্রথম আমি ঐসকল রসবতী গীতির মধ্যে যাহাতে সুন্দর কবিত্ব দর্শন করিতাম, তাহার পরিবৃত্তিসহ অশ্লীলাংশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে পরিগণিত করিয়া গাইতাম। আত্মীয়গণ তাহা শ্রদ্ধা ও আনন্দের সহিত শ্রবণ করিতেন। কিন্তু বারম্বার একবিধ বিষয় শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের আমোদের ন্যূনতা হইতে আরম্ভ হয়। এই নিমিত্ত কবিত্বশক্তি ও তাদৃশী রচনাশক্তির অভাবেও আমি [প্রণয়গীত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই।] বান্ধববর্গ মৎকৃত সঙ্গীতে অতীব আনন্দ প্রকাশ করিতেন বলিয়াই প্রণয়গীতিকা গ্রন্থনে যত্নবান্ হই।[৫৮]

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় রচিত একমাত্র গীতিগ্রন্থ *গীতমঞ্জরী* প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। এই গ্রন্থে সংকলিত গানের সংখ্যা ১০৩। বিষয়বস্তু বিচারে তাঁর গানগুলো প্রধানত প্রণয়-সংগীত। এছাড়া তাঁর গানে মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ, প্রকৃতি ও ঋতুর বর্ণনা, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব, স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে। আলাইয়া, আসাবরী, ইমন কল্যাণ, কালাংড়া, খট, খাম্বাজ, জংলা, জয়জয়ন্তী, ঝিঝোটী, দেশ, পরজ, বাগেশ্বরী, বাহার, বিহাগ, বিহাগড়া, ভৈরবী, মূলতানী, যোগিঞা, সাহানা, সিন্ধু, সের্‌ফর্‌দা, সোহিনী ইত্যাদি রাগে তাঁর রচিত গানগুলো সুরারোপিত। এছাড়া একাধিক রাগের মিশ্রণেও (ঝিঝোটী খাম্বাজ, ভৈরবী বাহার, যোগিঞা বিহাগ, লুম ঝিঝোটী, সিন্ধু খাম্বাজ ও সিন্ধু ভৈরবী) তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেন। তালের দিক থেকে তাঁর গানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে আড়া। তাঁর রচিত বাকি গানগুলো একতালা, কাওয়ালি, তেওট, পোস্ত, মধ্যমান ও যৎ তালে নিবদ্ধ।

ক্রমিক	তালের নাম	গান সংখ্যা
১.	আড়া	৪৩
২.	একতালা	৭
৩.	কাওয়ালী	১০
৪.	জৎ (যৎ)	১৭
৫.	তেওট	১
৬.	পোস্তা	৬
৭.	মধ্যমান ঠেকা	১৯

কার্তিকেয়চন্দ্রের গানগুলোর রাগ ও তাল-নির্দেশ থাকলেও সুরের সন্ধান পাওয়া না। ফলে এই গানগুলো কোন আঙ্গিকে গাওয়া হতো সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা দুরূহ। তবে তিনি যেহেতু মূলত খেয়ালের তালিম পেয়েছিলেন এবং তাঁর রচিত বেশিরভাগ গান খেয়ালের মতো দুই তুকবিশিষ্ট সেহেতু সহজেই অনুমান করা যায়, তাঁর অধিকাংশ গান খেয়াল শ্রেণির। এছাড়া দীর্ঘাকৃতি গান রচনায় তিনি ধ্রুপদ, কীর্তন, কবিগানের বিরহ ও সখিসম্বাদ, উর্দু গজল, রেখ্‌তা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

দেওয়ান রঘুনাথ রায়, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের হাত ধরে বাংলা ভাষায় খেয়াল রচনা ও চর্চার যে ধারা প্রবাহিত হয়, তা পরবর্তী সময়েও বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকে। রঘুনাথ ও কার্তিকেয়চন্দ্র বাংলায় খেয়াল চর্চা করলেও তাঁরা শিষ্যমণ্ডলী গঠন করে যাননি। ফলে তাঁদের রচিত খেয়াল চর্চার অভাবে একদিকে যেমন লুপ্ত হয়ে গেছে তেমনি তাঁদের রচনা পরবর্তী সময়ের রচয়িতাদের খেয়াল গান রচনায় বিশেষ অনুপ্রাণিত করেনি। আবার রামশঙ্কর ভট্টাচার্য গুণী শিষ্যমণ্ডলী তৈরি করলেও প্রধানত তাঁরা হিন্দুস্থানি ধ্রুপদের চর্চা ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। নানা হিন্দুস্থানি ভাষায় ধ্রুপদ চর্চার পাশাপাশি তাঁদের কেউ কেউ বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচনা করে গাইতেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দুস্থানি খেয়ালের চর্চা ও বাংলায় খেয়াল রচনা করে গাওয়ার প্রবণতা খুব কমই দেখা গেছে। রামশঙ্কর প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুর পরম্পরার সংগীতগুণীদের মধ্যে অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩২-১৮৯৬), রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৫২-১৯২৫), রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭১-১৯২৯), গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬৩), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৭২), সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৯০) প্রমুখ বাংলা খেয়াল রচয়িতা হিসেবে যশস্বী হয়েছেন। এদের মধ্যে সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাংলায় বিলম্বিত খেয়াল রচনা করেন। বিষ্ণুপুরের আরেক প্রবাদপ্রতিম শিল্পী জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ

গোস্বামী (১৯০২-১৯৯৫) স্বয়ং খেয়াল রচয়িতা না হলেও স্বীয় গায়ন মাধুর্যে বাংলা খেয়ালকে পৌঁছে দিয়েছেন জনপ্রিয়তার অত্যুচ্চ শিখরে।

রঘুনাথ-রামশঙ্কর-কার্তিকেয়চন্দ্র পরবর্তী সময়ে বাংলা ভাষায় খেয়াল চর্চা প্রায় স্থিমিত হয়ে আসে। হিন্দুস্থানি খেয়ালের সর্বগ্রাসী প্রভাবে বাংলায় খেয়াল রচনা ও গায়ন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অবাঙালি ওস্তাদের শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি গায়করা বাংলা ভাষায় খেয়াল গায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত *সঙ্গীতকল্পতরু* গ্রন্থের 'সঙ্গীত ও বাদ্য' নিবন্ধে নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬১-১৯০২) এ-বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদী বক্তব্য উপস্থাপন করেন,

> গায়কমণ্ডলীর বিশ্বাস এই যে, হিন্দি ভাষায় না হইলে তাহা গীত হইল না। অনেক গায়ক সেই রাগ সেই তাল, কেবল ভাষা বাঙ্গালা গীত লজ্জাকর মনে করেন। ইঁহারা সঙ্গীতের মূল সূত্র সকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করবাহী গর্দ্দভের ন্যায় এবং গড্ডলিকা প্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন। নাম লইবার ইচ্ছা সকলেরই বলবতী; বাঙ্গালা গাহিলে লোকে আদর করিবে না, ওস্তাদমণ্ডলী অবজ্ঞা করিবেন, এই ভয়ে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন। কিন্তু এই কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকামালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কেন বাঙ্গালা খেয়াল হইবে না। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে যে সকল বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দি ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ? আবার এদেশে যদি সঙ্গীতের চর্চ্চা সমধিক হয়, যদি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন নূতন রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়া গীত হয়, তাহা হইলে হিন্দিগানও বাঙ্গালাভাষায় না গাহিলে চলিবে না।[৫৯]

তবে বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিক থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডকে আশ্রয় করে বাংলা খেয়ালের নতুন জোয়ার আসে। গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত প্রথম খেয়াল ছিল বাংলা ভাষায় রচিত, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এটি ১৯০২ সালে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে লালচাঁদ বড়ালের কণ্ঠে গীত হয়ে ১২৩৬১ নম্বর রেকর্ডে বাজারজাত করা হয়। ধীরে ধীরে শ্রোতৃমহলে বাংলা খেয়ালের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ত্রিশ/চল্লিশের দশকে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা ভাষায় প্রায় অর্ধশত খেয়াল-বন্দিশ রচনা করেন। এ-ছাড়া গত শতকের প্রথমার্ধে যাঁরা বাংলা খেয়াল রচনা করেন তাঁদের মধ্যে তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯), অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৪৩), শৈলেন রায় (১৯১০-১৯৬৩), হিমেন নস্কর (?) প্রমুখ অন্যতম। উল্লেখ্য, এই সময় থেকেই সুরস্রষ্টা বা গাইয়ে না হয়েও পেশাদার গীতরচয়িতাগণ বাংলা ভাষায় খেয়ালের বন্দিশ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই যুগে জমিরউদ্দীন খাঁ (?-১৯৩৯), কে. মল্লিক (১৮৮৮-১৯৬১), কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২), আঙ্গুরবালা দেবী (১৯০০-১৯৮৪), ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় (?), কমলা ঝরিয়া (১৯০৬-১৯৭৯), শচীন দেববর্মণ (১৯০৬-১৯৭৫), ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৭৭), তারাপদ চক্রবর্তী (১৯০৯-১৯৭৫), ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

(১৯১৪-১৯৯৮), শীতলচন্দ্র ঘোষ (?), চিন্ময় লাহিড়ী (১৯২০-১৯৮৪), সত্যেন ঘোষাল, দীপালি তালুকদার (নাগ : ১৯২২-২০০৯) প্রমুখ কৃতবিদ্য শিল্পীবৃন্দ বাংলা ভাষায় রচিত খেয়ালের সুরারোপ ও গায়নে সবিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এরপর গত শতকের শেষার্ধে এবং বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে যাঁরা বাংলা ভাষায় খেয়াল চর্চাকে এগিয়ে নিতে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মুন্‌শী রইসউদ্দিন (১৯০১-১৯৭৩), সৈয়দ শামসুল হুদা (?), জগদানন্দ বড়ুয়া (১৯২০-২০০৮), নিত্যপ্রিয় ঘোষদস্তিদার (?), আজাদ রহমান (১৯৪৪-২০২০), কবীর সুমন (সুমন চট্টোপাধ্যায় : জ. ১৯৪৯) প্রমুখ অন্যতম। বাংলা খেয়াল গানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তাল হচ্ছে ত্রিতাল। এছাড়া একতাল, ঝাঁপতাল, রূপক, আড়াঠেকা, ঝুমরা, কাওয়ালি, আড়া চৌতাল, মধ্যমান প্রভৃতি তালেও বেশ কিছু খেয়াল অঙ্গের গান রচিত হয়েছে।

ব্রহ্মসংগীত

ব্রহ্ম বিষয়ক সংগীত বা ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ক সংগীত অর্থে ব্রহ্মসংগীত শব্দবন্ধটি ব্যবহৃত হয়। এটি ব্রহ্মোপাসনার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। হিন্দুধর্মে পূজা-মন্ত্রের যে মর্যাদা, ব্রাহ্মধর্মেও ব্রহ্মসংগীতকে ঠিক সেই মান দেয়া হয়। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) 'ব্রাহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এর পূর্বে ১৮১৫ সালে তিনি ব্রহ্মোপাসনার জন্য 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় থেকেই উপাসনার অঙ্গ হিসেবে তিনি সংগীতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, সাপ্তাহিক প্রার্থনাসভার জন্য গায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। তিনিই উপাসনা সংগীতের নামকরণ করেন ব্রহ্মসংগীত। ১৮১৬ সালে আত্মীয়সভার কোনও এক অধিবেশনে তাঁর লেখা প্রথম ব্রহ্মসংগীত 'কে ভুলালো হায়' [পাঠান্তর : 'মন তোরে কে ভুলালো হায়', রাগ : সিন্ধুভৈরবী, তাল : ঠুংরি] গীত হয়।

রামমোহন রচিত ব্রহ্মসংগীতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায় না। কেননা, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর গানের কোনও একক সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। এমনকি ১৮২৮ সালে রামমোহন তাঁর বন্ধু ও অনুগামীদের সঙ্গে যৌথভাবে ব্রহ্মসংগীত নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে অন্যান্য রচয়িতাদের গানের সঙ্গে তাঁদের নামের অদ্যাক্ষর মুদ্রিত থাকলেও তাঁর স্বরচিত গানের সঙ্গে নিজের নাম ব্যবহার করেননি।

পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রায় সকল প্রতিনিধিত্বশীল গীতি সংকলনেই রামমোহনের গান স্থান পায়। যেমন, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর সংকলিত *সঙ্গীত রাগ কল্পদ্রুম* (১৮৪৯) গ্রন্থে ৩১টি, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *সঙ্গীতসংগ্রহ*, প্রথম ভাগে (১৮৮২) ২৫টি ও *ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী*তে (১৮৯৩) ২১টি, এবং দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত *বাঙ্গালীর গান*-এ (১৯০৫) ২৮টি গান প্রকাশিত হয়।

তবে এসব সংকলনে বেশ কিছু অন্য রচয়িতার গানও রামমোহনের গান হিসেবে প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *বাঙ্গালীর গান* গ্রন্থে ভৈরবচন্দ্র দত্ত রচিত 'অহংকারে মত্ত সদা' গানটি রামমোহনের রচনা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে। ১৭৯৫ শকাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের সম্পাদনায় আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত *রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি*তে 'ব্রহ্মসংগীত' শিরোনামে ১১৬টি গান স্থান পায়, যার মধ্যে অন্য রচয়িতার ৭০টি গান বাদ দিলে ৪৬টি রামমোহন-সংগীত পাওয়া যায়। তবে এতে কয়েকটি গানের পাঠান্তর স্বতন্ত্র গান হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। উল্লেখ্য, এই সংস্করণে গানগুলোতে সুর ও তালনির্দেশ নেই।

এরপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত *রামমোহন-গ্রন্থাবলী*তে রামমোহন রায়ের ৩২টি গান সুর ও তালনির্দেশসহ মুদ্রিত হয়। গানগুলো হলো : 'অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর এ কি' (বেহাগ – আড়াঠেকা), 'অনিত্য বিষয় করো' (রামকেলি – আড়াঠেকা), 'এ কি ভুল মনঃ' (আলাইয়া – আড়াঠেকা), 'এই হল এই হবে এই বাসনায়' (ভৈরবী – আড়াঠেকা), 'একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ' (রামকেলী – আড়াঠেকা), 'একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে' (রামকেলি – আড়াঠেকা), 'এত ভ্রান্তি কেন মন' (টোড়ি – আড়াঠেকা), 'কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে' (রামকেলি – আড়াঠেকা), 'কি স্বদেশ কি বিদেশ যথায় তথায়' (বাগেশ্রী – আড়াঠেকা), 'কে ভুলালো হায়' (সিন্ধুভৈরবী – ঠুংরি), 'কোথায় গমন কর সর্বক্ষণ (আলাইয়া – আড়াঠেকা), 'গ্রাস করে কাল পরমায়ু' (ঝিঁঝিট – আড়াঠেকা), 'চৈতন্যবিহীন জন নিত্যানন্দ পাবে কেন' (লুম ঝিঁঝিট – আড়াঠেকা), 'দম্ভ ভাবে কত রবে হবে সাবধান' (রামকেলি – আড়াঠেকা), 'দ্বিভাব ভাব কি মন' (আলাইয়া – ঝাঁপতাল), 'দেখ মন এ কেমন আপন' (বেহাগ – একতাল), 'দ্বৈতভাব ভাব কি মন' (দেশ – আড়াঠেকা), 'নিত্য নিরঞ্জন নিখিল-কারণ' (বেহাগ – কাওয়ালি), 'নিরঞ্জনের নিরুপণ কিসে হবে বল মন' (বাহার – আড়াঠেকা), 'নিরুপমের উপমা, সীমাহীনে দিতে সীমা' (ভৈরবী – আড়াঠেকা), 'পরমাত্মায় মন রে হও রত' (ইমন কল্যাণ – ঝাঁপতাল), 'ভয় করিলে যারে না থাকে অন্যের ভয়' (সাহানা – ধামাল), 'ভাব সেই একে' (ইমন কল্যাণ – তেওট), 'মন এ কি ভ্রান্তি তোমার' (সিন্ধুভৈরবী – আড়াঠেকা), 'মন যারে নাহি পায়' (কালাংড়া – আড়াঠেকা), 'মন রে ত্যজ অভিমান' (সিন্ধুভৈরবী – আড়াঠেকা), 'মনে কর শেষের সে দিন' (রামকেলী – আড়াঠেকা), 'মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর' (ইমন কল্যাণ – আড়াঠেকা), 'সঙ্গের সঙ্গিরে মন' (গৌড়মল্লার – আড়াঠেকা), 'সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায়' (রামকেলী – আড়াঠেকা), 'সে কোথায় কার কর অন্বেষণ' (বাগেশ্রী – আড়াঠেকা) এবং 'স্মর পরমেশ্বরে' (বাগেশ্রী – একতালা)। এখানে দেখা যাচ্ছে, একতাল ও ঝাঁপতালে দু'টি ক'রে গান এবং

ঠুংরি, কাওয়ালি ও ধামাল তালে একটি ক'রে গান ছাড়া বাকি সবগুলো গানই অর্থাৎ ২৩টি গান আড়াঠেকা তালে নিবদ্ধ।

রামমোহনকে অনুসরণ করেই তাঁর 'সহচর বন্ধুরা' ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর জীবদ্দশায় রচিত হয় শতাধিক ব্রহ্মোপাসনার গান। এরপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ও তাঁর বংশধরদের দ্বারা রচিত হয় বিপুল সংখ্যক ব্রহ্মসংগীত। এভাবে ধীরে ধীরে সমাজ বর্ধিত হয় আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে ব্রহ্মসংগীতের ভান্ডার। উনিশ শতকের প্রথমভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলায় ব্রহ্মসংগীত রচনার যে জোয়ার প্রবাহিত হয় তাতে কবি-অকবি, ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম অসংখ্য গীতরচয়িতা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ব্রহ্মসংগীত রচয়িতাদের মধ্যে অঘোরনাথ গুপ্ত, অতুলপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র দাস, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমৃতলাল গুপ্ত, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, আদিনাথ দাস, আনন্দচন্দ্র মিত্র, আমোদিনী দেবী, ইন্দিরা দেবী, ইন্দুবালা ঘোষাল, ইন্দুভূষণ রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, উমেশচন্দ্র দত্ত, কান্তকুমার চৌধুরী, কামিনী রায়, কালীনাথ ঘোষ, কালীনারায়ণ গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন পণ্ডিত, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কালীশঙ্কর কবিরাজ, কাশীচন্দ্র ঘোষাল, কিশোরীলাল রায়, কুঞ্জবিহারী দেব, কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, কৃষ্ণদাস বাউল, কেদারনাথ কুলতি, কৈলাসচন্দ্র সেন, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনচন্দ্র হোম, গঙ্গাধর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেশপ্রসাদ, গিরিধর রায়, গুরুচরণ মহলানবিশ, গুরুদাস চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র রায়, চঞ্চলা ঘোষ, চণ্ডিচরণ গুহ, চন্দ্রনাথ দাস, জগবন্ধু সেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, দয়ালচন্দ্র ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, দুর্গানাথ রায়, দুর্গানারায়ণ চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী, নিত্যগোপাল গোস্বামী, নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ, নির্মলচন্দ্র বড়াল, নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়, নীলমণি চক্রবর্তী, নীলরতন হালদার, নেপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, পুণ্যদাপ্রসাদ সরকার, পুলকচন্দ্র সিংহ, প্রতিভা দেবী, প্রসন্নকুমার সেন, প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার, প্রিয়নাথ মল্লিক, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রেমচাঁদ গুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিধুমুখী দেবী, বিনয়ভূষণ সরকার, বিপিনচন্দ্র পাল, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ভগবানচন্দ্র দাস, ভবসিন্ধু দত্ত, ভোলানাথ অধিকারী, মধুসূদন রাও, মনোমোহন চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুহ, মহাতাপচাঁদ, মাতঙ্গী চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ ভট্টাচার্য (যদুভট্ট), যোগীন্দ্রনাথ দাস, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু,

রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত, রাধাগোবিন্দ দত্ত, রাধিকানাথ রায়, রাধিকাপ্রসাদ রায়, রামকানাই দত্ত, রামকুমার বিদ্যারত্ন, রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবতীমোহন সেন, ললিতমোহন দাস, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিশিরকুমার ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ চন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সত্যশরণ গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, সীতানাথ দত্ত, মহারানী সুচারু দেবী, মহারানী সুনীতি দেবী, সুন্দর সিংহ, সুরেন্দ্রবিজয় দে, সুরেশচন্দ্র সরকার, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌদামিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, হরলাল রায়, হরিচরণ রায়, হরিনাথ মজুমদার, হরিমোহন ঘোষাল, হরিশচন্দ্র দত্ত, হরিসুন্দর বসু, হিমাংশুমোহন রায়, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার ঘোষ, হেমলতা দেবী, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ অন্যতম।

এই যে ব্রহ্মসংগীত রচয়িতাদের নামের বিশাল তালিকা উপস্থাপিত হলো তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক রচয়িতাই স্বরচিত গানে সুরারোপ করতেন। রামমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মসমাজের সূচনালগ্ন থেকেই নিয়মিত উপাসনা পরিচালনার জন্য গায়ক নিযুক্ত করা হতো। যতদূর জানা যায়, যেসব গীতকারগণ সুরযোজনায় পারদর্শী ছিলেন না তাঁদের রচিত গানগুলো সমাজের গায়করাই সুরবদ্ধ ক'রে পরিবেশন করতেন। কারও কারও মতে, আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বারো খণ্ডে প্রকাশিত ব্রহ্মসংগীত গ্রন্থের প্রথম ছয় খণ্ডের অধিকাংশ গানের সুরকার ছিলেন সমাজের দীর্ঘকালের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী। ব্রহ্মসংগীতের অন্যান্য সুরকারদের মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্তী, যদুভট্ট, কেশবলাল চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যতম।[৬০] এছাড়া আদি ব্রাহ্মসমাজে নানা শ্রেণির বহু উচ্চাঙ্গের হিন্দি গান ভেঙে ব্রহ্মসংগীত রচিত হতে দেখা যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের গানে আড়াঠেকা তালের প্রাধান্য দেখে মনে হয় শুরুর দিকে ব্রহ্মসংগীতের সুরে টপ্পার প্রভাব অধিক ছিল। তারপর ক্রমশঃ সমাজে কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্তী, বিষ্ণু চক্রবর্তী এবং যদুভট্টসহ বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যান্য ধ্রুপদ গায়কদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রহ্মসংগীতে ধ্রুপদ অঙ্গের সুরের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তবে এর সঙ্গে ভারতীয় রাগসংগীতের অপরাপর ধারাগুলোরও প্রভাব পরতে থাকে। ১৮৬৬ সালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে এর মাধ্যমে কীর্তন, ঢপ কীর্তন এবং বাউল-ভাটিয়ালি-সারি প্রভৃতি লোকসংগীতের সুর নিয়ে ব্রহ্মসংগীত রচিত হতে থাকে। ১৮৬৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি (১১ই মাঘ) ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের দিনে ব্রাহ্মসমাজে নগর কীর্তনের প্রচলন হয়। প্রথম নগর সংকীর্তনটি হল ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল রচিত 'তোরা আয় রে ভাই'।

বৈষ্ণব পদাবলি বা শাক্ত পদাবলির মত ব্রহ্মসংগীতকেও নানা বিষয়ভিত্তিক পর্যায়ে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত *ব্রহ্মসংগীত* গ্রন্থে বিভিন্ন পর্যায়-উপপর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে গ্রন্থভুক্ত ব্রহ্মসংগীতগুলোকে। যেমন, প্রথম অধ্যায়, 'উদ্বোধন ও উপদেশ' বিভাগের উপবিভাগগুলো হল : প্রভাতে ঈশ্বরস্মরণ, সায়ংকালে ঈশ্বরস্মরণ, ব্রহ্মোপাসনার আহ্বান, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়, ঈশ্বর বাক্যের অতীত, অনিত্যতা, তীর্থযাত্রীর প্রতি, সান্ত্বনা, শুষ্কজ্ঞানের নিষ্ফলতা, ব্রহ্মসেবা, সত্যের সংগ্রাম, সত্যের প্রতিষ্ঠা, বৈরাগ্য, ব্রহ্মনিকেতনে যাত্রা, ব্রহ্মসাধন কষ্টসাধ্য, উদ্দীপনা ও উৎসব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'আরাধনা ও মহিমা-কীর্তন' বিভাগের উপবিভাগগুলো হল : প্রভাতস্তোত্র, মহিমাগান, ভজন, স্বরূপ, ঈশ্বরই সর্বস্ব, ঈশ্বর অতীন্দ্রিয়, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের উদারতত্ত্ব, ঈশ্বরের বিধাতৃতত্ত্ব, ঈশ্বরের সৌন্দর্য, বহির্জগতে ঈশ্বরের শোভা, স্বভাবের আরতি, সর্বত্র ঈশ্বরের প্রকাশ, অনন্ত আকাশ ঈশ্বরের সত্তা, ঈশ্বর গুরু ও পরিত্রাতা, ঈশ্বরই একমাত্র শরণ্য নির্ভরসূচক, ঈশ্বরদর্শনে আনন্দ, ঈশ্বর সহবাসে সুখ ও সম্বন্ধ ইত্যাদি। তৃতীয় অধ্যায় 'কৃতজ্ঞতা ও দয়া স্মরণ' পর্যায়টিতে বিন্যস্ত বিষয় – কৃতজ্ঞতা ও দয়াস্মরণ এবং ঈশ্বরদর্শন। চতুর্থ অধ্যায়ের মূল বিষয় 'প্রার্থনা'। এই পর্যায়ের গানগুলো ঈশ্বরদর্শন ও সহবাস, ঈশ্বরদর্শন ও প্রেমোপহার, ঈশ্বরবিরহ, হৃদয়াবির্ভাব-স্ত্রীলোকের উক্তি, প্রেম ও শান্তি প্রেম, আত্মসমর্পণ, হৃদয়ে আবির্ভাব ও পরিত্রাণ, অনুগ্রহ প্রার্থনা, সংসারের আকর্ষণ ও যন্ত্রণা, অনুতাপ, বিষয় অতৃপ্তি ও ঈশ্বরসহবাস, ঈশ্বরসম্মিলন, দুঃখযন্ত্রণাময় দর্শন, আশ্রয়ভিক্ষা, মগ্নভাব, হৃদয়ধর্ম, পরিত্রাণ, শান্ত প্রেম ও পরিত্রাণ, সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, অন্তিমকালের জন্য প্রার্থনা, হৃদয়ে আবির্ভাব ও দর্শন, আশ্রয় ও দর্শন, কঠোর হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার, প্রেমসহিত ঈশ্বরপূজা, সহবাস, ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও মনুষ্যের ক্ষুদ্রত্ব, দর্শনের আনন্দ, প্রেমশান্তির ও অনুষ্ঠানের জন্য প্রার্থনা, নির্ভর, ঈশ্বরের প্রকোপ, প্রসাদভিক্ষা ও মহিমাকীর্তন, প্রসাদভিক্ষা ও অনুগ্রহপ্রার্থনা, ঈশ্বর সর্বস্ব, অনুতাপ ও সংসারযন্ত্রণা, নির্ভর ও পূজার ইচ্ছা, আদেশপালনার্থ বলপ্রার্থনা, ঈশ্বরদর্শন ও শান্তি, ঈশ্বরবিরহ অনুতাপ, ঈশ্বরবিরহ, নিজের ক্ষুদ্রত্ব, অনুগ্রহভিক্ষা, জগতে প্রেমপ্রচার, প্রচারকার্যে গমনকালে প্রার্থনা, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার, পাপ হইতে মুক্তি, উৎসবে প্রার্থনা ও দেশহিতৈষীর প্রার্থনা শীর্ষক উপপর্যায়ে বিভক্ত। পঞ্চম অধ্যায়ে বিবিধ গান – দর্শনে আনন্দ, অনন্তধাম, ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া গৌরব, ঈশ্বর সর্বস্ব, অপবিত্র মনে ঈশ্বরপূজা প্রেমোপহার, সকলি ঈশ্বরের, আত্মসমর্পণ, মনুষ্যের অপরাধ অপেক্ষা ঈশ্বরের দয়া অধিক, লৌকিক প্রার্থনার নিষ্ফলতা, পরলোকে ঈশ্বরের দয়া, প্রেমের নিকট সংসার তুচ্ছ, ঈশ্বর প্রেমিকার ভাব, ঈশ্বরপ্রেমের মাহাত্ম্য, ঈশ্বরের দয়া ও প্রেম, ডাকিলেই তাঁহাকে পায়, বিপদ ও কষ্টে নির্ভয়, সত্যাশ্রিতের ভাব, মৃত্যুতে নির্ভয় অমৃতনিকেতন, হৃদয়ে ঈশ্বরের আবির্ভাব, উৎসব, সম্প্রদায়নির্বিশেষে ঈশ্বরোপাসনা ইত্যাদি শিরোনামে বিন্যস্ত।[৬১]

আলোচনার এ পর্যায়ে আসা যাক ব্রহ্মসংগীতে ব্যবহৃত তাল প্রসঙ্গে। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত *ব্রহ্মসংগীত* গ্রন্থে ১১৮৩টি গান ছাপা হয়। এই গ্রন্থে মুদ্রিত গানগুলোর মধ্যে ১৮০টি গানে তালনির্দেশ নেই, বাকি গানগুলোর পাদদেশে তালের নামোল্লেখ রয়েছে। নিচে এই গ্রন্থভুক্ত গানগুলোতে ব্যবহৃত তালের নাম এবং তার পাশাপাশি সেই তালে নিবদ্ধ গানের সংখ্যা সংবলিত একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক	তালের নাম	গানের সংখ্যা
১.	আড় খেমটা	২
২.	আড়া / আড়াঠেকা	৩৮
৩.	আড়া কাওয়ালি	৩
৪.	আড়া চৌতাল	১
৫.	আদ্ধা	৩
৬.	একতালা	২৬৮
৭.	একাদশী	১
৮.	কাওয়ালি	১০৭
৯.	কাহারবা	৯
১০.	খয়রা	২৩
১১.	খেমটা	২৫
১২.	গড় খেমটা	৩
১৩.	গীতাঙ্গী	২
১৪.	চৌতাল	৬৮
১৫.	ছেপকা	২
১৬.	জলদ একতালা	২
১৭.	ঝম্পক	৭
১৮.	ঝাঁপতাল	১২০
১৯.	ঠুংরি	৬১
২০.	ঢিমে তেতালা	৬
২১.	তেওট	১০

২২.	তেওরা	৪৫
২৩.	তেতালা / ত্রিতাল	৭
২৪.	দশকোশি	১
২৫.	দাদরা	৩৭
২৬.	দোলন	১
২৭.	ধামার	২৩
২৮.	নবতাল	২
২৯.	নবপঞ্চ তাল	১
৩০.	পোস্ত	৬
৩১.	ফেরতা	২৩
৩২.	মধ্যমান	৯
৩৩.	যৎ	৪২
৩৪.	রূপক	২
৩৫.	রূপকড়া	৩
৩৬.	লোফা	৮
৩৭.	সুরফাঁক্তা	২৮
৩৮.	তাল ছাড়া	৪
৩৯.	নাম নেই	১৮০

এই তালিকা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ব্রহ্মসংগীতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তাল হল একতাল। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে কাওয়ালি ও ঝাঁপতাল। এছাড়া গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত সংকীর্তনগুলোতে মধ্যম একতালা, ধামালী, জপতাল, খয়রা, দুঠুকি, ঝাঁপতাল, ছোট দশকুশী প্রভৃতি কীর্তনাঙ্গীয় তাল ব্যবহৃত হয়েছে।

দেশাত্মবোধক গান

দেশাত্মবোধক গান (Patriotic Song) বাংলাগানের ধারায় স্বদেশি গান, মুক্তির গান, জাতীয় সংগীত, দেশের গান, স্বদেশ-সংগীত, স্বদেশি-সংগীত প্রভৃতি নানা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। স্বদেশের ভৌগোলিক সীমা থেকে শুরু করে তার ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং মানবিকতার উত্তরাধিকার ও প্রাকৃতিক

সম্পদ ইত্যাদি নিয়ে দেশাত্মবোধক গান রচিত হতে পারে। আর জনকল্যাণ, দেশমাহাত্ম্য উপলব্ধি, আত্মোৎসর্গের আহ্বান, কর্তব্যবুদ্ধির জাগরণ, আত্মস্বাতন্ত্র্য, দেশের দুর্গতদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মাঙ্গলিকপ্রার্থনা, সবই দেশাত্মবোধক গানের বিষয়বস্তু। আবার স্বদেশ যদি পরাধীন হয়, তবে দাসত্বের গ্লানি, বিদেশি শাসন থেকে মাতৃভূমির পুনরুদ্ধার করার সংগ্রামী শপথ প্রভৃতিও এর বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।[৬২] উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় এ ধারার গানের অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। বিষয়বস্তুর বিচারে বাংলার দেশাত্মবোধক গানকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

১. দেশবন্দনামূলক গান

২. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বন্দনামূলক গান

৩. উদ্দীপনা ও জাগরণমূলক গান

৪. মাতৃভাষা প্রীতি বিষয়ক গান

৫. ঐতিহাসিক ঘটনার গৌরবস্মৃতি প্রচারমূলক গান

৭. পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

৯. শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

১০. সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিষয়ক গান

১১. ঐশী শক্তির কাছে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় রচিত গান

১২. জাতীয় বীর সন্তানদের বীরত্বগাথা প্রচারমূলক গান

১৩. বর্তমান দুরাবস্থায় দুঃখ প্রকাশমূলক গান

১৪. জাতীয় উন্নতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কমূলক গান

১৫. দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি

'বাংলা স্বদেশি গানের প্রধান উৎস বাঙালির পরাধীনতার বোধ। প্রকৃতপক্ষে সব ভাষাতেই স্বদেশি গান রচনার পেছনে ঠিক পরাধীনতা না হলেও, দেশের বিপন্নতা বা বিপর্যয়ের একটি নিগূঢ় যোগ আছে।'[৬৩] রামনিধি গুপ্ত ওরফে নিধুবাবু রচিত 'নানান দেশের নানান ভাষা / বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা' গানটিতে প্রথমবারের মতো মাতৃভাষা-প্রীতি এবং পরোক্ষভাবে দেশাত্মবোধ চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে বাংলায় প্রথম সার্থক দেশাত্মবোধক গানের মর্যাদা লাভ করেছে 'মিলে সব ভারতসন্তান একতান মন প্রাণ গাও ভারতের যশোগান' শীর্ষক গানটি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এবং বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী সুরারোপিত এই গানটি ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে (এপ্রিল ১৮৬৭) আয়োজিত হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশনে গীত হয়। উল্লেখ্য, রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) প্রদত্ত 'শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনে প্রস্তাব' অনুযায়ী উৎপন্ন হিন্দুমেলার

মাধ্যমে বাংলায় ধারাবাহিকভাবে দেশাত্মবোধক গান রচনার সূচনা হয়। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত নিয়মিত আয়োজিত হতো এই মেলা। হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র ক'রে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে স্বদেশি গানের সবচেয়ে বেশি চর্চা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রথম যুগের দেশাত্মবোধক গানের রচয়িতা। ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের বাইরে গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু প্রমুখ স্বদেশি গান রচনায় সবিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বাংলা দেশাত্মবোধক গান রচনার মূলধারাকে চারটি কালপর্বে বিভক্ত করা যায়। যথা :

১. প্রথম পর্ব : বঙ্গভঙ্গপূর্ব পর্যায় (১৮৬৭-১৯০৪)

২. দ্বিতীয় পর্ব : বঙ্গভঙ্গ পর্যায় (১৯০৫-১৯১১)

৩. তৃতীয় পর্ব : বঙ্গভঙ্গোত্তর পর্যায় (১৯১২-১৯৪৭)

৪. চতুর্থ পর্ব : বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যায় (১৯৫২-১৯৭১)

হিন্দুমেলার পর ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর কলকাতার জোড়াসাঁকোতে সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্বোধন এবং ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এই পর্বে দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কালপর্বে পূর্বোক্ত গীতরচয়িতাদের বাইরে যাঁরা দেশাত্মবোধক সংগীত রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রাধানাথ মিত্র, হরিমোহন চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র চক্রবর্তী, হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ ঘোষ, জগদীশ্বর সেন, দিনেশচরণ বসু, শশিপদ বন্দোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বসু প্রমুখ অন্যতম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত *জাতীয় সংগীত* (১৮৭৬), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত *জাতীয় সংগীত* (১৮৭৬), রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত *ভারতগান* (১৮৭৯), জলধর সেন সম্পাদিত *জাতীয় উচ্ছ্বাস* (১৮৭৯), নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী* (১৮৮৫), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত *স্বরলিপি গীতিমালা* (১৮৯৭), সরলা দেবী প্রণীত *শতগান* (১৯০০), হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *সংগীতসার সংগ্রহ* (১৯০১) প্রভৃতি গ্রন্থে এই যুগের রচিত দেশাত্মবোধক গানগুলো সংকলিত হয়েছে। এসব গানে রাগনির্ভর সুরের সবিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়। তালের মধ্যে আড়াঠেকা, ধামার, একতালা, মধ্যমান, ত্রিতাল, যৎ, ঠুংরি, কাওয়ালি, তেওট ইত্যাদি তাল ব্যবহৃত হয়েছে এ সময়ের গানে।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর শাসনকার্যের সুবিধার কথা ব'লে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রতিবাদে যে আন্দোলন হয় তা-ই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। তীব্র

গণআন্দোলনের ফলে **১৯১১** সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিখ্যাত থেকে অখ্যাত অসংখ্য গীতরচয়িতার বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক সংগীত রচিত হয়। বলা হয়, হিন্দুমেলার যুগে বাংলা স্বদেশি গানের যে শুভ সূচনা হয় তার সার্থক বিকাশ ঘটে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে। এই পর্বের প্রধান প্রধান রচয়িতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অমৃতলাল বসু, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সরলা দেবী চৌধুরানী, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মনমোহন চক্রবর্তী প্রমুখ অন্যতম। এ সময় মুদ্রিত হয় উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর *বাংলার গান* (১৯০৫), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের *বন্দে মাতরম্* (১৯০৫), নব্যভারত সমিতি প্রকাশিত *জাতীয় রাখীসঙ্গীত* (১৯০৫), সজনীকান্ত পণ্ডিতের *স্বদেশী পল্লীসংগীত* (১৯০৫), উপেন্দ্রনাথ দাসের *জাতীয় সংগীত* (১৯০৬), যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের *স্বদেশ গাথা* (১৯০৬), এইচ বসুর *মাতৃপূজা* (১৯০৬), নরেন্দ্রকুমার শীলের *স্বদেশী সংগীত* (১৯০৭), হীরালাল সেনগুপ্তের *হুংকার* (১৯০৯), নলিনীরঞ্জন সরকারের *বন্দনা* (১৯০৯) প্রভৃতি দেশাত্মবোধক গানের সংকলন গ্রন্থ। রাগনির্ভর সুরের পাশাপাশি বঙ্গভঙ্গ যুগের গানে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে কীর্তন-বাউলসহ নানা লোক অঙ্গের সুর। এই গানগুলো কাওয়ালি, একতাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা, যৎ, দাদরা, কাহারবা প্রভৃতি তালে বাঁধা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন প্রভৃতি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বাংলা দেশাত্মবোধক গান রচনার প্রেরণা হিসেবে কাজ করে। তবে বঙ্গভঙ্গের সময় স্বদেশি গান রচনার যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়, তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। একমাত্র মুকুন্দ দাস ছাড়া পূর্বযুগের প্রায় সকল গীতরচয়িতা আগের মত স্বদেশি গান রচনার ধারা অব্যাহত রাখেননি। এই যুগের প্রধান গীতস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম। এছাড়া দিলীপকুমার রায় (১৮৯৬-১৯৮০), বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪), নিশিকান্ত রায়চৌধুরী (১৯০৯-১৯৭৩) প্রমুখ দেশাত্মবোধক গান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ-ধারার সংগীতে ক্রমে রাগভিত্তিক সুরের প্রয়োগ কমে আসতে থাকে। দেশজ বাউল-কীর্তন সুরের সঙ্গে পাশ্চাত্য ধাঁচের সুর যোজনার প্রবণতা এই যুগের স্বদেশি গানে অধিক দৃশ্যমান হয়। অপরদিকে এতে তালের দিক থেকে ৩-৩ ছন্দের দাদরা ও ৪-৪ ছন্দের কাহারবার প্রাধান্য পায়। এছাড়া অল্প কিছু সংখ্যক গানে একতাল, ত্রিতাল, তেওরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালের প্রয়োগ ঘটেছে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ-ভারতকে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়। শুরু থেকেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুই অংশের মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক

গড়ে ওঠে। নানা দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে দানা বাঁধে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন, যা এক পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। বাঙালির এই স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে দেশাত্মবোধক সংগীত। এই সময়ে রচিত প্রায় সকল গানই দাদরা ও কাহারবা তালে নিবদ্ধ। অতি অল্প কিছু গানে ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, তেওরা প্রভৃতি তালের ব্যবহার দেখা যায়।

রবীন্দ্রসংগীত

হিন্দুস্থানি সংগীত ও বাংলাগানে প্রচলিত প্রায় সবগুলো তাল রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ব্যবহার করেছেন। তাঁর পূর্বে কোনও একজন গীতস্রষ্টা বাংলাগানে এত অধিক সংখ্যক তালের প্রয়োগ করেননি। গবেষক সুভাষ চৌধুরী (১৯৩৩-২০১২) তাঁর *গীতবিতানের জগৎ* গ্রন্থে তাল নির্দেশসহ রবীন্দ্রসংগীতের যে তালিকা প্রদান করেছেন তার আলোকে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত কোন তালে কয়টি গান রচনা করেছেন তার একটি পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হলো :[৬৪]

ক্রমিক	তালের নাম	গান সংখ্যা
১.	আড়খেমটা	৯
২.	আড়াচৌতাল	৩
৩.	আড়াঠেকা	২০
৪.	একতাল	১৭৭
৫.	চতুর্মাত্রিক একতাল	৪
৬.	বিলম্বিত একতাল	১
৭.	কাওয়ালি	২০
৮.	কাশ্মিরী খেমটা	৪
৯.	কাহারবা	৩০২
১০.	খেমটা	১১
১১.	চৌতাল	৪০
১২.	ঝাঁপতাল	৭৭
১৩.	তেওট	১

১৪.	তেওরা	৮৬
১৫.	ত্রিতাল	১২১
১৬.	ঢিমা তেতালা	৭
১৭.	বিলম্বিত ত্রিতাল	৪
১৮.	দাদরা	৫৬৫
১৯.	ধামার	১৪
২০.	পঞ্চম সওয়ারি	১
২১.	মধ্যমান	৬
২২.	যৎ (৮ মাত্রা)	৫
২৩.	যৎ (১৪ মাত্রা)	৩
২৪.	যৎ (১৬ মাত্রা)	১
২৫.	রূপক	১
২৬.	সুরফাঁকতাল	১৩
২৭.	তালফেরতা	১২

এছাড়া, রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল হিসেবে পরিচিত ছয়টি তালে (যথা : ১. ঝম্পক, ২. ষষ্ঠী, ৩. রূপক্ড়া, ৪. নবতাল, ৫. একাদশী ও ৬. নবপঞ্চ) বেশকিছু সংখ্যক রবীন্দ্রসংগীত রচিত হয়েছে। নিচে সেই তালগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ঝম্পক তাল : ঝম্পক ৩-২ ছন্দের পাঁচ মাত্রার তাল। প্রচলিত মতানুসারে এটি রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল। তবে রবীন্দ্র-শিষ্য শান্তিদেব ঘোষ তাঁর *রবীন্দ্রসংগীত* গ্রন্থে এ তালকে অপ্রচলিত তাল হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, '... দুই-তিন মাত্রাকে ঘুরিয়ে গুরুদেব অনেক গানেই ব্যবহার করেছেন। এর নাম হল 'ঝম্পক'। এটি একটি অপ্রচলিত তাল। হিন্দীগানে কদাচিৎ এর চলন দেখা যায়।'[৬৫] এছাড়া, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর বক্তব্যেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই তালের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ নন।[৬৬] তালটির প্রচলিত ঠেকা নিম্নরূপ :

	১́				২		
I	।	।	।	|	।	।	I
	ধি	ধি	না		ধি	না	

এই তালে রবীন্দ্রনাথ রচিত ২৫টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানগুলো হলো : 'আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে', 'আবার এরা ঘিরেছে মোর মন', 'আবার মোরে পাগল করে দিবে কে', 'আমারে তুমি অশেষ করেছ', 'শুভ্র নব শঙ্খ তব', 'আজি ঝড়ের রাতে', 'আমারে যদি জাগালে আজি নাথ', 'এই তো তোমার আলোকধেনু', 'এই লভিনু সঙ্গ তব', 'এমনি ক'রে ঘুরিব দূরে বাহিরে', 'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে', 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো', 'চপল তব নবীন আঁখি দু'টি', 'তোমার কটি-তটের ধটি', 'তোমার বীণা আমার মনোমাঝে', 'দুখের বেশে এসেছ বলে', 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা', 'না বাঁচাবে আমায় যদি', 'নিবিড় অমা-তিমির হতে', 'পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো', 'বাহির পথে বিবাগী হিয়া', 'বিপদে মোরে রক্ষা করো', 'বিরস দিন, বিরল কাজ', 'যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি', এবং 'যেতে যেতে একলা পথে'।

ষষ্ঠী : ছয় মাত্রা বিশিষ্ট ২-৪ ছন্দের তাল ষষ্ঠী। হিন্দুস্থানি সংগীতে এই ছন্দের কোনও তাল না থাকলেও বাংলার কীর্তন গানে এবং দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে ছন্দটি বিশেষ প্রচলিত এবং রূপক নামে অভিষিক্ত। রবীন্দ্রনাথ রচিত এই তালের প্রথম গান 'আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে'। গানটি কবি রচনা করেন ১৩২৯ বঙ্গাব্দে। এরপর এই তালের ছন্দে তার রচিত আরও ৩৮টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানগুলো হলো : 'আপনহারা মাতোয়ারা', 'আপনি আমার কোনখানে', 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত', 'আমার ঢালা গানের ধারা', 'আমার ভুবন তো আজ হ'ল', 'আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই', 'এই কথাটাই ছিলেম ভুলে', 'এবার এল সময় রে তোর', 'এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে', 'ও আমার ধ্যানেরই ধন', 'ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার', 'ওরে বকুল, পারুল, ওরে', 'কখন দিলে পরায়ে', 'কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায়', 'গোপন প্রাণে একলা মানুষ', 'চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি', 'ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি', 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর', 'জ্বলে নি আলো অন্ধকারে', 'তুমি সুন্দর, যৌবনঘন', 'তোমায় চেয়ে আছি বসে, 'তোমার মনের একটি কথা, 'নিদ্রাহারা রাতের এ গান, 'নিবিড় মেঘের ছায়ায়, 'নীলাঞ্জনছায়া', 'ফিরবে না তা জানি', 'বাহির হলেম আমি', 'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম', 'বিনা সাজে সাজি', 'মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে', 'রঙ লাগালে বনে বনে', 'লক্ষ্মী যখন আসবে', 'শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে', 'শুধু যাওয়া আসা', 'সকাল বেলার কুঁড়ি আমার', 'স্বপ্নে আমার মনে হল', 'হায় অতিথি, এখনি কি', 'হয়ে হতভাগিনী'। তালটির প্রচলিত ঠেকার বোল :

	১			২				
I	া	া	|	া	া	া	া	I
	ধা	গে		ধা	গে	তে	টে	

এই তালে গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় রূপক তালের ২-৪ ছন্দের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ জানান,

> অন্ধ্রপ্রদেশস্থিত পিঠাপুরম রাজদরবারের প্রখ্যাত কর্ণাটি সংগীতজ্ঞ বীণাবাদক, সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী, সেযুগে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে এসে বেশ কয়েক মাস থাকতেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় গুরুদেব এবং শান্তিনিকেতনবাসীদের বীণা বাজিয়ে শোনাতেন। সেই যুগের, কিছু অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা, তাঁর কাছে বীণাবাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এইভাবে তিনি, ইংরাজি ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসে, কয়েক মাস থেকে, বীণার বাজনা শুনিয়েছেন এবং বীণা বাজাতে শিখিয়েছেন। তাঁর কাছে বীণার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত 'মায়ামালব গৌড়' রাগের নানাবিধ ছন্দবহুল 'পাল্টা', রূপকতালের 'সারগম' ও একটি গান দিয়ে। তিনি যখন সন্ধ্যায় সকলকে বীণা বাজিয়ে শোনাতেন, তখন তাতে প্রায়ই নানা রাগিণীতে গঠিত ২-৪ মাত্রার রূপক তালের কিছু গানও থাকত। দক্ষিণ ভারতীয় বীণা বাজাবার রীতি হল, 'সা' ও 'পা' সুরে বাঁধা চিকারীর তারে, ডান হাতের কড়ে আঙুলে, গানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তালের ঝংকার তোলা। এর দ্বারা গানের মূল ছন্দ বা তালটি বীণাতে খুবই স্পষ্ট বোঝা যায়। সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রীর বীণাবাদন শোনার পর ২-৪ মাত্রার রূপক তালের সঙ্গে গুরুদেব ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান। এবং তার পর থেকেই কর্ণাটি রূপক তালের ছন্দে গান রচনায় উৎসাহিত হন।[৬৭]

রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দের তালটি তাঁর গানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলেও তিনি তার নামকরণ করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞরা এই তালটির নামকরণ করেন ষষ্ঠী তাল। তবে এর পূর্বেই অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে দিলীপকুমার রায় তাঁর রচিত *গীতশ্রী* গ্রন্থে ২-৪ ছন্দের তালকে ষষ্ঠী নামে অভিহিত করেছেন এবং নিজেকে এই তালের স্রষ্টা দাবি করেছেন।[৬৮]

রূপকড়া তাল : রূপকড়া আট মাত্রার তাল। বিষমপদী ছন্দের এই তালটি ৩-২-৩ ভাগে বিভক্ত। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জানান, 'পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ তাহার রচিত 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' এই গানে প্রথম ঐ তাল [রূপকড়া] ব্যবহার করেছিলেন; এটা তাঁরই সৃষ্টি।'[৬৯] *গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী* অনুযায়ী উক্ত গানটি কবি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে রচনা করেন।[৭০] *স্বরবিতান* চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত এই গানের স্বরলিপি পাদটীকায় রূপকড়া তাল সম্পর্কে বলা হয় :

> ইহা রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত আটমাত্রা-বিশিষ্ট একটি বিষমপদী নূতন তাল। যেরূপ বেহাগের কাছাকাছি বলিয়া রাগিনীর নাম 'বেহাগড়া' সেইরূপ রূপক তালের কাছাকাছি বলিয়া এই তালের নাম 'রূপকড়া'। ইহার সঙ্গৎ মৃদঙ্গ কিংবা তবলা যে কোনো যন্ত্রে চলিতে পারে।[৭১]

স্বরবিতান চতুর্থ খণ্ডে আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক ও স্বরলিপিকার কাঙ্গালীচরণ সেন প্রদত্ত ঠেকা নিম্নরূপ :

১ ২ ৩

I । । । | । । | । । । I

ধাগে তেটে তেটে তাগে তেটে কেটে তাগে তেটে

দিনেন্দ্রনাথ উদ্ধৃত শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব সংগীতাধ্যক্ষ পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী-কৃত তবলার ঠেকা :

১ ২ ৩

I । । । | । । | । । । I

ধা তৃক্ ধি ধাগি তৃক্ তী তী না

পূর্বোক্ত গানটির বাইরে তালটিতে রবীন্দ্রনাথ আরও আটটি গান রচনা করেন। গানগুলো হল : 'আজি যে রজনী যায়', 'উতল ধারায় বাদল ঝরে', 'ওই রে তরী দিল খুলে', 'কত অজানারে জানাইলে তুমি', 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে', 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে', 'জীবনে যত পূজা' এবং 'শরত-আলোর কমলবনে'।

নবতাল : নবতাল নয় মাত্রা বিশিষ্ট ৩-২-২-২ ছন্দের তাল। এই তালে রবীন্দ্রনাথের দু'টি গান পাওয়া যায়। যথা : **১.** 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' এবং ২. 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে'। প্রথম গানটি কবি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ১৩১৪ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। গান দু'টির স্বরলিপি প্রকাশিত হয় যথাক্রমে কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত *ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি* গ্রন্থমালার প্রথম ও ষষ্ঠ খণ্ডে। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'নিবিড় ঘন আঁধারে' গানটির পাদটীকায় স্বরলিপিকার মন্তব্য করেন : 'এই তালে নয়টী মাত্রা আছে, এজন্য ইহার নাম 'নবতাল'। ইহাও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত একটী নূতন তাল। ইহার ঠেকা মৃদঙ্গবাদকগণের ইচ্ছাধীন।'[৭২] *সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা* পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৪০ সংখ্যায় অনাদিকুমার দস্তিদার 'নবমীতাল বা নবতাল' শীর্ষক রচনায় জানান, 'রবীন্দ্রনাথ এই তালের নাম দিয়াছেন নবতাল। নব শব্দ দ্বারা তালটা নূতন এবং নয়মাত্রা-বিশিষ্ট এই দুইই বুঝায়।'[৭৩] তালটির কাঙ্গালীচরণ সেন প্রদত্ত ঠেকা নিচে দেওয়া হলো :

১ ২ ৩ ৪

I । । । | । । | । । | । । I

ধা দেন্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে ধাগে তেটে

একাদশী : এগারো মাত্রা বিশিষ্ট ৩-২-২-৪ ছন্দের তাল একাদশী। ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত *ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি* গ্রন্থের প্রথম ভাগে কাঙ্গালীচরণ সেন এই তালকে রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এই তালে নিবদ্ধ রবীন্দ্রনাথ রচিত একমাত্র গান 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে'। গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হয় *স্বরবিতানের* চতুর্থ খণ্ডে এবং স্বরলিপির পাদটীকায় মন্তব্য করা হয়েছে, 'ইহা রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত একটি নূতন তাল। ইহাতে এগারোটি মাত্রা আছে; এজন্য ইহার নাম

একাদশী। মৃদঙ্গবাদকগণ তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে এই তালের ঠেকা গঠন করিয়া লইতে পারেন।'[৭৪] *ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি* গ্রন্থে কাঙ্গালীচরণ এই তালের যে ঠেকার বোল দিয়েছেন তা হলো :

১́ ২ ৩ ৪
I ། ། ། | ། ། | ། ། | ། ། ། ། I
ধা দেন্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে ধাগে তেটে তাগে তেটে

নবপঞ্চতাল : নবপঞ্চ আঠারো মাত্রার তাল। এর বিভাগ ২-৪-৪-৪-৪ । রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় কোনও গ্রন্থে বা পত্রিকায় এই তালকে রবীন্দ্র-সৃষ্ট হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। এই তালে রবীন্দ্রনাথ রচিত একমাত্র গান 'জননী তোমার করুণ চরণখানি'। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রচিত এই গানটি *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকার ফাল্গুন ১৩১৫ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কাঙ্গালীচরণ সেন প্রণীত *ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি* গ্রন্থমালার ষষ্ঠ খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত হয়। এই গ্রন্থে রবীন্দ্র-সৃষ্ট একাদশী, রূপক্ড়া বা নবতাল সম্পর্কে পাদটীকায় মন্তব্য এবং তালের ঠেকা থাকলেও আলোচ্য গানটির তাল সম্পর্কে স্বরলিপিকার কোনও মন্তব্য করেননি। পরে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত *রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম* গ্রন্থে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী জানান, 'শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন, নবপঞ্চতালটি রবীন্দ্রনাথেরই উদ্ভাবিত।'[৭৫] অর্থাৎ তালটি রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট কি-না এ নিয়ে সংশয় থেকে যায়। তালটির প্রচলিত ঠেকা :

১́ ২ ৩ ৪ ৫
I ། ། | ། ། ། ། | ། ། ། ། | ། ། ། ། | ། ། ། ། I
ধা গে ধা গে দেন্ তা কৎ তাগে দেন্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে ধাগে তেটে তাগে তেটে

এই তালগুলো ব্যতিরেকে রবীন্দ্রসংগীতে (রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে ও *স্বরবিতানে*র বিভিন্ন খণ্ডে) রবীন্দ্র-প্রবর্তিত আরও কয়েকটি নতুন ছন্দের তাল ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, যেগুলোর কোনও নামকরণ করা হয়নি। নিচের সারণিতে এই তালগুলোতে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের সংখ্যা নির্দেশ করা হলো :

ক্র.	তাল	গান সংখ্যা
১.	২-২ ছন্দের ৪ মাত্রার তাল	২০
২.	অখণ্ড ৪ মাত্রার তাল	১
৩.	২-৩ ছন্দের ৫ মাত্রার তাল	১০
৪.	৪-২ ছন্দের ৬ মাত্রার তাল	১
৫.	অখণ্ড ৬ মাত্রার তাল	৫

৬.	৩-৪ ছন্দের ৭ মাত্রার তাল	৪
৭.	৩-৬ ছন্দের ৯ মাত্রার তাল	১
৮.	৫-৪ ছন্দের ৯ মাত্রার তাল	১
৯.	৬-৩ ছন্দের ৯ মাত্রার তাল	১
১০.	অখণ্ড ৯ মাত্রার তাল	১
১১.	৩-২-৩-২ ছন্দের ১০ মাত্রার তাল	১
১২.	৫-৫ ছন্দের ১০ মাত্রার তাল	১
১৩.	৩-৪-৪ ছন্দের ১১ মাত্রার তাল	১
১৪.	২-৪-২-৪ ছন্দের ১২ মাত্রার তাল	১

দ্বিজেন্দ্রগীতি

আধুনিক যুগের বাংলাগানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীত কীর্তি দ্বিজেন্দ্রগীতি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) রচিত এই গীতপর্যায়ের সুর-সৃষ্টির প্রধান বাহন রাগসুর আর পাশ্চাত্য সুর। পৃথকভাবে বহু গানে রাগসুর ও বিদেশি সুরের অসাধারণ প্রয়োগ থাকলেও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের অনন্যতা রাগনির্ভর সুর ও বিদেশি সুরের সার্থক সম্মিলনে। এছাড়া তাঁর রচিত অল্প কিছু গানে বাউল ও কীর্তনের প্রভাবও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের মতো দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গানগুলোকে নানা বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার সুযোগ পাননি। সম্প্রতি বিশিষ্ট সংগীত গবেষক অধ্যাপক সুধীর চক্রবর্তী তাঁর সম্পাদিত *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র* গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলোকে ছয়টি বিষয়ভিত্তিক পর্যায়ে সুবিন্যস্ত করেছেন। এগুলো হলো : ১. প্রণয়, ২. জীবন ও জগৎ, ৩. দেশ, ৪. নিসর্গ, ৫. বন্দনা ও ৬. হাস্য, পরিহাস ও ব্যঙ্গানুকৃতি। এই প্রত্যেক পর্যায়ের গানেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রশ্নাতীতভাবে শিল্প-সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন একাধারে নাট্যকার ও গীতস্রষ্টা। ফলে তাঁর রচিত নাটকে আমরা বহু গানের ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন : *কল্কি অবতার* (১৮৯৫) নাটকে ১৫টি, *বিরহ* (১৮৯৭) নাটকে ১৭টি, *পাষাণী* (১৯০০) নাটকে ২৫টি, *ত্র্যহস্পর্শ* (১৯০০) নাটকে ১৭টি, *প্রায়শ্চিত্ত* (১৯০২) নাটকে ১২টি, *তারাবাই* (১৯০৩) নাটকে ১২টি, *রাণা প্রতাপসিংহ* (১৯০৫) নাটকে ৯টি, *দুর্গাদাস* (১৯০৬) নাটকে ১৩টি, *নূরজাহান* (১৯০৮) নাটকে ৮টি, *সোরাব রুস্তম* (১৯০৮) নাটকে ১৭টি, *সীতা* (১৯০৮) নাটকে

১টি, *মেবার পতন* (১৯০৮) নাটকে ১১টি, *সাজাহান* (১৯০৯) নাটকে ৭টি, *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১) নাটকে ৮টি, *পুনর্জন্ম* (১৯১১) নাটকে ৭টি, *পরপারে* (১৯১২) নাটকে ১০টি, *আনন্দ বিদায়* (১৯১২) নাটকে ৩০টি, *ভীষ্ম* (১৯১৪) নাটকে ১৪টি, *সিংহল বিজয়* (১৯১৫) নাটকে ৯টি এবং *বঙ্গনারী* (১৯১৬) নাটকে ৪টি গান ব্যবহার করেছেন তিনি। অর্থাৎ ২০টি নাটকের জন্য তিনি ২৪৬টি গান রচনা করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ৩৮১টি গান স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫টি গানের তালনির্দেশ পাওয়া যায়।[৭৬] নিচের তালিকায় কোন তালে কতটি গান রচিত হয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলো :

ক্রমিক	তালের নাম	গান সংখ্যা
১.	আদ্ধা কাওয়ালি	১
২.	আড়খেমটা	২
৩.	আড়াঠেকা/আড়া	২০
৪.	একতালা	৬৬
৫.	কাওয়ালি	৩১
৬.	খেমটা	২
৭.	চৌতাল	৫
৮.	ঝাঁপতাল	১১
৯.	ঠুংরি	২
১০.	ঢিমে তেতালা	১৩
১১.	তেওরা	১
১২.	তেতালা	১
১৩.	দাদরা	৩
১৪.	ধামার	২
১৫.	পঞ্চম সওয়ারি	১
১৬.	পোস্তা	১
১৭.	ভরতঙ্গা	১
১৮.	মধ্যমান	১৬
১৯.	যৎ	১৪

২০.	রূপক	১
২১.	সুরফাঁক	১

কান্তগীতি

চিন্তায় ও সৃষ্টিকর্মে যে ক'জন গীতিকার রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে গিয়ে নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন, রজনীকান্ত সেন (১৯৬৫-১৯১০) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর রচিত গান কান্তগীতি নামে সুবিদিত। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা প্রায় তিনশো।

তাঁর গানের প্রধান বিষয় হলো ঈশ্বর ভক্তি ও স্বদেশপ্রীতি। তাঁর ঈশ্বরভক্তির গান প্রার্থনার গান, নিবেদন ও সমর্পণের গান। এছাড়া গুটিকয়েক বৈষ্ণব ভাবাপন্ন প্রেমসংগীত রচনা করেছেন তিনি। ডি. এল. রায়ের প্রভাবে তিনি কয়েকটি অপূর্ব হাস্যরসাত্মক গানও লিখেছেন। তাঁর গানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রয়োগ থাকলেও রাগমিশ্রণের বাহুল্য বা ছন্দের কাঠিন্য নেই, নেই সুরের অলংকরণের আধিক্য। রাগ সুরের পাশাপাশি তাঁর গানে কীর্তন ও বাউল সুরেরপ্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুর অনুসরণে রচিত তাঁর কয়েকটি গানে বিলিতি সুরেরও প্রকাশ ঘটেছে।

রজনীকান্তের গীতিগ্রন্থগুলোতে ২৪৩টি গানের সঙ্গে তালনির্দেশ পাওয়া যায়।[৭৭] নিচের তালিকায় কোন তালে কয়টি গান রচিত হয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলো :

ক্রমিক	তালের নাম	গান সংখ্যা
১.	আড় কাওয়ালি	৩
২.	আড় খেমটা	৪
৩.	আড়া	২
৪.	আড়া ঠেকা	৬
৫.	একতালা	৫৮
৬.	কাওয়ালি	৫৯
৭.	কাশ্মিরি খেমটা	১
৮.	কাহারবা/ কাহারোয়া	৬
৯.	খেমটা	৫
১০.	গড় খেমটা	২৭

১১.	জলদ একতালা	২৮
১২.	ঝাঁপতাল	২৪
১৩.	ঠুংরি	৩
১৪.	ঠেস কাওয়ালি	২
১৫.	তেওরা	৭
১৬.	মধ্যমান	৩
১৭.	যৎ	৩
১৮.	সুরফাঁক	২
১৯.	নাম নেই	৩০

অতুলপ্রসাদী

বাংলা সংগীতের অন্যতম প্রধান গীতরচয়িতা ও সুরস্রষ্টা অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১/৭২-১৯৩৪) রচিত ও সুরারোপিত সংগীত অতুলপ্রসাদী নামে সর্বজনবিদিত। এই গানের ধারা প্রধানত ভক্তি, প্রেম, স্বদেশ ও প্রকৃতি – এই চতুর্বিধ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অতুলপ্রসাদ তাঁর অধিকাংশ গান রচনা করেছেন কখন ও ব্যক্তি জীবনের নানা দুঃখ-বেদনায় তাড়িত হয়ে, কখনও সভা-সমিতিসহ নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, আবার কখনও অন্যের গান শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে। ফলে সংখ্যার দিক থেকে তাঁর গানগুলো অন্যান্য গীতরচয়িতার তুলনায় অনেক কম। তবে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাঁর রচিত গানগুলো সাময়িক কোনও ঘটনার প্রভাবে রচিত হলেও শিল্পগুণের দিক থেকে চিরকালীন মর্যাদা লাভ করেছে।

সরলতা, বেদনা, কারুণ্য, সমর্পণ তাঁর গানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর গানের সুরে হিন্দুস্থানি সংগীতের প্রভাব অধিক থাকলেও গানের বাণীতে ও বিষয় নির্বাচনে বাংলা কাব্যসংগীতের ধারাকেই পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন তিনি। গানে ভাষা ও চিত্রকল্প প্রয়োগে তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রাণিত হয়েছেন।

তাঁর গানের সুরে হিন্দুস্থানি রাগসংগীতের প্রভাব সর্বাধিক। তাঁর অত্যল্প সংখ্যক গানে ধ্রুপদ ও খেয়ালের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেলেও অধিকাংশ গানে টপ্পা, ঠুমরি, গজল, কাজরি, হোরি প্রভৃতি উপ-শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরের প্রাধান্য লক্ষণীয়। বাংলাগানের ধারায় ঠুমরি গীতশৈলীকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর রচিত ঠুমরি সম্পর্কে দিলীপকুমার রায় বলেন, 'তাঁর শ্রেষ্ঠ ঠুংরিভঙ্গিম গানে হৃদয়াবেগের সরল সুষমা বাক্‌সংযমে, সৌকুমার্যে, সুরের বিশিষ্ট মনোহারিত্বে, সর্বোপরি এক সহজ

আনন্দ ও বেদনার আবেদনে অপরূপ লক্ষ্মীশ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে, যে-সুষমা, যে-শ্রীকে বলতেই হয় খাঁটি – authentic.'[৭৮] অতুলপ্রসাদের পূর্বে বাংলায় অল্প কিছু গজল রচিত হলেও আধুনিক বাংলাগানের ধারায় গজল রীতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি। তাঁর হাত ধরেই বাংলাগানে গজল রচনার এক ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা সূচিত হয়। কাজরি, শাওন, লগনী ইত্যাদি উত্তর ভারতীয় লঘু গীতশৈলীকে বাংলাগানে তিনিই প্রথম আমদানি করেছেন। এছাড়া আবহমান বাংলার কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালি সুরের প্রয়োগও তাঁর বেশ কিছু গানে দেখা যায়। পাশাপাশি কোনো কোনো গানে আবার বাউল-সুরের সঙ্গে রাগ-সুর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন অপূর্ব শিল্প কুশলতায়। বিদেশি সুরের প্রভাবে রচিত তাঁর একটি মাত্র গান পাওয়া যায়। গানটি হল স্বদেশ পর্যায়ের 'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা'। উল্লেখ্য, ১৮৯২ সালে বিলাত যাত্রাকালে ভেনিস বন্দরে গন্ডোলার নাবিকদের গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে তিনি এ গানটি রচনা করেন।

অতুলপ্রসাদের গানের প্রথম গ্রন্থ *কয়েকটি গান* প্রকাশিত হয় কলকাতার মডার্ণ আর্ট প্রেস পাব্‌লিশার্স থেকে ১৯২৫ সালে। গ্রন্থটি তিনি তাঁর মাতা হেমন্তশশী দেবীকে উৎসর্গ করেছিলেন। এই গ্রন্থে ১৪৭টি গান প্রকাশিত হয়। গানগুলো 'দেবতা', 'প্রকৃতি', 'স্বদেশ', 'মানব', 'ছয় রাগ ও ছয় ঋতু' এবং 'বিবিধ' শিরোনামের ছয়টি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়। এরপর গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে অতুলপ্রসাদের গানের প্রথম স্বরলিপি গ্রন্থ *কাকলি* দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯২৯ ও ১৯৩০ সালে। এই খণ্ডদ্বয়ে মুদ্রিত ৩৫টি ক'রে মোট ৭০টি গানের স্বরলিপি প্রণয়ন করেছেন সাহানা দেবী। এতে গানগুলো তিনটি বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে; যথা : ১. দেবতা ২. প্রেম ও প্রকৃতি এবং ৩. স্বদেশ। ১৯৩১ সালের ২৪শে অক্টোবর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর রচিত সমগ্র গানে সংকলনগ্রন্থ *গীতিগুঞ্জ*। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সূচনায় একটি গানসহ পাঁচটি পর্যায়ে মোট ১৯৪টি গান স্থান পায়। এর মধ্যে ১. 'দেবতা' পর্যায়ে ৫৪টি গান (১-৫৪), ২. 'প্রকৃতি' পর্যায়ে ১৭টি গান (৫৫-৭১), ৩. 'স্বদেশ' পর্যায়ে ১৩টি গান (৭২-৮৪), ৪. 'মানব' পর্যায়ে ৫২টি গান (৮৫-১৩৬) এবং ৫. 'বিবিধ' পর্যায়ে ৫৭টি গান (১৩৭-১৯৩) অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে, যার পরিশিষ্টে আটটি নতুন গান সংযোজিত হয়। সর্বশেষ এই গ্রন্থে অতুলপ্রসাদের মোট ২০৮টি গান স্থান পেয়েছে। অতুলপ্রসাদের প্রয়াণের পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে নতুন করে ছয় খণ্ডে তাঁর গানের স্বরলিপি গ্রন্থ *কাকলি* প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত এই গ্রন্থমালায় ১১৬টি গানের স্বরলিপি স্থান পায়।

অতুলপ্রসাদের *কয়েকটি গান* ও *গীতিগুঞ্জ* গ্রন্থদু'টিতে সুরনির্দেশ থাকলেও তালনির্দেশ নেই। এমনকি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত *কাকলি* স্বরলিপি গ্রন্থসমূহের মধ্যে কেবল ষষ্ঠ খণ্ড ছাড়া বাকিগুলোতে তালের উল্লেখ নেই। একমাত্র গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে প্রকাশিত সাহানা দেবীকৃত *কাকলি* স্বরলিপি গ্রন্থে তালনির্দেশ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে দুই খণ্ডের তালনির্দেশ, দিলীপকুমার রায় রচিত *সাঙ্গীতিকী* গ্রন্থে প্রদত্ত রাগ-তাল নির্দেশিত অতুলপ্রসাদের গানের তালিকা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত *কাকলি* স্বরলিপি গ্রন্থের স্বরলিপি পর্যবেক্ষণ ক'রে অতুলপ্রসাদ রচিত ২০৮টি গানের মধ্যে ১১৬টি গানের তাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর গানে দাদরা, একতাল, কাহারবা, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল, তেওরা, যৎ, কাওয়ালি, জপতাল, দুঠুকি, রূপক্ড়া, ঝম্পক, আড় কাওয়ালি এবং দ্বি-ঝম্পক তালের ব্যবহৃত হয়েছে। নিচের কোন তালে কতটি গান ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলো :

ক্রমিক	তালের নাম	গান সংখ্যা
১.	আড় কাওয়ালি	১
২.	একতালা / একতাল	২২
৩.	কাওয়ালি	৩
৪.	কাহারবা	১১
৫.	জপতাল	২
৬.	ঝম্পক	১
৭.	ঝাঁপতাল	১০
৮.	তেওরা	৮
৯.	তেতালা / ত্রিতাল	১০
১০.	দাদরা	৩৮
১১.	দুঠুকি	১
১২.	দ্বি-ঝম্পক	১
১৩.	যৎ	৭
১৪.	রূপকড়া	১

দেখা যাচ্ছে, তাঁর গানের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত তাল দাদরা। দিলীপকুমার রায়ের তাল নির্দেশিত গানের তালিকা থেকে জানা যায়, অতুলপ্রসাদ তাঁর কীর্তনাঙ্গের গানে কীর্তনে প্রচলিত দু'টি অত্যন্ত

জনপ্রিয় তাল প্রয়োগ করেছেন। আবার এমন দু'টি তালে তিনি গান রচনা করেছেন যেগুলোতে তাঁর পূর্বে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গান পাওয়া যায়। তাল দু'টি হলো – ঝম্পক ও রূপক্‌ড়া। এই দু'টি তালে তাঁর রচিত গান যথাক্রমে 'তব অন্তর এত মন্থর আগে তো তা জানিনি' এবং 'এ বনেতে বনমালী কোথা তব বনফুল'। এছাড়া স্বরলিপিকার অনিল হোম 'মিলন সভা মাতাও আনন্দ-গানে' শীর্ষক গানটির তালনির্দেশ করেছেন দ্বি-ঝম্পক। এই নামে কোনও তালের সন্ধান প্রচলিত সংগীত-গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। আবার এটি অতুলপ্রসাদ সৃষ্ট নতুন কোনও তাল কি-না তারও স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়নি।

তথ্যসূত্র ও উল্লেখপঞ্জি

[১] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*, প্রথম ভাগ (কলকাতা : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, সেপ্টেম্বর ১৯৭০), পৃ. ২৭।

[২] তদেব, পৃ. ৩০।

[৩] বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পা., বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (কলকাতাঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৫৭), পৃ. ১।

[৪] উৎপলা গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন* (কলকাতা : সেবন্তি গোস্বামী কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত, ১৯৬০), পৃ. ১৫।

[৫] হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১), পৃ. ১৫-১৭।

[৬] করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১) পৃ. ৩৭।

[৭] মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ* (কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬), পৃ. ৫৯।

[৮] দুলাল ভট্টাচার্য, *তাল প্রসঙ্গে* (কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ২০১৩), পৃ. ২৫৯।

[৯] মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, তদেব, পৃ. ৫৬।

[10] তদেব, পৃ. ৫৪, ৫৬।

[11] মানস দাশগুপ্ত, *তাল অভিধান* (কলকাতা : মমতা দাশগুপ্তা কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত, ১৯৯৫), পৃ. ৫৯।

[12] তদেব, পৃ. ৯৯।

[13] তদেব, পৃ. ৮০।

[14] মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, তদেব, পৃ. ৫৬-৫৭।

[15] মানস দাশগুপ্ত, তদেব, পৃ. ৬৬।

[16] স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, তদেব, পৃ. ৬।

[17] সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২০), পৃ. ৩৩৬।

[18] বৈষ্ণবদাস, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, চতুর্থ খণ্ড, সতীশচন্দ্র রায় সম্পা. (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৩৪/ ১৯২৭), পৃ. ২৬৭।

[19] সুকুমার সেন সম্পা., *বৈষ্ণব-পদাবলী* (দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৫৭), পৃ. ২।

[20] খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *কীর্তন* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, আষাঢ় ১৩৫২/ ১৯৪৫), পৃ. ৩৩।

[21] মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান* (২য় সং., কলকাতা : সাহিত্যলোক, মার্চ ১৯৯৮), পৃ. ১৬২।

[22] আশিক সরকার, *নজরুল-সংগীত : বৈচিত্র্যের অন্বেষণে* (কলকাতা : সংবিদ, ২০২৩), পৃ. ১২৭।

[23] অমরেন্দ্রনাথ রায়, *শাক্ত পদাবলী (চয়ন)* (নবম সং., কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০), পৃ. ঙ।

[24] জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *শাক্তপদাবলী ও শক্তি সাধনা* (৪র্থ সং., কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৫৬), পৃ. ৮৬।

[25] অমরেন্দ্রনাথ রায়, তদেব, পৃ. একত্রিশ।

[26] অরুণকুমার বসু, *শক্তিগীতি পদাবলী* (২য় সং., কলকাতা : পুস্তক বিপণি, আশ্বিন ১৪০৮/২০০১), পৃ. ৪০।

[27] সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা., *রামপ্রসাদী* (৩য় মু., নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৭), পৃ. ১৪-১৫।

[28] তদেব, পৃ. ২৭।

[২৯] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি জীবনী, ভবতোষ দত্ত সম্পা. (কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৫৮)।

[৩০] দয়ালচন্দ্র ঘোষ, *প্রসাদ প্রসঙ্গ* (৪র্থ সং., কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৬)

[৩১] কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, *প্রসাদ-পদাবলী* (২য় সং., কলকাতা : অশ্বিনীকুমার হালদার, ১৮৯৯)।

[৩২] দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পা., *বাঙালির গান*, ১ম সংস্করণে সম্পাদক : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১)।

[৩৩] অরুণকুমার বসু, তদেব, পৃ. ২০৭।

[৩৪] দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পা., তদেব, পৃ. ১৪১।

[৩৫] Willard, Captain N. Augustus. *A Treatise on the Music of Hindoostan* (Calcutta : 1834), p. 89.

[৩৬] ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, *সঙ্গীতসারঃ* (কলকাতা : লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৬৮), পৃ. ৩০৩।

[৩৭] ডা. বিমল রায়, *সংগীতি শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, প্রদীপকুমার ঘোষ সম্পা. (২য় সং., কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, সেপ্টেম্বর ১৯৯২), পৃ. ১২৯।

[৩৮] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, *গীতসূত্রসার* (কোচবিহার : গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৫), পৃ. ৮২।

[৩৯] রমাকান্ত চক্রবর্তী, *নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা* (কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০১), পৃ. ৯৬।

[৪০] সুবোধ নন্দী, *ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ* (কলকাতা : দুর্গা নন্দী কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত, ২০১৩), পৃ. ১২৯।

[৪১] তদেব, পৃ. ১১৬-১১৭।

[৪২] দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীত চর্চা* (কলকাতা : ফার্মা কেএল্এম্ (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৭৬), পৃ. ৪০-৪১।

[৪৩] রাধামোহন সেনদাস, *সংগীত-তরঙ্গ*, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পা. (২য় সং., কলকাতা : নুটবিহারী রায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯০৩/১৩১০), পৃ. ২১৭।

[৪৪] ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, তদেব, পৃ. ২৬।

[৪৫] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৭৮।

[৪৬] ডা. বিমল রায়, তদেব, পৃ. ৯-১০।

[৪৭] দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বিষ্ণুপুর ঘরাণা* (কলকাতা : বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩), পৃ. ১০৪-১০৬।

[৪৮] রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর* (কলকাতা : বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৯৪১), পৃ. ৩৮।

[৪৯] দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীত চর্চা*, তদেব, পৃ. ৯১।

[৫০] ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, *সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা, দ্বিতীয় পর্ব* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ২০০৪), পৃ. ২৭।

[৫১] তদেব, পৃ. ২৭-২৮।

[৫২] তদেব, পৃ. ২৯।

[৫৩] কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *খেয়াল ও হিন্দুস্থানী সংগীতের অবক্ষয়* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩), পৃ. ৪৮-৪৯।

[৫৪] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, *গীতসূত্রসার, প্রথম ভাগ* (কলকাতা : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৫), পৃ. ৯৮।

[৫৫] দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৭৮।

[৫৬] দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পা., তদেব, পৃ. ১২৬।

[৫৭] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৯৮।

[৫৮] কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, *গীতমঞ্জরী* (কলকাতা : সুপ্রকাশ, ২০২০), পৃ. ১-২।

[৫৯] নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ও বৈষ্ণবচরণ বসাক, *সংগীতকল্পতরু*, সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা. (কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, ২০০০), পৃ. ৩৫-৩৬।

[৬০] অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত* (৩য় সং., কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০), পৃ. ১৩৬-১৩৭।

[৬১] তদেব, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

[৬২] তদেব, পৃ. ১৫১।

[৬৩] গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান* (দিল্লী : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩), পৃ. x ।

[৬৪] সুভাষ চৌধুরী, *গীতবিতানের জগৎ* (কলকাতা : প্যাপিরাস, ২০১৯)।

[৬৫] শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত* (পু.মু., কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯২), পৃ. ১৪৫।

[৬৬] *সংগীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা* পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩৭ সংখ্যায় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঝম্পক তাল সম্বন্ধে দু'একটি কথা' শিরোনামের একটি লেখায় পত্রিকাটির পূর্ববর্তী মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত দিলীপকুমার রায়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জানান, 'দিলীপবাবু লিখ্ছেন ঝম্পকের তাল ৩+২+৩; কিন্তু আমি জান্তুম ঝম্পকের মাত্রা ঝাঁপতালের অর্দ্ধেক্ অর্থাৎ ২+৩। অনেকে ঝাঁপতালের উল্টা ৩+২ ব্যবহার

করে' তা'র নাম ঝম্পক দিয়েছেন এও দেখেছি [সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা., *সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা ১ : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ*, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫), পৃ. ১০৭।]।' রবীন্দ্রনাথের গানের ভান্ডারী দিনেন্দ্রনাথ এখানে ঝম্পক তাল সৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেননি। আবার ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী *সঙ্গীত বিজ্ঞান-প্রবেশিকা* পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে একাদশী ও নবতালকে রবীন্দ্র-সৃষ্ট তাল হিসেবে পৃথকভাবে উল্লেখ করলেও ঝম্পক ও রূপকড়া তালকে অন্যান্য প্রচলিত তালের তালিকায় রেখেছেন। তিনি লিখেছেন, 'সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে তিনি শুধু হাল্কা তালে গান রচনা করেন; কিন্তু তাঁর বিপুল সঙ্গীতবারিধি মন্থন করলে দেখা যায় তিনি নানা ছন্দের নানা তাল ব্যবহার করেছেন যথা – রূপক, রূপক্ড়া, ঝাঁপতাল, ঝম্পক, একতালা, কাওয়ালি, ঠুংরী, আড়াঠেকা, দাদ্রা, যৎ, কাশ্মীরী খেম্টা ও দুই একটা চৌতাল। একাদশী ও নবতাল (বা নবমী) তাঁর উদ্ভাবিত ১১ মাত্রা ও ৯ মাত্রার দু'টি নতুন তাল [সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা., তদেব, পৃ. ১০৮]।'

[৬৭] শান্তিদেব ঘোষ, তদেব, পৃ. ১৪৩।

[৬৮] *গীতশ্রী* গ্রন্থের 'তাল... ছন্দ...' অধ্যায়ে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন, 'মিশেল কদমে আর দুই রকম তাল আমি উদ্ভাবন করেছি – ২+৪ এর কদমে (এর নাম দিয়েছি ষষ্ঠী তাল) এবং ৪+৫ (এর কদমে এর নাম দিয়েছি নবমী তাল)...।' [নিশিকান্ত ও দিলীপকুমার রায়, *গীতশ্রী*, (কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩৬)]

[৬৯] সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা., *সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা ১ : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫), পৃ. ১০৭।

[৭০] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী* (২য় সং., কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৩), পৃ. ১০১।

[৭১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান*, চতুর্থ খণ্ড (পু.মু., কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৮৫), পৃ. ৪১।

[৭২] কাঙ্গালীচরণ সেন, *ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি*, *প্রথম ভাগ* (কলকাতা : আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৯০৪), পৃ. ৪৬।

[৭৩] সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা., তদেব, পৃ. ১১০।

[৭৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তদেব, পৃ. ২৫।

[৭৫] ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৫৪), পৃ. ৩০।

[৭৬] সুধীর চক্রবর্তী সম্পা., *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮)।

[৭৭] বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা., *রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০০)।

[৭৮] দিলীপকুমার রায়, *সাঙ্গীতিকী* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮), পৃ. ১৬৮।

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুল-সংগীতে তালের প্রয়োগ

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুল-সংগীতে তালের প্রয়োগ

বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের এক বিস্ময়কর ও বহুমুখী প্রতিভার নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্রকার, অভিনেতা, সাংবাদিক, সম্পাদক, রাজনীতিক এবং সর্বোপরি একজন সংগীতজ্ঞ। সংগীত জগতের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর সমান পদচারণা। এক্ষেত্রে তিনি একই সঙ্গে ছিলেন গীতরচয়িতা, সুরস্রষ্টা, রাগস্রষ্টা, তালস্রষ্টা, গায়ক, একাধিক বাদ্যযন্ত্র বাদক, প্রশিক্ষক, সংগীত পরিচালক, স্বরলিপিকার এবং সংগীত গবেষক। তাঁর সৃষ্টিসম্ভারের মধ্যে সংগীতই যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হবে সে বিষয়ে তিনি নিজেই গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে জন-সাহিত্য-সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত অভিভাষণে উচ্চারণ করেন :

> কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি। আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সংগীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনোও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এটুকু মনে আছে সংগীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।[১]

নজরুলের সংগীত জীবনকে চারটি কালপর্বে ভাগ করা যায়। তাঁর সংগীত জীবনের প্রথম পর্ব ১৯০৯ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। শৈশবে পিতৃব্য কাজী বজলে করিমের অনুপ্রেরণায় তাঁর আরবি-ফার্সি-উর্দু মিশ্রিত বাংলায় সংগীত রচনার সূত্রপাত হয়। এক পর্যায়ে তিনি পিতৃব্যের সৌখিন লেটোগানের দলে যোগদান করেন। তারপর শেখ চকোর গোদার লেটোর দলে যুক্ত হন তিনি। এ সময় তিনি 'চাষার সঙ', 'ঠগপুরের সঙ', 'মেঘনাদ বধ', 'শুকনি বধ', 'দাতা কর্ণ', 'রাজপুত্র', 'কবি কালিদাস', 'আকবর বাদশা' প্রভৃতি পালাসহ চার শতাধিক লেটোগান রচনা করেন। ১৯১৫ সালে

বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছে তাঁর পদ্ধতিগত উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার হাতেখড়ি হয়।

পরবর্তী সময়ে সৈনিক হিসেবে করাচিতে অবস্থানকালে নজরুল অন্যান্য কাজকর্মের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংগীত চর্চারও সবিশেষ সুযোগ লাভ করেন। একজন পাঞ্জাবি মৌলবি সাহেবের সাহচর্যে ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি ফার্সি গজলের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটে। লেটো গানের দলে থাকাকালীন সময়ে তিনি বাঁশি, ঢোল, তবলা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাদনে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন আর সৈনিক জীবনে নিত্যানন্দ দে, মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গোপী প্রমুখ সংগীতে পারদর্শী কয়েকজন সহযোদ্ধার কাছে শেখেন কর্নেট, ক্ল্যারিওনেট, অর্গান, ব্যাঞ্জো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। এ সময় অন্যান্য সংগীত চর্চার পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে প্রকাশিত স্বরলিপি দেখে রবীন্দ্রসংগীত চর্চাও শুরু করেন তিনি।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে করাচি থেকে কলকাতায় ফেরার মধ্য দিয়ে নজরুলের সংগীত জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হয়। কলকাতা-জীবনের প্রথম দিকে তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলেন রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক হিসেবে। এত বেশি রবীন্দ্রসংগীত তিনি জানতেন যে বন্ধুমহলে তাঁকে বলা হত ‘রবীন্দ্রসংগীতের হাফেজ’। এই বছর এপ্রিল মাসে *সওগাত* পত্রিকার বৈশাখ ১৩২৭ সংখ্যায় তাঁর লেখা গান প্রথমবারের মতো ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়। ‘উদ্বোধন’ শিরোনামে মুদ্রিত বসন্ত-সোহিনী রাগে সুরারোপিত দাদরা তালে নিবদ্ধ গানটি হলো : ‘বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব’। এই কালপর্বে তিনি অনেক সভা-সমিতিতে যোগ দেন এবং অসংখ্য স্বদেশি-উদ্দীপনামূলক-জাগরণমূলক গান রচনা করেন। এক পর্যায়ে মুর্শিদাবাদের সংগীতগুণী ওস্তাদ মঞ্জু সাহেব এবং ওস্তাদ কাদের বক্সের কাছে তালিম গ্রহণ করেন তিনি। কাদের বক্সের কাছে তিনি বেশ কিছু অপ্রচলিত রাগের তালিমও পেয়েছেন বলে জানা যায়।

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ তারিখে (নভেম্বর ১৯২৮) ‘বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌ নে আজি দোল’ শীর্ষক গান রচনার মাধ্যমে নজরুলের গজল রচনার সূত্রপাত হয়। এরপর থেকে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক গজল রচনা করেন এবং সেগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই পর্বে তিনি নানা শ্রেণির গান লিখলেও সবচেয়ে বেশি রচনা করেছেন গজল ও স্বদেশি গান। এই সময়ে তাঁর রচিত গানগুলো প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গীতিগ্রন্থ *বুলবুল* ও প্রথমদিককার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে।

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে নজরুল গীত রচয়িতা ও ট্রেনার হিসেবে যোগদান করেন এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানিতে এবং এরই সঙ্গে তাঁর সংগীত জীবনের তৃতীয় পর্বের সূচনা হয়। এখানেই

তিনি ঠুমরি সম্রাট ওস্তাদ জমীরউদ্দীন খাঁ-র (?-১৯৩৯) সান্নিধ্য লাভ করেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঠুমরি ছাড়া ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, দাদরা, গজলসহ হিন্দুস্থানি সংগীতের প্রায় সকল ধারাতেই তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য। তাই তাঁর সান্নিধ্য নজরুলের জীবনে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। নজরুল তাঁর *বনগীতি* গীতিগ্রন্থটি ওস্তাদ জমীরউদ্দীন খাঁ-কে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গপত্রে লেখেন 'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতকলাবিদ, আমার গানের ওস্তাদ জমীরউদ্দীন খাঁ সাহেবের দস্ত মোবারকে-'।[২] এছাড়া সেনী ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ দবীর খাঁ (১৯০৫-১৯৭২), গজল গায়ক মস্তান গামা, সংগীতাচার্য জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী (১৯০২-১৯৪৭) প্রমুখের সাহচর্যে নজরুল তাঁর রাগসংগীতের অভিজ্ঞতাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিলেন। খলিফা বদল খাঁ (১৮৩৩-১৯৩৭) এবং ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-র (১৮৮৬-১৯৫০) কাছেও নজরুল মাঝে মাঝে যেতেন বলে জানা যায়। এর বাইরেও রাজা নওয়াব আলী খান রচিত *মারিফুন্নাগমাত*সহ বিভিন্ন সংগীতগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে তিনি তাঁর সংগীত শিক্ষাকে আরও ঋদ্ধ করেছেন।

এইচএমভির পাশাপাশি মেগাফোন, হিন্দুস্থান, ভিয়েলোফোন প্রভৃতি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গান রেকর্ডে প্রকাশিত হয়। অপরদিকে ১৯২৯ সালে তিনি সঙ্গীতাচার্য হিসেবে যোগদান করেন মনমোহন থিয়েটারে। এর মধ্য দিয়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। একে একে নাট্যনিকেতন ও রঙমহল রঙ্গমঞ্চে নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবে যুক্ত হন তিনি। তাছাড়া এ সময়েই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয় এবং বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন তিনি।

এই কালপর্বে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক গান রচনা করেন। শুধু সংখ্যায় নয়, এ সময়ের রচিত তাঁর গান বিষয়, আঙ্গিক ও সুরের বিচিত্রতা এবং ভাবের গভীরতায় অনন্য। বিষয়বস্তুর বিচারে তাঁর গানে আমরা পাই – দেশবন্দনামূলক-উদ্দীপনামূলক-জাগরণমূলক-সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক গানসহ বিভিন্ন শ্রেণির স্বদেশি গান, প্রেম সংগীত, ষড়ঋতুসহ নানা প্রাকৃতিক অনুষঙ্গে রচিত গান, হামদ-নাত-মর্সিয়া ও কলমা-নামাজ-রোজা-হজ-জাকাত-ঈদুল ফিতর-ঈদুল আযহা-শবে বরাত-কাবা-মসজিদ-আরব-মক্কা-মদিনা প্রভৃতি বিষয়ক ইসলামি সংগীত, নিরাকার ভজন-কৃষ্ণসংগীত-শ্যামাসংগীত-আগমনী-দুর্গাসংগীত-শিবসংগীতসহ বিভিন্ন দেবদেবী ও অবতার-মহাপুরুষদের নিয়ে রচিত হিন্দুধর্ম সংগীত, বিবিধ ধর্মসংগীত, হাস্যরসাত্মক সংগীত এবং বিবিধ সংগীত। আবার সুরের দিক থেকে রাগসুর, লোকসুর ও বিদেশি সুরের সার্থক সম্মিলন ঘটেছে তাঁর গানে। একাধারে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, সাদ্রা, ঠুমরি, দাদরা, টপ্পা, গজল, ভজন, কাওয়ালি, হোরী, কাজরি, রাগপ্রধান,

আধুনিক, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া, ঝাঁপান প্রভৃতি নানা গীতরীতির গান রচনা করেন তিনি। নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত দশটি গীতিগ্রন্থ ও তিনটি স্বরলিপি গ্রন্থ এই যুগেই প্রকাশিত হয়। গীতিগ্রন্থ গুলো হলো : ১. *বুলবুল* (১৯২৮), ২. *চোখের চাতক* (১৯২৯), ৩. *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০), ৪. *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১), ৫. *সুরসাকী* (১৯৩২), ৬. *জুলফিকার* (১৯৩২), ৭. *বনগীতি* (১৯৩২), ৮. *গুলবাগিচা* (১৯৩৩), ৯. *গীতি-শতদল* (১৯৩৪) ও ১০. *গানের মালা* (১৯৩৪) এবং স্বরলিপি গ্রন্থগুলো হলো : ১. *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১), ২, *সুর-লিপি* (১৯৩৪) ও ৩. *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)।

কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতা বেতারকেন্দ্রের অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করেন ১৯২৮ সালের ৫ই এপ্রিল। তবে তিনি '১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের আগ পর্যন্ত যতগুলো বেতার অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন তার সবগুলোই ছিল অন্যের অনুষ্ঠান। নজরুল শুধু সেসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। অক্টোবর ১৯৩৯ থেকে নজরুল সরাসরি নিজের নামে বেতারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।'[৩] কবির সক্রিয়ভাবে বেতারে যোগদানের সময় থেকেই তাঁর সংগীত জীবনের চতুর্থ বা অন্তিম পর্বের সূচনা হয়। এ সময় তিনি পূর্ববর্তী কালপর্বে চলমান সকল কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রাখেন। এই পর্বে তাঁর সৃষ্ট সংগীতে ভাবের গভীরতা তুলনায় আরও বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে সংগীত নিয়ে তিনি নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। বেতারে যোগদানের প্রথমেই তিনি 'হারামণি' নামাঙ্কিত একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অপ্রচলিত রাগে বাংলা গান রচনা করে প্রচার করতে থাকেন। তাঁর আরেকটি বড় কীর্তি আঠারোটি নতুন রাগ সৃজন। এসব রাগে তাঁর রচিত বাংলাগান প্রচারিত হতো 'উদাসী ভৈরব' ও 'নবরাগমালিকা' গীতি-আলেখ্যের মাধ্যমে। এই 'নবরাগমালিকা' অনুষ্ঠানেই প্রচারিত হয় তাঁর সৃষ্ট একমাত্র তাল নবনন্দন-এ রচিত গান। এছাড়া কবির রচিত 'মেল-মেলন', 'যাম-যোজনায় কড়ি মধ্যম', 'সারঙ্গ-রঙ্গ', 'ষঠ ভৈরব', 'হরপ্রিয়া', 'প্রহর পরিচায়িকা', 'ছন্দিতা' ইত্যাদি সংগীতালেখ্যের মাধ্যমে তাঁর সংগীত বিষয়ক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই কালপর্ব অত্যন্ত সীমিত সময়ে আবদ্ধ। কেননা, ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে কবি আকস্মিকভাবে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমে সম্বিত হারিয়ে ফেলেন।

উপরে অতি সংক্ষেপে কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। আলোচনার এ পর্যায়ে তাঁর গানে তালের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। জীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় মাত্র ৪৩ বছর বয়সে আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় কবি তাঁর রচিত বিপুল সংখ্যক সংগীত ভান্ডারকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে যেতে পারেননি। এমনকি তাঁর গানগুলোর সুর স্বরলিপি বা অন্য

কোনো মাধ্যমেও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাঁর সমগ্র সংগীতে তালের ব্যবহার সম্পর্কে জানা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

নজরুলের সুস্থাবস্থায় মাত্র দশটি গীতিগ্রন্থে ৭৬৪টি গান সংকলিত হয়। নিচে গীতিগ্রন্থ অনুযায়ী কোন তালে কয়টি গান রচিত হয়েছে তার একটি তালিকা সন্নিবেশ করা হলো :

ক্র.	গীতিগ্রন্থ	তালের নাম	তাল অনুযায়ী গান সংখ্যা	মোট গান সংখ্যা	ব্যবহৃত মোট তালের সংখ্যা
১	*বুলবুল* (১৯২৮)	আদ্ধা কাওয়ালি	৩	৪৯	১১
		আড় খেমটা	১		
		একতালা	২		
		কাওয়ালি	৮		
		কাহারবা	১৪		
		গীতঙ্গী	২		
		ঝাঁপতাল	২		
		ঠুংরি	১		
		দাদ্‌রা	১২		
		পোস্তা	১		
		যৎ	৩		
২	*চোখের চাতক* (১৯২৯)	আদ্ধা কাওয়ালি	২	৫৩	১২
		একতালা	৭		
		কাওয়ালি	৮		
		কাহার্‌বা (৪), কার্ফা (৬)	১০		
		গীতাঙ্গী	১		
		ঠুংরি	১		
		ত্রিতালী	২		
		দাদ্‌রা	১০		
		পাঞ্জাবি ঠেকা	১		
		ফের্‌তা- দাদ্‌রা-কার্ফা (১), কাহার্‌বা-দাদ্‌রা (১)	২		
		মধ্যমান	২		

		যৎ	৪		
		সাদ্রা	১		
		তালের উল্লেখ নেই	২		
৩	*নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)	আদ্ধা কাওয়ালি	৭	১২৭	১৫
		একতালা	১০		
		কাওয়ালি	৩৩		
		কাশ্মিরী খেম্‌টা	১		
		কাহার্‌বা (১৯), কার্ফা (৪)	২৩		
		খেমটা	২		
		গীতাঙ্গী (৩), তেওড়া (২)			
		ঝাঁপতাল (১), সাদ্রা (২)	৩		
		ঠুংরী	১		
		তেতালা (১), ত্রিতালী (২)	৩		
		দাদ্‌রা	১৩		
		পোস্তা	২		
		ফেরতা (কাহার্‌বা-দাদরা)	১		
		মধ্যমান	৪		
		যৎ	৬		
		লোফা	২		
		তালের উল্লেখ নেই	১১		
৪	*চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)	আদ্ধা কাওয়ালি	২	৬০	১৩
		একতালা	১০		
		কাওয়ালি	১১		
		কাহার্‌বা (২), কার্ফা (২)	৪		
		গীতাঙ্গী (২), তেওড়া (১)	৩		
		চৌতাল	১		
		ঠুংরি	৪		
		ত্রিতালী	১		
		দাদ্‌রা	৩		
		মধ্যমান	১		
		সাদ্রা	১		
		সেতারখানি	১		

		হোরী-ঠেকা	১		
		তালের উল্লেখ নেই	১৭		
৫	*সুরসাকী* (১৯৩২)	আদ্ধা কাওয়ালি	২	৯৭	১৬
		একতালা	৭		
		কাওয়ালি	৩		
		কাশ্মীরী খেমটা	১		
		কাহারবা (১), কার্ফা (৪১)	৪২		
		ঝাঁপতালা	১		
		তেতালা	১		
		দাদ্‌রা	২০		
		নবতাল	১		
		পাঞ্জাবি ঠেকা	১		
		যৎ	১		
		রূপক	২		
		লাউনী	২		
		লোফা	১		
		সেতারখানি	১		
		হোরি ঠেকা	১		
		তালের উল্লেখ নেই	১০		
৬	*জুলফিকার* (১৯৩২)	কার্ফা	১৫	২৪	৪
		ঠুংরী	১		
		দাদ্‌রা	৪		
		সাদ্রা	২		
		তালের উল্লেখ নেই	২		
৭	*বনগীতি* (১৯৩২)	আদ্ধা কাওয়ালি	২	৭১	১৩
		একতালা	৫		
		কাওয়ালি	৫		
		কাহারবা (১), কার্ফা(১৭)	১৮		
		খেমটা	২		
		ঝাঁপতাল	১		
		ঠুংরি	১		
		তেতালা	৩		

		দাদরা	১০		
		ফেরতা	১		
		মধ্যমান	১		
		যৎ	১		
		রূপক	১		
		লোফা	১		
		তালের উল্লেখ নেই	১৯		
৮	*গুল্‌-বাগিচা* (১৯৩৩)	আদ্ধা কাওয়ালি	১	৮৭	১২
		একতালা	৯		
		কাওয়ালি	২		
		কার্ফা	৩৭		
		খেমটা	১		
		ঠুমরী	২		
		ত্রিতালী	২		
		দাদ্‌রা	১৯		
		পোস্তা	১		
		রূপক	২		
		লাউনী	৫		
		লোফা	১		
		তালের উল্লেখ নেই	৫		
৯	*গীতি-শতদল* (১৯৩৪)	আদ্ধা কাওয়ালি	৪	১০১	১৪
		একতালা	৪		
		কাওয়ালি	১০		
		কাহারবা (৩), কার্ফা (১৯)	২২		
		খচমচি	১		
		খেমটা	৭		
		ঝাঁপতাল (১), সাদ্রা (১)	২		
		ঠুম্‌রি	৫		
		ত্রিতালী	১		
		দাদ্‌রা	১৬		
		দাসপয়রা	১		
		ফেরতা	১		

		লাউনী	৩		
		লোফা	১		
		সেতারখানি	২		
		তালের উল্লেখ নেই	২১		
১০	*গানের মালা* (১৯৩৪)	আদ্ধা কাওয়ালি	১	৯৫	১৩
		একতালা	৬		
		কাওয়ালি	৮		
		কাহারবা (২), কার্ফা (১৯)	২১		
		খেমটা	৩		
		গীতাঙ্গী (১), তেওড়া (৩)	৪		
		ঠুমরী	৩		
		ত্রিতালী (৪), তেতালা (৩)	৭		
		দাদরা	২৫		
		যৎ	১		
		রূপক	১		
		লাউনী	৪		
		লোফা	১		
		তালের উল্লেখ নেই	১০		

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, দশটি গীতিগ্রন্থে সংকলিত ৭৬৪টি গানে ২৫টি তালের প্রয়োগ করা হয়েছে। নিচে উক্ত গ্রন্থসমূহে এই তালগুলোতে সংকলিত গানের মোট সংখ্যা সম্বলিত এশটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	তালের নাম	গান সংখ্যা
১.	আদ্ধা কাওয়ালি	২৪
২.	আড় খেমটা	১
৩.	একতালা	৬০
৪.	কাওয়ালি	৮৮
৫.	কাশ্মিরী খেম্‌টা	২
৬.	কাহারবা (৪৬), কার্ফা (১৬০)	২০৬
৭.	খচমচি	১
৮.	খেমটা	১৫

৯.	চৌতাল	১
১০.	ঝাঁপতাল (৬), সাদ্রা (৭)	১৩
১১.	ঠুংরি	১৯
১২.	তেওড়া (৬), গীতাঙ্গী (৯)	১৫
১৩.	ত্রিতালী (১২), তেতালা (৮)	২০
১৪.	দাদ্‌রা	১৩২
১৫.	দাসপয়রা	১
১৬.	নবতাল	১
১৭.	পাঞ্জাবি ঠেকা	২
১৮.	পোস্তা	৪
১৯.	ফের্‌তা (২) দাদ্‌রা-কার্ফা (১) কাহার্‌বা-দাদ্‌রা (২)	৫
২০.	মধ্যমান	৮
২১.	যৎ	১৬
২২.	রূপক	৬
২৩.	লাউনী	১৪
২৪.	লোফা	৭
২৫.	সেতারখানি	৪
২৬.	হোরী-ঠেকা	২
২৭.	তালের উল্লেখ নেই	৯৭
	মোট গান	৭৬৪

কবির অসুস্থতার পর তাঁর পরিবার ও বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কয়েকটি গীতিগ্রন্থ ও সংকলন গ্রন্থে তাঁর অগ্রন্থিত কিছু গান প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে গবেষক ও অনুরাগীদের ব্যক্তিগত ও নানা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে ধীরে ধীরে নজরুল রচিত গানগুলো সংগৃহীত হতে থাকে। এ যাবৎ প্রকাশিত নজরুল-সংগীতের সর্ববৃহৎ সংকলন গ্রন্থ *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ*। গ্রন্থটি নজরুল গবেষক ও সংগীতজ্ঞ প্রফেসর ড. রশিদুন্‌ নবীর সম্পাদনায় নজরুল ইন্সটিটিউট (বর্তমানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট) থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির সর্বশেষ তৃতীয় সংস্করণে ৩১৭৪টি গান সংকলিত হয়েছে।[৪] এই গানগুলোর মধ্যে সহস্রাধিক গানের সুর আজ লুপ্ত।

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত দশটি গীতিগ্রন্থ, তিনটি স্বরলিপি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত গানের তালনির্দেশ এবং তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে বা তাঁর সান্নিধ্যধন্য শিল্পী ও সুরকারদের পরিচালনায় বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত গানের সুর বিশ্লেষণ ক'রে **১,৮৮৮**টি গানের তাল শনাক্ত করা হয়েছে এই গবেষণায়। নিচে তাঁর গাসে ব্যবহৃত তালসমূহের বিবরণ[৫] এবং ওই তালে নিবদ্ধ নজরুল-সংগীতগুলোর তালিকাসহ সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

৩.১ দাদরা

বর্তমান সময়ের বাংলাগানে সর্বাধিক ব্যবহৃত তালগুলোর মধ্যে দাদরা অন্যতম। কিন্তু মাত্র দেড়শো-দু'শো বছর আগেও বাংলাগানে এ তালের তেমন ব্যবহার ছিল না। তিন-তিন ছন্দের তালের মধ্যে একতাল ও খেমটা তালের জনপ্রিয়তা ছিল অধিক। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত *গীতসূত্রসার* গ্রন্থে দাদরা তালকে খেমটার প্রকারভেদ হিসেবে উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে, 'ভরতঙ্গা, কাশ্মীরী খেমটা ও দাদরা খেমটারই প্রকারভেদ মাত্র। ... ইহারা গ্রাম্য গীতেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, ইদানিং বঙ্গে ভদ্র সমাজে প্রচলিত হইয়াছে।'[৬] এই গ্রন্থ রচনার মোটামুটি ষাট বছর পর *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* পত্রিকায় এক নিবন্ধে হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জানান, 'কিছুদিন পূর্ব্বেও সঙ্গীতকলাবিদগণ, হিন্দুস্থানী বা বাঙ্গালী এই তালের গান সভাতে গাহিতেন না, উহা সভাসঙ্গীতে হেয় বিবেচিত হইত। কিন্তু বর্তমানে দাদরা তাহার সম্মোহনী শাস্ত্রবলে সভাতে স্থান লাভ করিয়াছে।'[৭] প্রকৃতপক্ষে হিন্দুস্থানের দেহাতি অর্থাৎ গ্রাম্য একপ্রকার নৃত্য-সম্বলিত গানে তিন-তিন ছন্দের যে তাল ব্যবহৃত হতো তা-ই দাদরা নামে পরিচিতি লাভ করে। পরে হিন্দুস্থানি সংগীতের প্রভাবে বাংলাগানে এই তালের অনুপ্রবেশ ঘটে। শুরুতে খেমটা ও একতালের মাত্রা সংখ্যার অর্ধেক ব'লে এই তালকে 'আদ্ধা' তালও বলা হত। ক্রমে এই তালটি এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে ভরতঙ্গা, খেমটা, কাশ্মীরি খেমটা, আড় খেমটা প্রভৃতি তালকে আত্মসাৎ ক'রে নেয়।

পুরনো বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে দাদরা তাল সম্পর্কে নানা মতভেদ দেখা যায়। যেমন, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর *সঙ্গীতসার* এবং শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের *মৃদঙ্গ-মঞ্জরী* গ্রন্থে দাদরাকে আড়াই মাত্রাবিশিষ্ট তাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। গোবিন্দ রাওজী তাঁর *মৃদঙ্গ-তবলা বাদন সুবোধ* গ্রন্থে ছয় মাত্রা বিশিষ্ট দাদরাকে দুই-দুই ছন্দে সমান তিনটি পদে বিভক্ত ক'রে প্রথম দু'টি পদে পরপর তালি এবং শেষের পদে খালি নির্দেশ করেছেন। আবার, প্রসন্নকুমার সাহাবণিক তাঁর *তবলা-তরঙ্গিনী* গ্রন্থে এবং হরেন্দ্রকিশোর

রায়চৌধুরী *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* পত্রিকায় দাদরাকে খালিবিহীন দুই তালি বিশিষ্ট ত্রৈমাত্রিক সমপদী ছন্দের তাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

এবার বর্তমানকালে দাদরা তালের সর্বজনগ্রাহ্য রূপটি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। দাদরা ছয় মাত্রা বিশিষ্ট তাল। এই তাল তিন মাত্রা ক'রে সমান দু'টি পদে বিভক্ত, যার মধ্যে প্রথম পদটিতে তালি এবং দ্বিতীয়টিতে খালি দেখানো হয়। অর্থাৎ সমপদী ত্রিমাত্রিক ছন্দে গঠিত দাদরা তালের প্রথম মাত্রায় তালি এবং চতুর্থ মাত্রায় খালি। তালটির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঠেকা নিম্নরূপ :

গীতসূত্রসার (১৮৮৫) ;

<table>
<tr><td></td><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>ধা</td><td>গে</td><td>নে</td><td></td><td>দা</td><td>ঘে</td><td>নে</td><td></td></tr>
</table>

সঙ্গীত-মঞ্জরী (১৯০৭) :

<table>
<tr><td></td><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>ধা</td><td>ধি</td><td>না</td><td></td><td>না</td><td>ধি</td><td>না</td><td></td></tr>
</table>

তবলা-তরঙ্গিনী (১৯১৬) :

<table>
<tr><td></td><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td>২</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>ধিন্</td><td>ধিন্</td><td>না</td><td></td><td>ধা</td><td>দিন্</td><td>তা</td><td></td></tr>
</table>

সঙ্গীতচন্দ্রিকা (১৯২৫) :

<table>
<tr><td></td><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>ধা</td><td>ধি</td><td>না</td><td></td><td>না</td><td>তি</td><td>না</td><td></td></tr>
</table>

ক্রমিক পুস্তক মালিকা (১৯৩৭) :

<table>
<tr><td></td><td>১</td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>I</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td>ধীন্</td><td>ধীন্</td><td>ধা</td><td></td><td>ধা</td><td>তী</td><td>না</td><td></td></tr>
</table>

ভারতীয় সঙ্গীতকোষ (১৯৮৪) :

	১				০			
I	।	।	।	|	।	।	।	I
	ধি	ধি	না		না	তু	না	

সংগীতি শব্দকোষ (১৯৯২) :

	১				০			
I	।	।	।	|	।	।	।	I
	ধা	ধি	না		ধা	তু	না	

নজরুল রচিত বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা এবং কবির হস্তলিপিতে বহু গানে তাল হিসেবে দাদরার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, বিভিন্ন গ্রামোফোন রেকর্ডে বহু দাদরা তালের গান ধৃত হয়েছে। নিচে এসব নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত দাদরা তালে রচিত নজরুল-সংগীতের তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২০ (১৯৩৪), শিল্পী : প্রতিভা সেন
২.	অন্ধকারের তীর্থপথে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১১৪ (১৯৩৫), শিল্পী : জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়
৩.	অন্নপূর্ণা মা এসেছে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১০ (১৯৩৬), শিল্পী : সমবেত
৪.	অশ্রু বদল করেছিনু মোরা	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৫.	অসুর বাড়ির ফেরত এ মা	রেকর্ড নং : এফটি. ২৮২১ (১৯৩৩), শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৬.	আঁখি তোল, আঁখি তোল	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২১ (১৯৩৫), শিল্পী : পারুল সেন (সোম)
৭.	আঁধার রাতে কে গো	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৮.	আঁধার রাতের তিমির দুলে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৬৫ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দিরা সেনগুপ্ত। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৯.	আকাশে ভোরের তারা	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৫৬ (১৯৪০), শিল্পী : সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়
১০.	আকাশে হেলান দিয়ে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৩৮০ (১৯৩৯), শিল্পী : কানন দেবী
১১.	আকুল হলি কেন বকুল	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
১২.	আগুন জ্বালাতে আসিনি গো	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৯৪ (১৯৪৩), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
১৩.	আগের মত আমের ডালে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)

১৪.	আজ বাদল ঝরে	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬৪ (১৯৩২), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
১৫.	আজ ভারতের নব আগমনী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ২৬ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস। গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
১৬.	আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী : মীনা রায়
১৭.	আজ সকালে সূর্য ওঠা	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৬৬ (১৯৩৮), শিল্পী : শীলা সরকার
১৮.	আজও মা তোর পাইনি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪৭৪ (১৯৩৬), শিল্পী : জীবনকৃষ্ণ দাস
১৯.	আজকে হোরি ও নাগরি	রেকর্ড নং : এন. ৭০৮৯ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
২০.	আজি আকাশ মধুর	রেকর্ড নং : এন. ৯৮২১ (১৯৩৬), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
২১.	আজি এ বাদল দিনে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২২.	আজি কুসুম-দীপালি জ্বলিছে বনে	রেকর্ড নং : এন. ৭১৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী : মীরা দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২৩.	আজি গানে গানে ঢাকব আমার	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৪৬ (১৯৩৩), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
২৪.	আজি চৈতি হাওয়ার মাতন	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩২ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিমতী দেবী
২৫.	আজি দোল-পূর্ণিমাতে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
২৬.	আজি মধুর গগন	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৬৮ (১৯৩৭), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
২৭.	আজিকে তনু মনে লেগেছে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ৪৮৪৪ (১৯৩৭), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী (খেঁদি)
২৮.	আধখানা চাঁদ হাসিছে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৩১৩১২ (১৯৫১), শিল্পী : জগন্ময় মিত্র
২৯.	আনন্দ রে আনন্দ	রেকর্ড নং : এন. ৭২৭৩ (১৯৩৪), শিল্পী : বাঙলার ছেলেমেয়ে
৩০.	আবার কেন বাতায়নে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৬ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
৩১.	আমায় আর কত দিন	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৪৩ (১৯৩৫), শিল্পী : কালী বর্মণ
৩২.	আমার অহঙ্কারের মূল	রেকর্ড নং : এন. ২৭৯৯০ (১৯৪৯), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৩.	আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৮৩ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৪.	আমার কোন্ কূলে আজ	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : এন. ৪১৮৭ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
৩৫.	আমার দেওয়া ব্যথা ভোলো	রেকর্ড নং : এন. ৭২১০ (১৯৩৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ

৩৬.	আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায়	রেকর্ড নং : এফটি. ৩০৮০ (১৯৩৪), শিল্পী : লীলা দেবী
৩৭.	আমার বিফল পূজাঞ্জলি	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৪৩ (১৯৩৫), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৩৮.	আমার বুকের ভিতর	রেকর্ড নং : এন. ৭২৪৯ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৯.	আমার ভুবন কান পেতে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৫২৩ (১৯৪৫), শিল্পী : যূথিকা রায়
৪০.	আমার লীলা বোঝা ভার	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৫৪ (১৯৩৫), শিল্পী : পদ্মাবতী দেবী
৪১.	আমার শুধু চোখের দেখা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৯৭ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাস
৪২.	আমার সকল আকাশ	রেকর্ড নং : এন. ৯৭২৩ (১৯৩৬), শিল্পী : আভা সরকার
৪৩.	আমার সকলি হরেছ হরি	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
৪৪.	আমার হৃদয় অধিক রাঙা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২২৬৯ (১৯৩৮), শিল্পী : জিতেন চক্রবর্তী
৪৫.	আমার হৃদয় মন্দিরে ঘুমায়	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৮৯ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস
৪৬.	আমি অলস উদাস আনমনা	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৪৭.	আমি আছি ব'লে দুখ পাও	রেকর্ড নং : জিই. ৭৮২৪ (১৯৫০), শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
৪৮.	আমি গগন গহনে সন্ধ্যা-তারা	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৩৩ (১৯৪২), শিল্পী : ইলা ঘোষ
৪৯.	আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি	রেকর্ড নং : এন. ২৭২২৭ (১৯৪১), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
৫০.	আমি চিরতরে দূরে	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৯২ (১৯৪২), শিল্পী : চিত্ত রায়
৫১.	আমি দ্বার খুলে আর	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১২০ (১৯৩৫), শিল্পী : রেণু বসু
৫২.	আমি দেখন হাসি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২০২৯ (১৯৩২), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩.	আমি বাঁধন যত খুলিতে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৭৪ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৫৪.	আমি শ্যামা বলে ডেকেছিলাম	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫৩৪ (১৯৪১), শিল্পী : শৈল দেবী
৫৫.	আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৩৫ (১৯৪১), শিল্পী : মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬.	আমি সুন্দর নহি জানি হে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৩১১৮৪ (১৯৫০), শিল্পী : মনোরঞ্জন চৌধুরী
৫৭.	আমি হব মাটির বুকে ফুল	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৩০ (১৯৩৮), শিল্পী : কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
৫৮.	আয় মরু পারের হাওয়া	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০২৭ (১৯৩২), শিল্পী : মো. কাশেম
৫৯.	আয় মুক্তকেশী আয়	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৮০ (১৯৪০), শিল্পী : পরেশচন্দ্র দেব (পাঁচু)
৬০.	আয় রণজয়ী পাহাড়ি দল	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১১ (১৯৩৬), 'সুরথ উদ্ধার' রেকর্ডনাট্যের গান

৬১.	আর কত দুখ্ দেবে বল	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৭৩ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস
৬২.	আরো কত দিন বাকি	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৩৫ (১৯৪১), শিল্পী : মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩.	আল্লা নামের বীজ বুনেছি	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৬৪৭ (১৯৪১), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৪.	আল্লা নামের শিরনি তোরা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৬২৯ (১৯৪১), শিল্পী : দেলোয়ার হোসেন ও আশরফ আলী
৬৫.	আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫৯৬ (১৯৪১), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৬.	আশা-নিরাশায় দিন কেটে যায়	স্বরলিপিকার : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ : *নজরুল স্বরলিপি*, একাদশ খণ্ড, হরফ
৬৭.	আসে বসন্ত ফুলবনে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৪৫ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৮.	ইয়া আল্লাহ্, তুমি রক্ষা কর	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২৬১ (১৯৪০), শিল্পী : হায়দর অ্যাণ্ড পার্টি
৬৯.	উচাটন মন ঘরে রয় না (পিয়া মোর)	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৭০.	উদার ভারত! সকল মানবে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী : জ্ঞান দত্ত
৭১.	এ কি অপরূপ রূপে মা	রেকর্ড নং : এফটি. ২৮২১ (১৯৩৩), শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৭২.	এ কি সুরে (কোন্ সুরে) তুমি গান শোনালে	রেকর্ড নং : এন. ৭০২৪ (১৯৩২), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন। গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৭৩.	এ কোন্ মায়ায় ফেলিলে	রেকর্ড নং : এন. ১৭২২৬ (১৯৩৮), শিল্পী : রেণুকা রায়
৭৪.	এ বাসি বাসরে আসিলে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : এন. ৩২৬২ (১৯৩০), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৭৫.	এই আমাদের বাংলাদেশ	রেকর্ড নং : এন. ৭২৭৬ (১৯৩৪), 'প্রতাপাদিত্য' রেকর্ডনাট্যের গান
৭৬.	এই শিকল পরা ছল	রেকর্ড নং : জিই. ৭৫০৬ (১৯৪৯), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী : পত্রিকা : *ভারতী* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১), স্বরলিপিকার : কাজী নজরুল ইসলাম, [*নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ*, সংকলন ও সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
৭৭.	একটুখানি দাও অবসর	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১৭১ (১৯৩৫), শিল্পী : পদ্মরাণী গাঙ্গুলী
৭৮.	একলা ভাসাই গানের কমল	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এন. ৭২৪৮ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাস

৭৯.	একাদশীর চাঁদ রে ও	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৪০ (১৯৪২), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
৮০.	একেলা গোরী জল্‌কে চলে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৮ (১৯৩২), শিল্পী : উষারাণী দেবী
৮১.	এখনো ওঠেনি চাঁদ	রেকর্ড নং : এন. ২৭০২৫ (১৯৪০), শিল্পী : পারুল সেন
৮২.	এখনো মেটেনি আশা	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৯০ (১৯৩৪), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৮৩.	এত কথা কি গো কহিতে জানে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৮৪.	এবার নবীন মন্ত্রে হবে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৯৫ (১৯৪৩), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
৮৫.	এলো ঐ পূর্ণশশী ফুল-জাগানো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩২ (১৯৩৫), শিল্পী : কুমারী বেবী (আশরাফী খানম)
৮৬.	এলো ফুলের মরশুম	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৭ (১৯৩২), শিল্পী : সুধীরা দাসগুপ্ত
৮৭.	এসো চির জনমের সাথি	রেকর্ড নং : এন. ৯৮২১ (১৯৩৬), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
৮৮.	এসো বঁধু ফিরে এসো	রেকর্ড নং : জেএনজি. ২২৫ (১৯৩৫), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী (টেপি)
৮৯.	এসো বসন্তের রাজা হে আমার	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৯০.	এসো মা ভারত-জননী	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৯১.	এসো শারদ প্রাতের পথিক	রেকর্ড নং : এন. ৭২০৩ (১৯৩৪), শিল্পী : অণিমা (বাদল)। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৯২.	ঐ কাজল-কালো চোখ	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৯৩.	ও কি ঈদের চাঁদ গো	রেকর্ড নং : এন. ৯৯০৬ (১৯৩৭), শিল্পী : রাবেয়া খাতুন
৯৪.	ও কে উদাসী বেণু বাজায়	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৯৫.	ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে (আমার দেশের মাটি)	রেকর্ড নং : এন. ৭০৯৭ (১৯৩৩), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
৯৬.	ও শাপলা ফুল নেব না	রেকর্ড নং : জিই. ২৭৭৮ (১৯৪৫), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী ও শেফালী ঘোষ
৯৭.	ওগো ঠাকুর! বলতে পার	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২০৯ (১৯৩৬), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৯৮.	ওগো পিয়া তব অকরুণ	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
৯৯.	ওগো পূজার থালায় আছে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১৭ (১৯৩৫), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
১০০.	ওগো মাগো আজো বেঁচে আছি	রেকর্ড নং : এন. ৯৯০৩ (১৯৩৭), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১০১.	ওগো সুন্দর আমার	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
১০২.	ওরে আলয়ে আজ মহালয়া (এলো	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১৬ (১৯৩৫), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত ও

	মা আমার মা)	অন্যান্য
১০৩.	ওরে ও-মদিনা বলতে পারিস্	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী : মানু মিয়া (কে. মল্লিক)
১০৪.	ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩০৯ (১৯৩৯), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১০৫.	কত জনম যাবে তোমার বিরহে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী : সরযূবালা দেবী
১০৬.	কত সে জনম কত সে লোক	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭২৫৯ (১৯৩৪), শিল্পী : মানদা দেবী
১০৭.	কথা কও, কও কথা থাকিও না চুপ ক'রে	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৯৭ (১৯৪১), শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত
১০৮.	কথার কুসুমে গাঁথা	রেকর্ড নং : এন. ৩১২৮২ (১৯৫০), শিল্পী : বেচু দত্ত
১০৯.	কদম কেশর পড়ল ঝরি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪৭১ (১৯৩৬), শিল্পী : গীতা বসু
১১০.	করুণা তোর জানি মা গো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪৭৪ (১৯৩৬), শিল্পী : জীবনকৃষ্ণ দাস
১১১.	কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি	রেকর্ড নং : এন. ৯৭০৭ (১৯৩৬), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
১১২.	কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৪৩৭ (১৯৩৪), শিল্পী : সুধীরা দাশগুপ্ত। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১১৩.	কহ প্রিয়ে, কেমনে এ রাতি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
১১৪.	কাছে তুমি থাক যখন	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৭৪ (১৯৪৩), শিল্পী : রমা দেবী
১১৫.	কাণ্ডারি গো কর কর পার	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪১৪ (১৯৪০), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১১৬.	কানন গিরি সিন্ধুপার	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
১১৭.	কালো মেয়ের পায়ের তলায়	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২০৩১ (১৯৩২), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)। পত্রিকা : *ভারতবর্ষ* (অগ্রহায়ণ, ১৩৪০), স্বরলিপিকার : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, [*নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ*, সংকলন ও সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
১১৮.	কে ডাকিলে আমারে	রেকর্ড নং : এন. ৩১০৭০ (১৯৪৯), শিল্পী : নন্দলাল পুরী
১১৯.	কে তুমি এলে হেলে দুলে	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১২০.	কে দুয়ারে এলে মোর	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬৫ (১৯৩২), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
১২১.	কে পরালো মুণ্ডমালা	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩০২ (১৯৩৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ

১২২.	কে পাঠালে লিপির দূতী	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
১২৩.	কেন উচাটন মন পরান	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
১২৪.	কেন কাঁদে পরান কি বেদনায়	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৩৫ (১৯৩১), শিল্পী : কে. মল্লিক। রেকর্ড নং : টি. ৬০৩৪ (১৯৩১), শিল্পী : কিরণময়ী দাসী স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
১২৫.	কেন দিলে এ কাঁটা	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৫০৯ (১৯২৮), শিল্পী : উমাপদ ভট্টাচার্য। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৩৫ (১৯৩১), শিল্পী : কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
১২৬.	কেহ বলে তুমি রূপ সুন্দর	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৩৩ (১৯৪০), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১২৭.	কোথায় গেলি মাগো আমার	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮১ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১২৮.	কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
১২৯.	কোন্ সে সুদূর অশোক-কাননে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৮৪ (১৯৩৮), শিল্পী : শ্রীসত্যবান (হিমাংশু দত্ত)
১৩০.	ক্ষীণ তনু যৌবন ভার	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৩১.	ক্ষ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
১৩২.	খড়ের প্রতিমা পূজিস রে	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
১৩৩.	খর রৌদ্রের হোমানল জ্বালি	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৩৪.	খেলা শেষ হলো	রেকর্ড নং : এইচ. ২২৬৬ (১৯৬৫), শিল্পী : জগন্ময় মিত্র
১৩৫.	খেলি আয় পুতুল খেলা	রেকর্ড নং : জিটি. ২৪ (১৯৩৩), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
১৩৬.	খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫৪৫ (১৯৪১), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৩৭.	গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ	রেকর্ড নং : এন. ৭০৯৭ (১৯৩৩), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন, গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩), স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
১৩৮.	গত রজনীর কথা পড়ে মনে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৩৯.	গভীর নিশীথে ঘুম	রেকর্ড নং : এন. ২৭৫২৪ (১৯৪৫), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত।
১৪০.	গানগুলি মোর আহত পাখির সম	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৪৭ (১৯৩২), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী

১৪১.	গুণ্ঠন খোলো পারুল মঞ্জরি	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৯৪ (১৯৩৭), শিল্পী : রাধারাণী দেবী
১৪২.	গুণে গরিমায় আমাদের নারী	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৭৬৬ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৪৩.	গোধূলির রঙ ছড়ালে (কে গো আমার সাঁঝ গগনে)	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৭৭ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
১৪৪.	ঘর ছাড়াকে বাঁধতে এলি	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
১৪৫.	ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবি রে	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৮৮ (১৯৪১), শিল্পী : কাজী নজরুল ইসলাম, সুনীল ঘোষ ও ইলা ঘোষ
১৪৬.	ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৩১১০৪ (১৯৪৯), শিল্পী : বেচু দত্ত
১৪৭.	ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪০২ (১৯৩৯), শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত
১৪৮.	চন্দ্রমল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা চাঁদের দেশের	রেকর্ড নং : এন. ৭২২২ (১৯৩৪), শিল্পী : কে. মল্লিক
১৪৯.	চম্‌কে চপলা মেঘে মগন গগন	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
১৫০.	চল্ চল্ চল্ (ঊর্ধ্ব গগনে)	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৭৮ (১৯৩৩), শিল্পী : মেগাফোন কোরাস পার্টি। রেকর্ড নং : এন. ৭১৫৫ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস
১৫১.	চল মন আনন্দধাম	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : এন. ৪১৮৪ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
১৫২.	চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা	স্বরলিপিকার : কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল সুরলিপি*, ৮ম খণ্ড
১৫৩.	চাঁদের দেশের পথ-ভোলা	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৫৪.	চীন ও ভারতে মিলেছি আবার	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩০৩ (১৯৪২), শিল্পী : প্রতিভা ঘোষ, জগন্ময় মিত্র ও সত্য চৌধুরী
১৫৫.	চুড়ি কিঙ্কিনী রিনি রিন্ ঝিনি	রেকর্ড নং : এন. ৭১৮৬ (১৯৩৪), শিল্পী : লক্ষ্মী দেবী।
১৫৬.	চৈতি চাঁদের আলো আজ	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩০৯৫ (১৯৩৯), শিল্পী : রমলা মজুমদার
১৫৭.	ছাড়িতে পরান নাহি চায়	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
১৫৮.	ছেড়ে দাও মোরে	রেকর্ড নং : এন. ৩১০৭৭ (১৯৪৯), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
১৫৯.	জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস্	রেকর্ড নং : এন. ২৭৪০৩ (১৯৪৩), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৬০.	জননী মোর জন্মভূমি	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৭১ (১৯৩৫), শিল্পী : দেববালা দাসী
১৬১.	জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস

১৬২.	জাগিলে পারুল কি গো	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
১৬৩.	জাগো কৃষ্ণকলি, জাগো	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১৫ (১৯৩৬), শিল্পী : নিতাই ঘটক
১৬৪.	জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, জাগো শ্রীকৃষ্ণ	রেকর্ড নং : এন. ৭২৬৫ (১৯৩৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৬৫.	জাতের নামে বজ্জাতি সব	রেকর্ড নং : পি. ৬৯৪৫ (১৯২৫), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৬৬.	জানি আমার সাধনা নাই	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৭৪ (১৯৩৭), শিল্পী : মাধবী দাশগুপ্তা
১৬৭.	জ্বালিয়ে আবার দাও	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৬৮.	জ্বালো দেয়ালি জ্বালো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৬৪৯ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দু সেন
১৬৯.	ঝরা ফুল দ'লে কে অতিথি	রেকর্ড নং : এফটি. ২০২৬ (১৯৩২), শিল্পী : হরিমতী দেবী। গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)
১৭০.	ঝিলের জলে কে ভাসালো	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩৫ (১৯৩৭), শিল্পী : পারুল সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১৭১.	ঠাকুর তোমায় মালা দেব	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২০৬ (১৯৩৬), শিল্পী : তারকবালা ও হরিমতী দেবী
১৭২.	ডাকতে তোমায় পারি যদি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১৩ (১৯৩৬), শিল্পী : নিতাই ঘটক
১৭৩.	ডুবু ডুবু ধর্ম-তরী	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
১৭৪.	ডেকো না আর দূরের প্রিয়া	রেকর্ড নং : এফটি. ৩০৫৮ (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার সুবল (সুবল দাশগুপ্ত)। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৭৫.	তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি	রেকর্ড নং : এন. ২৭২২৭ (১৯৪১), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
১৭৬.	তুই কে ছিলি তাই বল্	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৯০ (১৯৩৪), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
১৭৭.	তুই মা হবি না মেয়ে হবি	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৭৮.	তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী	রেকর্ড নং : এন. ৯৯০১ (১৯৩৭), শিল্পী : রেণু বসু
১৭৯.	তুমি আমার সকাল বেলার সুর	পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (শ্রাবণ, ১৩৪৪), স্বরলিপিকার : শ্রীনলিনী লাহিড়ী। রেকর্ড নং : এন. ১৭৪০২ (১৯৩৯), শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত
১৮০.	তুমি আরেকটি দিন থাকো	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৫০ (১৯৩৮), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১৮১.	তুমি কি আসিবে না	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী : গীতা বসু
১৮২.	তুমি কেন এলে পথে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২৯৫ (১৯৪০), শিল্পী : গীতা বসু
১৮৩.	তুমি বর্ষায় ঝরা চম্পা	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১৮৪.	তুমি ভোরের শিশির	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি*

		(১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭১৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী : পারুল সেন
১৮৫.	তুমি শুনিতে চেয়ো না	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৯৭ (১৯৪১), শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত
১৮৬.	তুমি সুন্দর কপট হে নাথ	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৭৫ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
১৮৭.	তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৯২ (১৯৪২), শিল্পী : চিত্ত রায়।
১৮৮.	তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৮ (১৯৩৭), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
১৮৯.	তোমার আঁখির মত	পত্রিকা : *সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (ফাল্গুন, ১৩৪৭), স্বরলিপিকার : বিজলী ধর। রেকর্ড নং : এন. ৩১০৭৭ (১৯৪৯), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
১৯০.	তোমার আমার এই বিরহ	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪১৮ (১৯৪০), শিল্পী : ভবতোষ ভট্টাচার্য
১৯১.	তোমার দেওয়া ব্যথা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১৪ (১৯৩৬), শিল্পী : নিশিরানী গুপ্তা
১৯২.	তোমার ফুলের মতন মন	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৯৩.	তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ	রেকর্ড নং : এন. ৭২০২ (১৯৩৪), শিল্পী : গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
১৯৪.	তোমার মহাবিশ্বে কিছু	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৩ (১৯৩৫), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৯৫.	তোমার সৃষ্টি মাঝে হরি	রেকর্ড নং : এন. ৭০৫৯ (১৯৩২), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১৯৬.	তোমারেই আমি চাহিয়াছি	স্বরলিপিকার : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ : *নজরুল সুরমালিকা*, ২য় খণ্ড
১৯৭.	তোর কালো রূপ দেখতে মা	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৩১ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৯৮.	তোর কালো রূপ লুকাতে মা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩৪ (১৯৩৫), শিল্পী : কালী বর্মণ
১৯৯.	তোর নামেরই কবচ দোলে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৫৮ (১৯৪৩), শিল্পী : ভবানী দাস
২০০.	তোরা দেখে যা আমিনা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৭ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২০১.	থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ	রেকর্ড নং : জিই. ২৫৬১ (১৯৪০), শিল্পী : ঝর্ণা দে
২০২.	দরিয়ায় ঘোর তুফান	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৯১ (১৯৩২), শিল্পী : তকরিমউদ্দীন আহমদ। গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)
২০৩.	দাও শৌর্য দাও ধৈর্য	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯০ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী ও ধীরেন দাস
২০৪.	দাঁড়ালে দুয়ারে মোর	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৪৪ (১৯৩৩), শিল্পী : কাজী নজরুল ইসলাম। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
২০৫.	দিও ফুলদল বিছায়ে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ২২২ (১৯৩৫), শিল্পী : শৈলেন্দ্রনাথ

		ভট্টাচার্য
২০৬.	দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া	রেকর্ড নং : এন. ৭০৬৮ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২০৭.	দিনের সকল কাজের মাঝে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৯২ (১৯৪০), শিল্পী : বীণা চৌধুরী
২০৮.	দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে	রেকর্ড নং : এন. ২৭১১০ (১৯৪১), শিল্পী : যূথিকা রায়
২০৯.	দুঃখ অভাব শোক দিয়েছ	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৫১ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
২১০.	দুখের সাহারা পার হয়ে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৯৬ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২১১.	দুপুর বেলাতে একলা পথে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২১২.	দুলিবি কে আয়	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৯ (১৯৩৩), শিল্পী : কমলা ভট্টাচার্য। গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২১৩.	দুলে আলো শতদল	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
২১৪.	দূর আরবের স্বপন দেখি	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী : মানু মিয়া (কে. মল্লিক)
২১৫.	দেখে যা রে রুদ্রাণী মা	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩৫০৪ (১৯৪৩), শিল্পী : রণজিৎ মণ্ডল
২১৬.	দোপাটি লো, লো করবী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬১ (১৯৩৩), শিল্পী : সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী। গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
২১৭.	দ্যাখো হিন্দুস্থান সাহেব মেমের	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
২১৮.	ধীর চরণে নীর ভরণে	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২১৯.	ধীরে বহো ভোরের হাওয়া	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৪৯ (১৯৪৩), শিল্পী : নিখিলচন্দ্র সেন
২২০.	নতুন পাতার নূপুর বাজে	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫১০ (১৯৪১), শিল্পী : নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
২২১.	নদীর স্রোতে মালার কুসুম	পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (আশ্বিন, ১৩৪৪), স্বরলিপিকার : শ্রীনলিনী লাহিড়ী। রেকর্ড নং : জিই. ২৬৩০ (১৯৫৩), শিল্পী : রেণুকা রায় চৌধুরী
২২২.	নয়ন ভরা জল গো তোমার	রেকর্ড নং : জিই. ২৭০১ (১৯৪৪), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
২২৩.	নয়ন যে মোর বারণ মানে না	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৪০ (১৯৩২), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
২২৪.	নয়নে নিদ্ নাহি	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৪৮ (১৯৩৮), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী (মধুপুর)
২২৫.	নাই চিনিলে আমায় তুমি	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক (নজরুলকৃত সুর), *সঙ্গীতাঞ্জলি*,

		তৃতীয় খণ্ড
২২৬.	নাই পরিলে নোটন খোঁপায়	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩৫৫ (১৯৩৫), শিল্পী : শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়
২২৭.	নাচে নাচে রে মোর কালো মেয়ে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩০২ (১৯৩৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২২৮.	নাচে সুনীল দরিয়া	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২২৯.	নাহি ভয় নাহি ভয়	রেকর্ড নং : জিই. ২৮০০ (১৯৪৫), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
২৩০.	নিরুদ্দেশের পথে আমি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩০৯ (১৯৩৯), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
২৩১.	নিশি কাজল শ্যামা	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৭৩ (১৯৪৩), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৩২.	নিশি না পোহাতে যেয়ো না	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৪০৫ (১৯৩৫), শিল্পী : মড কস্টেলো
২৩৩.	নিশি-দিন তব ডাক শুনিয়াছি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী : সান্ত্বনা সেন
২৩৪.	নিশীথ স্বপন তোর	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
২৩৫.	নীল যমুনা সলিল কান্তি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১৩ (১৯৩৬), শিল্পী : নিতাই ঘটক। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
২৩৬.	নীলবর্ণা নীলোৎপল-নয়না	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড,
২৩৭.	পদ্মদীঘির ধারে ধারে ঐ	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৩৮.	পরদেশি বঁধুয়া, এলে কি	রেকর্ড নং : পি. ১১৬৩৮ (১৯২৯), শিল্পী : কে. মল্লিক
২৩৯.	পরমাত্মা নহ তুমি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৮৪ (১৯৩৯), শিল্পী : মাধবী মুখোপাধ্যায়
২৪০.	পরান-প্রিয়! কেন এলে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৫৫৪ (১৯২৯), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
২৪১.	পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২৪২.	পানসে জোছ্‌নাতে কে চল	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
২৪৩.	পাপে তাপে মগ্ন আমি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৭৫ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
২৪৪.	পায়ে বিঁধেছে কাঁটা	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২৩১৬ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
২৪৫.	পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭১০ (১৯৩৬), শিল্পী : মীরা সরকার
২৪৬.	পাষাণের ভাঙালে ঘুম	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮ (১৯৩২), শিল্পী : কাজী নজরুল ইসলাম। গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
২৪৭.	পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১৭৪ (১৯৩৫), শিল্পী : রেণুকা দেবী

২৪৮.	পূরবের তরুণ অরুণ পূরবে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
২৪৯.	প্রণমি তোমায় বনদেবতা	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
২৫০.	প্রভু তোমাতে যে করে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩২৭ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
২৫১.	প্রিয় ভোরের আলো হয়ে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫২৬ (১৯৩৬), শিল্পী : কুমারী বেবী (আশরাফী খানম)
২৫২.	প্রিয় যাই যাই ব'লো না	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১৩১ (১৯৩৩), শিল্পী : সুহাসিনী দেবী
২৫৩.	প্রিয়তম এত প্রেম দিও না	রেকর্ড নং : এইচ. ১১২৪ (১৯৪৪), শিল্পী : তৃপ্তি সিংহ
২৫৪.	প্রিয়তম এসো ফিরে	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৪৩৮ (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
২৫৫.	ফিরে এসো ফিরে এসো প্রিয়তম	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫৪৩ (১৯৪১), শিল্পী : বিনয়কুমার অধিকারী
২৫৬.	ফিরে গেছে সই এসে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৯ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী (টেপি)
২৫৭.	ফিরে ফিরে দ্বারে আসে যায়	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
২৫৮.	ফুট্‌লো সন্ধ্যামণির ফুল	রেকর্ড নং : এফটি. ৩০৮৩ (১৯৩৪), শিল্পী : উষারাণী দেবী
২৫৯.	ফুল-কিশোরী জাগো জাগো	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (শ্রাবণ, ১৩৪১), স্বরলিপিকার : অনিলভূষণ বাগ্‌চী
২৬০.	ফুলে পুছিনু, বল বল	রেকর্ড নং : এন. ৭১৯১ (১৯৩৪), শিল্পী : মো. কাশেম
২৬১.	বঁধু আমি ছিনু বুঝি	রেকর্ড নং : এন. ২৭৪৮১ (১৯৪৪), শিল্পী : যূথিকা রায়
২৬২.	বঁধু তোমার আমার	রেকর্ড নং : জিই. ২৫৫৫ (১৯৪০), শিল্পী : রাধারাণী দেবী (ফিল্ম স্টার)।
২৬৩.	বন-মল্লিকা ফুটিবে যখন	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৭০ (১৯৩৮), শিল্পী : সাবিত্রী বসু (চামেলি)
২৬৪.	বনমালার ফুল জোগালি	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৮৪২ (১৯৩৯), শিল্পী : গীতা বসু
২৬৫.	বনমে শুন সখিরি পিয়া	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৪২ (১৯৩৮), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
২৬৬.	বনে বনে দোলা লাগে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৮ (১৯৩২), শিল্পী : ঊষারাণী দেবী
২৬৭.	বনে মোর ফুটেছে হেনা	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯২ (১৯৩৪), শিল্পী : প্রভা দেবী
২৬৮.	বনের তাপস কুমারী আমি গো	রেকর্ড নং : এন. ২৭০০৫ (১৯৪৮), শিল্পী : যূথিকা রায়
২৬৯.	বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪০৪ (১৯৪০), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
২৭০.	বরণ করেছি তারে সই	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৪০ (১৯৩২), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী

২৭১.	বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়	রেকর্ড নং : এন. ২৭৮৮১ (১৯৪৮), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
২৭২.	বল প্রিয়তম বল	রেকর্ড নং : এন. ২৭২২১ (১৯৪১), শিল্পী : যূথিকা রায়
২৭৩.	বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ	রেকর্ড নং : কিউই. ৭১৫৬ (১৯৪৭), শিল্পী : গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়
২৭৪.	বল্ রে জবা বল্	রেকর্ড নং : এন. ৭৪২১ (১৯৩৫), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৭৫.	বল্ রে তোরা বল্ ওরে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
২৭৬.	বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৩০ (১৯৪২), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
২৭৭.	বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
২৭৮.	বাঁশি তার কোথায় বাজে	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
২৭৯.	বাজাও প্রভু বাজাও ঘন	পত্রিকা : *সওগাত*, বৈশাখ ১৩২৭
২৮০.	বালা যোবন মোরি সখিরি	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৪২ (১৯৩৮), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
২৮১.	বাসন্তী রঙ শাড়ি প'রো	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী : অশোক সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
২৮২.	বিঁধে গেল তীর	রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৬ (১৯৩২), শিল্পী : রাধারাণী দেবী
২৮৩.	বিকাল বেলার ভুঁইচাঁপা গো	রেকর্ড নং : এন. ৭৪০৫ (১৯৩৫), শিল্পী : মড কস্টেলো
২৮৪.	বিজলি চাহনী কাজল কালো নয়নে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২৮৫.	বিদায় বেলায় করুণ সুরে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭১২ (১৯৩৬), শিল্পী : কার্তিকচন্দ্র দাস
২৮৬.	বুনো ফুলের করুণ সুবাস	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩০ (১৯৩৫), শিল্পী : বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায়।
২৮৭.	বৃথা তুই কাহার পরে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২৯ (১৯৩৪), শিল্পী : ভবানী দাস
২৮৮.	বেদনা-বিহ্বল পাগল	রেকর্ড নং : এন. ৪৭৪৪ (১৯৩৬), শিল্পী : ধীরেন দাস ও ইন্দুবালা দেবী
২৮৯.	ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিও না	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২৯০.	ব্রজে আবার আসবে ফিরে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৮৪ (১৯৩৯), শিল্পী : মাধবী মুখোপাধ্যায়
২৯১.	ভাইয়ের দোরে ভাই	রেকর্ড নং : এন. ৩৫০৮ (১৯৩১), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৯২.	ভারত আজিও ভোলেনি	রেকর্ড নং : এন. ৩১০৬৬ (১৯৪৯), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
২৯৩.	ভারত-লক্ষ্মী আয় মা ফিরে	রেকর্ড নং: এন. ৩১০৬৬ (১৯৪৯), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
২৯৪.	ভীরু এ মনের কলি	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৩৭ (১৯৪২), শিল্পী : যূথিকা রায়

২৯৫.	ভুল করে যদি ভালোবেসে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৯২ (১৯৪৩), শিল্পী : মাস্টার বাদল (সতীনাথ মুখোপাধ্যায়)
২৯৬.	ভুলিতে পারিনে তাই	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৮৮ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২৯৭.	ভুলে যেয়ো, ভুলে যেয়ো	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৬৫ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৯৮.	ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৭৯ (১৯৩৪), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
২৯৯.	ভেঙো না ভেঙো না বঁধু	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৩০০.	ভোলো লাজ ভোলো গ্লানি	রেকর্ড নং : এফটি. ২৩১৯ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩০১.	মনে পড়ে আজ	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৯২ (১৯৪১), শিল্পী : যূথিকা রায়
৩০২.	মনে রাখার দিন গিয়েছে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৯২২ (১৯৩৭), শিল্পী : ভক্তিরঞ্জন রায়
৩০৩.	মমতাজ! মমতাজ!	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৮০ (১৯৪১), শিল্পী : ইলা ঘোষ
৩০৪.	মা এসেছে মা এসেছে	রেকর্ড নং : এন. ৭২৭৩ (১৯৩৪), শিল্পী : বাঙলার ছেলেমেয়ে। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৩০৫.	মা কবে তোরে পারব দিতে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৬০৭ (১৯৩৬), শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৩০৬.	মাকে ভাসায়ে জলে (মাকে ভাসায়ে ভাটির স্রোতে)	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৩০৭.	মাগো কে তুই, কার নন্দিনী	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৩০৮.	মালঞ্চে আজ কাহার	রেকর্ড নং : এন. ৭২১০ (১৯৩৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩০৯.	মালা গাঁথা শেষ না হতে	রেকর্ড নং : এন. ১৭২০২ (১৯৩৮), শিল্পী : বিভারাণী চক্রবর্তী
৩১০.	মালা যদি মোর ধূলায় মলিন	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৪০ (১৯৩৬), শিল্পী : পারুল সেন
৩১১.	মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে	রেকর্ড নং : জিটি. ২৮ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৩১২.	মুক্তি আমায় দিলে হে নাথ	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৪২ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩১৩.	মুখে কেন নাহি বলো	রেকর্ড নং : এন. ৩১২৮৩ (১৯৫০), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
৩১৪.	মৃত্যু-আহত দয়িতের	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৮৪ (১৯৩৮), শিল্পী : হিমাংশু দত্ত
৩১৫.	মেঘলামতীর ধারা জলে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৮৮ (১৯৩৫), শিল্পী : অণিমা (বাদল)
৩১৬.	মেঘের হিন্দোলা দেয়	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৩১৭.	মোর ঘন শ্যাম এলে কি আজ	রেকর্ড নং : এন. ৯৮০০ (১৯৩৬), শিল্পী : প্রমোদা দেবী

৩১৮.	মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৩০ (১৯৩১), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী।
৩১৯.	মোর না মিটিতে আশা	রেকর্ড নং : এন. ২৭১২ (১৯৪১), শিল্পী : শান্তা আপ্তে।
৩২০.	মোর নিশীথের চাঁদ	স্বরলিপিকার : কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল সুরলিপি*, ৮ম খণ্ড
৩২১.	মোর প্রিয়া হবে এসো রানি	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৪০ (১৯৪২), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
৩২২.	মোর হৃদি-ব্যথার কেউ সাথি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৩২৩.	মোরা মাটির ছেলে	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৩২৪.	মোরে মায়ার ডোরে বাঁধিস	রেকর্ড নং : এন. ২৭৪৮২ (১৯৪৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩২৫.	যত নাহি পাই	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৭৬ (১৯৩৮), শিল্পী : রমলা মজুমদার
৩২৬.	যদি আমি তোমায় হারাই	রেকর্ড নং : এন. ৯৭২৩ (১৯৩৬), শিল্পী : আভা সরকার
৩২৭.	যমুনা সিনানে চলে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৩২৮.	যমুনাকে তীরপে সখিরী	মাদার কাস্ট নং : ওএমসি ৭০২৮ (১৯৩৭), শিল্পী : নীলমণি সিংহ
৩২৯.	যাও যাও তুমি ফিরে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৩৩০.	যাবার বেলায় মিনতি আমার	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১১৬ (১৯৩৫), শিল্পী : কালীপদ সেন
৩৩১.	যারে হাত দিয়ে মালা	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩২০ (১৯৩৯), শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত
৩৩২.	যাস্ কোথা সই এক্‌লা	পত্রিকা : *ভারতী*, শ্রাবণ ১৩২৮
৩৩৩.	যাস্‌নে মা ফিরে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৯৫ (১৯৪৩), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
৩৩৪.	রক্ষাকালীর রক্ষা কবচ	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৪৯ (১৯৩৭), শিল্পী : অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
৩৩৫.	রাই বিনোদিনী দোলো	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫২৫৩ (১৯৩৮), শিল্পী : কানন দেবী ও অহি সান্যাল
৩৩৬.	রাঙা জবার বায়না ধ'রে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৮০ (১৯৪০), শিল্পী : পরেশচন্দ্র দেব (পাঁচু বাবু)
৩৩৭.	রাত্রি-শেষের যাত্রী আমি	রেকর্ড নং : এন. ৭১৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী : মীরা দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৩৩৮.	রুম ঝুম রুম ঝুম্ কে এলে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৬১ (১৯২৯), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী। রেকর্ড নং : টি. ৬০০১ (১৯৩১), শিল্পী : বি. গোস্বামী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
৩৩৯.	রে অবোধ শূন্য শুধু	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর*

		(১৯৩৪)
৩৪০.	লক্ষ্মী মা তুই ওঠ্ গো আবার	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
৩৪১.	লায়লী! লায়লী! ভাঙিয়ো না ধ্যান	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৫৪ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৪২.	লুকাবি মা কোথায় কালী (আর লুকাবি কোথায় মা কালী) (তুই লুকাবি মা কোথায় কালী)	রেকর্ড নং : এফটি. ২০৩১ (১৯৩২), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৪৩.	লুকায়ে রহিলে চিরদিন	স্বরলিপিকার : কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল সুরলিপি*, ৮ম খণ্ড
৩৪৪.	শত জনম আঁধারে আলোকে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১১৪ (১৯৩৫), শিল্পী : জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়
৩৪৫.	শহীদী ঈদগাহে দেখ্ আজ	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)
৩৪৬.	শুধু নামে যাহার এত মধু সে হরি	মাদার কাস্ট নং : ওএমসি ৮৪৬০ (১৯৩৭), শিল্পী : ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা
৩৪৭.	শেষ হ'ল মোর এ জীবনে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী : অশোক সেন
৩৪৮.	শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৪২ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৪৯.	শ্মশান কালীর নাম শুনে রে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৯৭৫৬ (১৯৩৬), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন। পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (মাঘ, ১৩৪১), স্বরলিপিকার : শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫০.	সখি ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। রেকর্ড নং : পি. ১১৫০৯ (১৯২৮), শিল্পী : উমাপদ ভট্টাচার্য। রেকর্ড নং : এন. ৭২৬৮ (১৯৩৪), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৩৫১.	সঙ্ঘ শরণ তীর্থযাত্রা	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩০৩ (১৯৪২), শিল্পী : প্রতিভা ঘোষ, জগন্ময় মিত্র ও সত্য চৌধুরী
৩৫২.	সজনে তলায় ও সজনী	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৫৮ (১৯৩৫), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
৩৫৩.	সজল-কাজল-শ্যামল এসো	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১৭ (১৯৩৫), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৩৫৪.	সতী মা কি এলি ফিরে	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৩৫৫.	সন্ধ্যা ঘনালো আমার বিজন	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৬৪ (১৯৪০), শিল্পী : মায়া গোস্বামী (কুসুম)
৩৫৬.	সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৪৯ (১৯৪৩), শিল্পী : নিখিলচন্দ্র সেন

৩৫৭.	সন্ধ্যা হ'লো ওগো রাখাল	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৫ (১৯৩৫), শিল্পী : আশালতা রায়
৩৫৮.	সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়	রেকর্ড নং : এন. ৭২০৩ (১৯৩৪), শিল্পী : অণিমা (বাদল)। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩৫৯.	সহসা কি গোল বাঁধালো	রেকর্ড নং : এন. ৭৩১১ (১৯৩৪), শিল্পী : মানিকমালা দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৩৬০.	সাঁঝের আঁচলে রহিল	রেকর্ড নং : এন. ১৭২০২ (১৯৩৮), শিল্পী : বিভারাণী চক্রবর্তী
৩৬১.	সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪৫ (১৯৪০), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৩৬২.	সাগর আমায় ডাক দিয়েছে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩৬৩.	সাগর হতে চুরি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৩ (১৯৩৪), শিল্পী : দুর্গা দেবী
৩৬৪.	সুদূর মক্কা মদিনার পথে	রেকর্ড নং : এন. ৯৭১১ (১৯৩৬), শিল্পী : মো. কাশেম
৩৬৫.	সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে	রেকর্ড নং : জিই. ২৬৫৩ (১৯৪৪), শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল
৩৬৬.	সেই আমাদের বাংলাদেশ	রেকর্ড নং : এন. ৭২৮৭ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাস
৩৬৭.	সেদিন বলেছিলে এই সে ফুলবনে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩০৯৫ (১৯৩৯), শিল্পী : রমলা মজুমদার। পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (আশ্বিন, ১৩৪৬), স্বরলিপিকার : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
৩৬৮.	সোনার বরণ কন্যা গো	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৭১ (১৯৩৮), শিল্পী : রতন মাঝি (গিরীন চক্রবর্তী) ও ফুল কুমারী (হরিমতী দেবী)
৩৬৯.	সোনার মেয়ে! সোনার মেয়ে!	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৩৭০.	স্বপনে এসো নিরজনে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩১৬ (১৯৩৯), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৩৭১.	হয়তো আমার বৃথা আশা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৭৬ (১৯৩৮), শিল্পী : রমলা মজুমদার
৩৭২.	হাতে হাত দিয়ে আগে চল্	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫৪৫ (১৯৪১), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৭৩.	হায় আঙিনায় সখি আজো	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৩ (১৯৩৬), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৩৭৪.	হায় ভিখারি কাহার কাছে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৫ (১৯৩৫), শিল্পী : আশালতা রায়
৩৭৫.	হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৩৭৬.	হুল ফুটিয়ে গেলে শুধু	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩৭৭.	হৃদয় কেন চাহে হৃদয়	রেকর্ড নং : এফটি. ২৩১৮ (১৯৩১), শিল্পী : শীলা হাজরা
৩৭৮.	হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি'	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৩৭৯.	হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১১ (১৯৩৬), শিল্পী : সমবেত
৩৮০.	হে পাষাণ দেবতা	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৬৪ (১৯৪০), শিল্পী : শীলা সরকার

৩৮১.	হে প্রিয় তোমার আমার মাঝে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৬৪ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৮২.	হেরি আজ শূন্য নিখিল	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৩৮৩.	হেলে দুলে নীর ভরণে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬৮ (১৯৩৩), শিল্পী : রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়)
৩৮৪.	হেলে দুলে বাঁকা কানাইয়া	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩৮৫.	হোক প্রবুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১২ (১৯৩৬), শিল্পী : 'সুরথ উদ্ধার' রেকর্ডনাট্যের গান

বর্তমানে বাংলাগানে দাদরা তাল প্রধানত দু'টি লয়ে প্রযুক্ত হয় – মধ্যলয় ও দ্রুতলয়। উপরে উপস্থাপিত তালিকাটিতে মধ্যলয়ের দাদরা তালে নজরুল রচিত সংগীতগুলো স্থান পেয়েছে। নিচে দাদরা তালের দ্রুতলয়ে অর্থাৎ দ্রুত-দাদরা তালে নজরুল রচিত গানগুলোর একটি তালিকা সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	উৎস
১.	অ-মা! তোমার বাবার নাকে	রেকর্ড নং : জিটি. ২০ (১৯৩২), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি (আশ্চর্যময়ী দাসী ও অন্যান্য)
২.	আজ লাচনের লেগেছে	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৪৮ (১৯৩২), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩.	আজকা হইব মোর বিয়া	রেকর্ড নং : এন. ৭২৭৫ (১৯৩৪), শিল্পী : বিমল গুপ্ত
৪.	আজো হেথা তেমনি ধারা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৫৩ (১৯৩৩), শিল্পী : সমবেত
৫.	আবু আর হাবু দুই ভায়ে	রেকর্ড নং : এন. ৭১৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬.	আমরা শক্তি আমরা বল	রেকর্ড নং : জেই. ৭৮৩৪ (১৯৫১), শিল্পী : গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও পার্টি
৭.	আমার গানের মালা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩৪ (১৯৩৫), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
৮.	(আমি) দুখের কথা শুনাই	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৭৮০ (১৯৩৫) শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৯.	আরে হাঁ বালা উম্‌রি	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৪২ (১৯৪১), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১০.	এ তো ঘুম নয় সই	রেকর্ড নং : এফটি.২৯৯৭ (১৯৩৪), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১১.	এসো ঠাকুর মহুয়া বনে	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৭১ (১৯৪২), শিল্পী : কালীপদ সেন
১২.	ঐ কুব্জার কি রূপের বাহার	রেকর্ড নং : এফটি. ২০২৮ (১৯৩২), শিল্পী : প্রফেসর জি. দাস
১৩.	ও কে নাচের ঠমকে দাঁড়ালো থম্‌কে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৯২৮ (১৯৪৪), শিল্পী : রাধারানী দেবী
১৪.	ও কে মুঠি মুঠি আবির	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৪৬ (১৯৩৫), শিল্পী : শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
১৫.	ও ভাই কোলা-ব্যাঙ	রেকর্ড নং : জিটি. ২২ (১৯৩২), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
১৬.	ওগো চৈতী রাতের চাঁদ	রেকর্ড নং : এফটি. ২০৯৩ (১৯৩৭), শিল্পী : লক্ষ্মী দেবী
১৭.	ওরে কে বলে আরবে নদী নাই	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৩৫৫ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৮.	ওরে গো-রাখা রাখাল	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৭১ (১৯৪১), শিল্পী : কালীপদ সেন

১৯.	ওরে ডেকে দে দে লো মহুয়া	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫৯৩ (১৯৪২), শিল্পী : শৈল দেবী
২০.	ওরে নেইকো ডানা উড়ে এলি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪১ (১৯৪০), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
২১.	ওরে রাখাল ছেলে বল্	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৭৫ (১৯৩৯), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২২.	ওলো ননদিনী বল্	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬২ (১৯৩৯), শিল্পী : কে. মল্লিক
২৩.	কন্যার পায়ের নূপুর বাজে	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৮৩ (১৯৩৯), শিল্পী : মাধুরী দে
২৪.	কলগাড়ি যায় ভোঁসর ভোঁসর	রেকর্ড নং : এফটি. ২০২৮ (১৯৩২), শিল্পী : প্রফেসর জি. দাস
২৫.	কানে আজো বাজে আমার	রেকর্ড নং : এন. ১৭২০৪ (১৯৩৮), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
২৬.	কারার ঐ লৌহকপাট	রেকর্ড নং : জিই. ৭৫০৬ (১৯৪৯), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
২৭.	কালো জল ঢালিতে সই	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৬৩ (১৯৩৮), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
২৮.	কালো পাহাড় আলো করে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৭০ (১৯৩৯), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
২৯.	কিশোরী মিলন বাঁশরি	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১৮ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৩০.	কী মজার কড়াই ভাজা	রেকর্ড নং : জিটি. ২০ (১৯৩২), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
৩১.	কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৮৪ (১৯৪২), শিল্পী : শান্তা বসু ও কালীপদ সেন
৩২.	কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩০৯ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৩৩.	কে নিবি মালিকা এ মধুযামিনী	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৩৪.	গলে টগর মালা কাদের	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৩০ (১৯৩৫), শিল্পী : অণিমা (বাদল)
৩৫.	গিন্নির ভাই পালিয়ে গেছে	রেকর্ড নং : এন. ৭০৯৮ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬.	গুলশান কো চুম্‌চুম্	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৯১ (১৯৩৪), শিল্পী : প্রভাদেবী
৩৭.	গেরুয়া-রঙ মেঠো পথে	রেকর্ড নং : এন. ৭২৬১ (১৯৩৪), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
৩৮.	ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৬৩৭ (১৯৪২), শিল্পী : সুপ্রভা ঘোষ (সরকার)
৩৯.	চলো সামলে পিছল পথে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬৪ (১৯৩৩), শিল্পী : মিস মন্টি
৪০.	চিকন কালো বেদের কুমার	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৬২ (১৯৪২), শিল্পী : বীণা চৌধুরী
৪১.	চুড়ির তালে নুড়ির মালা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৩২ (১৯৩৬), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
৪২.	চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস্ রে	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৬৯ (১৯৪১), শিল্পী : শচীন দেববর্মণ
৪৩.	ছন্নছাড়া বেদের দল আয় রে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫০৭ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস ও পরেশ দেব
৪৪.	জরীণ হরফে লেখা	রেকর্ড নং : এফটি.১২৭৩৭ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪৫.	জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১২৮ (১৯৩৭), শিল্পী : বাঙলার ভাই বোন
৪৬.	ঝাঁকড়া-চুলো তালগাছ তুই	রেকর্ড নং : জিটি. ২২ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়
৪৭.	ঝুম্‌ঝুম্ ঝুমরা নাচ নেচে	রেকর্ড নং : এন. ২৭১২২ (১৯৪১), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৮.	ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৮৪ (১৯৪২), শিল্পী : কালীপদ সেন ও শান্তা বসু
৪৯.	ডাল মেল, পত্র মেল	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬০ (১৯৩৯), শিল্পী : পারুল সেন
৫০.	তুমি আমার চোখের বালি	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৭৫৪ (১৯৪২), শিল্পী : সুজন মাঝি
৫১.	তুমি নামো হে নামো (ওহে শ্যামো হে শ্যামো)	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৯৪ (১৯৩৮), শিল্পী : রঞ্জিত রায়

৫২.	তোমায় আমায় মিল খেয়েছে	রেকর্ড নং : এফটি. ২৩৬১ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩.	তোরা সব জয়ধ্বনি কর	রেকর্ড নং : জিই. ৭৪৫৮ (১৯৪৯), শিল্পী : বাঙলার সন্তানদল
৫৪.	দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৫০ (১৯৩৫), শিল্পী : যূথিকা রায়
৫৫.	দুপুর বেলাতে একলা পথে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮৭ (১৯৩৩), শিল্পী : পারুলবালা দেবী
৫৬.	দোহাই তোদের! এবার তোরা	রেকর্ড নং : পি. ৭৩৫৭ (১৯২৬), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ দত্ত
৫৭.	ধর্মের পথে শহীদ যাহারা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৭৬৬ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫৮.	নন্দ-দুলাল নাচে, নাচে রে	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৭৫ (১৯৩৯), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৫৯.	নমো নমঃ রাম-খুঁটি	রেকর্ড নং : এন. ৭০৯৮ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬০.	নাচে তেওয়াড়ী চৌবেজী	রেকর্ড নং : এন. ৭২৩১ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬১.	নাচের নেশার ঘোর লেগেছে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৭০ (১৯৩৯), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৬২.	নিম ফুলের মউ পিয়ে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫০৮ (১৯৪০), শিল্পী : কুসুম গোস্বামী
৬৩.	নিশি-পবন! নিশি-পবন!	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৯৯ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৬৪.	নিশির নিশুতি যেন হিয়ার ভিতরে	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৮৫ (১৯৩৮), শিল্পী : পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায়
৬৫.	নেহি তোড়ো ইয়ে ফুলোঁ কি ডালি	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫২৩ (১৯৩৩), শিল্পী : কাননবালা দেবী (টকি)
৬৬.	পদ্মার ঢেউ রে	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৬৯ (১৯৪১), শিল্পী : শচীনদেব বর্মন
৬৭.	পাঁচমিশালি শালির পাল (শালিবাহন দি গ্রেট)	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮২ (১৯৩৬), শিল্পী : রঞ্জিৎ রায়
৬৮.	পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর	রেকর্ড নং : পি. ৭৩৫৭ (১৯২৬), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ দত্ত
৬৯.	পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৩৯৫ (১৯৪০), শিল্পী : আশরফ আলী
৭০.	বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশি	রেকর্ড নং : এফটি. ২৯৯৭ (১৯৩৪), শিল্পী : পদ্মরাণী দেবী
৭১.	বড় সঙ্কটে পড়েছি মাগো	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪১ (১৯৪০), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৭২.	বনের হরিণ আয় রে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৬৯ (১৯৪০), শিল্পী : পারুল সেন
৭৩.	বল দেখি মা নন্দরানী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৯৮ (১৯৪০), শিল্পী : কমল গঙ্গোপাধ্যায়
৭৪.	বল্ সই বসে কেনে	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫১৫ (১৯৪১), শিল্পী : মন্টুরাণী দেবী
৭৫.	বলি মাথা খাস্ রাধে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১১ (১৯৩৫), শিল্পী : রঞ্জিত রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ
৭৬.	বহে বনে সমীরণ	রেকর্ড নং : এফটি. ২৯৬০ (১৯৩৩), শিল্পী : আশালতা দেবী
৭৭.	বাঁকা চোখে চাহে ও কে	রেকর্ড নং : এন. ২৭১২২ (১৯৪১), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৭৮.	বাঁকা ছুরির মতো বেঁকে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫০৮ (১৯৪০), শিল্পী : করুণা ঘোষ
৭৯.	বাঁধিয়া দুইজনে দুঁহু-ভুজ	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৬৩ (১৯৪২), শিল্পী : ইলা ঘোষ
৮০.	বাঁশি কে বাজায় বনে	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫১৫ (১৯৪১), শিল্পী : মন্টুরাণী দেবী
৮১.	বাঁশি বাজায় কে কদমতলায়	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৬৩ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৮২.	বাদ্‌লা রাতে চাঁদ উঠেছে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৮২ (১৯৪০), শিল্পী : ইলা ঘোষ ও সুনীল ঘোষ
৮৩.	বিজয়ার পর দেখা হল ভায়া	রেকর্ড নং : এন. ৭২০৮ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৪.	বেয়ান, বলি ও বেয়ান (বেয়ান তোমার)	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৭১০ (১৯৩৯), শিল্পী : রাধারাণী দেবী ও গোপাল ভট্টাচার্য

৮৫.	বেলা প'ড়ে এলো জল্‌কে সই	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১১০ (১৯৩৪), শিল্পী : শ্বেতাঙ্গিনী দেবী (খেঁদী)। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৮৬.	বৈঁচি মালা রইল গাঁথা	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৮৩ (১৯৩৯), শিল্পী : মাধুরী দে
৮৭.	ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার	রেকর্ড নং : এন. ২৭৮৮১ (১৯৪৮), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
৮৮.	মহুয়া বনে লো মধু	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৩২ (১৯৩৬), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
৮৯.	মহুল গাছে ফুল ফুটেছে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩০৯ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৯০.	মেষ চারণে যায় নবী (কিশোর রাখাল বেশে)	রেকর্ড নং : এন. ৭২০২ (১৯৩৪), শিল্পী : গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
৯১.	মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম	রেকর্ড নং : জিই. ৭৫৪৮ (১৯৪৯), শিল্পী : বাঙলার সন্তানদল
৯২.	যেতে নারি মদিনায়	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৬১ (১৯৩৬), শিল্পী : রাবেয়া খাতুন (উষারাণী দেবী)
৯৩.	রসুল নামের ফুল এনেছি	রেকর্ড নং : এন. ১৯৭০৭ (১৯৪৮), শিল্পী : বেদারউদ্দীন আহমদ
৯৪.	রাখাল রাজ! কি সাজে সাজালে	রেকর্ড নং : এন. ৭০০৬ (১৯৩২), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
৯৫.	রাঙা মাটির পথে লো	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৮১ (১৯৩৭), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
৯৬.	লাল টুক্‌টুক্‌ মুখে হাসি	রেকর্ড নং : জিটি. ২৯ (১৯৩৩), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
৯৭.	শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে	রেকর্ড নং : এফটি. ২৯৬৭ (১৯৩৪), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
৯৮.	শহীদী ঈদগাহে দেখ্‌ আজ	রেকর্ড নং : এন. ৭১০৯ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৯.	শুক বলে মোর গোঁফের রূপে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩১৬ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১০০.	শ্যামলা-বরণ বাংলা মায়ের	রেকর্ড নং : এন. ৭০২৩ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
১০১.	সখি নাম ধ'রে কে ডাকে দুয়ারে	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬০ (১৯৩৯), শিল্পী : পারুল সেন
১০২.	সখিরি দেখ্‌তো বাগ্‌মেঁ কামিনী	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী : সীতা দেবী
১০৩.	সন্ধ্যা হ'লো ঘরকে চলো	রেকর্ড নং : এফটি. ১৪০৩৯ (১৯৪৪), শিল্পী : গণেন চক্রবর্তী
১০৪.	সবাইকে তুই বর দিলি মা	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৬৮ (১৯৩৯), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১০৫.	সারা দিন ছাত পিটি হাত হুঁ	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২৫৫ (১৯৪২), শিল্পী : সমবেত
১০৬.	সারা দিন পিটি কার দালানের	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৬৩৬ (১৯৪২), শিল্পী : সমবেত
১০৭.	স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৩১ (১৯৪২), শিল্পী : যূথিকা রায়। স্বরলিপি গ্রন্থ : স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১০৮.	হলুদ গাঁদার ফুল	রেকর্ড নং : এইচ. ১১৭৭৯ (১৯৩৯), শিল্পী : সমবেত
১০৯.	হেরা হতে হেলে দুলে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৮২৪ (১৯৪২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

এছাড়া একাধিক তালে বা তাল ফেরতায় নজরুল রচিত গানগুলোর মধ্যে দাদরা তালে নিবদ্ধ ৯৯টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানগুলোর তালিকা তাল ফেরতা সম্পর্কে আলোচনায় উপস্থাপন করা হবে। অর্থাৎ, দাদরা তালে নজরুল রচিত গান (৩৮৫+১০৯+৯৯) ৫৯৩টি। তাঁর রচিত দাদরা তালের গানগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ গানের ধর্‌তাই সম থেকে হলেও কোনো

কোনো গানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, 'একেলা গোরী জলকে চলে গঙ্গাতীর', 'এলো ওই পূর্ণশশী ফুল জাগানো', 'কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে', 'খেলি আয় পুতুল খেলা', 'বৃথা তুই কাহার পরে করিস অভিমান', 'সাগর হতে চুরি ডাগর তোমার আঁখি', 'সহসা কি গোল বাঁধালো পাপিয়া আর পিকে', 'রে অবোধ শূন্য শুধু শূন্য ধুলো মাটির ধরা', 'বিজলি চাহনি কাজল কালো নয়নে' ইত্যাদি গানগুলো তালের তৃতীয় মাত্রায় আরম্ভ হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি গান দেখা যাক,

	১				০				১				০		
I	০	০	কে	|	ন	০	দি	I	লে	০	এ	|	কাঁ	টা	০	I
I	য	০	দি	|	গো	০	কু	I	সু	০	ম	|	দি	লে	০	I
I	০	০	ফু	|	টি	০	ত	I	না	০	কি	|	ক	ম	ল্	I
I	০	০	ও	|	কাঁ	টা	০	I	না	০	বিঁ	|	ধি	লে	০	I
I	০	০	কে	|	ন	০	এ	I	আঁ	০	খি	|	কু	লে	০	I
I	০	০	বি	|	ধু	র	০	I	অ	০	শ্রু	|	দু	লে	০	I
I	০	০	কে	|	ন	০	দি	I	লে	০	এ	|	হৃ	দি	০	I
I	য	০	দি	|	না	০	হৃ	I	দ	০	য়	|	মি	লে	০	I

এই গানটিতে দু'-একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রতি দুই আবর্তন অন্তর অন্তর তালের তৃতীয় মাত্রায় গানের ধর্তাই। এতে দাদরা তালে ছন্দোবৈচিত্র্যের পাশাপাশি এক গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে। আবার কোনো কেনো গানের শুরুতে অতিপর্ব থাকায় তালের দুই মাত্রা আগে গানগুলো উত্থাপিত হয়। কোনো কোনো গান আবার শুরু হয় সমের এক মাত্রা আগে। ফলে শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে প্রস্বন পড়ে। যেমন, 'কে ডাকিলে আমারে আঁখি তুলে' গানটির সঞ্চারীর বিন্যাস দেখা যাক :

		১				০			
যে	I	সু	বা	স	|	ঝ	রে	ও	I
	I	এ	লো	কে	|	শে	০	ক	I
	I	ম	লে	তা	|	দি	লে	না	I
	I	হি	তে	এ	|	সে	০	ত	I
	I	ব	ত	নু	|	ম	ন	দী	I
	I	ঘি	তে	ভে	|	সে	০	মা	I

I	তা	ই	ছে	|	ম	ধু	প	I
I	প	থে	ভু	|	লে	০	ও	I

এখানে আটটি আবর্তনের মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আবর্তনে গানের বাণীর দ্বিতীয় অক্ষরের ঝোঁক এক অনন্য ছন্দ-মাধুর্য সৃষ্টি করে।

৩.২ লোফা

বর্তমান সময়ে পদাবলি কীর্তনের সবচেয়ে অধিক ব্যবহৃত তাল লোফা। বারো মাত্রার এই তাল চারটি ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগে তিনটি ক'রে মাত্রা থাকে। অর্থাৎ এটি একটি সমপদী ত্রিমাত্রিক ছন্দের তাল। এর প্রথম ও সপ্তম মাত্রায় তাল এবং চতুর্থ ও দশম মাত্রায় ফাঁক। আবার একটি তাল ও একটি ফাঁক যুক্ত ছোট লোফা ছয় মাত্রা বিশিষ্ট তাল। গুরু লঘু ভেদে দুই আবর্তনে বারো মাত্রা হিসেবে তালটি বাদিত হয়।

বড় লোফা তাল : এক আবর্তনে লওয়া

	১	॰	॰		২	॰	॰		০	॰	॰		৩	॰	॰	
I	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	I
	দি	দ্দা	ঝি		নাক্	তেটে	তেটে		খে	টা	ঝা		তা	গুরুগুরু	গুরুগুরু	

অথবা,

	১	॰	॰		২	॰	॰		০	॰	॰		৩	॰	॰	
I	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	I
	ঝা	গুর্‌র্	ধি		ধা	ঘি	না		তা	উর্‌র্	তি		তা	খি	না	

ছোট লোফা তাল : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

	১		॰		০		॰	
I	।	।	।	|	।	।	।	I
(১)	ঝা	গে	দা		দা	ঘি	না	
(২)	তা	ক	তে		তা	খি	টি	

এই তালটি বৃন্দাবনে জপতাল নামে লোকপ্রিয়। এছাড়া স্থানভেদে তালটি বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। এ প্রসঙ্গে মৃদঙ্গাচার্য ড. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী জানান,

> পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে তালটিকে 'গড় খেমটা' বলে অভিহিত করা হয়। ... দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত 'ডাকনাম' গানে কিঞ্চিৎ বিলম্বিত লয়ে প্রয়োগ করা হ'লে বলা হয় 'সুধাতরঙ্গিণী' আবার

এরই মাতন পর্যায়কে বলা হয় 'জামাল'। ... পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) এ তালের গতিই বেশ বিলম্বিত করে একতালা নামে গাওয়া হয়। এরই দ্রুত প্রয়োগকে বলা হয় 'খয়রা' তাল। মনে হয় এ ছন্দটি প্রাচীন ত্রিমাত্রিক একতালেরই অনুকরণ এবং বরিশালের নটসম্প্রদায়েরই মস্তিষ্কজাত।[৮]

শ্রীখোলে দাদরা তালের সমধর্মী যে তাল বাজানো হয় তা-ই লোফা। নজরুল স্বয়ং তাঁর গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, হস্তলিপি প্রভৃতিতে তাঁর রচিত গানের তাল-নির্দেশে লোফা তালের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সমকালে প্রকাশিত নজরুল-সংগীতের বিভিন্ন গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীখোলে লোফা তাল সঙ্গত করা হয়েছে। নিচে এসব নানা সূত্র থেকে প্রাপ্ত লোফা তালে রচিত নজরুল-সংগীতের তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	উৎস
১	আজ এসেছে রইবে না কাল (ওরা আমার কেহ নয়)	রেকর্ড নং : ২৭০৭৪ (১৯৪১), শিল্পী : পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায়
২	আমরা শক্তি আমরা বল	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৩	আমায় রাখিসনে আর	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৫৫০ (১৯৩৪), শিল্পী : সমর রায়
৪	আমার কালীবাঞ্ছা কল্পতরুর	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৫২ (১৯৪৩), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৫	আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৭৭ (১৯৩৭), শিল্পী : বিজনবালা ঘোষ (কালি)
৬	আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায়	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৭	আমার ভবের অভাব লয়	রেকর্ড নং : এন. ২৭০১০ (১৯৪০), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৮	আমার মা আছে রে সকল নামে	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৩৭ (১৯৪১), শিল্পী : ইলা ঘোষ
৯	আমার মানস-বনে ফুটেছে	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৬২ (১৯৩৮), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
১০	আমার মুক্তি নিয়ে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৬৩৩ (১৯৪৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১১	আমার হাতে কালি	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৬৫ (১৯৪২), শিল্পী : কে. মল্লিক
১২	আমার হৃদয় অধিক রাঙা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫৯৪ (১৯৪১), শিল্পী : প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩	আমার হৃদয় হবে রাঙা	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৫২ (১৯৪৩), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪	আমি কেমন করে কোথায়	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৮০ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৫	আমি বেলপাতা জবা দেব	রেকর্ড নং : কিউএস. ৬০৩ (১৯৪৩), শিল্পী : কৃষ্ণদাস ঘোষ
১৬	আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল	রেকর্ড নং : এন. ৩৮৩৩ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস

১৭	আমি মা ব'লে যত ডেকেছি	রেকর্ড নং : কিউএস. ৬০৩ (১৯৪৩), শিল্পী : কৃষ্ণদাস ঘোষ
১৮	আমি মুক্তা নিতে আসিনি	রেকর্ড নং : এন. ২৭০১০ (১৯৪০), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৯	আয় মা ডাকাত কালী	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৬৫ (১৯৪০), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২০	আহার দেবেন তিনিই	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৫৪ (১৯৩৮), শিল্পী : কে. মল্লিক
২১	এসো হৃদি-রাস-মন্দিরে	রেকর্ড নং : এফটি. ২০৩০ (১৯৩২), শিল্পী : ডা. জীবনানন্দ গোস্বামী
২২	ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে (আমার দেশের মাটি)	স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
২৩	ও মা একলা ঘরে ডাকব না	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৫২ (১৯৩৮), শিল্পী : চিত্তরঞ্জন রায়
২৪	ও মা কালী সেজে ফির্‌লি ঘরে	রেকর্ড নং : জিই. ২৬৭৯ (১৯৪৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৫	ও মা তুই আমারে ছেড়ে আছিস্	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৮২ (১৯৪১), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৬	ও মা তোর ভুবনে জ্বলে	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৮২ (১৯৪১), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৭	ও মা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩৮ (১৯৩৭), শিল্পী : সুধীর দত্ত
২৮	ও মা ফিরে এলে কানাই	রেকর্ড নং : জিটি. ১৭ (১৯৩২), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
২৯	ও মা বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ	রেকর্ড নং : এন. ২৭৬৩৩ (১৯৪৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩০	ওগো আমিনা তোমার দুলালে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩৯ (১৯৩৭), শিল্পী : পরীবানু
৩১	ওরে অবোধ আঁখি	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৮৩ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩২	ওরে আজই না হয় কালই	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৫০ (১৯৩৯), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৩	ওরে আয় অশুচি আয় রে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৪৬ (১৯৩৭), শিল্পী : বাঙলার ছেলেমেয়ে
৩৪	ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী	পত্রিকা : *মোসলেম ভারত* (ফাল্গুন, ১৩২৭), স্বরলিপিকার : মোহিনী সেনগুপ্ত, [*নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ*, সংকলন ও সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
৩৫	ওরে নীল যমুনার জল	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮৮ (১৯৩৬), শিল্পী : যূথিকা রায়
৩৬	ওরে ভবের তাঁতি	রেকর্ড নং : এন. ১৭২০৩ (১৯৩৮), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৭	ওরে সর্বনাশী মেখে এলি	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৮৩ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৮	কলঙ্কে মোর সকল দেহ	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১৭ (১৯৩৬), শিল্পী : বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় (মধুপুর)
৩৯	কাঁদব না আর শচী-দুলাল	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৩৬ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৪০	কী নাম ধ'রে ডাকব তোরে	রেকর্ড নং : জিই. ২৫৫৪ (১৯৪০), শিল্পী : উত্তরা দেবী
৪১	কৃষ্ণচূড়ার মুকুট পরে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৫০ (১৯৩৮), শিল্পী : কুঞ্জলাল সিংহ
৪২	কে তোরে কি বলেছে মা	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৭৪ (১৯৪১), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়। রেকর্ড নং : এন. ২৭২৬৫ (১৯৪২), শিল্পী : কে. মল্লিক

৪৩	গ্রামের শেষের মাঠের পথে	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৪৪	চুরি করে এনো গিরি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৫৬ (১৯৩৯), শিল্পী : কে. মল্লিক
৪৫	চোখের বাঁধন খুলে দে মা	রেকর্ড নং : এন. ২৭৮১২ (১৯৪৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৬	ঠাকুর! তেমনি আমি বাঘা	রেকর্ড নং : এন. ১৭২০৩ (১৯৩৮), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৭	তব বাঁশরি কি হরি	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৯৮ (১৯৪০), শিল্পী : কমল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৮	তুই পাষাণ গিরির মেয়ে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৪১ (১৯৩৮), শিল্পী : শৈলেন গাঙ্গুলী
৪৯	তুমি আমারে কাঁদাও	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১২ (১৯৩৬), শিল্পী : রেণু বসু
৫০	তুমি বেণুকা বাজাও	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৬২ (১৯৪১), শিল্পী : মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়
৫১	তোমায় আমায় মিল খেয়েছে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৫২	তোমার কালো রূপে যাক	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮৮ (১৯৩৬), শিল্পী : যূথিকা রায়
৫৩	তোরা যারে এখনি হালিমার কাছে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩৯ (১৯৩৭), শিল্পী : পরীবানু
৫৪	দাও দেখা দাও দেখা	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার প্রবোধ
৫৫	দীনের হতে দীন দুঃখী	রেকর্ড নং : এন. ২৭৪৪৪ (১৯৪৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৫৬	পউষ এলো গো	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৫৭	পথ-ভোলা কোন্ রাখাল	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৫৮	পর হবে তোর আপন জনে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৭৮ (১৯৩৬), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৫৯	প্রাণের ঠাকুর লীলা করে	রেকর্ড নং : জিই. ৭৭৭১ (১৯৫০), শিল্পী : উত্তরা দেবী
৬০	ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই	রেকর্ড নং : জিটি. ১৭ (১৯৩২), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
৬১	বর্ণচোরা ঠাকুর এলো	রেকর্ড নং : এন. ১৭০০৩ (১৯৩৭), শিল্পী : লতিকা মিত্র
৬২	ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা	রেকর্ড নং : এইচটি. ৫১ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস ও ইন্দুবালা দেবী
৬৩	ভক্ত নরের কাছে হে নারায়ণ	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৬৬৯ (১৯৩৯), শিল্পী : শোভারাণী দে
৬৪	ভবের এই পাশা খেলায়	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৬৫	ভিখারিনী করে পাঠাইলি	রেকর্ড নং : জিই. ২৫৫৪ (১৯৪০), শিল্পী : উত্তরা দেবী
৬৬	মনে যে মোর মনের ঠাকুর	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৫৪ (১৯৩৮), শিল্পী : কে. মল্লিক
৬৭	মা! আমি তোর অন্ধ ছেলে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৮৮ (১৯৩৮), শিল্পী : নারায়ণ দাস বসু
৬৮	মা তোর কালো রূপের মাঝে	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫৩৪ (১৯৪১), শিল্পী : শৈল দেবী
৬৯	মা মেয়েতে খেল্ব পুতুল	রেকর্ড নং : জিই. ২৬০৫ (১৯৪৩), শিল্পী : উত্তরা দেবী
৭০	মাকে আদর করে কালী বলি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৫০ (১৯৩৯), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৭১	মাকে আমার এলাম ছেড়ে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪২৫ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিমতী দেবী

৭২	মাকে আমার দেখেছে যে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫০৫ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস
৭৩	মাগো আমি আর কি ভুলি (মা! আমি আর কি ভুলি)	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪১৯ (১৯৪০), শিল্পী : কে. মল্লিক
৭৪	মাগো আমি মন্দমতি	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৫৮ (১৯৪৩), শিল্পী : ভবানী দাস
৭৫	মাগো তোরই পায়ের নূপুর	রেকর্ড নং : এন. ১৭০২৫ (১৯৩৮), শিল্পী : রেণুকা সিংহ
৭৬	মাতৃ নামের হোমের শিখা	রেকর্ড নং : জিই. ৭৭৪৭ (১৯৫০), শিল্পী : তারা ভট্টাচার্য
৭৭	মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী : যূথিকা রায়
৭৮	মোর পুষ্প-পাগল মাধবী-কুঞ্জে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮৮ (১৯৩৩), শিল্পী : বীরেন ভট্টাচার্য
৭৯	মোর মাধব-শূন্য মাধবী-কুঞ্জে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৮ (১৯৩৪), শিল্পী : আভা সরকার
৮০	মোর শ্যাম সুন্দর এসো	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৯৫ (১৯৩৭), শিল্পী : কে. মল্লিক
৮১	মোরা ভেসে যাব	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৬৪৫ (১৯৪১), শিল্পী : পরাণ রায় ও মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায়
৮২	মোরে সেইরূপে দেখা দাও	রেকর্ড নং : এন. ৭১৮৫ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৮৩	যার মেয়ে ঘরে ফিরল না	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৫৬ (১৯৩৯), শিল্পী : কে. মল্লিক
৮৪	যে নামে মা ডেকেছিল	রেকর্ড নং : এন. ২৭৫২৯ (১৯৪৫), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৮৫	ললাটে মোর তিলক এঁকো	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১৭ (১৯৩৬), শিল্পী : বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় (মধুপুর)
৮৬	শ্যামা নামের লাগল আগুন	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৬২ (১৯৩৮), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
৮৭	শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৩৭ (১৯৪১), শিল্পী : ইলা ঘোষ
৮৮	সখি আমি-ই না হয় মান করেছিনু	রেকর্ড নং : এন. ২৭৯০৭ (১৯৪৮), শিল্পী : তুষারকণা পাল
৮৯	সখি কেন এত সাজিলাম	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী : শান্তা বসু
৯০	সখি সে হরি কেমন বল্‌	রেকর্ড নং : জিই. ৭৫১২ (১৯৪৯), শিল্পী : উত্তরা দেবী
৯১	সংসারেরই দোলনাতে মা	রেকর্ড নং : এন. ২৭৫২৯ (১৯৪৫), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৯২	হরি প্রভু ব'লে মোরা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৭৩ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস
৯৩	হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৮৮০ (১৯৩৭), শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৯৪	হে গোবিন্দ, ও অরবিন্দ	রেকর্ড নং : এফটি. ২০৩০ (১৯৩২), শিল্পী : ডা. জীবনানন্দ গোস্বামী
৯৫	হে গোবিন্দ রাখ চরণে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৬৪৫ (১৯৪১), শিল্পী : পরাণ রায় ও মেনকা বন্দোপাধ্যায়

এই গানগুলো ব্যতিরেকে একাধিক তালে অর্থাৎ তাল ফেরতায় নজরুল রচিত গানগুলোর মধ্যে লোফা তালে নিবদ্ধ আরও ৪১টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানগুলোর তালিকা তাল ফেরতা সম্পর্কে আলোচনায় উপস্থাপন করা হবে।

৩.৩ কাশ্মীরি খেমটা

কাশ্মীরি খেমটা ছয় মাত্রার তাল। তিন-তিন ছন্দে বিভক্ত এই তালের দু'টি বিভাগের মধ্যে একটি তালি এবং অন্যটি খালি। তালটির প্রথম মাত্রায় সম এবং চতুর্থ মাত্রা ফাঁক দেখানো হয়। হালকা অঙ্গের গানে তবলায় এই তাল বাজানো হয়। এর অন্য নাম ভর্‌তঙ্গা। ঠেকা নিম্নরূপ :

	১				০			
I	।	-।	।	|	।	।	।	I
	ধি	গ্	না		ধা	তি	না	

এই তাল সম্পর্কে *গীতসূত্রসার* গ্রন্থে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> ভর্‌তঙ্গা, কাশ্মীরি-খেমটা ও দাদরা খেমটারই প্রকারভেদ মাত্র, অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছন্দ। ইহারা একই তাল; দেশ ভেদে নাম ভেদ হইয়াছে। ইহাদের প্রস্বন অতি প্রবল হেতু এক তালির পরেই সম্ হয়। এই জন্য ইহাদের দুইটি পদ, সুতরাং খেমটার অর্ধ। খেমটা অপেক্ষা ভর্‌তঙ্গা বা কাশ্মীরি-খেমটার গতি কিঞ্চিৎ শ্লথতর।[৯]

নজরুল গীতিকা ও *সুরসাকী* গীতিগ্রন্থে নজরুল রচিত দু'টি কাশ্মীরি খেমটা তালের গান পাওয়া যায়। এগুলো হলো:

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	উৎস
১	নাইয়া! ধীরে চালাও তরণী	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২	রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)

৩.৪ তেওরা

বিষমপদী ছন্দের তাল তেওরার মাত্রা সমষ্টি সাত। এর পদ তিনটি, যার মধ্যে তিনটিই তালি, কোনও খালি নেই। তালটির বিভাগ ৩-২-২, অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ মাত্রায় তালি পড়ে। সাধারণত ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গের গানে পাখোয়াজে তেওরা তাল সঙ্গত হয়। উত্তর ভারতে অঞ্চলভেদে এর অপর নাম 'তীব্রা'। ধারণা করা যায়, 'তেওরা' শব্দটি তীব্রার অপভ্রংশ। কোনো কোনো সংগীতগুণী একে 'তেওড়া' তালও বলে থাকেন। পূর্বে বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে তালটি 'গীতাঙ্গী' তাল নামেও

অভিহিত হতো। তবে বর্তমানে সেই নাম লুপ্তপ্রায়। বিভিন্ন গ্রন্থে এই তালের নানাপ্রকার থাপিয়া দেখা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

সরল হারমোনিয়ম-সূত্র :

	১				২			৩		
I	।	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধা	ঘেনে	নাগ্		ঘেনে	নাগ্		ঘেনে	নাগ্	

সঙ্গীত-মঞ্জরী :

	১				২			৩		
I	।	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধা	ঘেনে	নাগ্		গ	দ্দি		ঘেনে	নাগ্	

মৃদঙ্গ প্রবেশিকা :

	১				২			৩		
I	।	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধা	দিন্	তা		তেটে	কাতা		গেদি	ঘেনে	

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি :

	১				২			৩		
I	।	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধা	দীন্	তা		তিট	কত		গদি	গন	

তাল অভিধান :

	১				২			৩		
I	।	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধা	দেন্	তা		তেটে	কতা		গদি	ঘেনে	

তেওরা মূলত পাখোয়াজের তাল হলেও অধুনা লঘুসংগীতের সঙ্গে তবলায় এই তাল বাজানো হয়। সংগীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *সংগীতচন্দ্রিকা* গ্রন্থে তালটির তবলায় বাদন-উপযোগী যে *ঠেকা* উল্লেখ করেছেন তা হলো :

	১				২			৩		
I	।	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধি	ধি	না		ধি	না		ধি	নানা	

কীর্তন গানে কদাচিৎ তেওরা তালের ব্যবহার দেখা যায়। কীর্তনাঙ্গীয় তালের বাদনরীতি অনুযায়ী দুই আবর্তনে তেওরা তাল এর লওয়া নিচে উপস্থাপিত হল :

	১				২			৩		
I	।	।	।	|	।	।	|	।	।	I
(গুরু)	ঝা	ঝিন্	না		তেটে	তেটে		ঝিন্	না	
(লঘু)	তা	থিন্	না		তেটে	তেটে		থিটি	তাক্	

কোনো কোনো সংগীত গবেষক মনে করেন শাস্ত্রীয় 'ত্রিপুট' তাল থেকে তেওরা তালের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> সংস্কৃত 'ত্রিপুট' শব্দের অপভ্রংশে তেওরা ও তেওট, দুই-এরই উৎপত্তি হইয়াছে। তেওরাই ত্রিপুট, কারণ সংস্কৃত গ্রন্থে ত্রিপুট তালের লক্ষণ এই : "দ্রুতদ্বয়ং লঘুঃ", অর্থাৎ দুইটি দ্রুত আঘাতের পর একটি লঘু আঘাত। তেওরাতেও দুইটি তালি দ্রুত পড়িয়া শেষে আর একটি তালি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়; অতএব ত্রিপুট ও তেওরা যে একই তাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার তেওরা হইতেই তেওট তাল উৎপন্ন হইয়াছে।[১০]

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গীতিগ্রন্থগুলোতে যেসব গান স্থান পেয়েছে তার মধ্যে মাত্র বারোটি গানে এই তাল ব্যবহৃত হয়েছে। এই বারোটি গানের মধ্যে চারটি গানের শিরোদেশে তালনির্দেশ হিসেবে 'তেওড়া' এবং আটটি গানের শিরোদেশে 'গীতাঙ্গী' মুদ্রিত হয়েছে। যেমন, *চন্দ্রবিন্দু* গীতিগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত 'আদি পরম বাণী' গানটির শীর্ষে 'তেওড়া' এবং 'কারা পাষাণ ভেদি জাগো নারায়ণ' ও 'নমো নমো নমো নমঃ হে নটনাথ' গানের শীর্ষে 'গীতাঙ্গী' লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তালনির্দেশের ক্ষেত্রে একই গ্রন্থে গানভেদে একটি তালেরই বিকল্প নাম ব্যবহৃত হয়েছে। গানভেদে একটি তালের এমন ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ করার সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ জানা যায় না। অনুমান করা যায়, ঠেকার ভিন্নতা বোঝাতে কবি এক তালের একাধিক নাম ব্যবহার করে থাকতে পারেন।

নিচে এ যাবৎ বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তেওরা তালে নিবদ্ধ নজরুল-সংগীতের একটি তালিকা তথ্যের উৎসসহ সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	তথ্যের উৎস
১	অম্বরে মেঘ-মৃদঙ্ বাজে	রেকর্ড নং : এন. ৭২৫১ (১৯৩৪), শিল্পী : শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
২	আজি রক্ত নিশি-ভোরে	স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার, স্বরলিপি গ্রন্থ : *কারার ঐ লৌহকপাট*
৩	আদি পরম বাণী	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
৪	আমায় যারা দেয় মা ব্যথা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮১ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৫	আমার মা যে গোপাল সুন্দরী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৫৬ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস

৬	আমি ছন্দ ভুল চির-সুন্দরের	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৭	উত্তরীয় লুটায় আমার	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৮	এসো আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১৬ (১৯৩৫), শিল্পী : বাঙলার ছেলেমেয়ে
৯	কারা-পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : জিই. ২৭৯৪ (১৯৪৫), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
১০	কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩৯৭৫ (১৯৩৫), শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস।
১১	কে বলে মোর মাকে কালো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১৭২ (১৯৩৫), শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস
১২	কে শিব সুন্দর	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
১৩	খড়্গ নিয়ে মাতিস রণে	রেকর্ড নং : এন. ১৭২২৭ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪	গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
১৫	জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার প্রবোধ এবং আঙ্গুরবালা দেবী
১৬	জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৮৭ (১৯৩৭), শিল্পী : যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত
১৭	জয় হে জনগণ-অধিপতি	রেকর্ড নং : এন. ৭২৭৭ (১৯৩৪), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
১৮	তোরা প্রাণ ভরে ডাক মা বলে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১২ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৯	দুলে চরাচর হিন্দোল-দোল	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
২০	দেশ গৌড়-বিজয়ে দেবরাজ	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
২১	ধূলার ঠাকুর, ধূলার ঠাকুর	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার প্রবোধ
২২	নমো নমো নমো নমঃ হে নটনাথ	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
২৩	পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৮৭ (১৯৩৭), শিল্পী : যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত
২৪	প্রভাত বীণা তব বাজে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৮৫ (১৯৩৬), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২৫	বাজে মৃদঙ্গ বরষার ঐ	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫২৮ (১৯৩৬), শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস
২৬	ভারতের দুই নয়ন তারা	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৭৬ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও মৃণালকান্তি ঘোষ
২৭	মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : কাজী নজরুল ইসলাম
২৮	মরণ ডাকে আয় রে চ'লে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪২৯ (১৯৪০), শিল্পী : নীহারবালা দেবী

২৯	মহাকালের কোলে এসে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৪২১ (১৯৩৫), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩০	মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩১	মাত্‌ল গগন অঙ্গনে ঐ	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৫০৪ (১৯৩৪), শিল্পী : রণজিৎ মণ্ডল, গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৩২	মানবতাহীন ভারত শ্মশানে	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৭৬ (১৯৪২), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৩	মায়ের আমার রূপ দেখে	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৩৪	যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৩৫	হিন্দু আর মুসলিম মোরা	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৭৬ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও মৃণালকান্তি ঘোষ

উপরের তালিকায় উল্লেখিত যে গানগুলোর সুরের সন্ধান পাওয়া যায় সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই তালে নজরুল রচিত অধিকাংশ গান সম থেকে শুরু হয়েছে। এছাড়া 'আজি রক্ত নিশি-ভোরে', 'আমার মা যে গোপাল সুন্দরী', 'জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর', 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর' এবং 'তোরা প্রাণ ভরে ডাক মা বলে' শীর্ষক গানগুলোর প্রারম্ভে থাকা অতিপর্ব (যথাক্রমে 'আজি', 'আমার', 'জয়', 'জয়', এবং 'তোরা') তালের দুই মাত্রা আগে অর্থাৎ ষষ্ঠ মাত্রায় শুরু হয়েছে।

৩.৫ রূপক

রূপক সাত মাত্রার তাল। বিষমপদী ছন্দের এই তালের বিভাগ ৩-২-২, যার মধ্যে একটি খালি (প্রথম মাত্রায়) ও দুইটি তালি (চতুর্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায়)। হিন্দুস্থানি তাল পদ্ধতির বর্তমান রীতি অনুযায়ী অন্যান্য সকল তালের প্রথম মাত্রায় সম দেখানো হলেও ব্যতিক্রমী প্রয়োগ হিসেবে রূপকে সমের পরিবর্তে প্রথম মাত্রায় ফাঁক প্রদর্শন করা হয়। এ প্রসঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কলাবৎগণ রূপকের সমের উপর তালি না দিয়া, তথায় একটা ফাঁক দিয়া তাহাতেই সম নির্বাহ করেন, তজ্জন্যই ঐ স্থানে ঠেকার বোলে ত-বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।'[১১] প্রাচীন নানা গ্রন্থে এই তালকে তেওরা তালের চেয়ে ধীরগতি সম্পন্ন তাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রূপক পাখোয়াজ এবং তবলা উভয় আনদ্ধ যন্ত্রেই ভিন্ন ভিন্ন পাট সহযোগে বাজানো হয়। প্রথমে পাখোয়াজের থাপিয়া :

গীতসূত্রসার :

	০				২			৩		
I	া	া	া	|	া	া	|	া	া	I
	তা	থুন্	না		ধুমা	কেটে		গদি	ঘেনে	

সঙ্গীত-মঞ্জরী :

	০				২			৩		
I	া	া	া	|	া	া	|	া	া	I
	তাগ্	দিৎ	তা		তাগ্	তেটে		গদি	ঘেনে	

এই তালের তবলায় বাদনযোগ্য ঠেকা নিম্নরূপ :

গীতসূত্রসার :

	০				২			৩		
I	া	া	া	|	া	া	|	া	া	I
	তিন্	তিন্	তাক্		ধিন্ধিন্	ধাগ্		ধিন্ধিন্	ধাগ্	

তবলা-তরঙ্গিনী :

	০				২			৩		
I	া	া	া	|	া	া	|	া	া	I
	তা	দিন্	তা০কেটে		ধিন্ধিন্	ধা০কেটে		ধিন্ধিন্	ধাধা	

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

	০				২			৩		
I	া	া	া	|	া	া	|	া	া	I
	তিন্	তিন্	না		ধিন্	ধিন্		ধাগে	তেরেকেটে	

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি* গ্রন্থে রূপক তালের প্রথম মাত্রায় ফাঁকের পরিবর্তে সম নির্দেশ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী তাঁর প্রদত্ত ঠেকা নিম্নরূপ :

	১				২			৩		
I	া	া	া	|	া	া	|	া	া	I
	ধিন্	ধা	তৃক্		ধিন্	ধিন্		ধা	তৃক্	

রূপক একটি প্রাচীন তাল। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রসমূহে এই তালের মাত্রা-সংখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। তবে বর্তমান সময়ে উত্তর ভারতীয় সংগীতে এবং উত্তর ভারতীয় সংগীত অনুসারী বাংলাগানে সর্বসম্মতভাবে রূপক সাত মাত্রা তাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে এবং কীর্তনাঙ্গীয় তাল পদ্ধতিতে এই তাল ২-৪ ছন্দযুক্ত ছয় মাত্রার তাল, যা পূর্বাধ্যয়ে আলোচিত হয়েছে।

এ যাবৎ রূপক তালে নজরুল রচিত যে গানগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে, নিচে তার একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	উৎস
১	তওফিক দাও খোদা	রেকর্ড নং : এফটি. ২৯৬৯ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২	পাষাণ-গিরির বাঁধন টুটে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৩	বিরহের গুলবাগে মোর	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৮৮ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৪	ভালোবাসার ছলে আমায়	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৫	মনে যে মোর মনের ঠাকুর	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৬	রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বরষা	রেকর্ড নং : ইপিই. ৩১৭১ (১৯৭৭), শিল্পী : দীপালি নাগ (তালুকদার)
৭	সখি লো তায় আন্ ডেকে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০২৪ (১৯৩২), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন

গীতসূত্রসার গ্রন্থে কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, 'রূপকের গান প্রায়শই সম্-রূপী ফাঁক হইতে উত্থাপিত হয়।'[১২] এই রীতি অনুসরণ করেই কাজী নজরুল ইসলাম রূপক তালে নিবদ্ধ তাঁর অধিকাংশ গানই সম থেকে আরম্ভ করেছেন। মাত্র দু'টি গানে ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টির লক্ষ্যে কবি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা থেকে গান আরম্ভ করেছেন। 'বিরহের গুলবাগে মোর ভুল করে আজ' গানটির 'ধর্‌তাই' তালের তৃতীয় মাত্রায়। গানের প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তিও (শেয়র ছাড়া) আরম্ভ হয় তালের তৃতীয় মাত্রা থেকে অর্থাৎ প্রতি তিন আবর্তন পর তালের তৃতীয় মাত্রায় গানটির এক-একটি চরণ শুরু হয়, যা এক অভিনব ছন্দ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। 'তওফিক দাও খোদা ইসলামে' শীর্ষক গানটি তালের ষষ্ঠ মাত্রায় শুরু হয়। প্রতি দুই আবর্তন পরপর সমের দুই মাত্রা পূর্বে গানটির এক-একটি পঙ্‌ক্তি আরম্ভ হয়, যার ফলে রূপক তালের স্বাভাবিক ছন্দময়তার বাইরে অন্য এক ছন্দ-ব্যঞ্জনা প্রতিভাত হয়।

৩.৬ পোস্তা

বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত সাত মাত্রা বিশিষ্ট একটি তাল পোস্তা, পোস্ত বা পশ্‌তু। দু'টি পদের সমন্বয়ে গঠিত এই তালের দু'টি তালি (প্রথম ও তৃতীয় মাত্রায়), কোনও খালি নেই। এর বিভাগ ৩-৪। তালটির পরিচয় প্রসঙ্গে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'পোস্তা পারস্য শব্দ; ইহা গজল গানের তাল। অতএব গজল গানের সহিত ঐ নামটিও পারস্য হইতে আমদানি হইয়া থাকিবে।'[১৩] পূর্বে এই তাল কেবল গজল গানেই ব্যবহৃত হতো, তাই কোনো কোনো গ্রন্থকার একে 'গজল কা ঠেকা' বা 'গজলের ঠেকা' বলে উল্লেখ করেছেন। ঠেকা নিম্নরূপ :

গীতসূত্রসার :

	১				২				
I	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	তা	ক্	তাক্		ধী	০	ধা	ধা	

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

	১				২				
I	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	তা	কিটি	তাক্		ধিন্	০	ধা	গে	

ভারতীয় তাল প্রসঙ্গে :

	১				২				
I	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	তিন্	০	তাক্		ধিন্	০	ধা	গে	

কোনো কোনো তালতত্ত্ববিদ পোস্তা তালে রূপকের ন্যায় সমের স্থানে ফাঁক প্রদর্শন করেন এবং সেইসঙ্গে তালের শেষের চতুর্মাত্রিক পদটির দুই-দুই ভাগ নির্দেশ করেন। এ প্রসঙ্গে তালজ্ঞ হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জানান, 'মৌলবীরাম মিশ্র, আবেদ হোসেন খাঁ খলিফা, নাত্থু খাঁ, মশীদ খাঁ ইহারা বলেন যে পশ্‌তো তাল ৭ মাত্রা, ২ তাল ও এক ফাঁক বিশিষ্ট। সম ফাঁকে এবং ইহার সহিত রূপক তালের কোন পার্থক্য নাই।'[১৪] এক্ষেত্রে তালের ঠেকা পূর্বোক্ত প্রকারই হয়ে থাকে।

মতান্তরে পোস্তা পাঁচ মাত্রার তাল। এই মতে বিভাগ ২-৩। ঠেকা :

ভারতীয় সঙ্গীতকোষ :

	১			০			
I	।	।	|	।	।	।	I
	দিন্	তাক্		ধিন্	ধা	ধা	

তাল অভিধান :

	১			০			
I	।	।	|	।	।	।	I
	তিন্	তাক্		ধিন্	ধা	গে	

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত তাঁর গীতি-গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে চারটি গানের শীর্ষে পোস্তা তালের নির্দেশ দেখা যায়। গানগুলো হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	উৎস
১	আদর-গরগর বাদর দরদর	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
২	ঐ লুকায় রবি লাজে	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৩	কী হবে জানিয়া বল	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
৪	তওফিক দাও খোদা ইসলামে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)

৩.৭ ছোট দশকোশী

ছোট দশকোশী সাত মাত্রা বিশিষ্ট একটি কীর্তনাঙ্গীয় তাল। শ্রীখোল বাদ্যে এই তাল বাজানো হয়। অনেকের মনে করেন, এই তালের মধ্যগতিতে দশটি কোশী ব্যবহৃত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে দশকোশী। মৃদঙ্গাচার্য মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর মতে, দক্ষিণ-পশ্চিম পরগনার লাট অঞ্চলে এই তালকে 'ছুটা তাল' নামে অভিহিত করা হয়। আবার মেদিনীপুরে একে বলা হয় 'সন্নিকাটা' তাল। ছোট দশকোশী তাল ২-২-১-২ ছন্দে বিভক্ত। এই তালে চারটি তালি ও তিনটি কোশী দেখানো হয়। দু'টি ছুট আর একটি জোড়ার সমন্বয়ে গঠিত এই তালের গানগুলো সাধারণত জোড়া থেকে শুরু হয়। তাই হিন্দুস্থানি আড়া চৌতালের সঙ্গে এই তালের রূপগত সাদৃশ্য দেখা যায়। লঘু-গুরু ভেদে তালটির লওয়া (ঠেকা) দুই আবর্তনে দেখানো হয়। লওয়া নিম্নরূপ :

	১́	০		২	০		৩		৪	০	
I	।	।	|	।	।	|	।	|	।	।	I
(১)	ঝা০০ঝি	নাকঝিনি		ঝা০০ঝি	নাকঝিনি		ঝা০গুরুগুরু		জাঘিনাক	তেটেতেটে	
(২)	তা০০থি	নাকথিনি		তা০০থি	নাকথিনি		তা০গুরুগুরু		তাৎতা	খিখি	

এককভাবে এ তালে নজরুল রচিত কোনো গানের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর রচিত দু'টি কীর্তনে অন্য তালের (ছোট দাসপ্যারী) পাশাপাশি এই তালের প্রয়োগ দেখা যায়। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে এন. ২৭১৫২ নম্বর রেকর্ডে শিল্পী মৃণালকান্তি ঘোষ কর্তৃক গীত 'ঝাঁপিয়া অঞ্চলে কেন বিধুবদন অবনত কাহে নয়ান' শীর্ষক কীর্তনে এবং একই বছর অক্টোবর মাসে সেনোলা কোম্পানি থেকে কিউএস. ৫৩৭ নম্বর রেকর্ডে শিল্পী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গীত 'মুরলী শিখিব ব'লে এসেছি কদম্বতলে মুরলীধারী মুরলী শিখাও হে' শীর্ষক কীর্তনের প্রারম্ভের পদটি ছোট দশকোশী তালে নিবদ্ধ।

৩.৮ কাহারবা

বর্তমান সময়ের বাংলাগানের সবচেয়ে জনপ্রিয় তালগুলোর মধ্যে কাহারবা অন্যতম। স্থানভেদে এই তাল কহরবা, কেহেরবা (Keherwa), কেরবা, কার্ফা, কার্‌পা প্রভৃতি নানা নামে পরিচিতি লাভ

করেছে। *সঙ্গীতসারঃ গ্রন্থে* সংগীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই তাল সম্পর্কে বলেন, 'কাহারবা নামে এক প্রকার গ্রাম্য গীত আছে, সেইরূপ ঐ গীতের সহিত যে বাদ্য ব্যবহার হয় তাহার নাম কাহারবা। রওয়ানি, কাহার, দরয়ানেরা এই প্রকার বাদ্য সর্ব্বদা ব্যবহার করে।'[১৫] তালটির নামকরণ প্রসঙ্গে সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'রওআনী, কাহার প্রভৃতি জাতীয় লোকে যে চতুর্মাত্রিক ছন্দে সচরাচর গান করে, সেই ছন্দের নাম কাহারবা।'[১৬] উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এই তাল বাংলাগানে জনপ্রিয় হতে থাকে। মূলত হিন্দুস্থানি গায়কদের হাত ধরেই বাংলায় তালটির আগমন হয়।

উনিশ-বিশ শতক জুড়ে বাংলা ভাষায় রচিত নানা সংগীতগ্রন্থে কাহারবা তালের যে পরিচয় বিধৃত হয়েছে তাতে তালের মাত্রা-সংখ্যা, পদবিভাগ, তালি-খালি ইত্যাদি নিয়ে নানা মতভেদ দেখা যায়। তবে ঠেকার ধরণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই একরকম। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর *সঙ্গীতসারঃ গ্রন্থে* এবং স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর *মৃদঙ্গ-মঞ্জরী গ্রন্থে* কাহারবাকে পাঁচ মাত্রার তাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন। আড়াই মাত্রা বিশিষ্ট দু'টি পদে বিভক্ত এই তালে একটি আঘাত ও একটি অনাঘাত বিদ্যমান। ঠেকা :

	১			০		
I	া	াঃ	|	া	াঃ	**I**
	ধিধি	কাট্		নাক্	দিন্	

গীতসূত্রসার গ্রন্থে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এই মতটিকে সম্পূর্ণ নাকচ ক'রে দিয়ে বলেন 'সঙ্গীতসার, সঙ্গীত রত্নাকর ও মৃদঙ্গ-মঞ্জরীতে কাহারবাকে যে পাঁচ মাত্রার তাল বলা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অশুদ্ধ।'[১৭] তাঁর মতে, কাহারবা চার মাত্রা বিশিষ্ট একটি সমপদী তাল, যা দু'টি পদে বিভক্ত এবং দু'টি পদেই তালাঘাত রয়েছে, কোনো অনাঘাত নেই। ঠেকা :

	১			২		
I	া	া	|	া	া	**I**
	ধিধি	কেটে		নাক	ধিন্	

আবার *সঙ্গীতচন্দ্রিকা গ্রন্থে* গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কাহারবাকে চার মাত্রা ও দুই পদ বিশিষ্ট তাল হিসেবে চিহ্নিত করলেও তাঁর মতে, এর প্রথম পদে তালি এবং দ্বিতীয় পদে খালি দেখানো হয়। *সচিত্র তবলা শিক্ষা গ্রন্থে* রবীন্দ্রকুমার বসু, *ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ গ্রন্থে* সুবোধ নন্দী, *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ গ্রন্থে* বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী এই মতটিই অনুসরণ করেছেন। ঠেকা :

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

	১			০		
I	।	।	|	।	।	I
	ধাগে	তেটে		নাগ্	ধিনা	

সচিত্র তবলা শিক্ষা :

	১			০		
I	।	।	|	।	।	I
	ধাগে	নাতি		তাক্‌ধিন্	নানাকতা	

ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ :

	১			০		
I	।	।	|	।	।	I
	ধাগে	নাতি		নাগ্	ধিনা	

ভারতীয় সঙ্গীতকোষ :

	১			০		
I	।	।	|	।	।	I
	ধাগে	নাতে		নাক	ধিন	

প্রখ্যাত তবলিয়া ও মৃদঙ্গাচার্য প্রসন্নকুমার সাহাবণিক তাঁর *তবলা-তরঙ্গিনী* গ্রন্থে কাহারবাকে চারটি মাত্রা ও চারটি পদ বিশিষ্ট সমপদী তাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এর প্রত্যেকটি পদে একটি ক'রে মাত্রা রয়েছে। তালটির চারটি পদের মধ্যে তিনটি তালি ও একটি খালি। উক্ত গ্রন্থে তিনি এ তালের তিনটি ঠেকার উল্লেখ করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ :

(১)

	১		২		০		৩	
I	।	|	।	|	।	|	।	I
	ধাগি		তেনে		নাগি		ধেনে	

(২)

	১		২		০		৩	
I	।	|	।	|	।	|	।	I
	ঘ্রানেধিন্		নাগ্‌ধেনে		ঘ্রানেধিন্		নাক্‌তেনে	

(৩)

১ ২ ০ ৩
I । | । | । | । I
ধাতেঘ্রান্ ধাতেকেনে তাতেঘ্রান্ ধাতেঘেনে

ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ গ্রন্থে সুবোধ নন্দী ও *তাল অভিধান* গ্রন্থে মানস দাশগুপ্ত খালিবিহীন একটি আঘাতযুক্ত এক পদবিশিষ্ট চার মাত্রার কাহারবার উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১
I । । । । I
ধাগে ধাতি নাগ্ ধিনা

অন্য মতে, কাহারবা আট মাত্রা বিশিষ্ট তাল। চার-চার ভাগে বিভক্ত দুই পদ বিশিষ্ট এই তালের প্রথম পদে তালি এবং দ্বিতীয় পদে খালি দেখানো হয়। দক্ষিণাচরণ সেন তাঁর *সরল হারমোনিয়ম সূত্র* ও ডা. বিমল রায় তাঁর *সংগীতি শব্দকোষ* গ্রন্থে এই প্রকারের ঠেকা উল্লেখ করেছেন।

সরল হারমোনিয়ম সূত্র :

১ ০
I । । । । | । । । -। I
ধি ধি কে টে না ক ধিন্ ০

সংগীতি শব্দকোষ ;

১ ০
I । । । । | । । । -। I
ধা গি না তি না ক্ ধিন্ ০

তবে বর্তমানে প্রয়োগক্ষেত্রে কাহারবা তাল মধ্য ও দ্রুত লয়ে আট মাত্রায় বাদনোপযোগী বহু ঠেকাকে আত্মসাৎ করেছে। নজরুল এবং তাঁর সহচরদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গ্রামোফোন রেকর্ডে কাহারবা তালে নিবদ্ধ যেসব গান প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে যেসব ব্যতিক্রমী ঠেকা তবলায় সঙ্গত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিচে প্রদত্ত হলো :

(ক)

১ ০
। । । । । | । । । । ।
ধা ঘে না তি না না ঘে না

(খ)

১				০			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	ধা	ধা	তিন্	না	না	ধা	তিন্

(গ)

১				০			
।ঃ	ঃ	।	।	।	।	।	।
ধা	ঘে	না	তি	না	না	ধি	না

(ঘ)

১				০			
।ঃ	ঃ	।	।	।ঃ	ঃ	।	।
ধা	ধি	না	তি	না	ধি	না	ধিন্

(ঙ)

১				০			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধিন্	ধিন্	নাগ	তেটে	তিন্	তিন্	নাক	তেটে

(চ)

১				০			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	ধিন্	না	ধিন্	ধা	তিন্	নাক	তেটে

(ছ)

১				০			
।	।	।	।	।ঃ	ঃ	।	।
ধা	নেধা	না	তিন্	তা	নেধা	না	ধিন্

(জ)

১				০			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	ঘে	ধা	তি	০	না	ধিন্	০

(ঝ)

১				০			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধিন্	ধিন্	না	ধিন্	০	ধিন্	না	০

(ঞ)

১ ০

। াঃ ঃ া া । াঃ ঃ া া ।

ধিন্ ধা তেরেকেটে তিন্ তিন্ না তেরেকেটে ধিন্

(ট)

১ ০

। াঃ াঃ া । া া া া ।

ধা ধা ধা ধাঘে নেতা কেনে তা

কাজী নজরুল ইসলামের সর্বাধিক সংখ্যক গান কাহারবা তালে নিবদ্ধ। তাঁর সুস্থাবস্থায় যে গীতিগ্রন্থগুলো মুদ্রিত হয় তাতে প্রকাশিত গানগুলোর মধ্যে ত্রিশ শতাংশেরও অধিক গান কাহারবা তালে নির্দেশিত। স্বরলিপি-গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও কবির হস্তলিপি প্রভৃতিতেও স্থানপ্রাপ্ত গানগুলোর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক গান এই তালে নিবদ্ধ। এছাড়া বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত রেকর্ডসমূহেও বহু সংখ্যক গান প্রকাশিত হয়েছে। নিচে উৎস নির্দেশসহ নজরুল রচিত কাহারবা তালে নিবদ্ধ গানগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	অচেনা সুরে অজানা পথিক	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২.	অনাদরে স্বামী পড়ে আছি	রেকর্ড নং : এফটি. ১২০৯৭ (১৯৩৭), শিল্পী : মোহনলাল সুকুল (শুক্লা)
৩.	অনাদিকাল হতে অনন্তলোক গাহে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী : সাধক সংঘ
৪.	অনেক কথা বলার মাঝে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৬৬ (১৯৩৬), শিল্পী : শিউলি সরকার। রেকর্ড নং : এন. ২৭০০৩ (১৯৪০), শিল্পী : বীণা চৌধুরী
৫.	অনেক ছিল বলার যদি	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৯৮ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬.	অবিরাম জপ মন নারায়ণ (নারায়ণ! নারায়ণ!)	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৭৬ (১৯৩৫), শিল্পী : সত্যবালা দেবী
৭.	অমন করে হাসিস্‌নে আর	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬২ (১৯৩৯), শিল্পী : কে. মল্লিক
৮.	অয়ি চঞ্চল লীলায়িত দেহা	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৩৯ (১৯৩৭), শিল্পী : শেফালী দাস
৯.	আও আও সজনী	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৬৯ (১৯৩৮), শিল্পী : এইচএমভি. ড্রামাটিক ক্লাব
১০.	আঁখি-বারি আঁখিতে থাক	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৩ (১৯৩৪), শিল্পী : দুর্গা দেবী
১১.	আঁধার মনের মিনারে মোর	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৮৭ (১৯৪০), শিল্পী : ফুল মহম্মদ
১২.	আঁধার রাতে কে গো	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
১৩.	আঁধার রাতে দেবতা মোর	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৯৬৯ (১৯৩৯), শিল্পী : পারুল সোম

১৪.	আঁধারের এলোকেশ ছড়িয়ে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১৫ (১৯৩৬), শিল্পী : নিতাই ঘটক
১৫.	আকাশে ভাই চাঁদ উঠেছে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪২৫ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৬.	আজ নিশীথে অভিসার	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৩ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিমতী দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৭.	আজ প্রভাতে বাহির পথে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৭৩ (১৯৩৩), শিল্পী : নিমাইচন্দ্র চক্রবর্তী
১৮.	আজ বন-উপবন মেঁ	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৭২ (১৯৩৭), শিল্পী : আভা সরকার
১৯.	আজ বাদে কাল আসবে	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
২০.	আজ শরতে আনন্দ ধরে না	রেকর্ড নং : এন. ৯৮০৭ (১৯৩৬),'সুরথ উদ্ধার' রেকর্ডনাট্যের গান
২১.	আজ শেফালির গায়ে হলুদ	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২২.	আজকে দোলের হিন্দোলায়	রেকর্ড নং : এন. ৭০৮৬ (১৯৩৩), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
২৩.	আজকে শাদী বাদশাজাদীর	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৮ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
২৪.	আজি আল কোরায়সী প্রিয়	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৮৮৪ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্দুল লতিফ অ্যান্ড পার্টি
২৫.	আজি গানে গানে ঢাকব	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২৬.	আজি নন্দদুলালের সাথে	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৬২ (১৯৩২), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪), স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
২৭.	আজি নাহি কিছু মোর মান	রেকর্ড নং : এন. ২৭৮২০ (১৯৪৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৮.	আজি বাদল বঁধু এলো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩১ (১৯৩৫), শিল্পী : গীতা বসু
২৯.	আজি মিলন-বাসর প্রিয়া	রেকর্ড নং : এন. ৭১৩৩ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
৩০.	আধো আধো বোল্ লাজে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩০১ (১৯৩৪), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৩১.	আন্ গোলাপ পানি	টেস্ট কপি নং : এইচএসবি. ২৯৮৬ (১৯৪১), শিল্পী : দীপ্তি বসু
৩২.	আনন্দ দুলালী ব্রজবালার	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩৩.	আনারকলি! আনারকলি!	স্বরলিপিকার : কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল সুরলিপি*, ৮ম খণ্ড
৩৪.	আনো সাকি শিরাজি	রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৭ (১৯৩২), শিল্পী : সুধীরা দাশগুপ্তা
৩৫.	আবহায়াতের পানি দাও	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৫৭ (১৯৪০), শিল্পী : পিয়ারু কাওয়াল
৩৬.	আবার শ্রাবণ এলো ফিরে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৯০ (১৯৩৮), শিল্পী : বীণা দত্ত ও ভক্তিরঞ্জন রায়
৩৭.	আবির-রাঙা আভীরা নারী	রেকর্ড নং : এন. ৭১৯২ (১৯৩৪), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
৩৮.	আমরা পানের নেশায়	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৩৯.	আমায় নহে গো ভালোবাস	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩২৩ (১৯৪২), শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত
৪০.	আমার আছে এই ক'খানি গান	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী : গীতা বসু
৪১.	আমার এ না' যাত্রী না লয়	রেকর্ড নং : এন. ৩৮৪৪ (১৯৩২), শিল্পী : বিমল গুপ্ত। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৪২.	আমার কথা লুকিয়ে থাকে	রেকর্ড নং : এইচ. ১০২০ (১৯৪২), শিল্পী : সুশীল চট্টোপাধ্যায়
৪৩.	আমার খোকার মাসি	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৬ (১৯৩৪), শিল্পী : রঞ্জিত রায়

৪৪.	আমার গহীন জলের নদী	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : এন. ৭০০২ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
৪৫.	আমার ঘরের মলিন দীপালোকে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩২৪ (১৯৩৬), শিল্পী : শিউলি সরকার
৪৬.	আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৪৮ (১৯৩৬), শিল্পী : রওশন আরা বেগম (উষারাণি দেবী), সহশিল্পী : ধীরেন দাশ
৪৭.	আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা	রেকর্ড নং : এন. ৭০৭৯ (১৯৩৩), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৪৮.	আমার নয়নে নয়ন রাখি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭১৭৫ (১৯৩৩), শিল্পী : মানদা দেবী
৪৯.	আমার বিজন ঘরে হেসে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৫০.	আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৭ (১৯৩৪), শিল্পী : নিমাইচরণ চক্রবর্তী
৫১.	আমার মালায় লাগুক	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৯৮ (১৯৩৯), শিল্পী : বীণা চৌধুরী
৫২.	আমার মুক্তি নিয়ে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩৪ (১৯৩৭), শিল্পী : সুধীর দত্ত
৫৩.	আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২৬৩ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫৪.	আমার যখন পথ ফুরাবে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৮২৪ (১৯৪২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫৫.	আমার যাবার সময় হলো	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৯৩ (১৯৩৬), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৫৬.	আমার সোনার হিন্দুস্থান	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী : জ্ঞান দত্ত
৫৭.	আমারে চোখ ইশারায়	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৫১৮ (১৯২৮), শিল্পী : কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
৫৮.	আমি আলোর শিখা	রেকর্ড নং : এন. ১৭২০৬ (১৯৩৮), শিল্পী : নীহারবালা দেবী
৫৯.	আমি কূল ছেড়ে চলিলাম	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৬৩ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৬০.	আমি গরবিনী মুসলিম বালা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৬১ (১৯৩৬), শিল্পী : রাবেয়া খাতুন (উষারাণী)
৬১.	আমি গিরিধারী সাথে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৮৫ (১৯৪০), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
৬২.	আমি জানি তব মন	রেকর্ড নং : এন. ২৭৭১৪ (১৯৪৭), শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত
৬৩.	আমি ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ির মতন	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৬৪.	আমি পথভোলা ভিনদেশি	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৩৮ (১৯৩৭), শিল্পী : মড কস্টেলো
৬৫.	আমি পূরব দেশের পুরনারী	রেকর্ড নং : এনকিউ. ১৮১ (১৯৪১), শিল্পী : শৈল দেবী
৬৬.	আমি প্রভাতী তারা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৩৯ (১৯৩৬), শিল্পী : যূথিকা রায়। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৬৭.	আমি ময়নামতীর শাড়ি দেব	রেকর্ড নং : এন. ৭৩১৪ (১৯৩৪), শিল্পী : সুধীর দত্ত। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)

৬৮.	আমি মুসলিম যুবা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৩৫ (১৯৪০), শিল্পী : তরুণ মুসলিম সমিতি
৬৯.	আমি যদি আরব হতাম	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৫৬ (১৯৩৭), শিল্পী : সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
৭০.	আমি যার নূপুরের ছন্দ	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩১১ (১৯৪২), শিল্পী : ইলা ঘোষ
৭১.	আমি যেদিন রইব না গো	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১০৭ (১৯৩৪), শিল্পী : জ্ঞান দত্ত
৭২.	আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম	রেকর্ড নং : কিউএস. ৪৮৬ (১৯৪০), শিল্পী : দিলীপকুমার রায় (রজনীকান্তের দৌহিত্র)
৭৩.	আমি রাজার কুমার পথ ভোলা	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার প্রবোধ
৭৪.	আমি সূর্যমূখী ফুলের মতো	রেকর্ড নং : এন. ১৭২২৬ (১৯৩৮), শিল্পী : রেণুকা রায়
৭৫.	আমিনা-দুলাল নাচে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩০৬৫ (১৯৩৯), শিল্পী : মানু মিয়া (মো. কাশেম)
৭৬.	আয় গোপিনী খেল্‌বি হোরি	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৬২ (১৯৩৩), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৭৭.	আয় ঘুম আয় ঘুম আয়	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৩৬ (১৯৩৯), শিল্পী : শীলা সরকার
৭৮.	আয় নেচে নেচে আয় রে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৪৮ (১৯৩৭), শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৭৯.	আয় বনফুল ডাকিছে মলয়	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫৮৪ (১৯৪১), শিল্পী : বীণা দত্ত
৮০.	আয় ঘুম আয় ঘুম আয়	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৩৬ (১৯৩৯), শিল্পী : শীলা সরকার
৮১.	আয় নেচে নেচে আয় রে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৪৮ (১৯৩৭), শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৮২.	আয় বনফুল ডাকিছে মলয়	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫৮৪ (১৯৪১), শিল্পী : বীণা দত্ত
৮৩.	আয় লো বনের বেদেনী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫০৭ (১৯৪০), শিল্পী : করুণা ঘোষ ও কুসুম গোস্বামী
৮৪.	আয় সবে ভাই বোন	রেকর্ড নং : জিটি. ৩৭ (১৯৩৩), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
৮৫.	আর অনুনয় করিবে না	রেকর্ড নং : জিই. ৭৮২৪ (১৯৫০), শিল্পী : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
৮৬.	আর কত গান গাইবো	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৮১ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৮৭.	আরে পঙ্খীরাজের বাচ্চা	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৯৪ (১৯৪২), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৮৮.	আরো নূতন নূতনতর	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৮৯.	আর্শিতে তোর নিজের রূপই	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৫২ (১৯৩৭), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৯০.	আল্লা ব'লে কাঁদ বারেক	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৩৬৫ (১৯৪০), শিল্পী : মাস্টার মোহন
৯১.	আল্লাকে যে পাইতে চায়	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৬৪৭ (১৯৪১), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯২.	আল্লাজী আল্লাজী রহম কর	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২৫৯ (১৯৪০), শিল্পী : আশরফ আলী
৯৩.	আল্লাজী গো আমি বুঝি না	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২১৭ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৪.	আল্লার নাম জপিও ভাই	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২৬১ (১৯৪০), শিল্পী : হায়দর এণ্ড পার্টি (গিরীন চক্রবর্তী)
৯৫.	আল্লার নাম মুখে যাহার	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩১০৭ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৬.	আল্লার নাম লইয়া বান্দা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২৫৯ (১৯৪০), শিল্পী : আশরফ আলী
৯৭.	আল্লাহ্ আমার প্রভু	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭১০৯ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দিন আহমদ
৯৮.	আল্লাহ্ রসুল জপের গুণে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৭১৬ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৯৯.	আল্লাহ্ রসুল বোল্ রে মন	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৭১৬ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
১০০.	আসিছেন হাবীব-এ খোদা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪২৩ (১৯৩৫), শিল্পী : মো. কাশেম ও আব্বাসউদ্দীন আহমদ

১০১.	আসিয়া কাছে গেলে ফিরে	রেকর্ড নং : এন. ২৭০০৪ (১৯৪০), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
১০২.	আসিলে এ ভাঙা ঘরে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৪৩ (১৯৩২), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
১০৩.	আসিলে কে গো অতিথি	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
১০৪.	আসিলে কে গো বিদেশি	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১১৫ (১৯৩৪), শিল্পী : পারুল বালা (গোজী)
১০৫.	আসে রজনী সন্ধ্যামণির	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এন. ৭২২৮ (১৯৩৪), শিল্পী : পারুল সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১০৬.	ইয়া মোহাম্মদ বেহেশ্‌ত্‌ হতে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৮৭ (১৯৪০), শিল্পী : ফুল মহম্মদ
১০৭.	ইয়া রাসুলুল্লাহ! মোরে রাহ্‌ দেখাও	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৫৭ (১৯৪০), শিল্পী : পিয়ারু কাওয়াল
১০৮.	ইরানের রূপ-মহলের	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১০৯.	ইসলামের ঐ সওদা লয়ে	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৪১১১ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১১০.	ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক দোস্ত	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১৭৬ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
১১১.	ঈদ মোবারক হো	রেকর্ড নং : আরএল. ১২২১ (১৯৪৪), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১১২.	ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এন. ৭১০১ (১৯৩৩), শিল্পী : মো. কাশেম
১১৩.	ঈদের খুশির তুফানে আজ	রেকর্ড নং : এন. ৯৮২৪ (১৯৩৬), শিল্পী : মুসলিম বন্ধুগণ
১১৪.	উচাটন মন ঘরে রয় না	স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
১১৫.	উচ্ছে নহে, ঝিঙে নহে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৭৭ (১৯৩৬), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১১৬.	উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৭৫ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১১৭.	উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ গগনে	রেকর্ড নং : এফটি. ৩০৪০ (১৯৩৪), শিল্পী : লীলা দেবী
১১৮.	উড়ে গেল উড়ে গেল (চামচিকে)	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৯৯ (১৯৪৩), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১১৯.	উতল হল শান্ত আকাশ	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৭৭ (১৯৩৬), শিল্পী : মড কস্টেলো
১২০.	উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি	রেকর্ড নং : ২৭২৬২ (১৯৪২), শিল্পী : বীণা চৌধুরী
১২১.	উম্মত আমি গুনাহ্‌গার কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১২২.	এ আঁখি-জল মোছ প্রিয়া	রেকর্ড নং : পি. ১১৭২৪ (১৯৩১), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
১২৩.	এ কি হাড় ভাঙা শীত এলো	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
১২৪.	এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪১৪ (১৯৪০), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১২৫.	এ কোথায় আসিলে হায় কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১২৬.	এ কোন্‌ মধুর শরাব দিলে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৯২৭ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১২৭.	এ ঘোর শ্রাবণ-দিন	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)

১২৮.	এ জনমে মোদের মিলন	রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৮ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
১২৯.	এ দেবদাসীর পূজা লহ	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৪৪ (১৯৩৯), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১৩০.	এ নহে বিলাস বন্ধু	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬৩ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
১৩১.	এই সুন্দর ফুল এই সুন্দর ফল	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৩৭ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৩২.	এত জল ও-কাজল চোখে	রেকর্ড নং : পি. ৯৯৭৪ (১৯২৮), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
১৩৩.	এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
১৩৪.	এলে তুমি কে, কে ওগো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১৫ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দু সেন ও রেণুবালা দেবী
১৩৫.	এলো আবার ঈদ ফিরে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৪৮ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৩৬.	এলো এলো রে ঐ সুদূর বন্ধু	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩৫ (১৯৩৫), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী। রেকর্ড নং : এফটি. ১২০৪৩ (১৯৩৭), শিল্পী : সমবেত
১৩৭.	এলো এলো রে বৈশাখী ঝড়	রেকর্ড নং : এন. ৭২২৮ (১৯৩৪), শিল্পী : পারুল সেন। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৩৮.	এলো এলো শবেরাত	রেকর্ড নং : এন. ৯৮০৬ (১৯৩৬), শিল্পী : সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
১৩৯.	এলো ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত	
		রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩২ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিমতী দেবী
১৪০.	এলো ফুল-দোল ওরে	রেকর্ড নং : এফটি. ৩১৬০ (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
১৪১.	এলো মিলন-রাতি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪২৭ (১৯৪০),‘কাফন-চোরা’ রেকর্ডনাট্যের গান
১৪২.	এলো রমজানেরই চাঁদ	রেকর্ড নং : এন. ৯৮২২ (১৯৩৬), শিল্পী : রাবেয়া খাতুন
১৪৩.	এলো রে এলো ঐ রণ-রঙ্গিণী	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩০৯ (১৯৪২), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪৪.	এলো রে শ্রী দুর্গা	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩০৯ (১৯৪২), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪৫.	এলো শিবানী-উমা এলো	রেকর্ড নং : জিই. ২৬১৪ (১৯৪৩), শিল্পী : সত্য চৌধুরী অ্যাণ্ড পার্টি
১৪৬.	এলো শোকের সেই	রেকর্ড নং : এন. ৭১০১ (১৯৩৩), শিল্পী : মো. কাশেম
১৪৭.	এলো শ্যামল কিশোর	স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭২৫০ (১৯৩৪), শিল্পী : সুধীর দত্ত
১৪৮.	এসো আনন্দ-সুন্দর ঘনশ্যাম	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৯০ (১৯৪০), শিল্পী : জয়ন্তী বসু
১৪৯.	এসো এসো পাহাড়ি ঝর্ণা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫৮৪ (১৯৪১), শিল্পী : বীণা দত্ত
১৫০.	এসো নওল কিশোর এসো	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৬২ (১৯৪১), শিল্পী : মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫১.	এসো নূপুর বাজাইয়া	রেকর্ড নং : এন. ৭০৭২ (১৯৩৩), শিল্পী : মানিকমালা দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১৫২.	এসো প্রাণে গিরিধারী	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৬৫ (১৯৩৮), শিল্পী : নিতাই ঘটক
১৫৩.	এসো প্রিয় মন রাঙায়ে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩০২ (১৯৪২), শিল্পী : পারুল কর (সেন)
১৫৪.	এসো বঁধু ফিরে এসো	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১৫৫.	এসো বসন্তের রাজা হে আমার	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১৭৩ (১৯৩৫), শিল্পী : কাননবালা দেবী (ছোট)
১৫৬.	এসো মা দশভুজা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০১ (১৯৩৫), শিল্পী : রেণু বসু ও দেবেন বিশ্বাস

১৫৭.	এসো মুরলীধারী বৃন্দাবন-চারী	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৪১৮৪ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
১৫৮.	ঐ ঘর ভোলানো সুরে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
১৫৯.	ঐ জল্‌কে চলে লো কার ঝিয়ারি	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৬০ (১৯৩৩), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
১৬০.	ঐ পথ চেয়ে থাকি	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
১৬১.	ঐ হের রসুলে-খোদা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী : পিয়ারু কাওয়াল
১৬২.	ও কালো বউ! জল আনিতে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩১৪ (১৯৩৪), শিল্পী : সুধীর দত্ত (খ্যাপা)
১৬৩.	ও কালো শশী রে	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫৯৩ (১৯৪২), শিল্পী : শৈল দেবী
১৬৪.	ও কূল-ভাঙা নদী রে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭২৬১ (১৯৩৪), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
১৬৫.	ও কে উদাসী আমায় হায়	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৫৫ (১৯৩৫), শিল্পী : শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৬.	ও তুই উল্টা বুঝ্‌লি রাম	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৭৭ (১৯৩৬), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১৬৭.	ও বন্ধু! দেখ্‌লে তোমায় বুকের	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৮৫ (১৯৩৮), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১৬৮.	ও মন চল অকূল পানে	রেকর্ড নং : এন. ৭০১১ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
১৬৯.	ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৪১১১ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৭০.	ওগো এলে কি শ্যামল পিয়া	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : এফটি. ৮৪৭ (১৯৩২), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৭১.	ওগো ও আমার কালো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪৭৫ (১৯৩৬), শিল্পী : সমর রায়
১৭২.	ওগো তারি তরে মন কাঁদে	রেকর্ড নং : এন. ২৭০০৩ (১৯৪০), শিল্পী : বীণা চৌধুরী
১৭৩.	ওগো দু'পেয়ে জীব ছিল গদাই	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১১ (১৯৩৫), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১৭৪.	ওগো দেবতা তোমার পায়ে	রেকর্ড নং : কেডিবি. ১৫০১৫ (১৯৪০), শিল্পী : সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭৫.	ওগো নন্দদুলাল নাচে ছন্দ তালে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২৯১ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দু সেন ও রেণুবালা দেবী
১৭৬.	ওগো প্রিয়! তব গান	রেকর্ড নং : এন. কিউ ১৮১ (১৯৪১), শিল্পী : শৈল দেবী
১৭৭.	ওগো ফুলের মতন ফুল্ল	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৭৮.	ওরে আমার চটি (আমার ঠন্‌ঠনিয়ার চটি)	রেকর্ড নং : এন. ৭২০৮ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭৯.	ওরে ও-দরিয়ার মাঝি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১৬ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৮০.	ওরে ও-নতুন ঈদের চাঁদ	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১৭৬ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
১৮১.	ওরে বনের ময়ূর	রেকর্ড নং : এন. ৯৮০০ (১৯৩৬), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
১৮২.	ওরে মথুরাবাসিনী, মোরে বল্‌	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৮৪২ (১৯৩৯), শিল্পী : গীতা বসু
১৮৩.	ওরে মাঝি ভাই ও তুই	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। রেকর্ড নং : এন. ৩৮৪৪ (১৯৩২), শিল্পী : বিমল গুপ্ত

১৮৪.	ওরে হুলো রে তুই রাত বিরেতে	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৯০ (১৯৩২), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১৮৫.	ওহে ভ্যাবাকান্ত! দাও হে গানে	রেকর্ড নং : এন. ৯৭১০ (১৯৩৬), শিল্পী : বিমল গুপ্ত
১৮৬.	কত আর এ মন্দির দ্বার	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৪৭ (১৯৩২), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮৭.	কত কথা ছিল তোমায় বলিতে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১১৫ (১৯৩৪), শিল্পী : পারুলবালা দেবী (গোজী)
১৮৮.	কত কথা ছিল বলিবার	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ২২৫ (১৯৩৫), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী (টেপি)
১৮৯.	কত দূরে তুমি ওগো আঁধারের	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৯৬৯ (১৯৩৯), শিল্পী : পারুল সোম
১৯০.	কত নিদ্রা যাও রে কন্যা	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪২০ (১৯৪০), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
১৯১.	কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : এন. ২৭০৫৭ (১৯৪০), শিল্পী : সন্তোষ সেনগুপ্ত
১৯২.	কথা কইবে না বউ	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৩৮০ (১৯৩৯), শিল্পী : কানন দেবী
১৯৩.	কবে সে মদিনার পথে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫০৮ (১৯৪১), শিল্পী : দুলি বিবি
১৯৪.	করুণ কেন অরুণ আঁখি	রেকর্ড নং : পি. ১২৬৮৭ (১৯৩১), শিল্পী : কে. মল্লিক
১৯৫.	কল্‌মা শাহাদতে আছে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৫৬ (১৯৩৭), শিল্পী : মো. কাশেম
১৯৬.	কলির রাই কিশোরী	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮২ (১৯৩৬), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১৯৭.	কাছে আমার নাই বা এলে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৩১ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
১৯৮.	কাজলা বিলের শাপলা তুইল্যা	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬৮ (১৯৩৯), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১৯৯.	কার ঝর ঝর বর্ষণ বাণী	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩১ (১৯৩৫), শিল্পী : গীতা বসু, সহশিল্পী : ধীরেন দাস
২০০.	কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : এন. ৭০১৪ (১৯৩২), শিল্পী : হরিমতী দেবী
২০১.	কার মঞ্জির রিনিঝিনি বাজে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২১ (১৯৩৫), শিল্পী : পারুল সোম (সেন)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
২০২.	কারো ভরসা করিস্‌নে তুই	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৯৭১ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২০৩.	'কালী কালী' মন্ত্র জপি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৬৪৯ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দু সেন
২০৪.	কাহার তরে হায় নিশিদিন	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৬ (১৯৩২), শিল্পী : রাধারানী দেবী
২০৫.	কিশোরী সাধিকা রাধিকা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৩৪ (১৯৩৫), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
২০৬.	কী হবে লাল পাল তুলে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
২০৭.	কুঁচবরণ কন্যা রে তার	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এইচ. ৭ (১৯৩২), শিল্পী : উমাপদ ভট্টাচার্য। রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৭ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২০৮.	কুলের আচার নাচার হয়ে	রেকর্ড নং : জিটি. ২৫ (১৯৩৩), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
২০৯.	কুসুম ফুলের মালা গেঁথে	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৬১ (১৯৪০), শিল্পী : হরিমতী দেবী

২১০.	কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১), *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০৭২ (১৯৩৩), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
২১১.	কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল্ রসনা	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৪৫ (১৯৪০), শিল্পী : কে. মল্লিক ও অণিমা দাশগুপ্ত
২১২.	কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল রে মন	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৪৮ (১৯৩৭), শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
২১৩.	কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২১৪.	কৃষ্ণা নিশীথ নাচে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০২৬ (১৯৩৮), শিল্পী : সীতা দেবী
২১৫.	কে এলে মোর চিরচেনা কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
২১৬.	কে এলে মোর ব্যথার গানে	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৪১৮৭ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
২১৭.	কে ডাকিলে আমারে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
২১৮.	কে বলে গো তুমি আমার নাই	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৩০ (১৯৩৮), শিল্পী : কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
২১৯.	কে বিদেশি বন-উদাসী কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। রেকর্ড নং : এন. ৩২৬২ (১৯৩০), শিল্পী : হরিমতী দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
২২০.	কে সাজালো মাকে আমার	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১২৮ (১৯৩৭), শিল্পী : বাঙলার ভাই বোন
২২১.	কেউ ভোলে না কেউ ভোলে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৩০ (১৯৩১), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
২২২.	কেঁদে যায় দখিন হাওয়া	রেকর্ড নং : এন. ৭০১৪ (১৯৩২), শিল্পী : হরিমতী দেবী
২২৩.	কেন আন ফুল-ডোর আজি	রেকর্ড নং : পি. ১১৬৮২ (১৯৩১), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী।
২২৪.	কেন আসিলে ভালোবাসিলে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৪৪ (১৯৩৩), শিল্পী : কাজী নজরুল ইসলাম
২২৫.	কেন চাঁদিনী রাতে মেঘ আসে	রেকর্ড নং : এফটি. ২৩৫৮ (১৯৩৩), শিল্পী : উষারাণী দেবী
২২৬.	কেন তুমি কাঁদাও মোরে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৫৬ (১৯৩৭), শিল্পী : সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
২২৭.	কেন প্রেম-যমুনা আজি	রেকর্ড নং : এন. ১৭২০৭ (১৯৩৮), শিল্পী : নীহারবালা দেবী
২২৮.	কেন ফোটে, কেন কুসুম	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২৯ (১৯৩৪), শিল্পী : ভবানী দাস
২২৯.	কেন বাজাও বাঁশি কালো শশী	রেকর্ড নং : এন. ৭০৮৪ (১৯৩৩), শিল্পী : হরি বাঈজী
২৩০.	কেন মনোবনে মালতী বল্লরী	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩১১ (১৯৪২), শিল্পী : ইলা ঘোষ
২৩১.	কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২৩৫৭ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
২৩২.	কেরানি আর গরুর কাঁধ কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২৩৩.	কোথায় গেলে পেঁচা-মুখী	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৭১০ (১৯৩৯), শিল্পী : রাধারানী দেবী ও গোপাল ভট্টাচার্য
২৩৪.	কোথায় তখ্ত তাউস	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০৬৮ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৩৫.	কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৫৩ (১৯৩২), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী

২৩৬.	কোন্ দূরে ও কে যায় চ’লে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৭০ (১৯৩৩), শিল্পী : আভা সরকার। গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
২৩৭.	কোন্ ফুলেরই মালা দিই	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২৬ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
২৩৮.	কোন্ বন হতে করেছ চুরি	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
২৩৯.	কোন্ বিদেশের নাইয়া তুমি	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৭১ (১৯৩৮), শিল্পী : ফুলকুমারী দেবী ও রতন মাঝি
২৪০.	খয়বর জয়ী আলী হায়দর	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭১৫ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৪১.	খাতুনে-জান্নাত ফাতেমা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৯২৭ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৪২.	খুলেছে আজ রঙের দোকান	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৮৪৪ (১৯৩৭), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী (খেদি)
২৪৩.	খুশি লয়ে খুশরোজের	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০২৭ (১৯৩২), শিল্পী : মহ. কাশেম
২৪৪.	খেলত বায়ু ফুলবন মে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯২৭ (১৯৩৭), শিল্পী : আভা সরকার
২৪৫.	খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে	রেকর্ড নং : এন. ৭৯৭৩ (১৯৩৫), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৪৬.	খেলিছে জলদেবী	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৯৪ (১৯৩৬), শিল্পী : হরিমতী দেবী
২৪৭.	খেলে চঞ্চলা বরষা-বালিকা	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩৫ (১৯৩৭), শিল্পী : পারুল সেন
২৪৮.	খোদা এই গরীবের শোন	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৯৭১ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৪৯.	খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩২১৭ (১৯৩৪), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৫০.	খোদার হাবীব হলেন নাজেল	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২৫১.	গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৮২ (১৯৪০), শিল্পী : ইলা ঘোষ ও সুনীল ঘোষ
২৫২.	গগনে খেলায় সাপ	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৭৮ (১৯৩৮), শিল্পী : রেবা সোম, পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়, অণিমা মুখোপাধ্যায় ও চিত্ত রায়
২৫৩.	গগনে প্রলয় মেঘের মেলা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৭২ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস
২৫৪.	গভীর রাতে জাগি’ খুঁজি	রেকর্ড নং : এন. ৩১০৭০ (১৯৪৯), শিল্পী : নন্দলাল পুরী
২৫৫.	গম্ভীর আরতি নৃত্যের ছন্দে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৩৩ (১৯৪০), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৫৬.	গহীন রাতে ঘুম	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭২৪ (১৯৩১), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
২৫৭.	গাও সব ভারত কা প্যারা	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৯০ (১৯৩৮), শিল্পী : বিজনবালা ঘোষ
২৫৮.	গাঙে জোয়ার এলো ফিরে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪৩ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৫৯.	গাছের তলে ছায়া আছে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪২০ (১৯৪০), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
২৬০.	গান ভুলে যাই, মুখপানে চাই	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
২৬১.	গানের সাথি আছে আমার	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৭৪ (১৯৩৭), শিল্পী : মাধবী দাশগুপ্তা
২৬২.	গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণনাম	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৩৪ (১৯৩৫), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
২৬৩.	গাহে আকাশ পবন	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১৪ (১৯৩৫), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
২৬৪.	গিন্নির চেয়ে শালী ভালো	গীতিগ্রন্থ : *সুর-সাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২৩৬১ (১৯৩৩), শিল্পী :

		হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৬৫.	গিরিধারী গোপাল ব্রজ-গোপ-দুলাল	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৩৯ (১৯৩৮), শিল্পী : সুধীরা দাশগুপ্তা (সেনগুপ্তা) ও ভ্রাতৃদ্বয়
২৬৬.	গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪৮ (১৯৪০), শিল্পী : জগন্ময় মিত্র
২৬৭.	গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৯ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী (টেপি)
২৬৮.	গোঠের রাখাল, ব'লে দে রে	রেকর্ড নং : জিই. ২৪৭২০ (১৯৫৪), শিল্পী : সুমিত্রা দাশগুপ্তা
২৬৯.	গোলাপ ফুলের কাঁটা আছে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০৫৪ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস
২৭০.	ঘন ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দিনে	রেকর্ড নং : এন. ৭১০৮ (১৯৩৩), শিল্পী : কে. মল্লিক
২৭১.	ঘন দেয়া গরজায় গো	রেকর্ড নং : এন. ২৭০০৪ (১৯৪০), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
২৭২.	ঘনশ্যামকে উদাসী হুঁ ম্যায়	টেস্ট কপি নং : ওএমসি. ৭০২৭ (১৯৩৭), শিল্পী : নীলমণি সিংহ
২৭৩.	ঘর-ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৬৩৭ (১৯৪২), শিল্পী : সুপ্রভা ঘোষ (সরকার)
২৭৪.	ঘুমায়েছে ফুল পথের ধূলায়	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৭৭ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
২৭৫.	চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন	রেকর্ড নং : এন. ৯৯২৮ (১৯৩৭), শিল্পী : মড কস্টেলো
২৭৬.	চঞ্চল সুন্দর, নন্দকুমার	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪৭৬ (১৯৩৬), শিল্পী : নিতাই ঘটক ও রেবা সোম
২৭৭.	চঞ্চল সুন্দর্ নন্দ্ কুমার্	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৬৫০ (১৯৩৬), শিল্পী : নিতাই ঘটক ও রেবা সোম
২৭৮.	চ'ম্‌কে চ'ম্‌কে ধীর ভীরু পায়	রেকর্ড নং : এন. ৭১৩৩ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিমতী দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
২৭৯.	চরণে দলিয়া গিয়াছে চলিয়া	রেকর্ড নং : পি. ১১৬০০ (১৯২৯), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
২৮০.	চরস-মেশা চণ্ডুর নেশা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫২৫ (১৯৪০), শিল্পী : সারদা গুপ্ত, সহশিল্পী : রঞ্জিত রায় ও কাজী নজরুল ইসলাম
২৮১.	চল্ রে কাবার জিয়ারতে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৭১ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৮২.	চল্ রে চপল তরুণদল	রেকর্ড নং : এফটি. ১৯৬৭ (১৯৩৪), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
২৮৩.	চাঁদিনী রাতে কানন সভাতে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জিটি. ৩৯ (১৯৩৪), শিল্পী : সরস্বতী দেবী
২৮৪.	চাঁপা রঙের শাড়ি আমার	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৩ (১৯৩২), শিল্পী : প্রভাবতী দেবী
২৮৫.	চারু চপল পায়ে যায় যুবতী	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১৩১ (১৯৩৪), শিল্পী : সুহাসিনী দেবী
২৮৬.	চিকন কালো ভুরুর তলে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩১০ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিমতী দেবী
২৮৭.	চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৫৩ (১৯৩২), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী। গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
২৮৮.	চীন আরব হিন্দুস্থান	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৮৭ (১৯৩৬), শিল্পী : সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
২৮৯.	চেয়ো না সুনয়না আর	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৬১ (১৯২৯), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী

২৯০.	চোখে চোখে চাহ যখন	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৬ (১৯৩৫), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
২৯১.	চোখের জলে মন ভিজিয়ে	রেকর্ড নং : পি. ১১৬৩৭ (১৯২৯), শিল্পী : কৃষ্ণচন্দ্র দে
২৯২.	চোখের নেশার ভালোবাসা	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১০৮ (১৯৩৪), শিল্পী : নিতাই ঘটক
২৯৩.	চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৬৩৬ (১৯৪২), 'চৌরঙ্গী' (বাংলা) চলচ্চিত্রের গান
২৯৪.	চৌরঙ্গী হ্যায় ইয়ে চৌরঙ্গী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২৫৫ (১৯৪২), শিল্পী : শৈল দেবী
২৯৫.	ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী : পারুল সেন
২৯৬.	ছলকে গাগরি গোরী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৩৮১ (১৯৩৯), শিল্পী : ভবানী দাস
২৯৭.	ছলছল নয়নে মোর পানে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২৯৮.	ছাড় ছাড় আঁচল, বঁধু	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২৬ (১৯৩৪), শিল্পী : রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট)
২৯৯.	ছিটাইয়া ঝাল নুন	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৩০০.	জগতের নাথ কর পার হে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪১৮ (১৯৪০), শিল্পী : ভবতোষ ভট্টাচার্য
৩০১.	জগতের নাথ তুমি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৬০৭ (১৯৩৬), শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৩০২.	জনম জনম তব তরে কাঁদিব	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৬৬ (১৯৩৬), শিল্পী : শিউলি সরকার
৩০৩.	জপ্ লে রে মন মেরা	রেকর্ড নং : এন. ৬৭২৮ (১৯৩৬), শিল্পী : মড কস্টেলো
৩০৪.	জয় জয় মা গঙ্গা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৫১ (১৯৩৫), 'সুভদ্রা' রেকর্ডনাট্যের গান
৩০৫.	জয় দুর্গা, জননী, দাও শক্তি (ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে)	রেকর্ড নং : জিই. ২৬১৪ (১৯৪৩), শিল্পী : সত্য চৌধুরী এণ্ড পার্টি
৩০৬.	জয় দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী	রেকর্ড নং : এন. ৭৪২৬ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিমতী দেবী ও রঞ্জিত রায়
৩০৭.	জয় হোক জয় হোক	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৩০৮.	জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ নমো নমঃ	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৫৬ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস ও অন্যান্য
৩০৯.	জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৬৩৯ (১৯৪২), শিল্পী : সুধীন মিত্র ও সুপ্রভা সরকার
৩১০.	জাগে না সে জোশ লয়ে	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৯৬ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩১১.	জাগো অনশন বন্দী	রেকর্ড নং : এন. ২৭৬৬৬ (১৯৪৭), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
৩১২.	জাগো জাগো গোপাল	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৩৬ (১৯৩৯), শিল্পী : শীলা সরকার
৩১৩.	জাগো জাগো, রে মুসাফির	রেকর্ড নং : এন. ৭১৪১ (১৯৩৩), শিল্পী : মাস্টার সুনীল বসু। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৩১৪.	জাগো দুস্তর পথের নবযাত্রী	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৩০৩ (১৯৩৪), শিল্পী : সন্তোষকুমার দাস
৩১৫.	জানি জানি তুমি আসিবে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৭০৯ (১৯৩৯), শিল্পী : নীলিমা চৌধুরী (স্বর্ণ)
৩১৬.	জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে	রেকর্ড নং : এন. ২৭১১০ (১৯৪১), শিল্পী : যূথিকা রায়।
৩১৭.	ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে	রেকর্ড নং : এন. ৯৭০৭ (১৯৩৬), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
৩১৮.	ঝরল যে ফুল ফোটার আগে	রেকর্ড নং : এন. ৭২২২ (১৯৩৪), শিল্পী : কে. মল্লিক
৩১৯.	ঝলমল জরীণ বেণী দুলায়ে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১৮৭ (১৯৩৫), শিল্পী :

		জ্ঞান দত্ত
৩২০.	ঝুমকো লতার চিকন পাতায়	রেকর্ড নং : এফটি. ৩০০২ (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
৩২১.	ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক্	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৭৮ (১৯৩৬), শিল্পী : পারুল সেন
৩২২.	ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৭৮ (১৯৩৬), শিল্পী : পারুল সেন
৩২৩.	টলমল টলমল টলে সরসী	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৩৮ (১৯৩৬), শিল্পী : অনিমা (বাদল)
৩২৪.	টারালা টারালা টারালা	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫০২ (১৯৪০), শিল্পী : বরদা গুহ
৩২৫.	ডেকে ডেকে কেন তারে	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৫৪ (১৯৩২), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৩২৬.	ঢল ঢল তব নয়ন-কমল	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৩২৭.	ঢের কেঁদেছি ঢের সেধেছি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৩২৮.	তব গানের ভাষায় সুরে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩২৫ (১৯৪২), শিল্পী : অনিমা দাশগুপ্ত
৩২৯.	তব চঞ্চল আঁখি কেন	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭১০ (১৯৩৬), শিল্পী : মীরা সরকার
৩৩০.	তব মাধবী লীলায় কর	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৮০ (১৯৩৬), শিল্পী : পারুল সেন
৩৩১.	তব যাবার বেলা বলে যাও	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৩৩২.	তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন	রেকর্ড নং : এন. ৭০৫৬ (১৯৩২), শিল্পী : মো. কাশেম
৩৩৩.	তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী	রেকর্ড নং : এন. ৩৮১৯ (১৯৩১), শিল্পী : নীহারবালা দেবী
৩৩৪.	তুম আনন্দ ঘনশ্যাম	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১১৯৬ (১৯৪০), শিল্পী : এস.এল. সায়গাল (সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়)
৩৩৫.	তুম প্রেমকে হো ঘনশ্যাম	রেকর্ড নং : এন. ৯৯২৮ (১৯৩৭), শিল্পী : মড কস্টেলো
৩৩৬.	তুমি অনেক দিলে খোদা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৩৩৩ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৩৭.	তুমি আঘাত দিয়ে মন ফেরাবে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী : রেণু বসু
৩৩৮.	তুমি আশা পুরাও খোদা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৩৩৩ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৩৯.	তুমি কি দখিনা পবন	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৬০০ (১৯৪১), শিল্পী : মেনকা বন্দোপাধ্যায়
৩৪০.	তুমি নন্দন পথ ভোলা	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩০০২ (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
৩৪১.	তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী	রেকর্ড নং : এইচ. ১০২০ (১৯৪২), শিল্পী : সুশীল চট্টোপাধ্যায়
৩৪২.	তুমি ফুল আমি সুতো	রেকর্ড নং : এফটি. ২৩২২ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস ও মানিকমালা দেবী
৩৪৩.	তুমি বিরাজ কোথা হে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৩৭৩ (১৯৩৮), শিল্পী : কার্তিকচন্দ্র দাস
৩৪৪.	তুমি ভাগিয়াছ ভাগলুয়া	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩১৪ (১৯৪২), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৩৪৫.	তুমি যখন এসেছিলে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৩১ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৩৪৬.	তুমি রাজা নহ শুধু দ্বারকার	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৪৯ (১৯৩৫), 'সুভদ্রা' রেকর্ডনাট্যের গান
৩৪৭.	তুমি লহ প্রভু আমার	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৭৪ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৩৪৮.	তুমি সারা জীবন দুঃখ দিলে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৬৪ (১৯৪০), শিল্পী : গীতশ্রী শীলা সরকার
৩৪৯.	তুমি হাতখানি যবে রাখ	রেকর্ড নং : এন. ২৭৪৭১ (১৯৪৪), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
৩৫০.	তৃষিত আকাশ কাঁপে রে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৮০ (১৯৩৬), শিল্পী : পারুল সেন
৩৫১.	তোমায় কূলে তুলে বন্ধু	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। রেকর্ড নং : এন. ৭০০২ (১৯৩২), শিল্পী :

		ধীরেন দাস। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৩৫২.	তোমার আসার আশায়	রেকর্ড নং : এন. ৯৯১৫ (১৯৩৭), শিল্পী : আভা সরকার
৩৫৩.	তোমার কুসুম বনে আমি	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১০৮ (১৯৩৪), শিল্পী : নিতাই ঘটক
৩৫৪.	তোমার নাম নিয়ে খোদা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৩৬৫ (১৯৪০), শিল্পী : মাস্টার মোহন (হরিহর শুক্লা)
৩৫৫.	তোমার বুকের ফুলদানিতে	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৮১ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৩৫৬.	তোমার মনে ফুটবে যবে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৬৪ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৫৭.	তোমার হাতের সোনার রাখি	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৪০১৫ (১৯৩৫), শিল্পী : নিতাই ঘটক
৩৫৮.	তোমারি আশায় সব সুখ	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৭৬ (১৯৪১), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩৫৯.	তোমারি প্রকাশ মহান	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এন. ৭১৩৫ (১৯৩৩), শিল্পী : গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
৩৬০.	তোমারই মহিমা গাই	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)
৩৬১.	তোর যত শরম লাগে	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬৮ (১৯৩৯), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৩৬২.	তোর রূপে সই গাহন ক'রে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৪১১৬ (১৯৩৫), শিল্পী : রণজিৎ মণ্ডল
৩৬৩.	তৌহিদেরই বান ডেকেছে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৩৫৫ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৬৪.	তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৬৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৬৫.	ত্রাণ কর মওলা মদিনার	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১০০ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৬৬.	ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৪৮০ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৬৭.	থাক্ এ-গৃহ ঘিরিয়া	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮৯ (১৯৩৬), শিল্পী : পারুল সেন, সহশিল্পী : রঞ্জিত রায়
৩৬৮.	থাক সুন্দর ভুল আমার	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৩৬৯.	দাও আরো আরো দাও সুরা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২০৬ (১৯৩৬), 'নরমেধ' রেকর্ডনাট্যের গান
৩৭০.	দাও দাও দরশন	রেকর্ড নং : এন. ৭০৮১ (১৯৩৩), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৭১.	দাসী হতে চাই না আমি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী : রেনু বসু
৩৭২.	দিতে এলে ফুল হে প্রিয়	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮ (১৯৩২), শিল্পী : কাজী নজরুল ইসলাম
৩৭৩.	দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৩৪ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৭৪.	দিল দোলা ওগো দিল দোলা	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৩৭৫.	দুঃখ-ক্লেশ-শোক-পাপ-তাপ শত	রেকর্ড নং : এন. ৭০৫০ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৩৭৬.	দুধে আলতায় রঙ যেন তার	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৭৩ (১৯৩৩), শিল্পী : নিমাইচন্দ্র চক্রবর্তী। গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৩৭৭.	দুরন্ত বায়ু পূরবৈয়াঁ	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৩৭৮.	দূর আজানের মধুর ধ্বনি	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৫৬ (১৯৩৭), শিল্পী : মো. কাশেম

৩৭৯.	দূর দ্বীপবাসিনী চিনি	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯১ (১৯৩৪), শিল্পী : অনিমা (বাদল)
৩৮০.	দূরের বন্ধু আছে আমার	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৫২ (১৯৩৭), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৭৫৪ (১৯৪২), শিল্পী : সুজন মাঝি (গিরীন চক্রবর্তী)
৩৮১.	দে জাকাত দে জাকাত	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৭১ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৮২.	দেখে যা রে দুল্‌হা সাজে	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৪১৯৮ (১৯৩২), শিল্পী : ফখ্‌রে আলম কাওয়াল
৩৮৩.	দেখে যা রে রুদ্রাণী মা	রেকর্ড নং : এন. ২৭৪০৩ (১৯৪৩), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৮৪.	দেবতা গো দ্বার খোলো	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৩০ (১৯৪০), শিল্পী : পারুল সোম
৩৮৫.	দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই	রেকর্ড নং : এন. ১৭০০৮ (১৯৩৭), শিল্পী : মো. কাশেম
৩৮৬.	দোল ফাগুনের দোল লেগেছে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৯ (১৯৩৩), শিল্পী : কমলা ভট্টাচার্য
৩৮৭.	দোলে নিতি নব রূপের	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ৪০১৯ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৩৮৮.	দোলে প্রাণের কোলে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩৭৭ (১৯৩৫), শিল্পী : শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
৩৮৯.	দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩৪ (১৯৩৭), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
৩৯০.	ধন নিয়ে সব ভালো ভালো	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৮ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৯১.	নতুন ক'রে রেজওয়ান	রেকর্ড নং : এন. ৯৮২২ (১৯৩৬), শিল্পী : রাবেয়া খাতুন
৩৯২.	নতুন চাঁদের তক্‌বির শোন্‌	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৭৮ (১৯৩৬), শিল্পী : রওশন আরা বেগম, সহশিল্পী : ধীরেন দাস
৩৯৩.	নতুন নেশার আমার এ মদ	রেকর্ড নং : এন. ৭২৬৮ (১৯৩৪), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৩৯৪.	নদী এই মিনতি তোমার কাছে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭১৭৮ (১৯৩৩), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
৩৯৫.	নদীর নাম সই অঞ্জনা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৯৬.	নন্দন বন হতে কি গো	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৫৬ (১৯৪০), শিল্পী : সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৯৭.	নবনীত সুকোমল লাবনি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০১৮ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দু সেন
৩৯৮.	নবীন বসন্তের রানি তুমি	রেকর্ড নং : এন. ৭১৮৯ (১৯৩৪), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
৩৯৯.	নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ	রেকর্ড নং : এফটি. ২৩১৯ (১৯৩২), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪০০.	নয়নে তোমার ভীরু	রেকর্ড নং : এন. ৯৭০৫ (১৯৩৬), শিল্পী : মড কস্টেলো
৪০১.	নহে নহে প্রিয় এ নয়	রেকর্ড নং : পি. ১১৬৭০ (১৯২৯), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৪০২.	না মিটিতে সাধ মোর	রেকর্ড নং : এন. ৪১৮৮ (১৯৩২), শিল্পী : গোপাল সেন
৪০৩.	নাই চিনিলে আমায় তুমি	রেকর্ড নং : জিই. ২৬৪০ (১৯৪৩), শিল্পী : কুসুম গোস্বামী
৪০৪.	নাই হল মা বসন ভূষণ	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৯৬ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪০৫.	নাইতে এসে ভাটির স্রোতে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯১৫ (১৯৩৭), শিল্পী : আভা সরকার
৪০৬.	নাকে নথ দুলাইয়া চলে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৭৬ (১৯৩৭), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৪০৭.	নাচন লাগে ঐ তরুলতায় কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)

৪০৮.	নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দদুলাল	রেকর্ড নং : এন. ৭০৮১ (১৯৩৩), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৪০৯.	নাচে ঐ আনন্দে নন্দ-দুলাল	রেকর্ড নং : এন. ৭০৫০ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৪১০.	নাচে গৌরী দিবা	রেকর্ড নং : এন. ১৭০২ (১৯৩৮), শিল্পী : সীতা দেবী
৪১১.	নাচে শ্যাম সুন্দর গোপাল	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৪৫ (১৯৩৭), শিল্পী : ধরিত্রী মুখোপাধ্যায়
৪১২.	নাচো শ্যাম-নটবর কিশোর	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৪৪ (১৯৩৯), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
৪১৩.	নাম মোহাম্মদ বোল্ রে মন	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২১৭ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪১৪.	নামাজ পড় রোজা রাখ	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৯৭ (১৯৩৮), শিল্পী : আশরফ আলী
৪১৫.	নামাজ রোজা হজ্ জাকাতের	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৮৭ (১৯৩৬), শিল্পী : সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
৪১৬.	নার্গিস বাগমেঁ বাহারকি আগমেঁ	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৯১ (১৯৩৪), শিল্পী : মিস্ প্রভা
৪১৭.	নাহি কেহ আমার ব্যথার সাথি	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬৮ (১৯৩৩), শিল্পী : রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়)
৪১৮.	নিউমোনিয়ায় ভুগে ভুগে	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৭৮০ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪১৯.	নিখিল ঘুমে অচেতন	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪০০ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৪২০.	নিয়ে কাদা মাটির তাল	রেকর্ড নং : এন. ৭০৮৯ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২১.	নিরালা কানন-পথে কে তুমি	রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৯ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
৪২২.	নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৪৭ (১৯৩২), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৪২৩.	নিশি ভোরে অশান্ত ধারায়	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী : মীনা রায়
৪২৪.	নিশীথ রাতে ডাক্‌লে আমায়	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, তৃতীয় খণ্ড
৪২৫.	নিশীথ হয়ে আসে ভোর কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৪২৬.	নিশুতি রাতের শশী গো	রেকর্ড নং : এফটি. ২৯৯৬ (১৯৩৪), শিল্পী : দুর্গা দেবী
৪২৭.	নীল কবুতর লয়ে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৮০ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৪২৮.	নূরজাহান! নূরজাহান!	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৮২ (১৯৪১), শিল্পী : ইলা ঘোষ
৪২৯.	নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৯৯ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও মো. কাশেম
৪৩০.	পথ চলিতে যদি চকিতে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮৫ (১৯৩৩), শিল্পী :জ্ঞান দত্ত
৪৩১.	পথ-ভোলা কোন্ রাখাল	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮৮ (১৯৩৩), শিল্পী : বীরেন ভট্টাচার্য
৪৩২.	পথিক বন্ধু এসো এসো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩২ (১৯৩৫), শিল্পী : কুমারী বেবী (আশরাফি খানম)
৪৩৩.	পথে পথে কে বাজিয়ে চলে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০০৬ (১৯৩২), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
৪৩৪.	পথে পথে ফের সাথে	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৪৩৫.	পরজনমে যদি আসি এ ধরায়	রেকর্ড নং : এন. ২৭৭৮৭ (১৯৪৮), শিল্পী : দ্বিজেন চৌধুরী
৪৩৬.	পরদেশি বঁধু! ঘুম ভাঙায়ো	রেকর্ড নং : এন. ৭০০১ (১৯৩২), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)। পত্রিকা : *সঙ্গীত-*

	কার্ফা	*বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (শ্রাবণ, ১৩৩৯), স্বরলিপিকার : শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত
৪৩৭.	পরি' জাফরানী ঘাগরি	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮৭ (১৯৩৬), শিল্পী : অনিমা (বাদল)
৪৩৮.	পরো পরো চৈতালী-সাঁঝে কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৪৩৯.	পলাশ ফুলের গেলাস ভরি'	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩৪৩৬ (১৯৩৪), শিল্পী : সত্যবতী দেবী (পটল)
৪৪০.	পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ	রেকর্ড নং : জিই. ২৬০০ (১৯৪৩), শিল্পী : আশালতা দেবী
৪৪১.	পলাশ-মঞ্জরি পরায়ে দে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ১৭৪ (১৯৩৫), শিল্পী : রেণুকা দেবী
৪৪২.	পল্লু ছোড়ো সজন ঘর যানা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫২৩ (১৯৩৩), শিল্পী : কাননবালা দেবী
৪৪৩.	পিয়া গেছে কবে পরদেশ	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০৮৪ (১৯৩৩), শিল্পী : হরি বাঈজী
৪৪৪.	পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও	রেকর্ড নং : এন. ১৯৭০৭ (১৯৪৮), শিল্পী : বেদারউদ্দীন আহমদ
৪৪৫.	পুবালি পবনে বাঁশি বাজে	রেকর্ড নং : জিই. ২৫৬১ (১৯৪০), শিল্পী : ঝর্ণা দে
৪৪৬.	প্রজাপতি! প্রজাপতি!	রেকর্ড নং : এমজে. ১৩৩ (১৯৪২), শিল্পী : অসিতা বসু (লিলি)
৪৪৭.	প্রভু তোমারে খুঁজিয়া মরি	রেকর্ড নং : এফটি. ১২০৯৭ (১৯৩৭), শিল্পী : মোহনলাল সুকুল (শুক্লা)
৪৪৮.	প্রভু রাখ এ মিনতি	রেকর্ড নং : এন. ৭১০৮ (১৯৩৩), শিল্পী : কে. মল্লিক
৪৪৯.	প্রভু সংসারেরই সোনার শিকল	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৫১ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৪৫০.	প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৩ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৪৫১.	প্রিয় কোথায় তুমি কোন্ গহনে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৭০৯ (১৯৩৯), শিল্পী : নীলিমা চৌধুরী (স্বর্ণ)
৪৫২.	প্রিয় তব গলে দোলে যে হার	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২৩৫৭ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৪৫৩.	প্রিয় তুমি কোথায় আজি	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬৫ (১৯৩২), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
৪৫৪.	প্রিয়তম হে, আমি যে তোমারি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১৪ (১৯৩৬), শিল্পী : নিশারাণী গুপ্ত
৪৫৫.	প্রিয়তম হে, বিদায়	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৩২ (১৯৪২), শিল্পী : বীণা চৌধুরী
৪৫৬.	প্রিয়ে! বলি, ও-প্রিয়ে (দেখো বিরহের দাবানল)	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৯৩ (১৯৩৭), শিল্পী : গোপাল ভট্টাচার্য ও রাধারাণী দেবী
৪৫৭.	প্রেম কাটারী লাগ গয়ি	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী : সীতা দেবী
৪৫৮.	প্রেমের হাওয়া বইল যখন	স্বরলিপিকার : কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল সুরলিপি*, ৮ম খণ্ড
৪৫৯.	ফাগুন ফুরাবে যবে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৯৭ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস
৪৬০.	ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৪৬১.	ফিরি পথে পথে মজনুঁ কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৪৬২.	ফিরিয়া এসো, এসো হে ফিরে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২৫ (১৯৩৪), শিল্পী : তারা দেবী
৪৬৩.	ফিরে আয় ঘরে ফিরে আয়	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৩৬ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ

৪৬৪.	ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৯৭০৫ (১৯৩৬), শিল্পী : মড কস্টেলো
৪৬৫.	ফুট্‌লো যেদিন ফাল্গুনে হায়	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৬২ (১৯৩৭), শিল্পী : অনিমা (বাদল)
৪৬৬.	ফুরাবে না এই মালা গাঁথা	রেকর্ড নং : এইচ. ১০৪৭ (১৯৪২), শিল্পী : অঞ্জলি রায়
৪৬৭.	ফুরিয়ে এলো রমজানেরই	রেকর্ড নং : এন. ৯৮২৩ (১৯৩৬), শিল্পী : ধীরেন দাস
৪৬৮.	ফুল-ফাগুনের এলো মরশুম	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৪৬৯.	ফুলবীথি এলে অতিথি	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৫৫ (১৯৩৭), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
৪৭০.	ফুলে ফুলে বন ফুলেলা	রেকর্ড নং : জিই. ২৭০৭ (১৯৪৪), 'সাবিত্রী' রেকর্ডনাট্যের গান
৪৭১.	ফুলের বনে ফুলের সনে	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৪৭২.	বউ কথা কও, বউ কথা কও	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬৪ (১৯৩২), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৪৭৩.	বকুল চাঁপার বনে কে মোর	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২৫ (১৯৩৪), শিল্পী : তারা দেবী
৪৭৪.	বকুল ছায়ে ছিনু ঘুমায়ে	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৩০৫ (১৯৩৪), শিল্পী : ঊষারাণী দেবী
৪৭৫.	বকুল বনের পাখি	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী : সরযূবালা দেবী
৪৭৬.	বক্ষে আমার কা'বার ছবি	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০০৫ (১৯৩২), শিল্পী : মো. কাশেম
৪৭৭.	বছর ফিরল ফিরল না বউ	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৭৬ (১৯৩৭), শিল্পী : চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়
৪৭৮.	বন তমালের শ্যামল ডালে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪৭৫ (১৯৩৬), শিল্পী : সমর রায়
৪৭৯.	বন-দেবী এসো গহন	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩৬ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
৪৮০.	বন-ফুলে তুমি মঞ্জরি গো	রেকর্ড নং : এন. ৯৭২৬ (১৯৩৬), শিল্পী : কে. মল্লিক ও মানিকমালা দেবী
৪৮১.	বন-বিহঙ্গ যাও রে উড়ে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৯৯ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৮২.	বন-বিহারিণী চঞ্চল হরিণী	রেকর্ড নং : জিই. ২৭১০ (১৯৪৪), 'সাবিত্রী' রেকর্ডনাট্যের গান
৪৮৩.	বনে মোর ফুল-ঝরার বেলা	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৪০১৫ (১৯৩৫), শিল্পী : নিতাই ঘটক
৪৮৪.	বনে যায় আনন্দ দুলাল	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাশ। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৪৮৫.	বনের তাপস কুমারী আমি গো	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, তৃতীয় খণ্ড
৪৮৬.	বন্ধু আজো মনে রে পড়ে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪৩ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪৮৭.	বরণ করে নিও না গো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩২৪ (১৯৩৬), শিল্পী : শীলা সরকার
৪৮৮.	বরষা ঋতু এলো এলো	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৭৮ (১৯৩৮), শিল্পী : সমবেত
৪৮৯.	বল্ মা শ্যামা বল্ তোর বিগ্রহ	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৩১ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৯০.	বল্ সখি বল্ ওরে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩১১ (১৯৩৪), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
৪৯১.	বল্লরী-ভুজ-বন্ধন খোলো	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩৯ (১৯৩৫), শিল্পী : বিমলেন্দু সেন

৪৯২.	বসিয়া নদীকূলে, এলোচুলে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৪৫ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪৯৩.	বসিয়া বিজনে কে গো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৬৫ (১৯৩৬), শিল্পী : নিভারাণী সেন
৪৯৪.	বসিয়া বিজনে কেন একা	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৬৩৮ (১৯২৯), শিল্পী : কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৪৯৫.	বহিছে সাহারায় শোকেরই	রেকর্ড নং : এন. ২৫৯৫ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪৯৬.	বাঁশি বাজাবে কবে আবার	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাস। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)। পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (বৈশাখ, ১৩৪২), স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক
৪৯৭.	বাঁশির কিশোর ব্রজগোপী	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০১৮ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দু সেন
৪৯৮.	বাঁশির কিশোর লুকায়ে	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৪৯৯.	বাগিচায় বুলবুলি তুই	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৫১৮ (১৯২৮), শিল্পী : কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
৫০০.	বাজলো কি রে ভোরের সানাই	রেকর্ড নং : এন. ৭০০৫ (১৯৩২), শিল্পী : মো. কাশেম
৫০১.	বাজায়ে কাঁচের চুড়ি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৫০২.	বাপ্‌ রে বাপ্‌ কি পোলার পাল	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৭৬ (১৯৩৭), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৫০৩.	বাসনার সরসীতে ফুটিয়াছে	রেকর্ড নং : এন. ৮৯১০ (১৯৩৬), 'সুরথ উদ্ধার' রেকর্ডনাট্যের গান
৫০৪.	বাহির দুয়ার মোর বন্ধ	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৮৫ (১৯৪০), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
৫০৫.	বিজন গোঠে কে রাখাল	রেকর্ড নং : এন. ৭১২২ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস
৫০৬.	বিজলি খেলে আকাশে কেন	রেকর্ড নং : এন. ৯৭০০ (১৯৩৬), শিল্পী : লতিকা মিত্র
৫০৭.	বিদেশি তরী এলো কোথা	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৭০ (১৯৩৮), শিল্পী : সাবিত্রী বসু (চামেলি)
৫০৮.	বিধুর তব অধর কোণে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭১২ (১৯৩৬), শিল্পী : কার্তিকচন্দ্র দাস
৫০৯.	বিরহের অশ্রু-সায়রে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৯২২ (১৯৩৭), শিল্পী : ভক্তিরঞ্জন রায়
৫১০.	বুকে তোমায় নাইবা পেলাম	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৫১১.	বৃজমেঁ আজ সখি	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৬৯ (১৯৩৮), 'জন্মাষ্টমী' (হিন্দী) রেকর্ডনাট্যের গান
৫১২.	বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৬৫ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫১৩.	বেদনার পারাবার করে হাহাকার	পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (চৈত্র, ১৩৪৬), স্বরলিপিকার : শ্রীনলিনী লাহিড়ী
৫১৪.	বেদনার বেদীতলে পেতেছি আসন	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, তৃতীয় খণ্ড
৫১৫.	বেদিয়া-বেদিনী ছুটে আয়	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৬০ (১৯৩৭), শিল্পী : সীতা দেবী
৫১৬.	বেল ফুল এনে দাও	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৩৮ (১৯৩৬), শিল্পী : অনিমা (বাদল)
৫১৭.	বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৪৫ (১৯৪০), শিল্পী : কে. মল্লিক ও অনিমা (বাদল)
৫১৮.	বেলা শেষে উদাস পথিক	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৫১৯.	বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৫২০.	বৈকালি সুরে গাও চৈতালি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৮৩২ (১৯৩৭), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

৫২১.	ব্যথার আগুনে হৃদয় আমার	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮২ (১৯৩৩), শিল্পী : গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী
৫২২.	ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিও না	রেকর্ড নং : এফটি. ৩২১৩ (১৯৩৪), শিল্পী : উষারাণী দেবী
৫২৩.	ব্যথিত প্রাণে দানো শান্তি	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮৯ (১৯৩৬), শিল্পী : পারুল সেন, সহশিল্পী : রঞ্জিত রায়
৫২৪.	ব্রজ-গোপী খেলে হোরি	রেকর্ড নং : এনকিউ. ১৪৭ (১৯৪০), শিল্পী : বেচু দত্ত
৫২৫.	ব্রজ-বনের ময়ূর! বল	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৫২৬.	ভক্তি ভরে পড় রে তোরা	রেকর্ড নং : এন. ৯৮০৬ (১৯৩৬), শিল্পী : সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
৫২৭.	ভয় নাই ভয় নাই হে বিজয়ী	রেকর্ড নং : এন. ৭২৮৩ (১৯৩৪), শিল্পী : গোপাল সেন
৫২৮.	ভালোবাসায় বাঁধব বাসা	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬৮ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
৫২৯.	ভুখা আঁখি কাজ কি ঢাকি	স্বরলিপিকার : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ : *নজরুল স্বরলিপি*, একাদশ খণ্ড
৫৩০.	ভুবন-জয়ী তোরা কি হায়	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৫৩১.	ভুবনময়ী ভবনে এসো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০১ (১৯৩৫), শিল্পী : রেণু বসু ও দেবেন বিশ্বাস
৫৩২.	ভুল করিলে বনমালী	রেকর্ড নং : এফটি. ২৯৯৬ (১৯৩৪), শিল্পী : দুর্গা দেবী
৫৩৩.	ভুল করে আসিয়াছি	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৫৩৪.	ভুলে রইলি মায়ায় এসে ভবে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৯২ (১৯৩৭), শিল্পী : কে. মল্লিক ও অনিমা (বাদল)
৫৩৫.	ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৭৪ (১৯৪৩), শিল্পী : রমা দেবী
৫৩৬.	ভেসে যায় হৃদয় আমার	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৯৪ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫৩৭.	ভোর হলো ওঠ্, জাগ্	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৮৬ (১৯৩৭), শিল্পী : মো. কাশেম
৫৩৮.	ভোরে স্বপনে কে তুমি	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩৯ (১৯৩৫), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৫৩৯.	ভোলো ভোলো ভোলো মান	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৫৪০.	মট্‌কু মাইতি বাঁট্‌কুল রায়	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৬ (১৯৩৪), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৫৪১.	মদিনাতে এসেছে সই	রেকর্ড নং : এন. ৯৯০৬ (১৯৩৭), শিল্পী : রাবেয়া খাতুন
৫৪২.	মদিনায় যাবি কে আয় আয়	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৯৫ (১৯৩৮), শিল্পী : এম. সিরাজুর রহমান
৫৪৩.	মদিনার শাহানশাহ্ কোহ্-ই তূর	রেকর্ড নং : এন. ১৭০০৮ (১৯৩৭), শিল্পী : মো. কাশেম
৫৪৪.	মদির আঁখির সুধায় সাকি	রেকর্ড নং : এইচ. ৭ (১৯৩২), শিল্পী : উমাপদ ভট্টাচার্য
৫৪৫.	মদির আবেশে কে চলে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৫৪৬.	মদির স্বপনে মম বন-ভবনে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৯৮ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৫৪৭.	মধুকর মঞ্জির বাজে বাজে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯০১ (১৯৩৭), শিল্পী : রেণু বসু
৫৪৮.	মধুর আরতি তব	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী : সাধক সংঘ
৫৪৯.	মন কার কথা ভেবে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৫৫০.	মন নিয়ে আমি লুকোচুরি	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৫৮ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
৫৫১.	মন লহ নিতি নাম	রেকর্ড নং : এন. ৭০৫৯ (১৯৩২), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৫৫২.	মনের রঙ লেগেছে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩৪৬ (১৯৩৫), শিল্পী : শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)

৫৫৩.	মম প্রাণ নিয়ে নিঠুর খেল	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৩০৫ (১৯৩৪), শিল্পী : ঊষারাণী দেবী
৫৫৪.	মম বন-ভবনে ঝুলন-দোলনা	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩৪ (১৯৩৭), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
৫৫৫.	মম মায়াময় স্বপনে	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৭৭ (১৯৩৬), শিল্পী : মড কস্টেলো
৫৫৬.	মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪২৩ (১৯৩৫), শিল্পী : মো. কাশেম
৫৫৭.	মরুর ধূলি উঠলো রেঙে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৮০ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৫৫৮.	মসজিদে ঐ শোন্ রে আজান	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৪৫ (১৯৩৬), শিল্পী : সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
৫৫৯.	মসজিদেরই পাশে আমার	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৭৬ (১৯৪০), শিল্পী : মো. কাশেম
৫৬০.	মহুয়া ফুলের মদির ঘন	রেকর্ড নং : জিটি. ৩৯ (১৯৩৪), শিল্পী : সরস্বতী দেবী
৫৬১.	মা ষষ্ঠী গো, তোর গুষ্টির পায়ে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০৩২ (১৯৩২), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬২.	মাটির প্রদীপ আমি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫২৬ (১৯৩৬), শিল্পী : কুমারী বেবী (আশরাফী খানম)
৫৬৩.	মাঠে আমার ফলল ফসল	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৩৯৫ (১৯৪০), শিল্পী : আশরফ আলী
৫৬৪.	মাধব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৩৯ (১৯৩৮), শিল্পী : সুধীরা সেনগুপ্তা ও ভ্রাতৃদ্বয়
৫৬৫.	মাধব বংশীধারী বনওয়ারী	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০১১ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
৫৬৬.	মাধবী-লতার আজি মিলন	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৫৬৭.	মার্হাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৫৬৮.	মালতী মঞ্জরি ফুটিবে যবে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৩১ (১৯৩৭), শিল্পী : কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
৫৬৯.	মালার ডোরে বেঁধো না গো	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
৫৭০.	মিনতি রাখ রাখ পথিক	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৩৮ (১৯৩৫), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৫৭১.	মিলন রাতের মালা হব	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৫৭২.	মুখে তোমার মধুর হাসি	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৩৭৫ (১৯৩৮), শিল্পী : বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায়
৫৭৩.	মুর্শিদ পীর বলো বলো	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৯৩৭ (১৯৪৪), শিল্পী : দুলি বিবি
৫৭৪.	মুসাফির, মোছ্ রে আঁখি-জল	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : পি. ১১৬৮৭ (১৯৩১), শিল্পী : কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৫৭৫.	মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
৫৭৬.	মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে	রেকর্ড নং : জিই. ২৭০৯ (১৯৪১), শিল্পী : কলম্বিয়া ড্রামাটিক পার্টি
৫৭৭.	মেঘ-বরণ কন্যা থাকে	রেকর্ড নং : জিই. ২৭৩৫ (১৯৪৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৫৭৮.	মেঘ-মেদুর গগন কাঁদে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩৮৮ (১৯৩৫), শিল্পী : অণিমা (বাদল)
৫৭৯.	মেঘলা নিশি ভোরে	রেকর্ড নং : এইচ. ৮৫৭ (১৯৪০), শিল্পী : শচীন দেববর্মণ
৫৮০.	মেরে মন মন্দির মেঁ	রেকর্ড নং : এন. ৬৭২৮ (১৯৩৬), শিল্পী : মড কস্টেলো
৫৮১.	মেরো না আমারে আর	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৫৮২.	মোমের পুতুল মমীর দেশের	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯১ (১৯৩৪), শিল্পী : অণিমা (বাদল)
৫৮৩.	মোর দুখ-নিশি কবে হবে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৬৪ (১৯৪০), শিল্পী : মায়া গোস্বামী (কুসুম)

৫৮৪.	মোর ধেয়ানে মোর স্বপনে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৫৮৫.	মোর প্রথম মনের মুকুল	রেকর্ড নং : এইচ. ৮৭৬ (১৯৪১), শিল্পী : সুপ্রভা ঘোষ (সরকার)
৫৮৬.	মোর বুক ভরা ছিল আশা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৪৩৬ (১৯৩৪), শিল্পী : সত্যবতী দেবী
৫৮৭.	মোরা আর জনমে	রেকর্ড নং : জিই. ২৭০১ (১৯৪৪), শিল্পী : সত্য চৌধুরী
৫৮৮.	মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম	রেকর্ড নং : জিটি. ২৬ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী ও হরিমতী দেবী
৫৮৯.	মোরা ছিলাম একা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২৮ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাশ ও বীণাপাণি দেবী
৫৯০.	মোরা বিহান বেলা উঠে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৯৪০ (১৯৪৪), শিল্পী : গণেন চক্রবর্তী
৫৯১.	মোরে পূজারী কর	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৩৭৩ (১৯৩৮), শিল্পী : কার্তিকচন্দ্র দাস
৫৯২.	মোরে ভালোবাসায় ভুলিয়ো না	রেকর্ড নং : কেডিবি. ১৫০১৫ (১৯৪০), শিল্পী : সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৯৩.	মোহররমের চাঁদ এলো ঐ	রেকর্ড নং : এফটি. ২৫৯৫ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫৯৪.	মোহাম্মদ নাম যত জপি	রেকর্ড নং : এন. ৯৭১১ (১৯৩৬), শিল্পী : মো. কাশেম
৫৯৫.	মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৭৫ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫৯৬.	মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এন. ৭১১৮ (১৯৩৩), শিল্পী : মো. কাশেম
৫৯৭.	মোহাম্মদের নাম জপেছিলি	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৬৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫৯৮.	ম্লান আলোকে ফুট্‌লি কেন	রেকর্ড নং : এন. ৯৭২৬ (১৯৩৬), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
৫৯৯.	যখন আমার কুসুম ঝরার	রেকর্ড নং : এন. ১৭২০৪ (১৯৩৮), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
৬০০.	যখন আমার গান ফুরাবে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫৪৩ (১৯৪১), শিল্পী : বিনয় অধিকারী
৬০১.	যখন প্রেমের জ্বালায়	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৪২ (১৯৪১), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৬০২.	যত ফুল তত ভুল	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৬০০ (১৯৪১), শিল্পী : মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায়
৬০৩.	যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায়	মাদার কাস্ট নং : ওএমসি. ৩৮৮৭ (১৯৩৭), শিল্পী : সিদ্ধেস্বর মুখোপাধ্যায়। রেকর্ড নং : এন. ১৭০৫০ (১৯৩৮), শিল্পী : পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৬০৪.	যবে ভোরের কুন্দকলি	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২৯৫ (১৯৪০), শিল্পী : গীতা বসু
৬০৫.	যাই গো চ'লে যাই	রেকর্ড নং : এইচ ১১২৪ (১৯৪৩), শিল্পী : তৃপ্তি সিংহ
৬০৬.	যাও মেঘদূত দিও	রেকর্ড নং : এইচ ১০০৯ (১৯৪২), শিল্পী : বিজনকুমার বসু
৬০৭.	যাও হেলে দুলে এলো চুলে	রেকর্ড নং : এন. ৭২২৪ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
৬০৮.	যাক্ না নিশি গানে গানে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৯৮৫ (১৯৪৯), শিল্পী : তুষারকণা পাল
৬০৯.	যাদের তরে এ সংসারে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩০৭ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৬১০.	যাবার বেলায় ফেলে যেও	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩১৫৮ (১৯৩৪), শিল্পী : ইন্দু সেন
৬১১.	যাবার বেলায় সালাম লহ	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৪৮ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬১২.	যাবি কে মদিনায় আয় ত্বরা	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭১১৮ (১৯৩৩), শিল্পী : মো. কাশেম
৬১৩.	যায় ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)

৬১৪.	যুগ যুগ ধরি লোকে লোকে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৭৭ (১৯৩৫), শিল্পী : শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
৬১৫.	যুগল মূরতি দেখে জুড়াল	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৪২ (১৯৩৯), শিল্পী : সমবেত
৬১৬.	যে আল্লার কথা শোনে	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৫৯৬ (১৯৪১), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬১৭.	যে পাষাণ হানি বারে বারে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৩১ (১৯৩৭), শিল্পী : কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
৬১৮.	যে পেয়েছে আল্লার নাম	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩২১৭ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬১৯.	যে ব্যথায় এ অন্তরতল	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৮৯ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস। গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৬২০.	যেদিন রোজ হাশরে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৭৬ (১৯৪০), শিল্পী : মো. কাশেম
৬২১.	যেদিন লব বিদায়	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৬২২.	য়্যা এলাহি, য়্যা এলাহি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩৬৯ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৬২৩.	রঙ-মহলের রঙ-মশাল মোরা	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি*(১৯৩১)
৬২৪.	রঙিলা আপনি রাধা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)
৬২৫.	রসুল নামের ফুল এনেছি	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৬২৯ (১৯৪১), শিল্পী : দেলোয়ার হোসেন ও আশরফ আলী
৬২৬.	রাখিস্‌নে ধরিয়া মোরে	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২২৯১ (১৯৩২), শিল্পী : তকরিমউদ্দিন আহমদ
৬২৭.	রাঙা পিরহান পরে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২০৪৬ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৬২৮.	রাধা কৃষ্ণ নামের মালা	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৯২ (১৯৩৭), শিল্পী : কে. মল্লিক ও অণিমা (বাদল)
৬২৯.	রাধা শ্যাম-কিশোর প্রিয়তম	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪৭৬ (১৯৩৬), শিল্পী : নিতাই ঘটক ও রেবা সোম
৬৩০.	রাধা শ্যাম কিশোর প্রীতম	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৬৫০ (১৯৩৬), শিল্পী : নিতাই ঘটক ও রেবা সোম
৬৩১.	রাসমঞ্চে দোল-দোল লাগে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১৮ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৬৩২.	রাস-মঞ্চোপরি দোলে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৬৩৩.	রিমি ঝিম্‌ রিমি ঝিম্‌ ঐ নামিল	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৭০ (১৯৩৩), শিল্পী : আভা সরকার
৬৩৪.	রুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ বাদল নূপুর	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫১০ (১৯৪১), শিল্পী : নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৩৫.	রুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ রুম্‌ ঝুম্‌ ঝুম্‌ খেজুর পাতার	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৬৩৯ (১৯৪২), 'চৌরঙ্গী' চলচ্চিত্রের গান
৬৩৬.	রুমঝুম্‌ রুমঝুম্‌ রুমঝুম্‌ ঝুমঝুম্‌ (প্রিয় আসিল রে)	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৬৩ (১৯৪১), শিল্পী : যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত
৬৩৭.	রেশমি চুড়ির তালে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২৬ (১৯৩৪), শিল্পী : রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট)
৬৩৮.	রোজ হাশরে আল্লা আমার	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৩৪ (১৯৪০), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৩৯.	লক্ষ্মী মাগো এসো ঘরে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৭ (১৯৩৫), শিল্পী : কমলা চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দু সেন
৬৪০.	লহ সালাম লহ দ্বীনের বাদশাহ	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৮ (১৯৩৫), শিল্পী : গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
৬৪১.	লাম্‌পম্‌ লাম্‌পম্‌ লাম্‌ পম্‌ পম্‌	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৯৮ (১৯৩৮), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৬৪২.	লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৫৪ (১৯৩৯), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

৬৪৩.	লুকোচুরি খেলতে হরি	রেকর্ড নং : এন. ৭২৬৫ (১৯৩৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৬৪৪.	লেংচে কেন চলছি আমি	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৭৯১ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৪৫.	শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২২৬৯ (১৯৩৮), শিল্পী : জিতেন চক্রবর্তী
৬৪৬.	শা আর শুড়ি মিলে	রেকর্ড নং : এন. ৭০৩২ (১৯৩২), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৪৭.	শাওন আসিল ফিরে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৭৮ (১৯৪৩), শিল্পী : ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (ফেলু বাবু)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
৬৪৮.	শাওন রাতে যদি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪৮ (১৯৪০), শিল্পী : জগন্ময় মিত্র
৬৪৯.	শাদী মোবারকবাদী শাদী	রেকর্ড নং : জিটি. ২৯ (১৯৩৩), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
৬৫০.	শিউলি তলায় ভোর বেলায়	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৬৫১.	শিউলি ফুলের মালা দোলে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩২১৩ (১৯৩৪), শিল্পী : ঊষারাণী দেবী
৬৫২.	শুকনো পাতার নূপুর পায়ে	রেকর্ড নং : এন. ৭১৭৩ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিমতী দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৬৫৩.	শুধু নামে যাহার এত মধু	রেকর্ড নং : এন. ৭৪০৬ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৬৫৪.	শূন্য আজি গুলবাগিচা	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২৩১৮ (১৯৩২), শিল্পী : শীলা হাজরা
৬৫৫.	শোনো শোনো ইয়া ইলাহী	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১৬ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৫৬.	শ্যামা নামের ভেলায় চ'ড়ে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫০৫ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস
৬৫৭.	শ্যামের সাথে চল সখি	রেকর্ড নং : এন. ৭০৮৬ (১৯৩৩), শিল্পী : মানিকমালা দেবী
৬৫৮.	শ্রান্ত ধারা বালুতটে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৩৮ (১৯৩৭), শিল্পী : মড কস্টেলো। রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৬৬ (১৯৩৯), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
৬৫৯.	শ্রাবণ রাতের আঁধারে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪৭১ (১৯৩৬), শিল্পী : গীতা বসু
৬৬০.	শ্রীরঘুপতি রাম লহ প্রণাম	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২৯১ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দু সেন ও রেণুবালা দেবী
৬৬১.	শ্রীকৃষ্ণ নামের তরীতে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৬৫ (১৯৩৮), শিল্পী : নিতাই ঘটক
৬৬২.	সই কই লো আমার ঘর	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৯৩ (১৯৩৭), শিল্পী : গোপাল ভট্টাচার্য ও রাধারাণী দেবী
৬৬৩.	সই নদীর ধারে বকুল তলায়	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৬০ (১৯৩০), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৬৬৪.	সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৬৯ (১৯৪০), শিল্পী : পারুল সেন
৬৬৫.	সই ভালো ক'রে বিনোদ বেণী	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২৩১৬ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৬৬৬.	সকরুণ নয়নে চাহ	রেকর্ড নং : এন. ৭১১৩ (১৯৩৩), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬৬৭.	সকাল হ'ল শোন্ রে আজান	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৯৭ (১৯৩৮), শিল্পী : আশরফ আলী
৬৬৮.	সখি আর অভিমান জানাব না	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩১৬ (১৯৩৯), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৬৬৯.	সখি বাঁধো লো বাঁধো লো	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৬৭০.	সখি সাপের মণি বুকে ক'রে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪০৪ (১৯৪০), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী

৬৭১.	সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৪০ (১৯৩৬), শিল্পী : পারুল সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৬৭২.	সাত ভাই চম্পা জাগো রে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৬৭৩.	সাধ জাগে মনে পরজীবনে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩৩৯৯ (১৯৩৪), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৭৪.	সাপুড়িয়া রে! বাজাও বাজাও	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৬০ (১৯৩৭), শিল্পী : সীতা দেবী
৬৭৫.	সাহারাতে ডেকেছে আজ	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৬৭৬.	সাহারাতে ফুট্‌লো রে	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩২১৭ (১৯৩৪), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৭৭.	সুদূর সিন্ধুর ছন্দ উতল	রেকর্ড নং : এন. ৭২২৪ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
৬৭৮.	সুন্দর অতিথি এসো, এসো	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৪৭ (১৯৩৫), শিল্পী : কল্যাণী গুপ্তা
৬৭৯.	সুরের ধারার পাগল-ঝোরা	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৬৮০.	সে চ'লে গেছে ব'লে কি গো	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৬৮১.	সেই পুরানো সুরে আবার কার্ফা	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৬৮২.	সেদিন নিশীথে মোর	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৪৮ (১৯৩৮), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৬৮৩.	সেদিন প্রভাতে অরুণ শোভাতে	রেকর্ড নং : এন. ৭১১৩ (১৯৩৩), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬৮৪.	সৈয়দে মক্কী মদনী আমার	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৭ (১৯৩৩), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৮৫.	সোজা সোজা সোজা জগ	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৬৯ (১৯৩৮), 'জন্মাষ্টমী' (হিন্দি) রেকর্ডনাট্যের গান
৬৮৬.	সোনার চাঁপা ভাসিয়ে দিয়ে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪২৫ (১৯৩৫), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
৬৮৭.	সোনার মেয়ে! সোনার মেয়ে!	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬১ (১৯৩৩), শিল্পী : সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী
৬৮৮.	সোনার হিন্দোলে কিশোর	রেকর্ড নং : এন. ৭২৫০ (১৯৩৪), শিল্পী : সুধীর দত্ত
৬৮৯.	স্নিগ্ধ শ্যাম-বেণী-বর্ণা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭২৭ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৯০.	স্বপন যখন ভাঙবে তোমার	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৬২ (১৯৩৭), শিল্পী : অণিমা (বাদল)
৬৯১.	স্বপনের ফুলবনে যেদিন	রেকর্ড নং : এন. ৭১৪১ (১৯৩৩), শিল্পী : সুনীল বসু
৬৯২.	হয়ে গেছি জারক নেবু	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৮ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৯৩.	হরি নাচত নন্দদুলাল	রেকর্ড নং : এন. ৭১৪৭ (১৯৩৩), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)
৬৯৪.	হরি নামের সুধায়	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার প্রবোধ
৬৯৫.	হাওয়াতে নেচে' নেচে' যায়	রেকর্ড নং : এফটি. ৩১৫৫ (১৯৩৪), শিল্পী : পদ্মরাণী দেবী
৬৯৬.	হায় গো ভালোবেসে	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৩৮ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৬৯৭.	হায় ঝরে যায় মোর	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৬৯৮.	হায় স্মরণে আসে গো	রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৪ (১৯৩২), শিল্পী : হরি বাঈজী
৬৯৯.	হার মানি ননদিনী	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২৭ (১৯৩৫), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী

৭০০.	হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৫৪ (১৯৩২), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৭০১.	হাসে নাচে গায়	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৫০৭ (১৯৪০), শিল্পী : ধীরেন দাস
৭০২.	হৃদয় কেন চাহে হৃদয়	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৭০৩.	হৃদয়েরই পটে তোমার মুরতি	রেকর্ড নং : পি. ১১৫৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৭০৪.	হে কৃষ্ণ চাঁদ দাসীর	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৩৯ (১৯৩৯), শিল্পী : সরযূবালা দেবী
৭০৫.	হে চির সুন্দর, বিশ্ব চরাচর	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৭৬ (১৯৩৫), শিল্পী : সত্যবালা দেবী
৭০৬.	হে নামাজী আমার ঘরে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২৬৩ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৭০৭.	হে পার্থসারথি! বাজাও	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৭০৮.	হে প্রিয় নবী রসুল আমার	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৯৩ (১৯৩৬), শিল্পী : রওশন আরা বেগম
৭০৯.	হে মদিনাবাসী প্রেমিক	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী : পিয়ারু কাওয়াল
৭১০.	হে মদিনার নাইয়া	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৮৬ (১৯৩৭), শিল্পী : মো. কাশেম
৭১১.	হে মদিনার বুলবুলি গো	রেকর্ড নং : এফটি. ১২০৪৬ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৭১২.	হে মোর স্বামী, অন্তর্যামী	রেকর্ড নং : এন. ৭৪১৪ (১৯৩৫), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
৭১৩.	হে মোহাম্মদ এসো এসো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩৬৯ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্দুল লতিফ
৭১৪.	হেড মাস্টারের ছড়ি	রেকর্ড নং : জিটি. ২৬ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস
৭১৫.	হেমন্তিকা এসো এসো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৭ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দু সেন
৭১৬.	হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৯৩ (১৯৩৬), শিল্পী : রওশন আরা বেগম
৭১৭.	হেলে দুলে চলে বন-মালা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭০৯ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ ও মানিকমালা দেবী

এই গানগুলো ব্যতিরেকে একাধিক তালে অর্থাৎ তাল ফেরতায় নজরুল রচিত গানগুলোর মধ্যে কাহারবা তালে নিবদ্ধ আরও ৯২টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানগুলোর তালিকা তাল ফেরতা সম্পর্কে আলোচনায় উপস্থাপন করা হবে। অর্থাৎ নজরুল রচিত ৮০৯টি (৭১৭+৯২) গানে এই তাল ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর রচিত কাহারবা তালের গানগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ গানের ধর্‌তাই সম থেকে হলেও কোনো কোনো গানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, 'আমার নয়নে নয়ন রাখি', 'আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়', 'ইয়া মোহাম্মদ বেহেশ্‌ত্‌ হতে খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও', 'ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ', 'এসো বসন্তের রাজা হে আমার', 'করুণ কেন অরুণ আঁখি', 'কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে এলে প্রাতে পুষ্পচোর', 'কে বিদেশি বন-উদাসী', 'কেন ফোটে কেন কুসুম ঝরে যায়', 'গহন বনে শ্রীহরি নামের', 'তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন', 'তুমি যখন এসেছিলে', 'নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম', 'নাই হল মা বসন ভূষণ এই ঈদে', 'বাজলো কি রে ভোরের সানাই', 'শূন্য আজি গুলবাগিচা যায় কেঁদে দখিন হাওয়া', 'সেদিন প্রভাতে অরুণ শোভাতে' ইত্যাদি গানগুলোর ধর্‌তাই তালের দ্বিতীয় মাত্রায়। উদাহরণস্বরূপ একটি গান দেখা যাক,

১ ০ ১ ০

I ০ ন মঃ ন | মঃ ০ ন মো I ০ বা ঙ্ লা | দে শ্ ম ম I

I ০ চি র ম | নো ০ র ম I ০ চি র ম | ধু ০ ০ র্ I

I ০ বু কে নি | র ০ ব ধি I ০ ব হে শ | ত ০ ন দী I

I ০ চ র ণে | জ ল ধি র্ I ০ বা জে নূ | পু ০ ০ র্ I

এভাবে সম্পূর্ণ গানটির প্রতিটি আবর্তনে তালের দ্বিতীয় মাত্রায় গান ধরা হয়। আবার কোনো কোনো গানে প্রথম তিনটি আবর্তনের দ্বিতীয় মাত্রায় এবং চতুর্থ আবর্তনটির প্রথম মাত্রায় ধরতাই – এভাবে সম্পূর্ণ গানটি বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়েছে। যেমন,

১ ০ ১ ০

I ০ না ই হ | লো ০ মা ০ I ০ ব স ন | ভূ ০ ষ ণ I

I ০ এ ই ঈ | দে ০ আ ০ I মা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ র্ I

I ০ আ ল্ লা | আ ০ মা র্ I ০ মা থা র্ | মু ০ কু ট্ I

I ০ রা সু ল্ | গ ০ লা র্ I হা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ র্ I

আবার ‘খুলেছে আজ রঙের দোকান’, ‘চোখের নেশার ভালোবাসা’, ‘তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে’, ‘মরুর ধূলি উঠলো রেঙে’, ‘মোহাম্মদ নাম যত জপি’, ‘যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা’ ইত্যাদি গানগুলো তালের তৃতীয় মাত্রায় আরম্ভ হয়। ‘তোমারই প্রকাশ মহান’, ‘বকুল বনের পাখি’, ‘বসিয়া নদীকূলে এলোচুলে কে’, ‘সকরুণ নয়নে চাহ’ ইত্যাদি গানগুলোর ‘ধর্‌তাই’ চতুর্থ মাত্রায়। যেমন,

১ ০ ১ ০

I ০ ০ ০ তো | মা ০ রি ০ I ০ প্র ০ কা | শ ০ ম ০ I

I হা ০ ০ রে | নি ০ খি ল্ I ০ দু ০ নি | য়া ০ জা ০ I

I হা ০ ন্ তো | মা ০ রি ০ I ০ জ্যো ০ তি | তে ০ র ও I

I শ ০ ন্ নি | শি ০ দি ন্ I ০ জ ০ মিন্ | ও ০ আ স্ I

I মা ০ ন্ ... ইত্যাদি।

এখানে লক্ষণীয়, প্রতিটি পঙ্‌ক্তি দুই আবর্তনে বাঁধা, যার ‘ধর্‌তাই’ প্রথম আবর্তনের চতুর্থ মাত্রায়, দ্বিতীয় আবর্তনের শুরু দ্বিতীয় মাত্রায়, শেষ তৃতীয় আবর্তের প্রথম মাত্রায় এবং এই আবর্তনেরই চতুর্থ

মাত্রায় পরবর্তী পঙ্ক্তির ধর্‌তাই – এভাবেই চক্রাকারে সম্পূর্ণ গানটি গড়ে উঠেছে। এতে কাহারবা তালে ছন্দোবৈচিত্র্যের পাশাপাশি এক গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কেনো গানের শুরুতে অতিপর্ব থাকায় তালের দুই মাত্রা আগে গানগুলো উত্থাপিত হয়। কোনো কোনো গান আবার শুরু হয় সমের এক মাত্রা আগে। ফলে শব্দের দ্বিতীয় অক্ষরে প্রস্বন পড়ে। যেমন, 'আসিলে কে গো বিদেশি', 'কেন আসিলে ভালোবাসিলে', 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়', 'পথ চলিতে যদি চকিতে', 'মদিনার শাহানশাহ্‌ কোহ্‌-ই তূর-বিহারী', 'মাধব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী' ইত্যাদি গানগুলো। এগুলোর একটির ছন্দোবিন্যাস দেখা যাক :

		১					০					১					০				
কে	I	ন	০	আ	সি	|	লে	০	০	ভা	I	ল	০	বা	সি	|	লে	০	০	দি	I
	I	লে	০	না	ধ	|	রা	০	০	জী	I	ব	০	নে	য	|	দি	০	০	বি	I
	I	শা	০	ল	চো	|	খে	০	০	মি	I	শা	০	য়ে	ম	|	রু	০	০	চা	I
	I	হি	০	লে	কে	|	ন	০	০	গো	I	বে	০	দ	র	|	দী	০	০	"কে"	I

এখানে আটটি আবর্তনের মধ্যে প্রতিটি আবর্তনেই গানের বাণীর দ্বিতীয় অক্ষরের ঝোঁক এক অনন্য ছন্দ-মাধুর্য সৃষ্টি করে। এভাবে কাহারবা তালে গান বাঁধা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নজরুল।

৩.৯ দাসপয়রা বা দাসপ্যারী

দাসপয়রা, দাসপ্যারী বা ডাঁশপাহিড়া কীর্তন গানের সবচেয়ে জনপ্রিয় তালগুলোর একটি। ধারণা করা হয়, ভক্তগণের অত্যন্ত প্রিয় তাল ব'লে এর নামকরণ করা হয়েছে দাসপ্যারী। এই তালের তিনটি রূপ পাওয়া যায় – বড়, মধ্যম ও ছোট। বড় দাসপ্যারী ষোল মাত্রা বিশিষ্ট তাল। দু'টি পদে বিভক্ত এই প্রকার দাসপ্যারী তালে দু'টি তালি, ছয়টি কোশী এবং আটটি কাল দেখানো হয়। মধ্যম দাসপ্যারীর মাত্রাসংখ্যা আট। এটি চার-চার ছন্দে সমান দুই পদে বিভক্ত। এই তালে দু'টি তালি ও ছয়টি কোশী। ছোট দাসপ্যারী তালে চারটি মাত্রা এবং দু'টি পদ, যার মধ্যে দু'টি তাল ও দু'টি কোশী থাকে। ছোট দাসপ্যারী তালকে কোনো কোনো অঞ্চলে চঞ্চুপুট তালও বলা হয়ে থাকে।

বড় দাসপ্যারী : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

		১	°	০	°	০	°	০	°		২	°	০	°	০	°	০	°	
	|	।	।	।	।	।	।	।	।	|	।	।	।	।	।	।	।	।	|
(১)		ধে	না	তা	ধে	নে	তা	ধেই	গুরুগুরু		দা	দা	দা	ধি	নি	তা	খে	টা	
(২)		তা	০	তা	উরুউরু	তা	তা	খে	টা		তা	০	খি	০	খি	খি	গুরুগুরু	গুরুগুরু	

এক আবর্তনে লওয়া

১	০	০	০		২	০	০	০		৩	০	০	০		৪	০	০	০
।	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।
ঝিনি	দাঘি	ঝিনি	দা		ঝিনি	দাঘি	নেতা	খেটা		তা	উরর	তেটে	খেটা		তা	খে	খে	গুরর

মধ্যম দাসপ্যারী : দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া

	১	০	০	০		২	০	০	০
	।	।	।	।	|	।	।	।	।
(১)	ঝা	দাঘি	নেদা	ঘি০গুরুগুরু		দিঘি	দাঘি	নেতা	খেটা
(২)	তা০গুরুগুরু	তাখি	তেটে	খিটি		তা	খি	খি	গুরুগুরুগুরুগুরু

এক আবর্তনে লওয়া

১	০	০	০		২	০	০	০
।	।	।	।	|	।	।	।	।
ঝিনি	তা	তেটে	তা		খিউরর	দাঘি	নেদা	গেদা

ছোট দাসপ্যারী : এক আবর্তনে লওয়া

১	০		২	০
।	।	|	।	।
দাঘি	নেতা		নাগ	দিদ্দা

অথবা, চঞ্চুপুট :

১	০	০	০		২	০	০	০
।	।	।	।	|	।	।	।	।
ঝা	দাঘি	নেদা	গেদা		ঝা	দাঘি	নেতা	খি

এ তাল সম্পর্কে মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী বলেন,

> দেববিগ্রহের আরতিকালে যে খোল বাজানো হয় তা হয় দাসপ্যারীরই দ্রুতচলন চঞ্চুপুট তালে। ... ধামালি নামে প্রচলিত যে তালটি আছে সেটিও দাসপ্যারীর অপভ্রংশ এবং আট মাত্রা সমন্বিত। ... তাছাড়া কাটা দাসপ্যারী ভাঙা ভাঙা ছন্দে বাজানো হয়। কথিত আছে কাঁথির দাসপ্যারী খুবই প্রসিদ্ধ। প্রাচীন শাস্ত্রমতে এটি রুদ্র একাদশের সপ্তম তাল।[১৮]

অর্থাৎ, শ্রীখোলে কাহারবা তালের সমধর্মী যে তাল বাজানো হয় তা-ই দাসপ্যারী। দাসপয়রা বা দাসপ্যারী তালে নজরুল মাত্র একটি গানকে নির্দেশ করেছেন তাঁর *গীতি-শতদল* গ্রন্থে। গানটি হলো ‘বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে’। এর বাইরে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই তালে নজরুল যেসব গান রচনা করেছেন তার একটি তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	আকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরু	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৪ (১৯৩৫), শিল্পী : রেবা সোম ও হেমচন্দ্র সোম
২.	ওলো বিন্দে! গোবিন্দে	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৩.	কার বাঁশরি বাজিল	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী : সান্ত্বনা সেন
৪.	গহন বনে শ্রীহরি নামের	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : কাজী নজরুল ইসলাম
৫.	জগজন মোহন সঙ্কটহারী	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৫৬ (১৯৩৮), শিল্পী : রেণু বসু
৬.	জাগত সোওত আঁঠু জাম	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৮৬ (১৯৩৮), শিল্পী : মাধুরী দে
৭.	তুমি আনন্দ ঘনশ্যাম	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৬৭ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৮.	তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৬৩ (১৯৩৯), শিল্পী : যূথিকা রায়
৯.	নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে দেবী	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৪৫ (১৯৩৮), শিল্পী : রেণুকা সিংহ ও লতিকা মিত্র
১০.	প্রণমামী শ্রীদুর্গে নারায়ণী	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৪৬ (১৯৩৭), শিল্পী : বাঙলার ছেলেমেয়ে
১১.	প্রেম আমার জাতি-লাজ-কুল	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৪৬ (১৯৩৫), শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস ও হরিমতী দেবী
১২.	প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৮৬ (১৯৩৮), শিল্পী : মাধুরী দে
১৩.	প্রেমের গোকুলে কুটির বাঁধিব	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩৭ (১৯৩৫), শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস ও হরিমতী দেবী
১৪.	বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১৫.	ব্রজপুর-চন্দ পরম সুন্দর	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৪৮ (১৯৩৭), শিল্পী : কমলা পাট্টাদার
১৬.	মেরে শ্রীকৃষ্ণ ধরম	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৪ (১৯৩৫), শিল্পী : রেবা সোম ও হেমচন্দ্র সোম
১৭.	মোর বেদনার কারাগারে	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮০ (১৯৩৬), শিল্পী : ধীরেন দাস
১৮.	মোরা কুসুম হয়ে কাঁদি	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৬৩ (১৯৪১), শিল্পী : যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত
১৯.	লক্ষ্মী মাগো নারায়ণী	রেকর্ড নং : ১৭০৪৫ (১৯৩৮), শিল্পী : লতিকা মিত্র ও রেণুকা সিংহ
২০.	শোনালো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৩ (১৯৩৫), শিল্পী: নারায়ণদাস বসু
২১.	শ্যামা নামের লাগল আগুন	রেকর্ড নং : এন. ২৭৭১৮ (১৯৪৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২২.	শ্যাম সুন্দর মন-মন্দিরমেঁ	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৫৬ (১৯৩৮), শিল্পী : রেণু বসু
২৩.	শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮০ (১৯৩৬), শিল্পী : ধীরেন দাস
২৪.	সকাল সাঁঝে প্রভু সকল কাজে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৬৭ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ

৩.১০ লাউনি

লাউনি আট মাত্রা বিশিষ্ট তাল। এই তালের দু'টি রূপ প্রচলিত আছে। এক মতে, এর ছন্দবিভাগ ৪-৪ এবং অপর মতে, ২-২-২-২। চতুর্মাত্রিক ছন্দের লাউনি তালে একটি তালি (প্রথম মাত্রায়) ও একটি খালি (পঞ্চম মাত্রায়) প্রয়োগ করা হয়। অপরদিকে দ্বিমাত্রিক লাউনি তালে তিনটি তালি

(প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায়) এবং একটি খালি (পঞ্চম মাত্রায়)। নিচে দুই প্রকার লাউনি তালের ঠেকার বোল দেওয়া হলো :

১					০			
I ।	।	।	।	| ।	।	।	। I
ধাগে	ধিন্	ধাগে	তেটে		ধাগে	থুন্	নানা	কতা

মতান্তরে,

১			২			০			৩	
I ।	।	|	।	।	|	।	।	|	।	। I
ধা	ধিন্		না	ধিন্		না	তিন্		নানা	তেটে

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ ও তাঁর হস্তলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী লাউনি তালে তাঁর রচিত উনিশটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। নিচে তথ্য নির্দেশসহ গানগুলোর একটি তালিকা সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	আবির-রাঙা আভীরা নারী	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২.	আমি যেদিন রইব না গো	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩.	এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৪.	এলো শ্যামল কিশোর	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৫.	কাজরি গাহিয়া চল	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৬.	গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৭.	ঝরল যে ফুল ফোটার আগে	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৮.	ঝরা ফুল-বিছানো পথে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৯.	ঝুমকো লতার চিকন পাতায়	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১০.	ডেকো না আর দূরের প্রিয়া	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১১.	তব যাবার বেলা বলে যাও	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১২.	নিরালা কানন-পথে কে তুমি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
১৩.	বকুল চাঁপার বনে কে মোর	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১৪.	বনে মোর ফুল-ঝরার বেলা	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৫.	ভুল করে কোন্ ফুল-বিতানে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১৬.	ভোলো প্রিয় ভোলো ভোলো	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১৭.	রঙিলা আপনি রাধা	স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৮.	সকরুণ নয়নে চাহ	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)

১৯.	হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)

৬.১১ কাওয়ালি

দিল্লির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী কাওয়াল জনজাতির ধর্মসংগীতের সঙ্গে যে তাল বাজানো হয় তা-ই কাওয়ালি। এই তালের মাত্রা সংখ্যা, পদবিভাগ, তালি-খালি, ঠেকা প্রভৃতি নিয়ে নানা মতানৈক্য দেখা যায়। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে এই তালের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বর্তমানে প্রচলিত ত্রিতালের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গীতসূত্রসার*, দক্ষিণাচরণ সেনের *সরল হারমোনিয়ম-সূত্র*, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *সঙ্গীত-মঞ্জরী*, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *স্বরলিপি-গীতিমালা* প্রভৃতি গ্রন্থে বর্তমানে প্রচলিত ত্রিতালের ঠেকাকে কাওয়ালি তালের ঠেকা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এমনকি তালের মাত্রা সংখ্যা, পদবিভাগ, তালি-খালি সবই ত্রিতালের অনুরূপ। যেমন :

গীতসূত্রসার :

১				২				০				৩			
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	তিন্	তিন্	তা	না	ধিন্	ধিন্	ধা

আবার, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর *সঙ্গীতসার*, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের *যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা*, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ও বৈষ্ণবচরণ বসাকের *সঙ্গীত-কল্পতরু*, প্রসন্নকুমার সাহা বণিকের *তবলা-তরঙ্গিনী* প্রভৃতি গ্রন্থে ত্রিতালের প্রতিটি পদের তৃতীয় বোলটি বাদ দিয়ে এবং সেই স্থলে দ্বিতীয় বোলটিকে প্রলম্বিত ক'রে কাওয়ালির ঠেকা উপস্থাপন করা হয়েছে। *সঙ্গীতসার* ও *যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকায়* তালটিকে চার মাত্রার তাল হিসেবে এবং *সঙ্গীত-কল্পতরু* ও *তবলা-তরঙ্গিনী* গ্রন্থে একে চিহ্নিত করা হয়েছে আট মাত্রার তাল হিসেবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তিন তাল ও এক ফাঁক অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। যেমন :

সঙ্গীতসার :

১	২	০	৩
ধাধিন্ধা	ধাধিন্ধা	তিতিন্তা	নাধিন্ধা

তবলা-তরঙ্গিনী :

১ ২ ০ ৩

I ঃ ঃ ঃ ঃ | ঃ ঃ ঃ ঃ | ঃ ঃ ঃ ঃ | ঃ ঃ ঃ ঃ I

ধা ধিন্ ০ ধা ধা ধিন্ ০ ধা ধা দিন্ ০ তা তা ধিন্ ০ ধা

তবে মোটামুটি বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকে কাওয়ালিকে অষ্টমাত্রিক তাল হিসেবে সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, যার ঠেকা বর্তমান সময়ে প্রচলিত কাহারবার ঠেকার অনুরূপ। চার মাত্রা ক'রে দু'টি পদে বিভক্ত এই প্রকার কাওয়ালি তালের প্রথম মাত্রায় তালি ও পঞ্চম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। নিচে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে কাওয়ালির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঠেকা উদ্ধৃত হলো :

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

১ ০

I । । । । | । । । । I

ধিগ্ নাতে কিটি তাগ্ তিগ্ নাতে কিটি তাগ্

ভারতীয় সঙ্গীতকোষ :

১ ০

I । । । । | । । । । I

তক্ ধিন ধাগি নক্ তক্ তিন্ তাকি নক্

আবার তালের ঠেকা কাহারবার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ রেখে তালজ্ঞ হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই তালে তিনটি তালি ও একটি খালি দেখিয়েছেন।[১৯] সুবোধ নন্দী তাঁর *ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ* গ্রন্থে একে ফাঁকবিহীন দু'টি তালিযুক্ত তাল হিসেবে নির্দেশ করেছেন।[২০] যেমন :

হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী :

১ ২ ০ ৩

I । । | । । | । । | । । I

ধাগ্ ধি না ধিন্ ধাগ্ তি না তিন্

ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ :

১ ২

I । । । । | । । । । I

ধি ধি ধা তি তাগ্ ধি তাক্ তাক্

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা এবং কবির হস্তলিপিতে ৭৮টি গানকে কাওয়ালি তালে রচিত গান হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। এই গানগুলোর অধিকাংশই পরবর্তীকালে আদি গ্রামোফোন রেকর্ড অনুসরণে কাহারবা তালের গান হিসেবে এবং সামান্য কিছু

গান ত্রিতালের গান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে উৎস নির্দেশসহ কাওয়ালি তালে রচিত গানের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১	অধীর অম্বরে গুরু গরজন	গীতিগ্রন্থ : বুলবুল (১৯২৮)
২	অমর কানন মোদের অমর	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৩	অয়ি চঞ্চল লীলায়িত দেহা	গীতিগ্রন্থ : গানের মালা (১৯৩৪)
৪	আজ চোখের জলে প্রার্থনা	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৫	আজ নতুন ক'রে পড়্‌লো	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৬	আজ সুদিনের আস্‌ল উষা	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৭	আজি এ শ্রাবণ-নিশি	গীতিগ্রন্থ : চোখের চাতক (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৮	আজি ঘুম নহে, নিশি	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৯	আজি শৃঙ্খলে বাজিছে	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১০	আধো ধরণী আলো	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১১	আনমনে জল নিতে ভাসিল	গীতিগ্রন্থ : সুরসাকী (১৯৩২)
১২	আমার আপনার চেয়ে	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৩	আমার যাবার সময় হলো	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৪	আমার সকলি হরেছ হরি	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১৫	আস্‌ল যখন ফুলের ফাগুন	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১৬	এ আঁখি-জল মোছ প্রিয়া	গীতিগ্রন্থ : বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১), সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৭	একডালি ফুলে ওরে	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৮	এত জল ও-কাজল চোখে	গীতিগ্রন্থ : বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ : সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৯	এলো ফুল-দোল ওরে	গীতিগ্রন্থ : গানের মালা (১৯৩৪)
২০	এসো এসো তব যাত্রা-পথে	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
২১	কত আর এ মন্দির দ্বার	গীতিগ্রন্থ : সুরসাকী (১৯৩২)
২২	করুণ কেন অরুণ আঁখি	গীতিগ্রন্থ : বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ : সুর-মুকুর (১৯৩৪)
২৩	কার মঞ্জির রিনিঝিনি বাজে	গীতিগ্রন্থ : গানের মালা (১৯৩৪)
২৪	কোথা চাঁদ আমার	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : সুর-মুকুর (১৯৩৪)

২৫	কোন্ শরতে পূর্ণিমা চাঁদ	গীতিগ্রন্থ : বুলবুল (১৯২৮)
২৬	খোলো খোলো গো দুয়ার	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
২৭	ঘুমায়েছে ফুল পথের ধূলায়	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
২৮	ঘোর তিমির ছাইল	গীতিগ্রন্থ : চোখের চাতক (১৯২৯)
২৯	চম্পক-বরণী টলমল তরণী	গীতিগ্রন্থ : গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৩০	চাঁদ হেরিছে চাঁদ-মুখ তার	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৩১	চাঁদের পিয়ালাতে আজি	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৩২	ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৩৩	জনম জনম গেল	গীতিগ্রন্থ : চোখের চাতক (১৯২৯)
৩৪	জন্তুর মাঝে ভাই উট	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৩৫	জয় মর্ত্যের অমৃতবাদিনী	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৩৬	জাগো জাগো! জাগো নব আলোকে	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৩৭	জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৩৮	ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝনঝন	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৩৯	ঝরিছে অঝোর বরষার বারি	গীতিগ্রন্থ : চোখের চাতক (১৯২৯)
৪০	তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৪১	তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী	স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৪২	তোমার বীণার মূর্ছনাতে	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৪৩	দাও দাও দরশন	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৪৪	দুঃখ-ক্লেশ-শোক-পাপ-তাপ শত	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৪৫	নতুন নেশার আমার এ মদ	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৪৬	নয়নে ঘনাও মেঘ, মালবিকা	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৪৭	নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জল	গীতিগ্রন্থ : বুলবুল (১৯২৮), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৪৮	না মিটিতে সাধ মোর	গীতিগ্রন্থ : চোখের চাতক (১৯২৯)
৪৯	নাচিছে নটনাথ, শঙ্কর	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৫০	নাচে মাড়োবার বালা	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৫১	নামহারা ঐ গাঙের পারে	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৫২	নীরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৫৩	নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে	গীতিগ্রন্থ : বনগীতি (১৯৩২)
৫৪	পরদেশি বঁধু! ঘুম ভাঙায়ো	গীতিগ্রন্থ : চোখের চাতক (১৯২৯)
৫৫	পিও শরাব পিও	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)

৫৬	পেয়ে আমি হারায়েছি গো	গীতিগ্রন্থ : বনগীতি (১৯৩২)
৫৭	ফিরিয়া এসো, এসো হে	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৫৮	বন-বিহারিণী চঞ্চল হরিণী	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৫৯	বন্দীর মন্দিরে জাগো	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৬০	বল্লরী-ভুজ-বন্ধন খোলো	গীতিগ্রন্থ : গানের মালা (১৯৩৪)
৬১	বসিয়া নদীকূলে, এলোচুলে	গীতিগ্রন্থ : বুলবুল (১৯২৮)
৬২	বহিছে সাহারায় শোকেরই	গীতিগ্রন্থ : গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৬৩	বাজলো কি রে ভোরের সানাই	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৬৪	বাদল-মেঘের মাদল তালে	গীতিগ্রন্থ : গানের মালা (১৯৩৪)
৬৫	বৃন্দাবনে এ কি বাঁশরি বাজে	গীতিগ্রন্থ : চোখের চাতক (১৯২৯)
৬৬	ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে	স্বরলিপি গ্রন্থ : সুর-লিপি (১৯৩৪)
৬৭	ভোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৬৮	মরম-কথা গেল সই	গীতিগ্রন্থ : বনগীতি (১৯৩২)
৬৯	মাধবী-তলে চল	গীতিগ্রন্থ : চোখের চাতক (১৯২৯)
৭০	মোর বুক ভরা ছিল আশা	গীতিগ্রন্থ : গানের মালা (১৯৩৪)
৭১	মোরা ছিনু একেলা	স্বরলিপি গ্রন্থ : সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৭২	রহি' রহি' কেন সে-মুখ	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৭৩	রেশমি চুড়ির তালে	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৭৪	লুকোচুরি খেলতে হরি	গীতিগ্রন্থ : গানের মালা (১৯৩৪)
৭৫	শুক্লা জোছনা তিথি	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)। রেকর্ড নং : জিই. ২৭০৫ (১৯৪৪), শিল্পী : কলম্বিয়া ড্রামাটিক পার্টি
৭৬	সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে	গীতিগ্রন্থ : নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৭৭	হাওয়াতে নেচে' নেচে' যায়	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৭৮	হাজার তারার হার হয়ে গো	গীতিগ্রন্থ : বুলবুল (১৯২৮), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)

৩.১২ আদ্ধা বা আদ্ধা কাওয়ালি

'আদ্ধা' পাঞ্জাবি শব্দ। পাঞ্জাব থেকেই এ তালের প্রচলন হয়েছে। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ত্রিতালের মাত্রা-সমষ্টির অর্ধেক ব'লে এই তালকে আদ্ধা তাল বলা হয়।[২১] তবে এর নামকরণ সম্পর্কে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন মার্দঙ্গিক মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'বোলের ধা বা ধিন্ বাণীগুলি যখন স্বস্থানে ব্যবহৃত না হয়ে আধমাত্রা পিছনে ব্যবহৃত হত তখনই আধ-ধা অথবা আদ্ধা নামকরণ

করা হল।’[২২] পূর্বেই বলা হয়েছে, উনিশ শতক পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত ত্রিতালের ঠেকাকে বঙ্গদেশে কাওয়ালি আখ্যা দেওয়া হত। তাই এ তাল কাওয়ালির অর্ধেক ব'লে কেউ কেউ আদ্ধা তালকে আদ্ধা কাওয়ালিও বলে থাকেন।

আট মাত্রা বিশিষ্ট আদ্ধা তাল সমান চারটি পদে বিভক্ত, যার প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে তালাঘাত এবং তৃতীয় পদে অনাঘাত। অর্থাৎ, এই তালের প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায় তালি এবং পঞ্চম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। তালটির প্রতিটি পদে দু'টি মাত্রায় তিনটি ক'রে বোল বাজানো হয়, যার মধ্যে প্রথম বোলটি অর্ধমাত্রা, দ্বিতীয় বোলটি একমাত্রা এবং তৃতীয় বোলটি অর্ধমাত্রা কাল স্থায়িত্ব পায়। নিচে তালটির ঠেকা দেওয়া হলো :

১ ২ ০ ৩
I া া | া া | া া | া া I
ধাধিন্ ০ধা নাধিন্ ০ধা নাতিন্ ০তা নাধিন্ ০ধা

অনেকে আদ্ধা তালকে ষোল মাত্রার তাল হিসেবে ব্যবহার করেন। সেক্ষেত্রে প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় তালি এবং নবম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। তালটির প্রতিটি পদে চারটি মাত্রায় তিনটি ক'রে বোল বাজানো হয়, যার মধ্যে প্রথম বোলটি একমাত্রা, দ্বিতীয় বোল দুইমাত্রা এবং তৃতীয় বোলটি একমাত্র স্থায়ী হয়। তালের ঠেকা :

১ ২ ০ ৩
I া া া া | া া া া | া া া া | া া া া I
ধা ধিন্ ০ ধা ধা ধিন্ ০ ধা ধা তিন্ ০ তা তা ধিন্ ০ ধা

তবে বর্তমানে আদ্ধা তালের যে রূপটি প্রচলিত তা একেবারেই সেতারখানি তালের অনুরূপ :

১ ২ ০ ৩
I াঃ াঃ া | াঃ াঃ া | াঃ াঃ া | াঃ াঃ া I
ধা ধিন্ ধা ধা ধিন্ ধা ধা তিন্ তা তা ধিন্ ধা

বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ, কবির হস্তলিপি ও গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে আদ্ধা বা আদ্ধা কাওয়ালি তালে নজরুল রচিত ৩০টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, কবি এই তালকে সর্বত্রই আদ্ধা কাওয়ালি নামে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কোনো গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকায়, এমনকি হস্তলিপিতেও গানের তাল নির্দেশের ক্ষেত্রে 'আদ্ধা' নামের উল্লেখ নেই। উৎসনির্দেশসহ গানগুলোর একটি তালিকা নিচে সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে	কবির হস্তলিপি। রেকর্ড নং : এফটি. ৪২৮৯ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
২.	আজ বাদল ঝরে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৩.	আসিলে কে অতিথি সাঁঝে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৪.	একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৫.	ঐ নন্দন নন্দিনী দয়িতা	স্বরলিপিকার : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুল সুরমালিকা*,২য় খণ্ড
৬.	কে দুয়ারে এলে মোর	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৭.	কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৮.	কেমনে রাখি আঁখি-বারি	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৯.	কোকিল সাধিলি কি বাদ	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
১০.	জাগো জাগো বধূ জাগো	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
১১.	টলমল টলে হৃদয়-সরসী	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
১২.	তরুণ-তমাল-বরণ এসো	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৩.	তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
১৪.	তুমি আমায় ভালোবাস	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
১৫.	দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৬.	দোষ দিও না প্রবীণ জ্ঞানী	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
১৭.	নিশি-রাতে রিম্ ঝিম্ ঝিম্	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]। রেকর্ড নং : জিই. ২৫৫১ (১৯৪০), শিল্পী : রাধারানী দেবী (ফিল্মস্টার)
১৮.	পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া	রেকর্ড নং : পি. ৭১৬১ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
১৯.	বল্ রাঙা হংসদূতী	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
২০.	বাজিছে বাঁশরি কার	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
২১.	বাদল বায়ে মোর নিভিয়া	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২২.	রাখ রাখ রাঙা পায়	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৯ (১৯৩২), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
২৩.	শুকালো মিলন-মালা	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
২৪.	শূন্য বাতায়নে একা জাগি	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২৫.	সখি ঐ শোনো বাঁশি বাজে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২৬.	সেদিন প্রভাতে অরুণ শোভাতে	গীতিগ্রন্থ : গীতি-শতদল (১৯৩৪)
২৭.	স্বপন ভেঙে গেলে আমায়	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
২৮.	কেন আন ফুল-ডোর আজি	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
২৯.	কেন আসিলে যদি যাবে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)

৩০.	কোন্ মাটিতে আমার কায়া	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)

৩.১৩ সেতারখানি

উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাগানে সেতারখানি বা সতারখানি (মতান্তরে সিধারখানি) তালটির ব্যবহার ছিল না। এমনকি বিশ শতকের পূর্ববর্তী কোনো বাংলা সংগীত গ্রন্থেও তালটির উল্লেখ পাওয়া যায়নি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় হিন্দুস্থানি ওস্তাদদের হাত ধরে এর আগমন ঘটে। এটি আট মাত্রার তাল। এই তালকে আদ্ধা তালের প্রকারভেদ হিসেবে মানা হয়। সমান চার ভাগে বিভক্ত এ তালের প্রতিটি পদে দু'টি ক'রে মাত্রা থাকে। তালটির প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে তালাঘাত এবং তৃতীয় পদে অনাঘাত। অর্থাৎ, এর প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায় তালি এবং পঞ্চম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। আদ্ধা তালের মত এই তালেও প্রত্যেক পদের দু'টি মাত্রায় তিনটি ক'রে বোল বাজানো হয়। মূলত দুই মাত্রায় তিনটি বোলের বিন্যাসের পার্থক্যই একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেছে। এ তালের দুই মাত্রা বিশিষ্ট প্রতিটি পদের মধ্যে প্রথম দু'টি বোল পৌনে একমাত্রা এবং তৃতীয়টি অর্ধমাত্রা কাল স্থায়িত্ব পায়। ঠেকা নিম্নরূপ :

```
    ১              ২              ০              ৩
I   া      া   |   া      া   |   া      া   |   া      া   I
 ধা০০ধিন্ ০০ধা০   না০০ধিন্ ০০ধা০   না০০তিন্ ০০তা০   না০০ধিন্ ০০ধা০
```

তবে বর্তমানে অনেকেই সেতারখানি তালকে ষোল মাত্রার তাল হিসেবে উল্লেখ করেন। সেক্ষেত্রে প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় তালি এবং নবম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। তালটির প্রতিটি পদে চারটি মাত্রায় তিনটি ক'রে বোল বাজানো হয়, যার মধ্যে প্রথম দু'টি বোল দেড় মাত্রা এবং শেষের বোলটি একমাত্র স্থায়ী হয়। তালের ঠেকা :

```
   ১           ২           ০           ৩
I াঃ াঃ া | াঃ াঃ া | াঃ াঃ া | াঃ াঃ া I
  ধা ধিন্ ধা   ধা ধিন্ ধা   ধা তিন্ তা   তা ধিন্ ধা
```

কাজী নজরুল ইসলামের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন গীতিগ্রন্থগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটি গীতিগ্রন্থে মোট চারটি গানের শীর্ষে তাল হিসেবে সেতারখানি তালের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া আদি গ্রামাফোন রেকর্ডে প্রকাশিত নজরুল-সংগীতগুলোর মধ্যে আরও কয়েকটি গানে সেতারখানি তালের ব্যবহার দেখা যায়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট বারোটি গানে এই তালের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। নিচে তথ্যনির্দেশসহ গানগুলোর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	উৎস
১	আনো সাকি শিরাজি	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২	আজি মনে মনে লাগে	রেকর্ড নং : এনকিউ. ১৪৭ (১৯৪০), শিল্পী : বেচু দত্ত
৩	কী দিয়ে পূজি ভগবান	রেকর্ড নং : এন. ৭০৭৯ (১৯৩৩), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
৪	জানি পাব না তোমায়	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৭৭ (১৯৩৭), শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য
৫	ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়	রেকর্ড নং : এন. ৭১৩৩ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী। গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৬	বনে বনে জাগে কি আকুল	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
৭	রহি' রহি' কেন আজও	রেকর্ড নং : এন. ৭১৬১ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৮	রহি' রহি' কেন সে-মুখ	রেকর্ড নং : জিই. ২৫৫৫ (১৯৪০), শিল্পী : রাধারাণী দেবী (ফিল্মস্টার)
৯	শোন ও সন্ধ্যামালতী বালিকা	রেকর্ড নং : জিই. ২৫৫১ (১৯৪০), শিল্পী : রাধারাণী দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১০	শোনো লো বাঁশিতে ডাকে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১১	সুনয়না চোখে কথা ক'য়ে যায়	রেকর্ড নং : এন. ৭১৭৫ (১৯৩৩), শিল্পী : মানদা দেবী
১২	স্বাগত হে অতিথি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪২৬ (১৯৪০), 'কাফনচোরা' রেকর্ডনাট্যের গান

৩.১৪ ঠুমরি

চার মাত্রার দু'টি বিভাগ সমন্বিত মোট আট মাত্রাবিশিষ্ট একটি তাল ঠুমরি। এই তালের প্রথম মাত্রায় তালি এবং পঞ্চম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। এই তালের রূপ-প্রকৃতি কাওয়ালি তালের সঙ্গে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'ধুমালি', 'লখনও ঠুমরি' ইত্যাদি এই তালের নামভেদ মাত্র। তালটি তবলায় বাজানো হয়। এর ঠেকা নিম্নরূপ :

গীতসূত্রসার :

১ ০
I । । । । | । । । । I
ধা ধা কেটে তাক্ নে ধা কেটে তাক্

সঙ্গীত-মঞ্জরী :

১ ০
I । । । । | । । । । I
ধা ধা কেটে তাগ্ না ধি ধা তেরেকেটে

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

১					০				
I	।	।	।	। |	।	।	।	।	I
	ধি	ধা	গি	তা	না	ধি	ধা	তেরেকেটে	

ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ :

১					০				
I	।	।	।	। |	।	।	।	।	I
	ধা	ধিন্	নাগে	তেটে	ধা	থুন্	নানা	তেটে	

সংগীতি শব্দকোষ :

১		২		৩				
I	।	। |	।	। |	।	।	।	। I
	ধা	০	ধাগে	তিন্	তা	০	ধাগে	ধিন

এই তাল সম্পর্কে সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> ... ঠুংরীর গানে তোটক, মোদক, পজ্ঝটিকা, পদ্মাবতী, এই প্রকার কোন ছন্দের আভাষ থাকে ...। যে চতুর্মাত্রিক তালের গানের অক্ষর সকল বারম্বার এরূপে লঘু-গুরু হয়, যাহাতে প্রত্যেক চারি মাত্রা অন্তরে স্বভাবত প্রবল রূপে প্রস্বন দিতে ইচ্ছা হয়, সেই প্রকার গানের সহিত কাওআলীর ঠেকায় প্রস্বনের প্রাবল্য সম্পাদিত না হওয়াতে, সেই ঠেকায় সমধিক প্রস্বন বিশিষ্ট যে বোল ব্যবহার হইয়াছে, তাহারই নাম ঠুংরী।[২৩]

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গীতিগ্রন্থ ও স্বরলিপি গ্রন্থ এবং তাঁর হস্তলিপি থেকে ঠুমরি তালে নজরুল রচিত ১৯টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। নিচে তথ্যের উৎসসহ গানগুলোর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	অবুঝ মোর আঁখি-বারি	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
২.	আজি পূর্ণ শশী কেন মেঘে	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
৩.	ঐ নীল গগনের নয়ন	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৪.	কেঁদে যায় দখিন হাওয়া	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
৫.	কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৬.	তরুণ-তমাল-বরণ এসো	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)

৭.	দিও ফুলদল বিছায়ে	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৮.	না মিটিতে সাধ মোর	স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৯.	নিশুতি রাতের শশী গো	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
১০.	পরদেশি বঁধুয়া, এলে কি	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
১১.	পিয়াসী প্রাণ তারে চায়	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১২.	পেয়ে কেন নাহি পাই	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
১৩.	বকুল বনের পাখি	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৪.	বনে চলে বনমালী	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১৫.	বরষ মাস যায়, সে নাহি	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১৬.	ভোরের হাওয়ায় এলে	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
১৭.	ভোলো অতীত-স্মৃতি	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১৮.	মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
১৯.	রবে না এ বৈকালী ঝড়	গীতিগ্রন্থ : *জুলফিকার* (১৯৩২)

৩.১৫ যৎ

যৎ আট মাত্রার তাল। পূর্বে বাংলায় যৎ তাল সাত মাত্রা বিশিষ্ট তাল হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুস্থানি প্রভাবে সাত মাত্রার যৎ তাল দীপচন্দী বা চাচর নামে প্রচলিত হয়েছে। অনেকের মতে, শাস্ত্রীয় 'যতি' তাল থেকে এই তালের উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে নামের দিক থেকে 'যতি' শব্দের অপভ্রংশে 'যৎ' এলেও যতি তালের রূপের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত যতের কোনও সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। এই তালের নানা নামান্তর সম্পর্কে তালজ্ঞ হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জানান,

> বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইহা কিছুকাল পূর্ব্বে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইত। কোথাও এই তাল "ঠুংরী" নামে অভিহিত– তাহার কারণও এই বোধহয় যে এই ঠেকা ঠুংরী গানের সঙ্গতে মাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার কোথাও ইহা "ভরতঙ্গা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ... হিন্দুস্থানে ইহা "হালিয়া" নামে পরিচিত।[২৪]

২-২-২-২ ছন্দে বিভক্ত যৎ তালের চারটি পদের মধ্যে তিনটি তাল এবং একটি ফাঁক। অর্থাৎ এই তালের প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায় তালি এবং পঞ্চম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। ঠেকা নিম্নরূপ :

১ ২ ০ ৩

I । । | । । | । । | । । I

ধা ধিন্ ধাধা তিন্ তা তিন্ ধাধা ধিন্

কেউ কেউ এই তালকে ষোল মাত্রার তাল হিসেবেও চিহ্নিত ক'রে থাকেন। সেক্ষেত্রে প্রতিটি মাত্রাকে দুই মাত্রা হিসেবে গণনা করা হয়। ফলে এর বিভাগ দাঁড়ায় ৪-৪-৪-৪, যার প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় তালি এবং নবম মাত্রায় খালি পড়ে। ঠেকা :

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

১ ২ ০ ৩

I ।ঃ ঃ ।ঃ ঃ | । ঃ ঃ ।ঃ ঃ | ।ঃ ঃ ।ঃ ঃ | । ঃ ঃ । । I

ধা ত্রেটে ধিন্ ক্রে ধা ধা ধাধা তিন্ ত্রেটে না ত্রেটে তিন্ ক্রে ধা ধা ধাধা ধিন্ তেরেকেটে

সাধারণত এই তালে ঠুমরি এবং ঠুমরি অঙ্গের গান গীত হয়। তবে বাংলায় ঠুমরির পাশাপাশি এই তালে টপ্পাও গাওয়া হয়। পূর্বে আড়াঠেকা ও মধ্যমান তালে যেসব টপ্পা ও পুরাতনী বাংলাগান গীত হত সেগুলোও বর্তমান সময়ে যৎ তালে পরিবেশন করতে দেখা যায়।

বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ, কবির হস্তলিপি ও গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে যৎ তালে নজরুল রচিত ২৬টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। উৎস নির্দেশসহ গানগুলোর একটি তালিকা নিচে সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	আজি এ কুসুম-হার	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
২.	আদরিণী মোর কালো মেয়ে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৫৩ (১৯৩৭), শিল্পী : নীলমণি সিংহ
৩.	আমার আনন্দিনী উমা	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৭৫ (১৯৩৭), শিল্পী : কে. মল্লিক
৪.	আমার উমা কই গিরিরাজ	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৭৫ (১৯৩৭), শিল্পী : কে. মল্লিক
৫.	আমার শ্যামা মায়ের কোলে	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৭৪ (১৯৩৭), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৬.	এত কথা কি গো কহিতে জানে	রেকর্ড নং : এন. ৭০৮৭ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস
৭.	কও কথা কও কথা, কথা কও হে	নজরুল হস্তলিপি
৮.	কী দশা হয়েছে মোদের	রেকর্ড নং : এন. ২৭০০৯ (১৯৪০), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৯.	কী হবে জানিয়া বল	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
১০.	জাগো জাগো খোলো গো আঁখি	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
১১.	জাগো জাগো পোহালো রাতি	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
১২.	জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
১৩.	তুমি মলিন-বাসে থাক যখন	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
১৪.	তোর মেয়ে যদি থাকতো উমা	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৯২ (১৯৩৮), শিল্পী : কে. মল্লিক

১৫.	দিও বর হে মোর স্বামী	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৫২ (১৯৩৭), শিল্পী : কে. মল্লিক
১৬.	নিশীথ নিশীথ জাগি	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
১৭.	পেয়ে কেন নাহি পাই	রেকর্ড নং : এন. ৪১৮৮ (১৯৩২), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
১৮.	বাজায়ে জল-চুড়ি কিঙ্কিণী	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
১৯.	ভুল করেছি ওমা শ্যামা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৫৬ (১৯৩৬), শিল্পী : গোপালচন্দ্র সেন
২০.	ভুলে যাও ব'লে জানাও	রেকর্ড নং : এন. ৭১৮৩ (১৯৩৪), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
২১.	ভোলো অতীত-স্মৃতি ভোলো	রেকর্ড নং : এফটি. ২৩৫৮ (১৯৩৩), শিল্পী : উষারাণী দেবী
২২.	মন দিয়ে যে দেখি তোমায়	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৪৭ (১৯৩৫), শিল্পী : কল্যাণী গুপ্তা
২৩.	যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭২৬৪ (১৯৩৪), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
২৪.	শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
২৫.	সখি জাগো রজনী পোহায়	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)। রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬৩ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
২৬.	স্মরণ পারের ওগো প্রিয়	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)

এখানে দেখা যাচ্ছে, কবির রচিত অধিকাংশ টপ্পা এই তালে বাঁধা। এর বাইরে তাঁর রচিত বেশ কিছু ঠুমরি গানও এই তালে নিবদ্ধ। যে গানগুলোর সুর পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সবগুলো গানই ফাঁক থেকে শুরু হয়েছে।

৩.১৬ নবতাল

নবতাল নয় মাত্রা বিশিষ্ট একটি রবীন্দ্রসৃষ্ট তাল। ৩-২-২-২ ছন্দ-বিন্যাসে বিভক্ত এই তালের চারটিই তালি, কোনও খালি নেই। পূর্ববর্তী অধ্যয়ে তালটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। *স্বরবিতান* এর চতুর্থ খণ্ডে পাখোয়াজে বাদনযোগ্য এই তালের যে ঠেকা উদ্ধৃত হয়েছে তা হলো :

	১́				২			৩			৪			
I	।	।	।	|	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধা	দেন্	তা		তেটে	কতা		গদি	ঘেনে		ধাগে	তেটে		

নবতাল-এ নজরুল রচিত একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত *সুর-সাকী* গীতিগ্রন্থে কবি 'গেরুয়া রং মেঠো পথে বাঁশরী বাজিয়ে কে যায়' গানটির শিরোভাগে সুর ও তাল নির্দেশ করেন 'বাউল–নবতাল'। গ্রন্থে প্রকাশের দুই বছর পর ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাসে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে শিল্পী গোপালচন্দ্র সেন গানটি রেকর্ডবদ্ধ করেন (রেকর্ড নম্বর : এন. ৭২৬১)। রেকর্ডটিতে দ্রুতলয়ের দাদরা তাল বাজানো হয়েছে। গানে তালের এ-হেন

পরিবর্তন কবি স্বয়ং করেছিলেন কি-না জানা যায়নি। তবে এই গানে দ্রুত-দাদরা তালের হ্রস্ব মাত্রাগুলোকে দীর্ঘ করে হিসেব করলে অর্থাৎ ছয় মাত্রাকে তিন মাত্রা হিসেবে গুনলে নয় মাত্রা পর পর আবর্তন আসে এবং প্রতি আবর্তনের দ্বিতীয় মাত্রায় ঝোঁক পরে। যেমন :

		×								
I	গে	রু	য়া	রঙ্	মে	ঠো	প	থে	০	I
I	বাঁ	শ	রী	বা	জি	য়ে	কে	যা	য়্	I
I	সু	রের্	নে	শায়্	নু	য়ে	প	ড়ে	০	I
I	ভুঁই	ক	দম্	তার্	পা	য়ে	জ	ড়া	য়্	I

৩.১৭ ঝাঁপতাল

ঝাঁপতাল, ঝাঁপতালা, ঝাপতাল, ঝপতাল ইত্যাদি নানা নামে দশ মাত্রা বিশিষ্ট এই তালটি প্রচলিত হয়েছে। কোনো কোনো হিন্দুস্থানি ওস্তাদ একে সাদ্রা তালও বলে থাকেন। এর চারটি পদ বা বিভাগ, যার মধ্যে তিনটি তালি (প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম মাত্রায়) এবং একটি খালি (ষষ্ঠ মাত্রায়) দেখানো হয়। অর্থাৎ, এই তালের প্রথম ও তৃতীয় পদে দুইটি ক'রে মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে তিনটি ক'রে মাত্রা থাকে। পাখোয়াজ, তবলা, শ্রীখোল – তিন প্রকার আনদ্ধবাদ্যেই ভিন্ন ভিন্ন পাটাক্ষর যোগে এই তাল বাজানো হয়।

গীতসূত্রসার :

<table>
<tr><td></td><td></td><td>১</td><td></td><td></td><td>২</td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td>৩</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>পাখোয়াজ</td><td>I</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ধা</td><td>গে</td><td></td><td>ধা</td><td>গে</td><td>তিন্</td><td></td><td>না</td><td>কে</td><td></td><td>ধা</td><td>গে</td><td>ধিন্</td><td></td></tr>
</table>

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

<table>
<tr><td></td><td></td><td>১</td><td></td><td></td><td>২</td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td>৩</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>তবলা</td><td>I</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ধা</td><td>তি</td><td></td><td>ধা</td><td>ধা</td><td>তি</td><td></td><td>না</td><td>তি</td><td></td><td>ধা</td><td>ধা</td><td>তি</td><td></td></tr>
</table>

ক্রমিক পুস্তক মালিকা :

<table>
<tr><td></td><td></td><td>১</td><td></td><td></td><td>২</td><td></td><td></td><td></td><td>০</td><td></td><td></td><td>৩</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>পাখোয়াজ</td><td>I</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>|</td><td>।</td><td>।</td><td>।</td><td>I</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ধা</td><td>০</td><td></td><td>ধা</td><td>গী</td><td>কী</td><td></td><td>ট</td><td>কড়</td><td></td><td>ধা</td><td>কী</td><td>ট</td><td></td></tr>
</table>

সংগীতি-শব্দকোষ :

১		২			০		৩		
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	গে	ধা	গে	দিন্	না	গে	তা	গদি	ঘিন্

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

	১		২			০		৩		
তবলা	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
	ধি	না	ধি	ধি	না	তি	না	ধি	ধি	না

কীর্তনাঙ্গীয় তাল পদ্ধতিতে ঝাঁপতালের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও তালি-খালি প্রয়োগের ক্ষেত্রে খানিকটা পার্থক্য দেখা যায়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী তালটিতে দুইটি তালি ও দুইটি খালি দেখানো হয়, যার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে তালি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে খালি প্রদর্শন করা হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ :

	১		২			০		৩		
শ্রীখোল	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
	ঝে	নে	ঝা	গে	না	তে	নে	তা	খি	টি

বলা হয়, প্রাচীন 'ঝম্পাতাল' থেকে এই তালের উৎপত্তি। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,

> "ঝম্পা তালো বিরামান্ত দ্রুত দ্বন্দ্বং লঘুস্ততঃ", অর্থাৎ দুইটী দ্রুত আঘাতের পর বিরাম হইয়া, তৎপরে একটা লঘু আঘাতে ঝম্পাতাল হয়। ... ঝাঁপতালে দুইটী তালাঘাত দ্রুত পড়িয়া ফাঁকের পরে আর একটী তালি পড়ে, তাহাই ... উক্ত হইয়াছে।[২৫]

কোনো কোনো পুরনো গ্রন্থে তালটিকে পাঁচ মাত্রার তাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি মাত্রাকে অর্ধমাত্রা হিসেবে উপস্থাপন করা হতো এবং তালের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ববৎ ছিল। যেমন :

তবলা-তরঙ্গিণী :

১		২			০		৩		
ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ
ধিন্	না	ধিন্	ধিন্	না	তেৎ	তা	ধিন্	ধিন্	না

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর *সঙ্গীতসারঃ* ও *কণ্ঠকৌমুদী* গ্রন্থদ্বয়ে ঝাঁপতালকে সাত মাত্রার তাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী, এতে তিনটি তালি ও তিনটি খালি রয়েছে। ঠেকা নিম্নরূপ :

	১́			২		০		০			৩		০	
I	া	ঃ	|	া	|	া	|	া	ঃ	|	া	|	া	I
	ধা	দিৎ		ধা		ধিন্না		খিটী	তাক্		ধা		ধিন্না	

তবে যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা গ্রন্থে স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দশ মাত্রার ঝাঁপতালেরই ঠেকা প্রদান করেছেন আর পরিচয়ে লিখেছেন, 'ঝাঁপতাল দুইটী দীর্ঘ ও দুইটী প্লুত মাত্রার তাল।'[২৬]

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত নানা গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা এবং কবির হস্তলিপি থেকে ঝাঁপতালে রচিত বারোটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছয়টি গানের শিরোদেশে কবি তাল হিসেবে 'সাদ্রা' এবং বাকিগুলোতে 'ঝাঁপতাল' উল্লেখ করেছেন। সাদ্রা নির্দেশিত গান গুলো হলো : 'আহ্‌মদের ঐ মীমের পর্দা', 'পথিক ওগো চলতে পথে', 'পূজা দেউলে মুরারি শঙ্খ', 'মুরলীধ্বনি শুনি ব্রজনারী'. 'মোহররমের চাঁদ এলো ওই', এবং 'হিন্দোলি হিন্দোলি ওঠে নীল'। এছাড়া আদি গ্রামোফোন রেকর্ড এবং অন্যান্য সূত্র থেকে ঝাঁপতালে নজরুল রচিত মোট ৩১টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। নিচে সূত্র নির্দেশসহ ঝাঁপতালে নজরুল রচিত গানগুলোর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১	আজি নন্দলাল মুখ চন্দ	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪০৬ (১৯৪০), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
২	আমার প্রিয় হজরত নবী	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১০০ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩	আহ্‌মদের ঐ মীমের পর্দা	গীতিগ্রন্থ: *জুলফিকার* (১৯৩২)
৪	এসো এসো এসো ওগো মরণ	পত্রিকা: *প্রবর্তক*, আষাঢ় ১৩৩১, স্বরলিপিকার: নলিনীকান্ত সরকার [*নজরুল সুরমালিকা*, ২য় খণ্ড]
৫	খেলে নন্দের আঙিনায়	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৫ (১৯৩৮), শিল্পী: রত্নমালা সেন
৬	গগনে পবনে আজি	রেকর্ড নং: এফটি. ৩০৮৩ (১৯৩৪), শিল্পী: উষারাণী দেবী
৭	চির কিশোর মুরলীধর	গীতিগ্রন্থ: *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৮	জয় আনন্দ-ভৈরব	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৯	জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী	রেকর্ড নং: এন. ১৭২২৮ (১৯৩৮), শিল্পী: ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
১০	জয় মহাকালী, জয় মধু-কৈটভ	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
১১	জাগো অমৃত-পিয়াসি-চিত	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৮৫ (১৯৩৬), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
১২	জাগো অরুণ-ভৈরব জাগো	স্বরলিপি গ্রন্থ: *নবরাগ* (১৯৭০)
১৩	জাগো বিরাট ভৈরব	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ: *নজরুল সুরমালিকা*, ২য় খণ্ড
১৪	থির্ হয়ে তুই ব'স্ দেখি মা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৭৬৫ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ

১৫	নমো নারায়ণ অনন্ত লীলা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৫০ (১৯৩৫), শিল্পী: গোপাল সেন
১৬	নমো হে নমো যন্ত্রপাতি	গীতিগ্রন্থ: *বুলবুল* (১৯২৮)
১৭	নাচে যশোদাকে আঙনামে	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৬৮ (১৯৩৮), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৮	পথিক ওগো চলতে পথে	গীতিগ্রন্থ: *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)। পত্রিকা: *নারায়ণ* (চৈত্র, ১৩২৭), স্বরলিপিকার: মোহিনী সেনগুপ্তা, [*নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ*, সংকলন ও সম্পাদনা: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
১৯	পূজা দেউলে মুরারি শঙ্খ	গীতিগ্রন্থ: *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
২০	প্রিয় মুহরে-নবুয়ত-ধারী	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৪৫ (১৯৩৬), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
২১	বুলবুলি নীরব নার্গিস-বনে	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
২২	ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২৪ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী
২৩	মুরলীধ্বনি শুনি ব্রজনারী	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]। স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
২৪	মোহররমের চাঁদ এলো ওই	গীতিগ্রন্থ: *জুলফিকার* (১৯৩২)
২৫	যায় ঢু'লে ঢু'লে	গীতিগ্রন্থ: *বনগীতি* (১৯৩২)
২৬	যোগী শিব শঙ্কর	রেকর্ড নং: এন. ৯৭১৪ (১৯৩৬), শিল্পী: নীলমণি সিংহ
২৭	শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদাপদ্মধারী	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৫ (১৯৩৮),শিল্পী: রত্নমালা সেন
২৮	সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি	গীতিগ্রন্থ: *বুলবুল* (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ: *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
২৯	সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৪৫ (১৯৩৫), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৩০	হিন্দোলি' হিন্দোলি' ওঠে নীল	গীতিগ্রন্থ: *চোখের চাতক* (১৯২৯), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৩১	হে শ্যাম কল্যাণ দাও	নজরুল হস্তলিপি

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ঝাঁপতালে রচিত কবির ১৪টি গান রেকর্ডবদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে নয়টি গানের সঙ্গে তবলা ('আজি নন্দলাল মুখ চন্দ', 'আমার প্রিয় হজরত নবী', 'খেলে নন্দের আঙিনায়', 'গগনে পবনে আজি', 'নাচে যশোদাকে আঙনামে', 'জাগো অমৃত-পিয়াসি-চিত', 'প্রিয় মুহরে-নবুয়ত-ধারী', 'ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী' ও 'শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদাপদ্মধারী'), চারটি গানের সঙ্গে পাখোয়াজ ('জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী', 'নমো নারায়ণ অনন্ত লীলা', 'যোগী শিব শঙ্কর ভোলা দিগম্বর', 'সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ') এবং একটি গানের সঙ্গে শ্রীখোল ('থির্ হয়ে তুই ব'স্ দেখি মা') সঙ্গত করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত তালিকায় উল্লেখিত গানগুলোর মধ্যে ২২টি গানের সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গানগুলোর তাল-ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নয়টি গান শুরু হয়েছে তালের প্রথম মাত্রায় অর্থাৎ সম থেকে। গানগুলো হলো : 'জাগো অমৃত-পিয়াসি-চিত', 'জাগো অরুণ-ভৈরব জাগো হে', 'থির্ হয়ে তুই ব'স্ দেখি মা', 'সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি', 'হে শ্যাম কল্যাণ দাও', 'এসো এসো এসো ওগো মরণ', 'জাগো বিরাট ভৈরব', 'জয় মহাকালী জয় মধু-কৈটভ' এবং 'পথিক ওগো চলতে পথে'।

আবার তালের দশম মাত্রায় অর্থাৎ সমের একমাত্রা পূর্বে ছয়টি গানের 'ধর্তাই'। এগুলো হলো : 'আমার প্রিয় হজরত নবী', 'গগনে পবনে আজি', 'ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী', 'যোগী শিব শঙ্কর', 'শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদাপদ্মধারী' এবং 'মুরলীধ্বনি শুনি ব্রজনারী'। এই গানগুলোর মধ্যে 'আমার প্রিয় হযরত নবী কামলিওয়ালা' গানটি প্রায় প্রতিটি পঙ্‌ক্তিই 'ধরা' হয় তালের দশম মাত্রায় অর্থাৎ সমের একমাত্রা পূর্বে এবং পঙ্‌ক্তিগুলোর দ্বিতীয় অক্ষরে সমের প্রস্বন পড়ে। ফলে গানটি ঝাঁপতালে রচিত হলেও ভিন্নতর এক ছন্দ-ব্যঞ্জনার আস্বাদ দেয়।

বাকি গানগুলো আরম্ভ হয় তালের তৃতীয় তালিতে অর্থাৎ অষ্টম মাত্রায়। গানগুলো হলো : 'আজি নন্দলাল মুখ চন্দ', 'খেলে নন্দের আঙিনায়', 'জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী', 'নমো নারায়ণ অনন্ত লীলা', 'নাচে যশোদাকে আঙনামে', 'প্রিয় মুহরে-নবুয়ত-ধারী' এবং 'সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো'।

৩.১৮ সুরফাক

এই তালটি স্থানভেদে সুরফাক, সুরফাঁক, সুরফাক্তা, সুলতাল, বাঁকি প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত। এটি মূলত ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গের গানে পাখোয়াজ সহযোগে বাদিত হয়। এর নামকরণ সম্পর্কে নানা মতপার্থক্য দেখা যায়। তালজ্ঞ হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী অনুমান করেন, পারস্য 'আসুলেফাক্তা' তাল থেকে এই তালের নামকরণ করা হয়েছে।[২৭] আবার *ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ* গ্রন্থে অধ্যাপক সুবোধ নন্দী জানিয়েছেন, সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখিত সূর্যফাক তাল থেকেই সুরফাক তাল এসেছে।[২৮] অপরদিকে সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, সুরফাক শব্দটি সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত 'শরভলীলক' তালের অপভ্রংশে সৃষ্ট। এর ব্যাখায় তিনি বলেন,

> শরভলীলকের সংক্ষেপোচ্চারণ জন্য 'লীল' পরিত্যাগে প্রথমত 'শরভক্' তাল বলিয়া ব্যবহার হয়। তৎপরে তাহারই উচ্চারণ ভেদে 'সরভক্' হইয়া, ক্রমে 'সুরফাক' হইয়া গিয়াছে। ... শরভলীলক তালের নিয়ম সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্নাবলীর মতে 'লঘুদ্রুতলঘুচৈব তালে শরভলীলকে', – অর্থাৎ

ইহাতে তিনটা তালি পড়ে, তাহার প্রথম ও শেষ তালি অপেক্ষা মধ্য তালিটা দ্রুত অর্থাৎ হ্রস্বতর। প্রচলিত সুরফাকেরও অবিকল ঐ রূপ তালি।[২৯]

পূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে সুরফাককে পাঁচ মাত্রার তাল হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে, যা একমাত্রা করে পাঁচটি পদে বিভক্ত। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বিভাগে তালি এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে খালি।

সঙ্গীতসারঃ :

	১		০		২		৩		০	
I	।	|	।	|	।	|	।	|	।	I
	ধাধি		ন্নাক্‌দে		দ্ধিন্নাক্‌		গেদ্ধি		ঘিন্নাক্‌	

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা :

	১		০		২		৩		০	
I	।	|	।	|	।	|	।	|	।	I
	ধাধিন্‌		নাগ্‌দিৎ		ধিনিনাক্‌		গদ্ধী		ঘিনিনাক্‌	

মৃদঙ্গ-প্রবেশিকা :

	১			০			২			৩			০		
I	ঃ	ঃ	|	ঃ	ঃ	|	ঃ	ঃ	|	ঃ	ঃ	|	ঃ	ঃ	I
	ধা	ঘেরে		নাগ্‌	দি		ঘেরে	নাগ্‌		গে	দি		ঘেড়ে	নাগ্‌	

বর্তমানে সুরফাক দশ মাত্রার তাল হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। তালটির ছন্দ, পদ, তালি-খালি নিয়ে দু'টি ভিন্ন মত প্রচলিত। এক মতে, ২-২-২-২-২ বিভাগযুক্ত সমপদী ছন্দের এই তালে তিনটি তালি ও দু'টি খালি বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম পদে তালি এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে খালি। অর্থাৎ, প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম মাত্রায় তালি এবং তৃতীয় ও নবম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। তালের থাপিয়া :

সঙ্গীতমঞ্জরী :

	১			০			২			৩			০		
I	।	।	|	।	।	|	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধা	ঘেনে		নাগ্‌	দি		ঘেনে	নাগ		গ	দ্দি		ঘেনে	নাগ্‌	

ক্রমিক পুস্তক মালিকা :

	১			০			২			৩			০		
I	।	।	|	।	।	|	।	।	|	।	।	|	।	।	I
	ধা	ধা		দিন্‌	তা		কিট	ধা		তিট	কত		গদি	গন	

ভারতীয় সঙ্গীতকোষ :

১ ০ ২ ৩ ০
I া া | া া | া া | া া | া া I
ধা ঘেড়ে নাগ্ দি ঘেড়ে নাগ গদ্ দি ঘেড়ে নাগ্

তাল-অভিধান :

১ ০ ২ ৩ ০
I া া | া া | া া | া া | া া I
ধা ধা দেন্ তা কেটে ধা তেটে কতা গদি ঘেনে

অপর মতে, ৪-২-৪ ছন্দে তিনটি পদে বিভক্ত এই তালের তিনটি তালি, কোনো খালি নেই। বর্তমানে বিষ্ণুপুর ঘরানায় এই মতটি প্রচলিত আছে। থাপিয়া নিম্নরূপ :

গীতসূত্রসার ;

১ ২ ৩
I া া া া | া া | া া া া I
ধা ঘেনে নাগ্ দিগ্ ঘেনে নাগ্ গ দ্দী ঘেনে নাগ্

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

১ ২ ৩
I া া া া | া া | া া া া I
ধা ঘেনে নাগ্ দি ঘেনে নাগ্ গদ্ দি ঘেনে নাগ্

এ যাবৎ সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী সুরফাক তালে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গান চারটি। ধ্রুপদ অঙ্গে রচিত এই গানগুলোর মধ্যে দু'টি গান চার তুক বিশিষ্ট এবং বাকি দু'টি গান দুই তুকের। সবগুলো গানই সম থেকে আরম্ভ হয়েছে। নিচে সুরফাক তালে নজরুল রচিত গানগুলো একটি তালিকা উপস্থাপিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	তথ্যের উৎস
১	এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
২	জয় ভূতনাথ হে দেব প্রলয়ঙ্কর	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৬০ (১৯৩৬), শিল্পী : ধীরেন দাস
৩	ভবানী শিবানী কালী করালী	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৮৩ (১৯৩৬), শিল্পী : কে. মল্লিক ও ইন্দু সেন
৪	হে প্রবল দর্পহারী	রেকর্ড নং : এন. ১৭২২৮ (১৯৩৮), শিল্পী : ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়

৩.১৯ একতাল

১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সংগীততত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ *সঙ্গীত-তরঙ্গে* একতালা বা একতালের লক্ষণ বর্ণনায় গ্রন্থকর্তা রাধামোহন সেন বলেন,

> একতালা সব তালের মূল।
> একেতে সৃজন হয় বিপুল ॥
> পিণ্ড হয় তার তিন মাত্রাতে।
> অর্থাৎ জানিবে লঘু বার্তাতে ॥
> মাত্রা প্রতি চারি বোল হইবে।
> তিন মাত্রাতে দ্বাদশ হইবে ॥
> তিন লঘু এই তালে বিধান।
> শেষের তালেতে আসিবে মান ॥[৩০]

এখানে রাধামোহন সেন একতালকে তিন মাত্রা বিশিষ্ট তাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যার প্রতিটি মাত্রায় চারটি ক'রে বোল থাকে। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বারোটি বোলকে বারোটি মাত্রা হিসেবে নির্দেশ ক'রে প্রতি চার মাত্রা অন্তর অন্তর একটি ক'রে তালাঘাত দিয়ে তিনটি পদে বিন্যস্ত করা হয়। অর্থাৎ ৪-৪-৪ ছন্দে বিভক্ত একতালে তিনটি পদেই তালি, কোনো খালি নেই। কোনো কোনো গবেষকের মতে, অবিরাম গতিতে একটি ক'রে তিনটি তাল সমান ব্যবধানে বারোটি মাত্রায় প্রযুক্ত হওয়ায় এই তালের নামকরণ করা হয়েছে একতালা। ঠেকা নিম্নরূপ :

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

১				২				৩			
ধিন্	ধিন্	না	না	ধি	না	তাগি	তেরেকেটে	ধাগি	তেরেকেটে	ধি	না

তবলা-তরঙ্গিণী :

১				২				৩			
ধিন্	ধিন্	ধা	ধা	দিন্	তা	তা	দিন্	ধা	ধা	দিন্	তা

বর্তমানে এই চতুর্মাত্রিক একতাল প্রায় অপ্রচলিত। স্থানভেদে এই তালের দু'টি রূপের অধিক প্রচলন দেখা যায়। বাংলায় তালটি তিন-তিন ছন্দে এবং হিন্দুস্থানে দুই-দুই ছন্দে প্রচলিত। তিন-তিন ছন্দের একতালের বারটি মাত্রা সমান চারটি পদে বিভক্ত। এর মধ্যে তিনটি আঘাত (প্রথম, চতুর্থ ও দশম মাত্রায়) এবং একটি অনাঘাত (সপ্তম মাত্রায়)। এই প্রকার একতালের ঠেকা :

গীতসূত্রসার ;

১ ২ ০ ৩
I । । । | । । । | । । । | । । । I
ধিন্ ধিন্ ধা ধা থুন্ না ক ত্তে ধাগে তেটেকেটে ধিন্ ধা

সঙ্গীত-মঞ্জরী :

১ ২ ০ ৩
I । । । | । । । | । । । | । । । I
ধিন্ ধিন্ না না ধিন্ না ক ত্তে ধা তেরেকেটে ধিন্ না

অপরদিকে দুই-দুই ছন্দের একতালের ঠেকা ছাড়া মাত্রা-সংখ্যা, পদ-বিন্যাস, তালি-খালি সবকিছুই চৌতালের অনুরূপ। অর্থাৎ চারটি তালি ও দু'টি খালি বিশিষ্ট এই প্রকার একতালে প্রতিটি পদে দু'টি ক'রে মাত্রা থাকে। এর প্রথম, পঞ্চম, নবম ও একাদশ মাত্রায় তালি এবং তৃতীয় ও সপ্তম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। ঠেকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক পুস্তক মালিকা :

১ ০ ২ ০ ৩ ৪
I । । | । । | । । | । । | । । | । । I
ধীন্ ধীন্ ধাগি তৃক্ তুন্ না ক ত্তা ধীন্ তৃক্ ধীন্ না

বিভিন্ন গ্রন্থে এই তালটি বিজয়ানন্দ, মঞ্চতাল, চন্দক প্রভৃতি নামে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রাচীন কোনও তালের সঙ্গে এই তালের সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রে 'একতালি' নামে যে তালের সন্ধান পাওয়া যায় তার সঙ্গে নাম ছাড়া এই তালের আর কোনও সাদৃশ্য দৃশ্যমান হয় না।

নজরুল তাঁর পাণ্ডুলিপিতে ও বিভিন্ন গ্রন্থে এই তালকে 'একতালা' নামে চিহ্নিত করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে এই তালে তাঁর রচিত ৭৬টি গান পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র 'শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগমায়া শঙ্করী শিবানী' গানটি চার-চার ছন্দের একতালে রচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত গানটি নজরুল-সৃষ্ট শঙ্করী রাগে সুরারোপিত। এছাড়া বাকি গানগুলো তিন-তিন ছান্দের একতালে বাঁধা। নিচে সূত্র নির্দেশসহ একতালে নজরুল রচিত গানগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	অন্তরে তুমি আছ চিরদিন	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৪৩ (১৯৩৫), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
২.	অসুর বাড়ির ফেরত এ মা	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩.	আজকে দেখি হিংসা-মদের	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৪.	আজিকে তোমারে স্মরণ	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]

৫.	আমার দুখের বন্ধু তোমার	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৬.	আমার দেওয়া ব্যথা ভোলো	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৭.	আয় মা উমা! রাখবো	রেকর্ড নং : এন. ২৭০০৯ (১৯৪০), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৮.	উদার ভারত! সকল মানবে	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৯.	এই দেহেরই রঙমহলায়	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১০.	এসো এসো রসলোক বিহারী	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১১.	এসো মা ভারত-জননী	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৫৫ (১৯৩২), শিল্পী : কে. মল্লিক
১২.	এসো হৃদি-রাস-মন্দিরে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)।
১৩.	ও মা বক্ষে ধরেন শিব যে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২১৪৯ (১৯৩৭), শিল্পী : অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৪.	ওগো অন্তর্যামী ভক্তের তব	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৫২ (১৯৩৭), শিল্পী : কে. মল্লিক
১৫.	ওরে ও-স্রোতের ফুল	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৬.	কাঁদিছে তিমির-কুন্তলা সাঁঝ	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১৭.	কাঁদিতে এসেছি আপনারে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
১৮.	কার বাঁশরি বাজে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
১৯.	কে এলো ওরে কে এলো (শুকানো মানস মাধবী)	রেকর্ড নং : এন. ৭০৭৫ (১৯৩৩), শিল্পী : কে. মল্লিক
২০.	কে তুমি দূরের সাথি	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
২১.	কেন করুণ সুরে হৃদয়পুরে	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : এন. ৭০০১ (১৯৩২), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
২২.	কোন্ অতীতের আঁধার	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
২৩.	গানগুলি মোর আহত পাখির	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
২৪.	ঘন ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দিনে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
২৫.	জননী মোর জন্মভূমি	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
২৬.	জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
২৭.	জবা কুসুম-সঙ্কাশ	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
২৮.	জয় রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
২৯.	জাগো যোগমায়া জাগো	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৩০.	জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
৩১.	ঝরে ঝর ঝর কোন্ গভীর	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
৩২.	তুমি যতই দহ না	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি* তৃতীয় খণ্ড
৩৩.	তুমি সুন্দর হতে সুন্দর	রেকর্ড নং : এন. ১১৭২৯ (১৯৩১), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৩৪.	তোমাদের দান তোমাদের	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৩৫.	তোমার আকাশে উঠেছিনু	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৩৬.	তোমার প্রেমে সন্দেহ মোর	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭১১ (১৯৩৬), শিল্পী : অমরেন্দ্র ঘোষ
৩৭.	তোর বিদায়-বেলার বন্ধু রে	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)

৩৮.	থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৩৯.	দারুণ পিপাসায় মায়া	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৪০.	দুঃখ সাগর মন্থন শেষ	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৫৫ (১৯৩২), শিল্পী : কে. মল্লিক
৪১.	দুর্গম গিরি কান্তার মরু	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৪২.	'দেশপ্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৪৩.	দোলা লাগিল দখিনার বনে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২৮৯ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৪৪.	নন্দলোক হতে (আনন্দলোক) আমি এনেছি	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৪৯ (১৯৩৮), শিল্পী :বিজনবালা ঘোষ
৪৫.	নাইবা পেলাম আমার গলায়	স্বরলিপিকার : কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল সুরলিপি*, ৮ম খণ্ড
৪৬.	নাহি ভয় নাহি ভয়	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
৪৭.	নিত্য শুদ্ধ কল্যাণরূপে	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৪৮.	পথের দেখা এ নহে গো	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৪৯.	পরজনমে দেখা হবে প্রিয়	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)
৫০.	পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৫১.	ফুলে ফুলে বন ফুলেলো	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৫২.	বাজিছে দামামা, বাঁধ	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
৫৩.	বিজয়োৎসব ফুরাইল মাগো	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৫৪.	বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৪৩ (১৯৩২), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৫৫.	বিরহের নিশি কিছুতে আর	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৫৬.	বুনো ফুলের করুণ সুবাস	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৫৭.	ব্রজগোপাল শ্যাম সুন্দর	রেকর্ড নং : এন. ৯৭ (১৯৩৬), শিল্পী : নীলমণি সিংহ
৫৮.	ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১০২ (১৯৩৪), শিল্পী : শোভারাণী গুপ্তা। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)
৫৯.	ভারত শ্মশান হ'ল মা	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৮৬ (১৯৪১), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৬০.	ভুল করে যদি ভালোবেসে	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
৬১.	মন কেন উদাসে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৬২.	মাগো আমি তান্ত্রিক নই	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১৭২ (১৯৩৫), শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস
৬৩.	মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৬৪.	মোরা ছিনু একেলা	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৬৫.	ম্লান আলোকে ফুট্‌লি কেন	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৬৬.	রঘু কুলপতি রামচন্দ্র	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৬৫ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৬৭.	রোদনে তোর বোধন বাজে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)

৬৮.	লুকাবি মা কোথায় কালী	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)। গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৬৯.	শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগমায়া	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
৭০.	শূন্য এ বুকে পাখি মোর	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭২৬৪ (১৯৩৪), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৭১.	সুন্দর হে, দাও দাও	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
৭২.	স্নিগ্ধ শ্যাম কল্যাণ রূপে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭১১ (১৯৩৬), শিল্পী : অমরেন্দ্র ঘোষ
৭৩.	স্বদেশ আমার! জানি না	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এন. ৭১২৩ (১৯৩৩), শিল্পী : কে. মল্লিক
৭৪.	স্বপনে দেখেছি ভারত-জননী	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : এন. ৭১২৩ (১৯৩৩), শিল্পী : কে. মল্লিক
৭৫.	হৃদয় যত নিষেধ হানে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)
৭৬.	হে গোবিন্দ, ও অরবিন্দ	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)

সাধারণত একতালে রচিত গানগুলো আরম্ভ হয় সম থেকে। এ প্রসঙ্গে *গীতসূত্রসার* গ্রন্থে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'সচরাচর সম হইতেই ইহার (একতালের) উত্থাপন হয়।'[৩১] তবে একতালে নজরুল রচিত গানগুলো এর বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর অধিকাংশ গানের সূচনা হয়েছে ফাঁক থেকে। উপযুক্ত তালিকায় উল্লেখিত গানগুলোর মধ্যে বিভিন্ন গ্রামোফোন রেকর্ড ও স্বরলিপি গ্রন্থ থেকে ৩২টি গানের সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গানগুলোর তাল-ছন্দ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বাধিক ১৩টি গানের 'ধর্‌তাই' ফাঁক থেকে। গানগুলো হলো : 'কে এলো ওরে কে এলো', 'দুঃখ-সাগর মন্থন শেষ', 'দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে', 'নাইবা পেলাম আমার গলায়', 'বিদায় সন্ধ্যা আসিল ওই', 'ব্রজগোপাল শ্যাম সুন্দর', 'ভারত শ্মশান হলো মা', 'মাগো আমি তান্ত্রিক নই', 'রঘুকুলপতি রামচন্দ্র', 'শূন্য এ বুকে পাখি মোর', 'স্নিগ্ধ শ্যাম কল্যাণ রূপে', 'স্বদেশ আমার জানি না তোমার' এবং 'স্বপনে দেখেছি ভারত জননী'। এছাড়া আরো চারটি গান ফাঁক থেকে শুরু হলেও গানের প্রারম্ভে অতিপর্ব থাকার কারণে এগুলো তালের পঞ্চম মাত্রা থেকে ধরা হয়। গানগুলো হলো : 'এসো মা ভারত জননী', 'ওগো অন্তর্যামী ভক্তের তব', 'কেন করুণ সুরে হৃদয়পুরে' এবং 'তুমি সুন্দর হতে সুন্দর'।

আবার সম থেকে 'ধর্‌তাই' নয়টি গানের। এগুলো হলো : 'অন্তরে তুমি আছ চিরদিন', 'জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী', 'জাগো হে রুদ্র জাগো রুদ্রাণী', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'নন্দলোক হতে', 'পরজনমে দেখা হবে প্রিয়', 'বিজয়োৎসব ফুরাইলো মাগো', 'ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান' এবং 'লুকাবি মা কোথায় কালী'। এগুলো ছাড়া আরো চারটি গান সম থেকে শুরু হলেও গানের প্রথমে

'ওমা', 'কার'. 'জয়' ও 'তুমি' অতিপর্ব থাকায় সমের দুই মাত্রা আগে অর্থাৎ একাদশ মাত্রায় গান আরম্ভ হয়। এই গানগুলো হলো : 'ও মা বক্ষে ধরেন শিব', 'কার বাঁশরী বাজে মুলতানি সুরে', 'জয় রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা' এবং 'তুমি যতই দহ না দুখের অনলে'। এই গানগুলোর বাইরে 'আয় মা উমা রাখব এবার' গানটিতে তালের প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গানটির প্রতিটি পঙ্ক্তির উত্থাপন হয় তালের নবম মাত্রায়। ফলে গানটিতে এক অপূর্ব ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়।

৩.২০ চৌতাল

বর্তমানে ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গের গানে সর্বাধিক ব্যবহৃত তালের নাম চৌতাল। এটি মূলত পাখোয়াজে বাদন উপযোগী একটি তাল। বারো মাত্রা বিশিষ্ট এই তাল সমান ছয়টি পদে বিভক্ত। অর্থাৎ, প্রতিটি পদে দু'টি ক'রে মাত্রা থাকে। এই ছয়টি পদবিভাগের মধ্যে চারটি তালি এবং দু'টি খালি। এই তাল চারটি তালির সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় এর নামকরণ করা হয়েছে চৌতাল। স্থানভেদে এই তাল চৌতালা, চারতাল, চন্দতাল, মজীবহট্ প্রভৃতি নানা নামে প্রচলিত। পারস্য ভাষায় এই তালকে 'চাহারজব্' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থকার এই তালকে শাস্ত্রীয় 'চতুস্তাল' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে নামকরণের দিক থেকে 'চৌতাল' ও 'চতুস্তাল' সমার্থবাচক হলেও তাল দু'টির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সংগীতশাস্ত্রী কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *গীতসূত্রসার* গ্রন্থে যে শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করেছেন তাতে দেখা যায়, দু'টি তালেই চারটি তালি সহযোগে গঠিত হলেও এগুলোর মাত্রাসংখ্যা ভিন্ন।[৩২] আবার শাস্ত্র প্রমাণকে উদ্ধৃত করে স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর *মৃদঙ্গ-মঞ্জরী* গ্রন্থে শ্রীকান্ত তালকে চৌতালের আদি রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। চৌতালের থাপিয়া নিম্নরূপ :

গীতসূত্রসার ;

	´		০		২		০		৩		৪		
I	।	। |	।	। |	।	। |	।	। |	।	। |	।	।	I
	ধা	ধা	দিন্	তা	তেটে	কতা	কদে	তা	তেটে	কেটে	গদি	ঘেনে	

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

	´		০		২		০		৩		৪		
I	।	। |	।	। |	।	। |	।	। |	।	। |	।	।	I
	ধা	ধা	দিন্	তা	কৎ	তাগে	দিন্	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে	

ক্রমিক পুস্তক মালিকা :

১ ০ ২ ০ ৩ ৪

I । । | । । | । । | । । | । । | । । I

ধা ধা দীন্ তা কিট ধা দীন্ তা তিট কত গদি গন

চৌতালের প্রাচীনতা সম্পর্কে অধ্যাপক সুবোধ নন্দী বলেন, ‘এই তাল যে বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওরার গান রচনার মধ্যে। সঙ্গীত ভাষ্যের মতে দ্বাপর যুগে ইহা রসাতাল নামে খ্যাত ছিল এবং পরবর্তী কালে মোহন তাল নামে পরিচিত হয়।’[৩৩] পূর্বে চৌতাল ছয় মাত্রার তাল হিসেবে প্রচলিত ছিল। *সঙ্গীত-তরঙ্গ* গ্রন্থে কবি রাধামোহন সেন এই তালকে ‘বড় চৌতাল’ নামে আখ্যায়িত করেছেন। তাল প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> ছয় মাত্রা বড় চৌতালে সাজে।
> আদ্য অন্তে গুরু দ্বি-লঘু মাজে [মাঝে] ॥
> শেষের গুরুতে আসিবে মান।
> পশ্চাৎ দেখহ তার বিধান ॥[৩৪]

অর্থাৎ, চৌতাল দু’টি গুরু মাত্রা ও দু’টি লঘু মাত্রা বিশিষ্ট একটি তাল। এই তালের প্রথমে একটি গুরু মাত্রা, তারপর দু’টি লঘু মাত্রা ও শেষে আরেকটি গুরু মাত্রা থাকে এবং শেষের গুরু মাত্রাটির উপর সম বা মান দেখানো হয়। সমের মাত্রাটির অবস্থান পরিবর্তন করে তাকে তালের প্রারম্ভে স্থাপন করলে এর মাত্রা বিন্যাস হয়, গুরু-গুরু-লঘু-লঘু। সাধারণত গুরু মাত্রাকে দুই মাত্রা এবং লঘু মাত্রাকে এক মাত্রা হিসাব করা হয়, ফলে এর ছন্দবিভাগ দাঁড়ায় ২-২-১-১। পরবর্তীকালে দুই মাত্রা বিশিষ্ট পদগুলোকে ভেঙে দু’টি পদে রূপান্তরিত করা হয়, যার প্রথমটিতে তালি এবং দ্বিতীয়টিতে খালি প্রদর্শন করা হয়। *সঙ্গীতসার* গ্রন্থে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ছয় মাত্রার চৌতালকে এভাবেই উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রদত্ত থাপিয়া :

১ ০ ২ ০ ৩ ৪

I । | । | । | । | । | । I

ধাধা দিন্তা খিত্তাগি দিন্তা তেটিখেতা গেদাঘিনি

পরে তালকে বিলম্বিত লয়ে উপস্থাপনের সুবিধার জন্য এর প্রতিটি মাত্রাকে দুই মাত্রা ক’রে দেখানো হয়েছে।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, একতাল ও চৌতালের গানের মধ্যে ছন্দের তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘একতালার ন্যায় চৌতালে গানের পদ্যও ত্রিমাত্রিক, অর্থাৎ তিন-তিন মাত্রা অন্তরে বর্ণের উপর প্রস্বন থাকে।’[৩৫] প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও হিন্দি (ও এর সমগোত্রীয়)

ভাষায় চৌতালে রচিত যে সব গান পাওয়া যায় তার অধিকাংশের ছন্দ ও সুর বিন্যাস ত্রিমাত্রিক ছন্দযুক্ত।

চৌতালে নজরুল রচিত মাত্র একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। বাগেশ্রী রাগে আধারিত ধ্রুপদ অঙ্গের এই গানটি হল 'জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।/ কাঁদে ধরিত্রী নিপীড়িতা কাঁদে ভয়ার্ত নরনারী।' গানটি *চন্দ্রবিন্দু* গীতিগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। মন্মথ রায় রচিত *কারাগার* নাটকের ধরিত্রী চরিত্রের জন্য কবি এই গানটি রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল কলকাতার মনমোহন থিয়েটারে ১৯৩০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে। নজরুলের সুস্থাবস্থায় গানটির কোনো স্বরলিপি বা রেকর্ড প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীতে জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত *সঙ্গীতাঞ্জলি* স্বরলিপি গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে নজরুল-পরিকর নিতাই ঘটককৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। উক্ত স্বরলিপিধৃত সুরটি নজরুল নির্দেশিত বাগেশ্রী রাগাশ্রিত হলেও তাল হিসেবে এতে একতালের প্রয়োগ দেখা যায়। ফলে স্বরলিপিটির প্রামাণ্যতা নিয়ে সংশয় জাগে। তবে যেহেতু সুরটি কবি নির্দেশিত বাগেশ্রী রাগে সুরারোপিত সেহেতু অনুমান করা যায় স্বরলিপিকার স্মৃতি থেকে কবিকৃত সুরটি উদ্ধার করেছেন ব'লে ভ্রমবশত গানটিকে চৌতালের স্থলে একতালে ছন্দোবদ্ধ করেছেন।

৩.২১ খেমটা

খেমটা বারো মাত্রা বিশিষ্ট একটি ত্রিমাত্রিক ছন্দের তাল। সমান চারটি ভাগে বিভক্ত এই তালের প্রতিটি বিভাগে তিনটি ক'রে মাত্রা থাকে। তালটির চারটি পদের মধ্যে তিনটি তালি ও একটি খালি, যার প্রথম, চতুর্থ ও দশম মাত্রায় তালি এবং সপ্তম মাত্রায় ফাঁক দেখানো হয়। এর গতি ঈষৎ দ্রুত। বিভিন্ন গ্রন্থে তালটির নানাপ্রকার ঠেকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো :

গীতসূত্রসার :

	´১				২				০				৩			
I	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	I
	ধা	টে	ধে		না	তে	নে		তা	টে	ধে		না	ধে	নে	

সঙ্গীত-মঞ্জরী :

	´১				২				০				৩			
I	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	I
	ধা	কে	টে		না	ধি	না		তে	টে	ধি		না	ধি	না	

হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী :

১			২			০			৩		
।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	কেটে	ধিন	না	কে	নে	তা	কেটে	ধিন	না	ঘে	নে

খেমটা তালকে অনেকে আবার ছয় মাত্রার তাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতেও এই তালের চারটি বিভাগ, যার মধ্যে তিনটি তালি ও একটি খালি। ঠেকা নিম্নরূপ:

তবলা-তরঙ্গিনী :

১			২			০			৩		
ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ	ঃ
ধা	ধেনে	ঘেনে	ধা	ঘেনা	দিন্	তা	ধেনে	ঘেনে	ধা	ঘেনা	ধিন্

সঙ্গীতসার :

১		২		০		৩	
।	ঃ	।	ঃ	।	ঃ	।	ঃ
ধাগ্	ধি	না	তিন্	নাক্	ধি	না	ধিন্

এই তালের অপ্রচলিত আরেকটি রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। সে অনুযায়ী খেমটা চার মাত্রা বিশিষ্ট তাল, যাতে তিনটি তালি ও একটি খালি দেখানো হয়। পণ্ডিত গোবিন্দ রাও তাঁর *মৃদঙ্গ তবলা বাদন সুবোধ* গ্রন্থে এবং বোম্বাই গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীগুরুদেব পটবর্ধন তাঁর *মৃদঙ্গ ঔর তবলা বাদন পদ্ধতি* গ্রন্থে এই প্রকার খেমটা তালের বিবরণ উল্লেখ করেছেন।[৩৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সংগীততাত্ত্বিক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *গীতসূত্রসার* গ্রন্থে খেমটা তালের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন :

> ইহার [খেমটা তালের] গতি কিঞ্চিৎ দ্রুত এবং প্রত্যেক তৃতীয় মাত্রায় প্রস্বনাধিক্য হেতু ইহাতে ফাঁক দিতে ইচ্ছা হয় না; সকল প্রস্বনেই তালি মনে হয়। গানে খেমটার কোন পদে একটি অক্ষর, কোন পদে দুইটি, ইহার অধিক অক্ষর থাকে না। যে পদে দুইটি অক্ষর থাকে তাহাদের প্রথমটি প্রায়শই লঘু ও তৎপরটি গুরু। খেমটায় প্রত্যেক তালিকে মাত্রারূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার দুইটি লইলে কাওআলীর এক পদ অর্থাৎ একটি তালি হয়। এই হেতু বাদকেরা কাওআলীর ঠেকা বাদন করিতে করিতে বিচিত্রতার জন্য এক আধবার খেমটার ঠেকাও বাজাইয়া দেন, তাহাতে মাত্রার সূক্ষ্মাংশের লয় না হইলেও তালিতে তালিতে ও দীর্ঘ মাত্রায় বে-লয় হয় না বলিয়া উহা তত অসঙ্গত শুনায় না।[৩৭]

খেমটা তালে নজরুল নির্দেশিত গানের সংখ্যা চৌদ্দ। নিচে গানগুলোর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	আজো ফোটেনি কুঞ্জে মম	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬০ (১৯৩৩), শিল্পী : পটল (চীনা)
২.	এলো ফুলের মহলে ভ্রমরা	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৩.	ঐ ঘাসের ফুলে	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৪.	ও কে কল্‌সি ভাসায়ে জলে	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৫.	ও তুই যাস্‌নে রাই-কিশোরী	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৬.	কালা এত ভালো কি হে	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
৭.	কুমকুম আবির ফাগের	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৩১৬০ (১৯৩৪), শিল্পী : মাষ্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
৮.	কুল রাখ না-রাখ তুমি সে জান	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
৯.	চম্পা পারুল যূথী টগর	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এন. ৭৩০১ (১৯৩৪), শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত
১০.	তুমি দুখের বেশে এলে	গীতিগ্রন্থ: *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৩৮৩৩ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
১১.	নিরুদ্দেশের পথে যেদিন	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
১২.	বন-হরিণীরে তব বাঁকা আঁখির	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)
১৩.	যেন ফিরে না যায় এসে	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১৪.	হেসে হেসে কলসি নাচাইয়া	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)

৩.২২ আড়-খেমটা

আড়-খেমটা তালটি বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি। বাংলার বাইরে উত্তর ভারতের কোথাও এই তালের প্রচলন নেই। এর মাত্রা সংখ্যা, বিভাগ, তালি-খালি সবই খেমটার মত। অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছন্দের বারো মাত্রা বিশিষ্ট এই তালটি সমান চারটি পদে বিভক্ত, যার মধ্যে তিনটি তালি (প্রথম, চতুর্থ ও দশম মাত্রায়) এবং একটি খালি (সপ্তম মাত্রায়)। খেমটার সঙ্গে এর পার্থক্য কেবল ঠেকা, চলন এবং ছন্দের ঝোঁকে। তালটির গতি খেমটার চেয়ে শ্লথ। আড়-খেমটার নামকরণ প্রসঙ্গে সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'ইহা খেমটারই আড়। ধিন্ ও তিন্ শব্দের উপর প্রস্বন পড়ে বলিয়া ইহাকে আড় বলা হইয়াছে।'[৩৮] ঠেকা:

গীতসূত্রসার :

	১				২				০				৩			
I	া	া	া	|	া	া	া	|	া	া	া	|	া	া	া	I
	তা	তেটে	ধিন্		তা	তা	তিন্		তা	তেটে	ধিন্		তা	তা	ধিন্	

সংগীতচন্দ্রিকা :

	১				২				০				৩			
I	া	া	া	|	া	া	া	|	া	া	া	|	া	া	া	I
	ধা	তেটে	ধিন্		ধা	ধা	তিন্		তা	তেটে	ধিন্		ধা	ধা	ধিন্	

তাল অভিধান :

	১				২				০				৩			
I	াঃ	ঃ	া	|	া	া	া	|	াঃ	ঃ	া	|	া	া	া	I
	ধা	ক্রে	ধিন্		ধা	ধা	তিন্		তা	ক্রে	ধিন্		ধা	ধা	ধিন্	

সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা পত্রিকার ভাদ্র ১৩৫৩ সংখ্যায় 'খেমটা তাল' শীর্ষক প্রবন্ধে হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আড়-খেমটা সম্পর্কে বলেন :

> ব্যবহারগত ব্যাপারে বঙ্গে খেমটাওয়ালীর (ব্যবসায়ী নর্তকী সম্প্রদায়) প্রচলন আছে, ইহা সকলেরই বিদিত। ইহাদের গানের বিধি এই যে, তাহারা গীতারম্ভে খেমটা তালে নৃত্য সম্বলিত গান গাহিবে, তৎপর যে কোন তালে গান গাইতে পারিবে। সেই আরম্ভ গীত ধীর লয়ে আরম্ভ করিতে হয়। ধীর গতি প্রাপ্ত হওয়াতে খেমটা তাল 'আড় খেমটা' নামে বহুকালাবধি বিদিত হইয়া আসিতেছে বঙ্গীয় সমাজে। ... খেমটা তাল সংগত সাধারণত মধ্য বা দ্রুত লয়ে হইতে দেখা যায়, কিন্তু আড়-খেমটা ধীর লয়ে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আড়া ও তেলোয়াড়ার ন্যায় খেমটা ও আড়-খেমটার সম্বন্ধ।[৩৯]

আড়-খেমটার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সংগীতকোবিদ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান :

> ইহা ভর্‌তঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সর্বদাই প্রায় ফাঁক পদের ২য় কিংবা ৩য় মাত্রা হইতে উত্থাপিত হইয়া থাকে। ...আড়-খেমটার ঠেকায় প্রত্যেক পদের তৃতীয় মাত্রায় প্রস্বন অধিক; প্রথম মাত্রায় তালির উপর প্রস্বন অতি ক্ষীণ ... এবং সেই হেতু ইহার ছন্দ আড়। ইহার পদ বিভাগের মধ্যে প্রায়শই গানের দুইটি অক্ষর থাকে, তাহার প্রথমটি লঘু, তৎপরটি গুরু ; লঘু ও গুরু, লঘু ও গুরু, এই রূপই ইহার ছন্দ। ... খেমটা অপেক্ষা ইহার গতি ধীরতর – এ জন্য অনেক সময়ে একতালার সহিত উহার ছন্দের বিভ্রম হয়; কিন্তু একতালাতে অক্ষর সংখ্যা অধিক।[৪০]

আড়-খেমটা তালে নজরুল রচিত দু'টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১	ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ	স্বরলিপিকার : মোহিনী সেনগুপ্তা [*নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ*, সংকলন ও সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
২	চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮)

৩.২৩ দীপচন্দী

চৌদ্দ মাত্রা বিশিষ্ট বিষমপদী ছন্দের তাল দীপচন্দী। এই তালের চারটি পদের মধ্যে তিনটি আঘাত (প্রথম, চতুর্থ ও একাদশ মাত্রায়) এবং একটি অনাঘাত (অষ্টম মাত্রায়) দেখানো হয়। এর প্রথম ও তৃতীয় পদে তিনটি ক'রে মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে চারটি করে মাত্রা থাকে, অর্থাৎ বিভাগ ৩-৪-৩-৪। ঠেকা :

```
   ১            ২                 ০
I  ।  ।  ।  |  ।  ।  ।  ।  |  ।  ।  ।  |  ।  ।  ।  ।  I
   ধা ধিন্ ০    ধা গে তিন্ ০    তা তিন ০     ধা গে ধিন্ ০
```

এই তালের অন্য নাম চাঁচর। গবেষক ড. প্রবীরকুমার ভট্টাচার্য বলেন, 'এর দ্বি-গুণ ঠেকাটির নাম চাঁচর।'[৪১] গত শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বাংলায় এই তাল সাত বা চৌদ্দ মাত্রার 'যৎ' নামে সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষে অঞ্চলভেদে এটি হরিতাল, চঞ্চল, রূপচন্দী প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত কোনও গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকায় দীপচন্দী তালে তাঁর রচিত গানের সন্ধান মেলেনি। তবে এখন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রহে থাকা আদি গ্রামোফোন রেকর্ডগুলো পর্যালোচনা করলে এই তালে নজরুলের তিনটি গান পাওয়া যায়। গানগুলো হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১	কেন গো যোগিনী! বিধুর	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৯৩ (১৯৪১), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
২	দূর বনান্তের পথ ভুলি	রেকর্ড নং : পি. ১১৭৭৯ (১৯৩৪), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৩	আমি বাণিজ্যেতে যাব	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৯৩৭ (১৯৪৪), শিল্পী : দুলি বিবি

৩.২৪ ধামার বা ধমার

চৌদ্দ মাত্রা বিশিষ্ট বিষমপদী ছন্দের তাল ধামার। তালটি স্থানভেদে ধমার, ধম্মার, ধমাল, ধর্মতাল প্রভৃতি নামে পরিচিত। এটি মূলত রাধা-কৃষ্ণের দোললীলা বিষয়ক ধ্রুপদাঙ্গে রচিত গানে পাখোয়াজ

সহযোগে বাদিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তালের নামানুসারে এ শ্রেণির ধ্রুপদাঙ্গীয় গানকে 'ধামার' বলে। এই তালের প্রাচীনতা সম্পর্কে সংগীতগুণীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। কোনো কোনো গবেষক প্রাচীন কোনও সংগীতশাস্ত্রে এই তালের উল্লেখ না পেয়ে একে অর্বাচীন তাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে সংগীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই তাল শ্রীকৃষ্ণের সময়ে হোরি তাল নামে পরিচিত ছিল।[৪২] *মৃদঙ্গ মঞ্জরী* গ্রন্থে রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ধামারকে পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিঠ্‌ঠল প্রণীত *নর্তন নির্ণয়* গ্রন্থে বর্ণিত প্রচীন বৃহত্তালের অনুরূপ তাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪৩] আবার কারো কারো মতে তালটির প্রবর্তক নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ : ১৬৭০-১৭৪৮)। প্রকৃতপক্ষে, নায়ক গোপাল থেকে তানসেন পর্যন্ত কোনও রচয়িতার রচনায় ধামার তালের গান পাওয়া যায়নি। সদারঙ্গের সময় থেকেই এই তালে রচিত ধামার গান অধিক প্রচলিত হয়। তালটির ছন্দ, পদ, তালি-খালি এবং ঠেকা নিয়ে নানাপ্রকার মতভেদ রয়েছে। নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো :

প্রথম প্রকার : চারটি অসম পদে বিভক্ত এই প্রকার ধামার তালে তিনটি তালি এবং একটি খালি। প্রথম, ষষ্ঠ ও একাদশ মাত্রায় তালি এবং অষ্টম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। মিশ্র জাতির এই তালটির ছন্দ ৫-২-৩-৪। থাপিয়া :

১					২		০			৩			
ক	ধ্‌ধি	ট	ধি	ট	ধা	০	গ	ত্তি	ট	তি	ট	তা	০

দ্বিতীয় প্রকার : ধামার তালের এই প্রকারে পাঁচটি বিভাগ, যার মধ্যে তিনটি তালি (প্রথম, ষষ্ঠ ও একাদশ মাত্রায়) এবং দুইটি খালি (চতুর্থ ও অষ্টম মাত্রায়)। এর ছন্দ ৩-২-২-৩-৪। বিষ্ণুপুর ঘরানায় ধামার তাল এই রীতিতে প্রচলিত। থাপিয়া :

১			০		২		০			৩			
ক	ধে	টে	ধে	টে	ধা	০	গ	দি	নে	দি	নে	তা	০

বিকল্প থাপিয়া :

১			০		২		০			৩			
ক	ধে	টে	ধে	টে	ধা	০	গ	দিন্‌	তা	তেটে	কতা	গদি	ঘেনে

তৃতীয় প্রকার : এই মতে ধামার তালের তিনটি বিভাগ এবং তিনটিই তালি, কোনও খালি নেই। এর প্রথম, ষষ্ঠ ও একাদশ মাত্রায় তালি দেখানো হয়। ছন্দ ৫-৫-৪। থাপিয়া :

১ ২ ৩

I । । । । । | । । । । । | । । । । I

ক ধে টে ধে টে ধা ০ গ দি নে দি নে তা ০

চতুর্থ প্রকার : এই প্রকারের ধামার পাঞ্জাব ঘরানায় প্রচলিত। তাই একে পাঞ্জাবি ধামারও বলা হয়। চারটি বিভাগে বিভক্ত এ তালের তিনটি তালি ও একটি খালি। প্রথম, চতুর্থ ও একাদশ মাত্রায় তালি এবং অষ্টম মাত্রায় খালি দেখানো হয়। অর্থাৎ এর ছন্দ ৩-৪-৩-৪। তালটি তবলায় বাজানো হয়। ঠেকা :

১ ২ ০ ৩

I । ।ঃ ঃ | । । । । | । । । | । । । । I

ধা ধিন্ ক্রে ধিন্ ধিন্ ধাগে তেরেকেটে ধা ঘেনা তাক তা তেরেকেটে তা তেরেকেটে

ধামার তালের ঠেকা সম্পর্কে একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন সঙ্গীতশাস্ত্রী বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী। তাঁর মতে,

> ধামার তালের ঠেকা লইয়া একটু গণ্ডগোল আছে মনে হয়। প্রথমত, 'ক' বাণীর উপর সমের প্রস্বন অযৌক্তিক, 'ক' বাণীটি প্রস্বনহীন, বরং 'কৎ' বাণীর উপর প্রস্বন দেওয়া চলে – বৈচিত্র্যের জন্য; কিন্তু 'ক' বাণীর উপর ধামারের 'ধা' কি প্রকারে দেওয়া যায়? সম্ভবতঃ বহুবৎসর যাবৎ ঠেকায় তাল বিভাগে কোনও রূপ ভুল চলিয়া আসিতেছে, তদুপরি পুরিয়ার বিখ্যাত ধামার "মেরে অঙ্গিয়া রঙ্গসে ভিগোই" গানের ছন্দ অনুসারে প্রচলিত ধামার ঠেকার ছন্দের সামঞ্জস্য নাই। গ্রন্থকারের [বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী] মনে হয় ধামারের ঠেকা নিম্নলিখিত রূপে ছন্দোবদ্ধ হইলে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত হইবে। ধা – গ দি নে । দি নে । তা – ক । ধে টে ধে টে। প্রচলিত ঠেকার 'ক' এর উপর সম যেরূপ অযৌক্তিক 'গ' এর উপর বিষমও সেইরূপ, কিন্তু নব ছন্দোবিভাগে 'ধা' এর উপর সম এবং 'তা' এর উপর বিষম স্বাভাবিক হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়।[৪৪]

ধামার তালে নজরুল রচিত একটিমাত্র গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানটি ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে সুরসাগর হিমাংশুকুমার দত্তের সুরে শ্রীমতি বীণাপাণি দেবী রেকর্ডবদ্ধ করেন। গানটি হল :

দোলে ঝুলন-দোলায় দোলে নওল কিশোর
গিরিধারী হরষে ॥
মৃদঙ্গ বাজে নভোচারী মেঘে
বারিধারা রুমুঝুমু বরষে ॥

নাচে ময়ূর নাচে কুরঙ্গ ,
কাজরী গাহে বন-বিহঙ্গ
যমুনা-জলে বাজে জলতরঙ্গ ,
শ্যামসুন্দর-রূপ দরশে ॥[৪৫]

নজরুলের সুস্থাবস্থায় গানটির কোনও স্বরলিপি প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীতে নজরুল ইন্সটিটিউট (বর্তমানে জাতীয় কবি কবি নজরুল ইসলাম ইনস্টিটিউট) থেকে নজরুল-*সংগীত স্বরলিপি গ্রন্থমালার* চতুর্দশ খণ্ডে প্রখ্যাত নজরুল-সংগীতজ্ঞ সুধীন দাশকৃত আদি রেকর্ডভিত্তিক স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। উক্ত স্বরলিপিতে ৫-২-৩-৪ ছন্দের ধামার তাল প্রয়োগ করা হয়েছে।

এছাড়া তেওরা তালে নিবদ্ধ 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু' গানটির নজরুলকৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয় *নজরুল-স্বরলিপি* গ্রন্থে। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) সে যুগে নানা আসরে ধামার তালে গানটি গাইতেন। স্মৃতিচারণে তিনি জানিয়েছেন,

> লিখেছিল একটি অপরূপ সপ্তমাত্রিক শিবস্তোত্র, বানিয়েছিল মালকোষ-ধামার। এ গানটি আমার ও অতুলপ্রসাদের একটি বিশেষ প্রিয় গান ছিল, আমি গাইতাম প্রায়ই তাঁর কাছে। শিবের এমন উদাত্ত ঝঙ্কার স্তোত্র এ যুগে সত্যি বিরল। ... মিল ছন্দ উপমা সব জড়িয়ে কী অপূর্ব ছবিই না ফুটে উঠেছে এ জমকালো গানটিতে। পাখোয়াজে ধামারে গাইতে গাইতে শুধু আমিই যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম তাই নয়, শ্রোতাদের মনও সম্ভ্রমে ভরে উঠত, যার ইংরেজি নাম awe। এমন শক্তিস্পন্দিত গান বাংলা ভাষায় বিরল।[৪৬]

নজরুল রচিত 'মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা' গানটি মৃণালকান্তি ঘোষ ১৯৩৭ সালে তেওরা তালে রেকর্ড করেছিলেন, কিন্তু কলকাতা বেতারকেন্দ্রে ২৫ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে প্রচারিত 'দেবীস্তুতি' গীতি আলেখ্যে শিল্পী রত্নমালা সেন গানটি ধামার তালে গেয়েছিলেন।

৩.২৫ আড়া-চৌতাল

আড়া-চৌতাল চৌদ্দ মাত্রা বিশিষ্ট একটি তাল। তবে রাধামোহন সেন দাস রচিত *সঙ্গীত তরঙ্গ*, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *গীতসূত্রসার*, রামসেবক মিশ্র রচিত *তাল প্রকাশ ঔর তবলা বিজ্ঞান* প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে এই তালকে সাত মাত্রা বিশিষ্ট বলা হয়েছে। সম্ভবত এই কারণেই তালটির অপর নাম ছোট চৌতাল। ১৮১৮ সালে (১২২৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত *সঙ্গীত তরঙ্গ* গ্রন্থের তাল পরিচয়ে রাধামোহন সেন জানিয়েছেন :

সাত মাত্রা আড়া-চৌতালা কাছে।
কিন্তু লেখা মতে ব্যত্যয় আছে ॥
দুই গুরু এক লঘুর পরে।
পুনঃ এক গুরু পিণ্ডেতে ধরে ॥
লঘুর উপরে আসিবে মান।
পরেতে দেখহ তার বিধান ॥[৪৭]

দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থকার এখানে সাত মাত্রাকে বিশ্লেষণ করেছেন, প্রথমে দুই গুরু (৪ মাত্রা), পরে এক লঘু (১ মাত্রা) ও শেষে এক গুরু (২ মাত্রা) = সাত মাত্রা; তবে তালি-খালির ব্যাপারে কিছু বলেননি। ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত *গীতসূত্রসার* গ্রন্থের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তালটির পরিচয়ে জানান,

> ইহার গতি শ্লথতর জন্য ইহার তদনুযায়ী ঠেকাও প্রস্তুত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার ঠেকায় অধিক সংখ্যক অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। ...শ্লথ গতির জন্য উক্ত সাত মাত্রার প্রত্যেককে আরও বিভাগ করিয়া ইহার মাত্রাসমষ্টি ১৪ ধরিতে হয়; তাহা হইলে ইহার লয় সহজ হয়। ...ইহার লয় সহজ করণার্থ উক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পদের তৃতীয় মাত্রায় ফাঁক দেওয়া যাইতে পারে।[৪৮]

বর্তমানে চৌদ্দ মাত্রার তাল হিসেবে আড়া-চৌতাল সর্বজনস্বীকৃত। পাখোয়াজ এবং তবলা উভয় আনদ্ধ যন্ত্রেই ভিন্ন ভিন্ন পাট সহযোগে এই তাল বাজানো হয়। সমপদী ২-২-২-২-২-২-২ ছন্দে বিভক্ত আড়া-চৌতালে চারটি তালি এবং তিনটি খালি। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ মাত্রায় তালি এবং পঞ্চম, নবম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় খালি দেখানো হয়। নিচে পাখোয়াজ ও তবলার বোল দেয়া হলো :

গীতসূত্রসার (পাখোয়াজ) :

১	২	০	৩	০	৪	০
I । ।	। ।	। ।	। ।	। ।	। ।	। । I
ধাক্ ০	ধা ধা	দিন্ তা	কৎ তেকে	তেরে কেটে	তাকে কেটে	গদি ঘেনে

তাল অভিধান (পাখোয়াজ) :

১	২	০	৩	০	৪	০
I । ।	। ।	। ।	। ।	। ।	। ।	। । I
ধা গে	ধা গে	দিন্ তা	কৎ তাগে	দিন্ তা	তেটে কতা	গদি ঘেনে

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি (তবলা) :

১	২	০	৩	০	৪	০
I । ।	। ।	। ।	। ।	। ।	। ।	। । I
ধীন্ তিরকিট	ধীন্ না	তুন্ না	ক ত্তা	তিরকিট ধী	না ধী	ধী না

মতান্তরে এই তালে চারটি পদ-বিভাগ দেখানো হয়, যার মধ্যে চারটিই তালি, কোনও খালি নেই। এই মতটি বিষ্ণুপুর ঘরানায় সবিশেষ প্রচলিত। ঠেকা ও থাপিয়া :

সঙ্গীত-মঞ্জরী (পাখোয়াজ) :

	১			২					৩					৪				
I	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	ধা	গে		ধা	গে	দিন্	তা		কৎ	তাগে	দিন্	তা		তেটে	কতা	গদি	ঘেনে	

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

	১			২					৩					৪				
I	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	ধিন্	তেরেকটে		ধি	না	তু	না		ক	তা	ধি	ধি		না	ধি	ধি	না	

আড়া-চৌতালে নজরুল রচিত একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। গানটি হল :

আঁখি পাতা ঘুমে জড়ায়ে আসে
ওগো চাঁদ জাগিয়া থেকো সুদূর আকাশে ॥
জাগিয়া থেকো কবরীর মালা
পথ যেন পায় সে তোমার সুবাসে ॥[৪৯]

গানটি এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে এন. ২৭০৭৩ নম্বর রেকর্ডে শিল্পী দীপালি তালুকদার (নাগ) বাণীবদ্ধ করেন। এই গানটি নজরুল রচিত একটি ভাঙা গান। এর মূল গান আগ্রা ঘরানার কাফি-কানাড়া রাগে সুরারোপিত 'পবন পায়ে তুমহারে মহিম' শীর্ষক খেয়াল-বন্দিশটি। আগ্রা ঘরানার প্রখ্যাত শিল্পী বিদুষী দীপালি তালুকদারের (নাগ) কণ্ঠে মূল গানটি শুনে কবি তাৎক্ষণিকভাবে খেয়াল অঙ্গের আলোচ্য গানটি রচনা করেন। তবে মূল গানটি ত্রিতালে নিবদ্ধ হলেও ভাঙা গানটি তিনি আড়া চৌতালে বেঁধেছেন।

৩. ২৬ ঝুমরা

ঝুমরা চৌদ্দ মাত্রার তাল। বিষমপদী ছন্দের এই তালের বিভাগ ৩-৪-৩-৪। তালটির প্রথম, চতুর্থ ও দশম মাত্রায় তিনটি আঘাত এবং অষ্টম মাত্রায় ফাঁক দেখানো হয়। সাধারণত খেয়াল অঙ্গের গানে তবলায় এ তাল বাজানো হয়। কোনও কোনও প্রাচীন গ্রন্থে ঝুমরাকে 'ঝুম্বরা' নামেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পূর্বে বাংলায় এই তালকে 'তেওট' বা 'তিওট' বলা হতো। হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জানান, 'বাঙ্গালার বৈঠকী সঙ্গীত খুব সম্ভবত এই তাল কীর্তন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে ।'[৫০] বিভিন্ন গ্রন্থে এই তালের ঠেকার ভিন্নতা দেখা যায়। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঠেকা উপস্থাপন করা হলো :

গীতসূত্রসার :

	১				২					০				৩				
I	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	ধিন্	ধা	তেটে		ধিন্	ধিন্	ধা	তেটে		তিন্	তা	তেটে		ধিন্	ধিন্	ধা	তেটে	

ভারতীয় সঙ্গীতকোষ :

	১				২					০				৩				
I	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	ধিন	ধা	তৃক		ধিন্	ধিন্	ধাগে	তৃক		তিন	তা	তৃক		ধিন	ধিন	ধাগে	তৃক	

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি :

	১				২					০				৩				
I	।ঃ	ঃ	।	|	।	।	।	।	|	।ঃ	ঃ	।	|	।	।	।	।	I
	ধীন্	ধা	তৃক		ধীন্	ধীন্	ধাগে	তৃক		তীন্	তা	তৃক		ধীন্	ধীন্	ধাগে	তৃক	

অথবা,

	১				২					০				৪				
I	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	ধীন্	ধীন্	নক্		ধীন্	ধীন্	ধাগে	তৃক		তীন্	তীন্	নক্		ধীন্	ধীন্	ধাগি	তৃক	

ঝুমরা তালে নজরুল রচিত একটি গানের সন্ধান পাওয়া যায় কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *নজরুল-স্বরলিপি* গ্রন্থের দশম খণ্ডে। গানটি হল, 'নৃত্যকালী শঙ্কর সঙ্গে নাচে অতি রুদ্র বিভঙ্গে'। গানটির স্বরলিপি প্রণয়ন করেছেন গবেষক ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর। স্বরলিপির পাদটীকায় তিনি জানিয়েছেন গানটির সুর সংগ্রহ করা হয়েছে নজরুল সান্নিধ্যধন্য শিল্পী শ্রীবরদা গুপ্তের নিকট থেকে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি থেকে প্রকাশিত *উদাসী ভৈরব* গ্রন্থে আলোচ্য গানটির নজরুলের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপিতে গানটির স্বরলিপির যে কাঠামো রয়েছে তার সঙ্গে ব্রহ্মমোহন ঠাকুরকৃত স্বরলিপির সঙ্গতি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, বঙ্গাল ভৈরব রাগে আধারিত আলোচ্য গানটি ১৯৪০ সালের ১০ই এপ্রিল কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'হারামণি' অনুষ্ঠানে স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছিলেন।

৩.২৭ ছোট দোঠুকী

ছোট দোঠুকী বা দুঠুকি চৌদ্দ মাত্রা বিশিষ্ট একটি কীর্তনাঙ্গীয় তাল। শ্রীখোল বাদ্যে এই তাল বাজানো হয়। এই তালটির অপর নাম 'নন্দন তাল'। কীর্তনের সকল ঘরানাতে তালটি প্রচলিত হলেও মনোহরশাহী কীর্তনে এর অধিক ব্যবহার দেখা যায়। চারটি পদে বিভক্ত ৩-৪-৩-৪ ছন্দের এই তালটিতে দু'টি তালি ও দু'টি খালি রয়েছে। এই তালে প্রথম ও চতুর্থ মাত্রায় তাল, অষ্টম ও একাদশ মাত্রায় ফাঁক এবং ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ মাত্রায় কাল দেখানো হয়। দুই আবর্তনে (গুরু ও লঘু) লওয়া :

		১				২		°			০				০		°		
	I	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	।	I
(১)		ধেই	০	০		তা	০	ধেই	০		তা	০	গ		দি	দ্	দা	০	
(২)		ধেই	০	০		তাৎ	০	তা	০		তা	গুরু	গুরু		তাৎ	০	তা	০	

এক আবর্তনে লওয়া

	১		°		২		°			০		°		০		°		
I	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	|	।	।	।	।	I
	ঝা	খি	তা		ঝিন্	০	তা	০		তা	গুরুগুরু	গুরুগুরু		তাৎ	০	তা	০	

এককভাবে এ তালে নজরুল রচিত কোনো গানের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর রচিত একটি কীর্তনে অন্য তালের (ছোট লোফা) সঙ্গে এই তালের প্রয়োগ দেখা যায়। ১৯৩৯ সালের মে মাসে টুইন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে এফটি. ১২৮০৬ নম্বর রেকর্ডে শিল্পী নারায়ণ দাস বসু কর্তৃক গীত 'নিঠুর কপট সন্ন্যাসী ছি ছি লাজের নাহিক শেষ' শীর্ষক কীর্তনে ছোট দোঠুকী তালের প্রয়োগ হয়েছে।

৩.২৮ ত্রিতাল

ত্রিতাল তবলায় বাদনযোগ্য একটি অতি জনপ্রিয় তাল। স্থানভেদে এই তাল তেতালা, তিনতাল, ত্রিতালী প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত। তবলায় তাল শিক্ষণের সূচনা হয় এই তালের মাধ্যমে। ওস্তাদেরা একে তালের রাজা বলে সম্বোধিত করেন। তালটি সম্পর্কে বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী বলেন, 'ত্রিতালের কোনো বিশিষ্ট ছন্দোবৈচিত্র্য না থাকায় সরল হইয়াছে, সুতরাং 'ত্রিতাল'কেই আদর্শ বিবেচনা করিয়া অন্যান্য যাবতীয় তালের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট হয় বলিয়া ইহাকে মুখ্য তাল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।'[৫১] উত্তর ভারতীয় সংগীতের সবচাইতে লোকপ্রিয় গীতিধারা খেয়ালের প্রধান তাল এটি। বর্তমানে প্রচলিত খেয়ালের অধিকাংশ বন্দিশ এই তালে বাঁধা। খেয়াল এবং খেয়াল অঙ্গের গান ব্যতীত অন্যান্য ধারায়ও এই তাল বিশেষ প্রসার লাভ করেছে।

‘ত্রিতাল’ নামটি সংস্কৃত ঘেঁষা হলেও প্রাচীন কোনও সংগীতশাস্ত্রে তালটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেউ কেউ মনে করেন আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫) এই তালের স্রষ্টা। তবে এর ভিন্ন মতও পাওয়া যায়। *তুহফাৎ-উল হিন্দ* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মুসলিম যুগে এই তাল খাম্‌সা নামে পরিচিত ছিল। পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের (১৮৭২-১৯৩১) মতে, শাস্ত্রীয় ‘গণমণ্ঠ’ তালই বর্তমানে ত্রিতাল নামে পরিচিত। আবার স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মনে করেন শাস্ত্রীয় ‘রবিবিক্রম’ তাল থেকেই ত্রিতালের সৃষ্টি। বাংলার প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রী রাধামোহন সেন ত্রিতালের লক্ষণ সম্পর্কে বলেন,

ধিমা তেতালাকে তৃতীয়া কয়।
তাল পিণ্ড চারি মাত্রাতে হয় ॥
তোক ধোরপদ খ্যাল প্রকার।
অনেক ইতে করে ব্যবহার ॥
দুই লঘু এক গুরু বিধান।
দ্বিতীয় লঘুতে আসিবে মান ॥
গুরুর পরতে বিরাম-কাল।
পরেতে দেখহ যেরূপ তাল ॥[৫২]

অর্থাৎ, তাঁর মতে, ত্রিতাল দু’টি লঘু ও একটি গুরু মাত্রা বিশিষ্ট তাল, যার শুরুতে পর পর দু’টি লঘু মাত্রা এবং তারপর একটি গুরু মাত্রা থাকে এবং দ্বিতীয় লঘু মাত্রার উপর মান বা সম দেখানো হয়। সমের মাত্রাটির অবস্থান পরিবর্তন করে তাকে তালের প্রারম্ভে স্থাপন করলে এর মাত্রা বিন্যাস হয়, লঘু-গুরু-লঘু। সাধারণত গুরু মাত্রাকে দুই মাত্রা এবং লঘু মাত্রাকে এক মাত্রা হিসাব করা হয়, ফলে এর ছন্দোবিভাগ দাঁড়ায় ১-২-১। পরবর্তীকালে দুই মাত্রা বিশিষ্ট পদটি ভেঙে দু’টি পদে রূপান্তরিত করা হয়, যার প্রথমটিতে তালি এবং দ্বিতীয়টিতে খালি প্রদর্শন করা হয়।

বর্তমানে প্রচলিত রূপ অনুযায়ী ত্রিতাল ষোল মাত্রা বিশিষ্ট তাল। চার মাত্রা ক’রে সমান চারটি পদে বিভক্ত হওয়ায় এই তালকে সমপদী চতুর্মাত্রিক ছন্দের তাল বলা হয়। এ তালে তিনটি তালি ও একটি খালি দেখানো হয়। এর মধ্যে প্রথম মাত্রায় প্রথম তালি বা সম, পঞ্চম মাত্রায় দ্বিতীয় তালি, নবম মাত্রায় খালি এবং ত্রয়োদশ মাত্রায় তৃতীয় তালি। তবে বাংলায় প্রচলিত অন্য এক মতে, ফাঁকের পরবর্তী তালি অর্থাৎ ত্রয়োদশ মাত্রায় প্রথম তালি দেখানোর রীতি প্রচলিত আছে। সে-ক্ষেত্রে প্রথম মাত্রায় সম বা দ্বিতীয় তালি এবং পঞ্চম মাত্রায় তৃতীয় তালি হয়। কিন্তু বর্তমান হিন্দুস্থানি রীতিতে তালের প্রথম মাত্রায় সম বা প্রথম তালি হওয়ায় পূর্ববর্তী মতটিই সর্বাধিক স্বীকৃত। তালের ঠেকা নিম্নরূপ :

১ ২ ০ ৩

I । । । । | । । । । | । । । । | । । । । I

ধা ধিন্ ধিন্ ধা ধা ধিন্ ধিন্ ধা ধা তিন্ তিন্ তা তা ধিন্ ধিন্ ধা

ভিন্নমতে,

১ ২ ০ ৩

I । । । । | । । । । | । । । । | । । । । I

ধা ধিন্ ধিন্ ধা ধা ধিন্ ধিন্ ধা না তিন্ তিন্ তা তেটে ধিন্ ধিন্ ধা

নজরুল তাঁর সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত নানা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় এবং তাঁর স্বহস্তে লিখিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে এই তালকে ত্রিতাল, তেতালা ও ত্রিতালী নামে চিহ্নিত করেছেন। আবার কোনো কোনো গানে তালের সঙ্গে তার লয়-নির্দেশ জ্ঞাপক শব্দের ব্যবহারও করেছেন কবি। যেমন, 'ওগো বৈশাখী ঝড়', 'কোন মরমীর মরম ব্যাথা' গানে 'ঢিমে তেতালা' এবং 'ত্রিংশ কোটি তব সন্তান' গানে 'জলদ তেতালা' উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ, স্বরলিপি গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, কবির হস্তলিপি ও বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত রেকর্ড থেকে ত্রিতালে নজরুল রচিত ১৫৪টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। উৎস নির্দেশসহ গানগুলোর একটি তালিকা নিচে সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	উৎস
১.	অগ্নি-গিরি ঘুমন্ত	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
২.	অবিরত বাদর বরষিছে	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৩.	আও জীবন মরণ সাথি	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৬১ (১৯৩৭), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী
৪.	আঁধার ভীত এ চিত যাচে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৫.	আঁধার রাতে কে গো	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী : বাণী নিয়োগী
৬.	আজো কাঁদে কাননে	নজরুল হস্তলিপি
৭.	আজো বোলে কোয়েলিয়া	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৪৬ (১৯৩৯), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
৮.	আনো আনো অমৃত বারি	রেকর্ড নং : এন. ৯৯২৫ (১৯৩৭), শিল্পী : শীতলচন্দ্র ঘোষ
৯.	আমার মনের বেদনা	রেকর্ড নং : ইপিই. ৩১৭১ (১৯৭৭), শিল্পী : দীপালি নাগ (তালুকদার)
১০.	আমি তব দ্বারে প্রেম-ভিখারি	রেকর্ড নং : কিউ. এস. ৫২৩ (১৯৪১), শিল্পী : রথীন চট্টোপাধ্যায়
১১.	আমি পথ-মঞ্জরি ফুটেছি	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৭৭ (১৯৩৭), শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১২.	আমি মূলতানী গাই	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫০২ (১৯৪০), শিল্পী : বরদা গুহ
১৩.	আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী	রেকর্ড নং : এন. ১৭২২৭ (১৯৩৮), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। স্বরলিপি

		গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১৪.	আসিবে তুমি জানি প্রিয়	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, স্বরলিপি গ্রন্থ : *সঙ্গীতাঞ্জলি*, প্রথম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স
১৫.	ঊষা এলো চুপি চুপি	চলচ্চিত্র : গোরা (১৯৩৮), শিল্পী : ভক্তিময় দাশগুপ্ত
১৬.	এ কি অসীম পিয়াসা	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৩৬ (১৯৩৬), শিল্পী : বিজনবালা ঘোষ
১৭.	এ কি এ মধু শ্যাম বিরহে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৩৩ (১৯৪০), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
১৮.	এ ঘন ঘোর রাতে	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪০৬ (১৯৪০), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৯.	এ ঘোর শ্রাবণ নিশি	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১৬৩ (১৯৩৫), শিল্পী : সুষমা দে। পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০), স্বরলিপিকার : শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
২০.	এই দেশ কার? তোর নহে	নজরুল হস্তলিপি
২১.	এলো ঐ বনান্তে পাগল	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
২২.	এলো বরষা শ্যাম সরসা	জীবনস্রোত গীতি আলেখ্য [*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*]
২৩.	এসেছি তব দ্বারে	রেকর্ড নং : এন. ৭২৪৪ (১৯৩৪), শিল্পী : গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
২৪.	এসো চির জনমের সাথি	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
২৫.	এসো প্রিয় আরো কাছে	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৬৩ (১৯৪০), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
২৬.	এসো হে সজল শ্যাম ঘন	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৪৪ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী ও ধীরেন দাস
২৭.	ও মা দনুজ-দলনী মহাশক্তি (হ্রীঙ্কার রূপিনী মহালক্ষ্মী)	রেকর্ড নং : এন. ২৭৫৪৭ (১৯৪৫), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
২৮.	ওগো বৈশাখী ঝড়	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
২৯.	ওর নিশীথ-সমাধি ভাঙিও না	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫০৭৬ (১৯৪৩), শিল্পী : ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
৩০.	কত যুগ পাই নাই তোমার	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৬০৫ (১৯৩৬), শিল্পী : পদ্মরাণী গঙ্গোপাধ্যায়
৩১.	কপোত কপোতী উড়িয়া	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৭১ (১৯৩৩), শিল্পী : জ্ঞান দত্ত ও পারুলবালা দেবী
৩২.	কমলারূপিণী, শক্তি-স্বরূপিনী	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৬৫ (১৯৩৭), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৩.	কাবেরী নদী জলে কে গো	রেকর্ড নং : এইচ. ৮৭৬ (১৯৪১), শিল্পী : সুপ্রভা ঘোষ
৩৪.	কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া	রেকর্ড নং : এইচ. ৮৫৭ (১৯৪০), শিল্পী : শচীন দেববর্মণ
৩৫.	কেন মনে জাগে উদাসিনী	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৩৬.	কেন মেঘের ছায়া আজি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৭৯ (১৯৪০), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৩৭.	কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
		পত্রিকা : *কল্লোল* (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), স্বরলিপিকার : মোহিনী সেনগুপ্তা, [*নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ*, সংকলন ও সম্পাদনা : ব্রহ্মমোহন

		ঠাকুর]
৩৮.	গগনে সঘন চমকিছে দামিনী	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩০১ (১৯৪২), শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল
৩৯.	গভীর রাতে জাগি' খুঁজি	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৪০.	গাগরি ভরণে চলে চপলা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৩৮১ (১৯৩৯), শিল্পী : ভবানী দাস
৪১.	গুঞ্জামালা গলে কুঞ্জে এসো	গীতিগ্রন্থ : *গীতি-শতদল* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৪৫ (১৯৩৭), শিল্পী : ধরিত্রী মুখোপাধ্যায়
৪২.	ঘন গগন ঘিরিল ঘন ঘোর	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৪৩.	ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৪৪.	ঘোর ঘনঘটা ছাইল গগন	রেকর্ড নং : জিই. ২৭১০ (১৯৪৪), শিল্পী : কলম্বিয়া ড্রামাটিক পার্টি
৪৫.	চঞ্চল শ্যামল এলো গগনে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫২৮ (১৯৩৬), শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস
৪৬.	চপল আঁখির ভাষায়	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
৪৭.	চম্পা বনে বেণু বাজে	পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (আশ্বিন, ১৩৪৫), স্বরলিপিকার : শ্রীনীলমণি সিংহ
৪৮.	চল্ সখি জল নিতে	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৪৯.	চৈতালি চাঁদিনী রাতে	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫২৩ (১৯৪১), শিল্পী : রথীন চট্টোপাধ্যায়
৫০.	জনম জনম গেল	পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (পৌষ, ১৩৩৮), স্বরলিপিকার : শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত
৫১.	জয় বিগলিত-করুণা রূপিণী	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৩১ (১৯৪১), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৫২.	জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব-সরস্বতী	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৫৩.	জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৩৩৮ (১৯৩৬), শিল্পী : জ্ঞান দত্ত
৫৪.	জাগো মালবিকা! জাগো	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১৭১ (১৯৩৫), শিল্পী : পদ্মরাণী গঙ্গোপাধ্যায়
৫৫.	ঝড়ের বাঁশিতে কে গেলে	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৫৬.	ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৫৭.	ঝর ঝর বারি ঝরে অম্বর	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩০১ (১৯৪২), শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল
৫৮.	ঝরে বারি গগনে ঝুরু ঝুরু	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : এফটি. ৪০৩০ (১৯৩৫), শিল্পী : বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায়
৫৯.	ঢল ঢল নয়নে স্বপনের ছায়া	রেকর্ড নং : এন. ৭২২০ (১৯৩৮), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৬০.	তব ঐ দুটি চঞ্চল আঁখি	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৬১.	তরুণ অশান্ত কে বিরহী	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৮৯ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৬২.	তাপসিনী গৌরী কাঁদে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৬৩.	তুষার-মৌলি জাগো জাগো	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)

৬৪.	তোমার বিনা-তারের গীতি	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৩৩ (১৯৪২), শিল্পী : ইলা ঘোষ
৬৫.	তোমার বীণার মূর্ছনাতে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৬ (১৯৩৫), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৬৬.	ত্রিংশ কোটি তব সন্তান	রেকর্ড নং : জেএনজি. ২৬ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)
৬৭.	দক্ষিণ সমীরণ সাথে	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৯৬ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৬৮.	দূর বেণুকুঞ্জে বাজে মুরলী	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৩৫ (১৯৪০), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
৬৯.	দোলন-চাঁপা বনে দোলে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
৭০.	ধীরে ধীরে আসি (সে)	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬১ (১৯৩৯), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
৭১.	ধূলি-পিঙ্গল জটাজুট মেলে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
৭২.	নন্দ-দুলাল পিয়াল-তমাল	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৭৩.	নাচে নটরাজ, মহাকাল	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৯৭৫ (১৯৩৫), শিল্পী : দেবেন বিশ্বাস
৭৪.	নারায়ণী উমা খেলে হেসে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
৭৫.	নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে	রেকর্ড নং : এন. ১৭০৪৯ (১৯৩৮), শিল্পী : বিজনবালা ঘোষ
৭৬.	নিরজন ফুল বন, এসো প্রিয়া	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬১ (১৯৩৯), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
৭৭.	নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে	রেকর্ড নং : এইচ. ১৫০৯ (১৯৪২), শিল্পী : বিজনকুমার বসু
৭৮.	নীলাম্বরী শাড়ি পরি'	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৭৯ (১৯৪৩), শিল্পী : ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (ফেলু বাবু)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
৭৯.	নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে	রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৯ (১৯৩২), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
৮০.	পথ হারা পাখি কেঁদে ফিরে	রেকর্ড নং : এন. ১৭২১০ (১৯৩৮), শিল্পী : নীহারবালা দেবী
৮১.	পায়েলা বোলে রিনিঝিনি	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
৮২.	পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩১৯ (১৯৩৯), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৮৩.	পিউ পিউ বোলে পাপিয়া	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৯৩ (১৯৪১), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
৮৪.	প্রথম প্রদীপ জ্বালো	রেকর্ড নং : এন. ৩১০৪৯ (১৯৪৯), শিল্পী : জগন্ময় মিত্র
৮৫.	প্রদীপ কি জ্বলিল আবার	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৮৬.	প্রাণে জাগে হিন্দোল	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪২৮ (১৯৪০), শিল্পী : সমবেত
৮৭.	প্রেম অনুরাগে শ্রী-মুখ উজ্জ্বল	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৮৮০ (১৯৩৭), শিল্পী : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৮৮.	ফিরে নাহি এলে প্রিয়	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৭৩ (১৯৪১), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
৮৯.	ফুলের জলসায় নীরব	রেকর্ড নং : এন. ২৭৪৩৯ (১৯৪৪), শিল্পী : ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
৯০.	বন-কুন্তল এলায়ে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
৯১.	বনে যায় আনন্দ-দুলাল	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাশ
৯২.	বরষা ঐ এলো বরষা	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৮৯ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী

৯৩.	ব'লো না ব'লো না ওলো	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এন. ৭০১৩ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
৯৪.	বসন্ত এলো এলো এলো রে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৮৩২ (১৯৩৭), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৯৫.	বসন্ত মুখর আজি	রম্যগীতি, স্বরলিপিকার : শৈলেশ দত্তগুপ্ত [*আদি স্বরলিপি সংগ্রহ*]
৯৬.	বিদায়ের বেলা মোর	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৯৭.	বিষাদিনী এসো শাওন	রেকর্ড নং : ইপিই. ৩১৭১ (১৯৭৭), শিল্পী : দীপালি নাগ (তালুকদার)
৯৮.	বৃন্দাবনী কুঙ্কুম আবির	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
৯৯.	বেণুকা ও কে বাজায়	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১০০.	বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৩৯ (১৯৩৬), শিল্পী : যূথিকা রায়। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা*
১০১.	ব্রজ-কুমার গিরিধারী শ্যাম	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
১০২.	ব্রজ-দুলাল ঘন শ্যাম	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৩০ (১৯৩৭), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
১০৩.	ভগবান শিব জাগো জাগো	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১০৪.	ভবনে আসিল অতিথি সুদূর	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৫৪৯৭ (১৯৪০), শিল্পী : ভবানী দাস। স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ*
১০৫.	ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে	রেকর্ড নং : এন. ৭১৫৬ (১৯৩৩), শিল্পী : কে. মল্লিক
১০৬.	ভালোবাসি কলঙ্কী চাঁদ	স্বরলিপিকার : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ : *নজরুল স্বরলিপি*, একাদশ খণ্ড
১০৭.	ভোরে ঝিলের জলে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৭৪৮ (১৯৪৭), শিল্পী : ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
১০৮.	মদালস ময়ূর-বীণা কার	স্বরলিপিকার : ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ : *নজরুল স্বরলিপি*, দশম খণ্ড
১০৯.	মধুর নূপুর রুমুঝুমু	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৩১ (১৯৪১), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১১০.	মম তনুর ময়ূর সিংহাসনে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১১১.	মম প্রাণশতদল হোক প্রণামী	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৭২ (১৯৩৫), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
১১২.	মম মধুর মিনতি শোন	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩১৯ (১৯৩৯), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১১৩.	মরম-কথা গেল সই	রেকর্ড নং : এন. ৭০১৩ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
১১৪.	মাগো চিন্ময়ী রূপ ধ'রে আয়	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৮৬ (১৯৪১), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১১৫.	মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১১৬.	মেঘ বিহীন খর বৈশাখে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৭৪৮ (১৯৪৭), শিল্পী : ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা*
১১৭.	মেঘ-মেদুর বরষায়	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৯৩ (১৯৩৮), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)

১১৮.	মেঘে মেঘে অন্ধ	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৭৯ (১৯৪০), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১১৯.	মোর না মিটিতে আশা	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১২০.	মোর প্রথম মনের মুকুল	রেকর্ড নং : এইচ. ৮৭৬ (১৯৪১), শিল্পী : সুপ্রভা ঘোষ (সরকার)
১২১.	যমুনা-কূলে মধুর	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
১২২.	যৌবন সিন্ধু টলমল	গীতিগ্রন্থ : *গুলবাগিচা* (১৯৩৩)
১২৩.	রস-ঘনশ্যাম-কল্যাণ সুন্দর	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১২৪.	রাধা-তুলসী প্রেম-পিয়াসী	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৫৪ (১৯৩৭), শিল্পী : খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বাঞ্ছা বাবু)
১২৫.	রামছাগী গায় চতুরঙ্গ	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৪৮ (১৯৩২), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৬.	রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩৪৬ (১৯৩৯), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
১২৭.	রিমিঝিমি রিমিঝিমি বারিধার	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১২৮.	রুম্ ঝুম্ ঝুম্‌ঝুম্ নূপুর বোলে	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৯৩ (১৯৩৮), শিল্পী : দীপালি তালুকদার (নাগ)
১২৯.	রুম্ ঝুম্ বাদল আজি বরষে	রেকর্ড নং : এন. ৭০১৫ (১৯৩২), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)
১৩০.	রুম ঝুম্ রুম ঝুম্ কে বাজায়	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১৩১.	শঙ্কর-রূপে শ্যামল আওল	*নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*
১৩২.	শান্ত হও, শিব, বিরহ বিহ্বল	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১৩৩.	শিব অনুরাগিণী গৌরী জাগে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১৩৪.	শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্মল	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯০ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী ও ধীরেন দাস। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-লিপি* (১৯৩৪)
১৩৫.	শ্মশানে জাগিছে শ্যামা	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৭৪ (১৯৩৭), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১৩৬.	শ্যাম-সুন্দর-গিরিধারী	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৯৩ (১৯৩৭), শিল্পী : নীলমণি সিংহ। পত্রিকা : *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা* (পৌষ, ১৩৪৬), স্বরলিপিকার : শ্রীনীলমণি সিংহ
১৩৭.	শ্যামা তন্বী আমি মেঘ-বরণা	গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৩৮.	শ্যামা তোর নাম যার	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৫৩ (১৯৩৭), শিল্পী : নীলমণি সিংহ
১৩৯.	শ্রান্ত বাঁশরি সকরুণ সুরে	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৯৪ (১৯৩৭), শিল্পী : রাধারাণী দেবী
১৪০.	শ্রীকৃষ্ণ রূপের করো ধ্যান	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৫৪ (১৯৩৭), শিল্পী : খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বাঞ্ছা বাবু)
১৪১.	সতীহারা উদাসী ভৈরব কাঁদে	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১৪২.	সন্ধ্যা গোধূলি লগনে কে	রেকর্ড নং : জিই. ২৬৫৩ (১৯৪৪), শিল্পী : সত্যেন ঘোষাল

১৪৩.	সন্ধ্যামালতী যবে ফুল বনে	রেকর্ড নং : এন. ২৭৪৩৯ (১৯৪৪), শিল্পী : ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১৪৪.	সন্ধ্যার গোধূলি রঙে নাহিয়া	রেকর্ড নং : এন. ৯৯২৫ (১৯৩৭), শিল্পী : শীতলচন্দ্র ঘোষ
১৪৫.	সেদিন অভাব ঘুচবে কি	রেকর্ড নং : পি. ১১৮২৭ (১৯৩৮), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। স্বরলিপি গ্রন্থ : *বেণুকা* (১৯৭০)
১৪৬.	স্নিগ্ধ শ্যাম-বেণী-বর্ণা	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]। গীতিগ্রন্থ : *গানের মালা* (১৯৩৪)
১৪৭.	স্বপনে এসেছিল মৃদুভাষিণী	রেকর্ড নং : এন. ২৭০৬৩ (১৯৪০), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৪৮.	হংস-মিথুন ওগো যাও	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১৪৯.	হাসে আকাশে শুকতারা	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নবরাগ* (১৯৭০)
১৫০.	হে পার্থসারথি! বাজাও	রেকর্ড নং : এন. ৭২৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
১৫১.	হে প্রিয় আমারে দিব না	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৩৬ (১৯৩৬), শিল্পী : বিজন ঘোষ (কালি)
১৫২.	হে বিধাতা! হে বিধাতা!	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৫৭ (১৯৩২), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
১৫৩.	হে মহামৌনী তব	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৭২ (১৯৩৬), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী (মধুপুর)
১৫৪.	হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব	রেকর্ড নং : পি. ১১৮২৭ (১৯৩৮), শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

ত্রিতালে বাঁধা গানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালের ফাঁক থেকে শুরু হয়। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে তালের সম থেকে, সপ্তম মাত্রা থেকে বা ত্রয়োদশ মাত্রা থেকেও আরম্ভ হতে দেখা যায়। বিভিন্ন সূত্র থেকে ত্রিতালে নিবদ্ধ যে নজরুল-সংগীতগুলোর সুরের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ত্রিতালের প্রায় সকল মাত্রা থেকেই গানের 'ধর্‌তাই'-এর দৃষ্টান্ত মেলে। সুরের সন্ধান প্রাপ্ত ১২৯টি গানের মধ্যে ১৪টি সম বা প্রথম মাত্রা থেকে ('আঁধার ভীত এ চিত', 'আসিবে তুমি জানি প্রিয়', 'আমি পথ-মঞ্জরি ফুটেছি', 'আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী', 'কপোত কপোতী উড়িয়া বেড়াই', 'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া', 'তোমার বিনা-তারের গীতি', 'নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে', 'ভোরে ঝিলের জলে', 'রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি', 'শ্রান্ত বাঁশরি সকরুণ সুরে', 'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্মল', 'সন্ধ্যা গোধূলি লগনে কে' ও 'হে মাধব হে মাধব হে মাধব'), ১টি তৃতীয় মাত্রা থেকে ('শ্যামা তোর নাম যার জপমালা'), ১টি চতুর্থ মাত্রা থেকে ('কত যুগ পাই নাই তোমার দেখা'), ১০টি পঞ্চম মাত্রা বা দ্বিতীয় তালি থেকে ('আও জীবন মরণ সাথি', 'আমি তব দ্বারে প্রেম-ভিখারি', 'এ ঘোর শ্রাবণ নিশি', 'এসো চির জনমের সাথি', 'এসো হে সজল শ্যাম ঘন দেয়া', 'জাগো মালবিকা! জাগো', 'দোলন-চাঁপা বনে দোলে', 'ফিরে নাহি এলে প্রিয়', 'বরষা ঐ এলো বরষা', 'হে প্রিয় আমারে দিব না ভুলিতে'), ২টি ষষ্ঠ মাত্রা থেকে ('নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে', 'নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে'), ১৬টি

সপ্তম মাত্রা থেকে ('আজো বোলে কোয়েলিয়া', 'ও মা দনুজ-দলনী মহাশক্তি', 'ওর নিশীথ-সমাধি ভাঙিও না', 'কেন মেঘের ছায়া আজি', 'জয় বিগলিত-করুণা রূপিণী', 'জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব-সরস্বতী', 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা', 'মম তনুর ময়ূর সিংহাসনে', 'মম মধুর মিনতি শোন', 'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধ'রে আয়', 'মোর প্রথম মনের মুকুল', 'রামছাগী গায় চতুরঙ্গ', 'রুম্ ঝুম্ বাদল আজি বরষে', 'শ্যাম-সুন্দর-গিরিধারী', 'স্বপনে এসেছিল মৃদুভাষিণী', 'হে পার্থসারথি! বাজাও বাজাও'), ১টি অষ্টম মাত্রা থেকে ('শ্রীকৃষ্ণ রূপের করো ধ্যান'), ৪৬টি নবম মাত্রা বা ফাঁক থেকে ('আনো আনো অমৃত বারি', 'আমার মনের বেদনা', 'ঊষা এলো চুপি চুপি', 'এ কি অসীম পিয়াসা', 'কমলা রূপিণী শক্তি-স্বরূপিনী', 'কাবেরী নদী জলে কে গো', 'কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা', 'গগনে সঘন চমকিছে দামিনী', 'গভীর রাতে জাগি খুঁজি', 'গাগরি ভরণে চলে চপলা', 'গুঞ্জামালা গলে কুঞ্জে এসো', 'চঞ্চল শ্যামল এলো গগনে', 'চপল আঁখির ভাষায়', 'চম্পা বনে বেণু বাজে', 'চৈতালি চাঁদিনী রাতে', 'জনম জনম গেল', 'ঝর ঝর বারি ঝরে অম্বর', 'তরুণ অশান্ত কে বিরহী', 'তাপসিনী গৌরী কাঁদে', 'তোমার বীণার মূর্ছনাতে', 'ত্রিংশ কোটি তব সন্তান', 'দক্ষিণ সমীরণ সাথে', 'দূর বেণুকুঞ্জে বাজে মুরলী', 'নাচে নটরাজ মহাকাল', 'নিরজন ফুল বন এসো প্রিয়া', 'নীলাম্বরী শাড়ি পরি', 'পায়েলা বোলে রিনিঝিনি', 'প্রাণে জাগে হিন্দোল', 'প্রেম অনুরাগে শ্রী-মুখ উজ্জ্বল', 'বন-কুন্তল এলায়ে', 'বসন্ত এলো এলো এলো রে', 'বসন্ত মুখর আজি', 'বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ', 'বেণুকা ও কে বাজায়', 'ভগবান শিব জাগো জাগো', 'ভবনে আসিল অতিথি সুদূর', 'ভালোবাসি কলঙ্কী চাঁদ', 'মরম-কথা গেল সই', 'মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে', 'রুম ঝুম্ রুম ঝুম্ কে বাজায়', 'সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে', 'সন্ধ্যার গোধূলি রঙে নাহিয়া', 'স্নিগ্ধ শ্যাম-বেণী-বর্ণা', 'শিব অনুরাগিণী গৌরী জাগে', 'হংস-মিথুন ওগো যাও', 'হাসে আকাশে শুকতারা হাসে'), ১৯টি দশম মাত্রা থেকে ('অবিরত বাদর বরষিছে', 'আঁধার রাতে কে গো একেলা', 'এসেছি তব দ্বারে', 'এসো প্রিয় আরো কাছে', 'ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা', 'ঢল ঢল নয়নে স্বপন-ছায়া গো', 'ধূলি-পিঙ্গল জটাজুট মেলে', 'নারায়ণী উমা খেলে হেসে', 'পথ হারা পাখি কেঁদে ফিরে', 'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে', 'ফুলের জলসায় নীরব কেন', 'ব্রজ-দুলাল ঘনশ্যাম', 'ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে'. 'মধুর নূপুর রুমুঝুমু', 'মোর না মিটিতে আশা', 'রাধা-তুলসী প্রেম-পিয়াসী', 'শান্ত হও শিব', 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'সন্ধ্যামালতী যবে ফুল বনে ঝুরে'), ৩টি একাদশ মাত্রা থেকে ('আমি মূলতানী গাই', 'মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী', 'হে মহামৌনী তব'), ৬টি দ্বাদশ মাত্রা থেকে ('এ কি এ মধু শ্যাম বিরহে', 'ধীরে ধীরে আসি আধো ঘুমে', 'প্রথম প্রদীপ জ্বালো', 'পিউ পিউ বোলে পাপিয়া', 'বিষাদিনী এসো শাওন সন্ধ্যায়', 'রুম্ ঝুম্ ঝুম্‌ঝুম্ নূপুর বোলে'), ৩টি ত্রয়োদশ মাত্রা বা তৃতীয় তালি থেকে

(‘অগ্নি-গিরি ঘুমন্ত’, ‘রস-ঘনশ্যাম-কল্যাণ সুন্দর’, ‘সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর’), ৪টি চতুর্দশ মাত্রা থেকে (‘মেঘ বিহীন খর বৈশাখে’, ‘মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম’, ‘হে বিধাতা! হে বিধাতা!’, ‘মৃত্যু নাই নাই দুঃখ’, ২টি পঞ্চদশ মাত্রা থেকে (‘ঝরে বারি গগনে ঝুরু ঝুরু’, ‘বনে যায় আনন্দ-দুলাল’) এবং ১টি ষোড়শ মাত্রা থেকে (‘ব’লো না ব’লো না ওলো সই’) উত্থাপিত হয়েছে।

এভাবে ত্রিতালে গান বাঁধা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নজরুল। এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ত্রিতালে এক অদ্ভুত গান বেঁধে তবলিয়াকে ধরাশায়ী করেছিলেন তিনি। নজরুল-সংগীতের প্রখ্যাত শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় এক স্মৃতিচারণে এই ঘটনার বিবরণ দেন,

> একবার একটি বিয়ে উপলক্ষে কাজীদার সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরদা, সুনীল ঘোষ, ধীরেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি তাঁর ছাত্র শিল্পীগণ বসিরহাটের কাছে এক বাড়িতে এসেছেন। স্বভাবতই সেখানে গানের আসর বসেছে। ধীরেন্দ্র বাবু গাইছেন বাংলা গান। গ্রাম্য ওস্তাদ তবলা বাজাচ্ছেন। হঠাৎ তবলাবাদক বলে উঠলো, ‘হিন্দি খেয়াল-টেয়াল গান। বাংলা গানের সঙ্গে আবার কী বাজাবো?’ যাই হোক কাজীদা বললেন যে, ‘এখন তো বেশ বেলা হয়ে গেছে। স্নান-খাওয়া-দাওয়ার সময় হয়েছে। বিকেলে আবার গানের আসর বসবে।’ তখনকার মতো আসর ভঙ্গ হলো। সারা দুপুর বসে কাজীদা এমন একটি গান বাঁধলেন, যার তালের ঝোঁক হলো ‘একতালার’। কিন্তু গানটি হলো ষোলো মাত্রা ত্রিতালে। গানটি সিদ্ধেশ্বরদাকে শেখালেন। তারপর বিকেলে তো গানের আসর বসলো। সিদ্ধেশ্বরদা প্রথমে কয়েকখানা হিন্দি খেয়াল গাইলেন। তবলাবাদক তো খুব খুশি। এরপরই সিদ্ধেশ্বরদা বললেন, ‘একটা বাংলা গান গাইছি, বাজান।’ তবলাবাদক তাচ্ছিল্যভরে বললেন, ‘বাংলা গানের সঙ্গে কি বাজাবো?’ তখন সবাই চেপে ধরলো অন্তত একটা গানের সঙ্গে বাজাতে। সিদ্ধেশ্বরদা গান ধরলেন। কিন্তু বাজিয়ে ত্রিতাল না বাজিয়ে ধরলো একতাল। সুতরাং তালে ভিড়লো না। তবলাবাদক বললো, ‘আপনি বেতালা গাইছেন।’ সিধুদা বললেন, ‘কর গুনুন তো। কত মাত্রা হলো?’ তবলাবাদক কর গুনে দেখে যে ষোলো মাত্রা। তখন বলা হলো ‘কে ভুল করছে মশাই? আপনি তো ভুল বাজাচ্ছেন নিন্ ত্রিতাল ধরুন।’ কিন্তু ত্রিতাল ধরলে কি হবে? এমনই গানের ঝোঁক যে তবলচি সেই একতালেই ফিরে আসছে। আসরে হাসির রোল উঠলো। তবলাবাদকের কান লাল হয়ে উঠলো। তখন সে সুর বাঁধবার নাম করে হাতুড়ি মেরে তবলাটা ফাঁসিয়ে দিল।[৫৩]

গানটি হল ‘শ্রান্ত বাঁশরি সকরুণ সুরে কাঁদে যবে’। গানটি কবি তালে বেঁধেছিলেন এভাবে : শ্রা ন্ ত বাঁ | শ রি স ক | রু ণ সু রে | কাঁ দে য বে। কিন্তু গানটির প্রস্বন বা ঝোঁক পড়ে – শ্রা ন্ ত | বাঁ শ রি | স ক রু | ণ সু রে | কাঁ দে য বে। অর্থাৎ, গানটির প্রথম বারো মাত্রায় ঝোঁক পড়ে তিন-তিন ছন্দে এবং তারপর অতিরিক্ত চারটি মাত্রা অবশিষ্ট থাকে। ফলে তবলিয়া বিভ্রান্ত হয়ে তিন-তিন ছন্দের তাল

ধরে এবং আবর্তন শেষের চার মাত্রা ছন্দপতন ঘটায়। এভাবে ত্রিতালে নিবদ্ধ গানে তিন-তিন ছন্দে ঝোঁক আসে এমন আরও দু'একটি গানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে প্রখ্যাত শিল্পী শচীন দেববর্মণ হিন্দুস্থান গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে এইচ. ৮৫৭ নম্বর রেকর্ডে নজরুলের সুরে ত্রিতালে নিবদ্ধ একটি ঠুমরি অঙ্গের নজরুল-সংগীত বাণীবদ্ধ করেছিলেন। গানটি হলো 'কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া'। ত্রিতালে গানটির প্রকৃত ছন্দোবিন্যাস এরকম :

	১́					২					০					৩					
I	কু	হু	০	কু	|	হু	০	কু	হু	|	০	কু	হু	০	|	কো	য়ে	০	লি	I
I	য়া	০	কো	য়ে	|	০	লি	য়া	০	|	কু	হ	রি	০	|	ল	০	ম	হু	I
I	য়া	ব	নে	০	|	ম	হু	য়া	ব	|	নে	০	ম	হু	|	য়া	ব	নে	০	I

কিন্তু ত্রিতালে নিবদ্ধ এই গানটির প্রথম তিন আবর্তন (১৬দ্ধ৩=৪৮ মাত্রা) এমনভাবে ছন্দোবদ্ধ করা হয়েছে যে, তিন-তিন ছন্দের একতালের চার আবর্তনে (১২দ্ধ৪=৪৮ মাত্রা) অতি সহজেই উপস্থাপনযোগ্য। যথা :

	১́				২				০				৩			
I	কু	হু	০	|	কু	হু	০	|	কু	হু	০	|	কু	হু	০	I
I	কো	য়ে	০	|	লি	য়া	০	|	কো	য়ে	০	|	লি	য়া	০	I
I	কু	হ	রি	|	০	ল	০	|	ম	হু	য়া	|	ব	নে	০	I
I	ম	হু	য়া	|	ব	নে	০	|	ম	হু	য়া	|	ব	নে	০	I

অর্থাৎ, গানটি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে গানের সুর বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন না করেও তিন-তিন ছন্দে পরিবেশন উপযোগী হয়। এরকম ত্রিতালে বাঁধা গান নিয়ে কবি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

৩.২৯ মধ্যমান

ষোল মাত্রা বিশিষ্ট তাল মধ্যমান সমান চারটি পদে বিভক্ত। এর মধ্যে তিনটি পদে তালি এবং একটি পদে খালি দেখানো হয়। এই তালের প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মাত্রায় তালি এবং নবম মাত্রায় খালি। তালটির তবলায় বাদন উপযোগী ঠেকা নিম্নরূপ :

সঙ্গীত-মঞ্জরী :

	১				২				০				৩				
I	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া	I
	ঘি	ধা	ঘি	ধা	ঘি	ধা	ঘি	ধা	ঘি	তা	কি	তা	কি	ধা	ঘি	ধা	

তবলা-তরঙ্গিনী :

	১				২				০				৩				
I	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া	I
	গি	ধিন্	ত্রেকেট্	ধিন্	গি	ধিন্	ত্রেকেট্	ধিন্	গি	দিন্	ত্রেকেট্	দিন্	কে	ধিন্	ত্রেকেট্	ধিন্	

সঙ্গীতচন্দ্রিকা :

	১				২				০				৩				
I	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া |	াঃ	া	ঃ	া	I
	ধা	ধিন্	ক্রে	ধিন্	ধা	ধিন্	ক্রে	ধিন্	ধা	তিন্	ক্রে	তিন্	তা	ধিন্	ক্রে	ধিন্	

কেউ কেউ তালটিকে সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য ৩২ মাত্রায় বিন্যস্ত করে এর ঠেকা প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে প্রতিটি মাত্রাকে দুই মাত্রা হিসেবে গণনা করা হয়েছে। ঠেকা নিচে দেওয়া হলো :

গীতসূত্রসার :

	১								২								
I	া	া	া	া	া	া	া	া |	া	া	া	া	া	া	া	া |	
	ধা	০	ধা	ধিন্	০	ধা	ধিন্	০	ধা	০	ধা	ধিন্	০	ধা	তিন্	০	

০								৩								
া	া	া	া	া	া	া	া |	া	া	া	া	া	া	া	া	I
তা	০	না	ধিন্	০	ধা	ধিন্	০	ধা	০	ধা	ধিন্	০	ধা	ধিন্	০	

সাধারণত বাংলা টপ্পা ও টপ্পা অঙ্গের গানে মধ্যমান তালের ব্যবহার দেখা যায়। এই তালের গানগুলো সাধারণত ফাঁকের পদের যে কোনো মাত্রা থেকে উত্থাপিত হয়। ফলে তালটির তিনটি তালির মধ্যে দ্বিতীয় বা মধ্যম তালিতে মান বা সম পড়ে। তাই এ তালের নামকরণ করা হয়েছে মধ্যমান। গানে মধ্যমান তালের প্রয়োগ সম্পর্কে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মধ্যমান ছন্দে প্রায়শই গানের বর্ণের লঘু গুরুত্বের নিশ্চয়তা নাই। ইহার সম্ ভিন্ন অন্যান্য তালির উপর প্রায়ই অক্ষর থাকে না; যদিও থাকে, তাহাতে প্রস্বন নাই; এই হেতু ছন্দ অতিশয় আড়।'[৫৪] বাংলার বাইরে মধ্যমান তালের প্রয়োগ তেমন একটা দেখা যায় না।

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ ও তাঁর হস্তলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মধ্যমান তালে তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ছয়। উল্লেখ্য, এই গানগুলোর কোনোটিরই সুরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে নজরুলের গানে মধ্যমান তালের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হলো না। নিচে তথ্য নির্দেশসহ গানগুলোর একটি তালিকা সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	উৎস
১.	আমি শ্রান্ত হয়ে আসব	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
২.	এই নীরব নিশীথ রাতে	গীতিগ্রন্থ : *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)
৩.	কেন আসে, কেন তারা চ'লে যায়	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)
৪.	দেখা দাও দেখা দাও ওগো	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৫.	ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)
৬.	নাইয়া কর পার	গীতিগ্রন্থ : *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১)

৩.৩০ তিল্‌ওয়াড়া

তিল্‌ওয়াড়া তালটি ষোল মাত্রা বিশিষ্ট একটি সমপদী তাল। চারটি পদে বিভক্ত এই তালে তিনটি তালি (প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মাত্রায়) এবং একটি খালি (নবম মাত্রায়)। অর্থাৎ, ঠেকার পার্থক্য ছাড়া তালটি পুরোপুরিই ত্রিতালের অনুরূপ। বলা হয়, বিলম্বিত ত্রিতালের ঠেকাকে কিছুটা আড় প্রতিপন্ন ক'রে তিল্‌ওয়াড়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। তবলায় বাদন উপযোগী এই তালটি মূলত খেয়াল ও খেয়াল অঙ্গের গানের সঙ্গে বাজানো হয়। সাধারণত গোয়ালিয়র ও আগ্রা ঘরানায় এ তালে বিলম্বিত খেয়াল গীত হতে দেখা যায়। তলটির ঠেকা নিম্নরূপ :

ক্রমিক পুস্তক মালিকা :

১ ২ ০ ৩
I । । । । | । । । । | । । । । | । । । । I
ধা তৃক্‌ তীন্‌ তীন্‌ ধা ধা তীন্‌ তীন্‌ তা তৃক্‌ ধীন্‌ ধীন্‌ ধা ধা ধীন্‌ ধীন্‌

ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ :

১ ২ ০ ৩
I । । ।ঃ ঃ | । । । । | । । ।ঃ ঃ | । । । । I
ধা তেরেকেটে ধিন্‌ ধিন্‌ধিন্‌ ধা ধাগে তিন্‌ তিন্‌ না তেরেকেটে ধিন্‌ ধিন্‌ধিন্‌ ধা ধাগে ধিন্‌ ধিন্‌

অথবা,

১				২				০				৩			
I ৷	৷	৷	৷	| ৷	৷	৷	৷	| ৷	৷	৷	৷	| ৷	৷	৷	৷ I
ধা	তেরেকেটে	ধিন্	০ক্রেধিন্ধিন্	ধা	ধাগে	তিন্	তিন্	তা	তেরেকেটে	ধিন্	০ক্রেধিন্ধিন্	ধা	ধাগে	ধিন্	ধিন্

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত গীতিগ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা বা আদি গ্রামোফোন রেকর্ড কোথাও তিল্‌ওয়াড়া তালে তাঁর রচিত কোনো গান প্রকাশিত হয়নি। ১৯৭০ সালে কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *বেণুকা* স্বরলিপিগ্রন্থে স্বরলিপিকার জগৎ ঘটক নজরুল রচিত দরবারী তোড়ি রাগে সুরারোপিত 'উদার অম্বর দরবারে তোরই প্রশান্ত প্রভাত বাজায় বীণা / শতদল শুভ্রা পদতল লীনা' শীর্ষক গানটির স্বরলিপি প্রকাশ করেন। উক্ত গানটিকে স্বরলিপিকার তিল্‌ওয়াড়া তালে স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন। এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এটি তিল্‌ওয়াড়া তালে নজরুল রচিত একমাত্র গান।

৩.৩১ পাঞ্জাবি ঠেকা

ষোল মাত্রা বিশিষ্ট তাল পাঞ্জাবি ঠেকা। চারটি সমমাত্রিক পদে বিভক্ত এই তালটি মধ্যমান তালের সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যপূর্ণ। এর তিনটি তালি (প্রথম, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ মাত্রায়) এবং একটি খালি (নবম মাত্রায়)। এই তালের প্রতিটি পদে চারটি মাত্রায় পাঁচটি বোল বাজানো হয়, যার প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বোল একমাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ বোল অর্ধমাত্রাকাল স্থায়ী হয়। তালের এই বৈশিষ্ট্যটিই মধ্যমান থেকে একে পৃথক করেছে। এই তাল তবলায় সঙ্গত করা হয়। সাধারণত টপ্পা ও ঠুমরি এই তালে গীত হয়। তালটির ঠেকা নিম্নরূপ :

সংগীতি শব্দকোষ :

১					২					০					৩				
I ৷	ঃ	৷	ঃ	৷	| ৷	ঃ	৷	ঃ	৷	| ৷	ঃ	৷	ঃ	৷	| ৷	ঃ	৷	ঃ	৷ I
ধা	ক্র	ধীন্	তা	ধীন্	ধা	ক্র	ধীন্	তা	ধীন্	তা	ক্র	ধীন্	তা	তীন্	ধা	ক্র	ধীন্	তা	ধীন্

নজরুলের সুস্থাবস্থায় প্রকাশিত বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ, গ্রামোফোন রেকর্ড ও তাঁর হস্তলিপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পাঞ্জাবি ঠেকায় তাঁর রচিত তিনটি গানের সন্ধান মেলে। নিচে তথ্য নির্দেশসহ গানগুলোর একটি তালিকা সন্নিবেশিত হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	কেন আসিলে যদি যাবে	নজরুল হস্তলিপি [*নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২.	ভাঙা মন (আর) জোড়া নাহি যায়	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৪১ (১৯৩২), শিল্পী

		: ইন্দুবালা দেবী
৩.	হায় স্মরণে আসে গো	গীতিগ্রন্থ : *সুরসাকী* (১৯৩২)

৩.৩২ খচমচি

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত *গীতি-শতদল* গ্রন্থের ৯২ সংখ্যক গান 'নিয়ে কাদা মাটির তাল/ খেলে হোরি ভূতের পাল' 'ভোজপুরি হোরি'র সুরে বাঁধা এবং 'খচমচি' তালে নিবদ্ধ। কিন্তু বাংলাগানের কোনও প্রতিনিধিত্বশীল সংকলন গ্রন্থে এই তালের নাম পাওয়া যায় না। আবার বাংলা ভাষায় রচিত কোনও তাল তথা সংগীত বিষয়ক গ্রন্থেও এই তালের বিবরণ উপলব্ধ নয়। এমনকি বর্তমানে বাঙালি তবলিয়াদের মধ্যে বহু অনুসন্ধান করেও 'খচমচি' নামে কোনও তালের হদিস পাওয়া যায়নি।

আলোচ্য গানটি গীতিগ্রন্থে প্রকাশের এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে এইচএমভি গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে এন. ৭০৮৯ নম্বর রেকর্ডে শিল্পী হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রেকর্ডবদ্ধ হয়। এই রেকর্ডের ছন্দোবিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাতে আট মাত্রা বিশিষ্ট কাহারবা তালের ঠেকার একটি প্রকার বাজানো হয়েছে। এতে অনুমান করা যায়, খচমচি কাহারবা তালের ঠেকারই একটি প্রকারভেদ মাত্র।

৩.৩৩ হোরি ঠেকা

হোরি বা হরি তাল সম্পর্কে নানা মতভেদ দেখা যায়। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, শ্রীকৃষ্ণের যুগে ধামার তালকে হোরি তাল বলা হতো। এর কারণ, ধমারের প্রত্যেকটি গান শ্রীকৃষ্ণের হোরি খেলাকে কেন্দ্র করে রচিত।[৫৫] আবার সুবোধ নন্দী বলেন,

> চৌদ্দ অথবা সাত মাত্রার যৎ কে হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ দীপ্চণ্ডী নামে ব্যবহার করেন, বাঙ্গলাদেশে ইহা সাত মাত্রার যৎ অথবা চাঁচর নামে পরিচিত, পূর্ব্বে এই তালে হোরীগানই অধিক গীত হইত এইজন্য এর অপর নাম হোরীতাল।[৫৬]

কিন্তু নজরুল তাঁর গীতিগ্রন্থে হোরি বা হোরি ঠেকা নামে যেসব গানের তালনির্দেশ করেছেন সেগুলোর রেকর্ডে বর্তমানে প্রচলিত কাহারবা তালের বিভিন্ন ঠেকার প্রকাশ দেখা যায়। ফলে এ তাল সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তালটিতে নিবদ্ধ গানগুলো হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তথ্যের উৎস
১.	আয় গোপিনী খেল্‌বি হোরি	গীতিগ্রন্থ : সুরসাকী (১৯৩২)
২.	ঘোর ঘনঘটা ছাইল গগন	গীতিগ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৩.	শ্যামের সাথে চল সখি	গীতিগ্রন্থ : সুরসাকী (১৯৩২)

৩.৩৪ তাল-ফেরতা

কোনো গানের এক-একটি তুক ভিন্ন ভিন্ন তালে রচিত হলে তাকে বলা হয় তাল-ফেরতা। অন্যভাবে বলা যায়, একই গানে একাধিক তাল ব্যবহৃত হলে তাকে তাল-ফেরতা বলে। নানা সূত্র থেকে এ যাবৎ তাল-ফেরতায় রচিত কাজী নজরুল ইসলামের ১৪২টি গানের সন্ধান পাওয়া যায়। স্বদেশি, উদ্দীপনামূলক, আধুনিক, রাগপ্রধান, গজল, ইসলামি, ভজন, কীর্তন, শ্যামাসংগীত, লোকগীতি, হাস্যরসাত্মক গান, ছড়া গান, নাট্যগীতি, নৃত্য সংবলিত গান প্রভৃতি নানা শ্রেণির গানে কবি তাল-ফেরতার ব্যবহার করেছেন। তবে তাল-ফেরতার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার দেখা যায় কীর্তন ও নৃত্য সংবলিত গানে। তাঁর রচিত তালফেরের গানে দাদরা, কাহারবা, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, তেওরা, ছোট দোঠুকী, ছোট দশকোশী, সেতারখানি, আদ্ধা কাওয়ালি, দাসপ্যারী ও লোফা তালের ব্যবহার দেখা যায়। এর মধ্যে ছোট দোঠুকী ও ছোট দশকোশী তাল এককভাবে কোনো গানে ব্যবহৃত হয়নি। নিচে ফেরতায় নজরুল রচিত গানওলোর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তালসমূহের নাম	উৎস
১.	অকূল তুফানে নাইয়া	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭২৪৪ (১৯৩৪), শিল্পী : গনি মিয়া (ধীরেন দাস)
২.	আঁখি ঘুম ঘুম ঘুম	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯২ (১৯৩৪), শিল্পী : প্রভা দেবী
৩.	আজি অলি ব্যাকুল ওই	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭০৫৪ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
৪.	আজি নতুন এ চাঁদের	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৯৯২০ (১৯৩৭), শিল্পী : সীতা দেবী
৫.	আজি পিয়াল ডালে বাঁধো	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৯৫ (১৯৩৮), শিল্পী : বীণা দত্ত ও ভক্তিরঞ্জন রায়
৬.	আদায় আর কাঁচকলায় মিলন	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭২৭৫ (১৯৩৪), শিল্পী : বিমল গুপ্ত
৭.	আনমনে জল নিতে ভাসিল	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৩ (১৯৩২), শিল্পী : প্রভা দেবী
৮.	আমার বিছানা আছে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৬০ (১৯৪০), শিল্পী : রঞ্জিত রায়, সহশিল্পী : স্বর্ণ বসু
৯.	আমার হরিনামে রুচি	লোফা, ছোট	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৯০ (১৯৩২), শিল্পী : হরিদাস

		দাসপ্যারী	বন্দ্যোপাধ্যায়
১০.	আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে নাচে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ডনাট্য : মীরাবাঈ (১৯৩৩)
১১.	আমি কলহেরেই তরে কলহ	দাসপ্যারী, লোফা	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫৩৭ (১৯৪১), শিল্পী : নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণী)
১২.	আমি কি সুখে লো গৃহে	লোফা, ছোট দাসপ্যারী, ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং : এন. ৩১৩৫ (১৯৩০), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী। রেকর্ড নং : এন. ৯৯১৬ (১৯৩৭), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৩.	আমি নামের নেশায় শিশুর মতো	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৭৭ (১৯৩৭), শিল্পী : বিজনবালা ঘোষ (কালি)
১৪.	আমি বাউল হলাম	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৭৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী : শান্তা বসু
১৫.	আমি যদি বাবা হতুম	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : জিটি. ২৩ (১৯৩৩), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
১৬.	আমিনার কোলে নাচে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৯৫ (১৯৩৮), শিল্পী : এম. সিরাজুর রহমান
১৭.	আলাপের যে ফুরসৎই নেই	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২৬ (১৯৩৫), শিল্পী : নজরুল, আশ্চর্যময়ী দাসী ও তুলসী চক্রবর্তী
১৮.	এ কি অপরূপ রূপের কুমার	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১২ (১৯৩৬), শিল্পী : রেণু বসু
১৯.	এই গাধার খাটুনির চেয়ে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৩১ (১৯৪০), শিল্পী : রাধারানী ও গোপাল ভট্টাচার্য
২০.	এবারের পূজা মাগো দশভূজা	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ২৭২০৬ (১৯৪১), শিল্পী : রঞ্জিৎ রায়
২১.	এলো কৃষ্ণ কানাইয়া	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫২৭ (১৯৩৬), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
২২.	ঐ শ্যাম মুরলী বাজায়	আদ্ধা, কাহারবা, লোফা, ছোট দাসপ্যারী, দাদরা, ত্রিতাল	রেকর্ড নং : এন. ৭২৪২ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী ও ধীরেন দাস
২৩.	ও কে উদাসী বেণু বাজায়	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪০৬ (১৯৩৫), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
২৪.	ও কে চলিছে বন-পথে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৭২৭ (১৯৩৫), শিল্পী : আশালতা দেবী
২৫.	ও কে ট'লে ট'লে চলে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৩৫১ (১৯৩৮), শিল্পী : রাধারানী দেবী
২৬.	ও গিন্নি বদন তোল	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৭৯১ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২৭.	ও তুই কারে দেখে ঘোম্‌টা	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৮৮৭ (১৯৪৩), শিল্পী : বেলারানী দেবী

২৮.	ও তুই যাস্‌নে রাই-কিশোরী	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭০৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
২৯.	ও বাবা! তুর্কী-নাচন	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৫২ (১৯৩৮), শিল্পী : গোপাল ভট্টাচার্য
৩০.	ও বৌদি তোর কি হয়েছে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৮৮৭ (১৯৪৩), শিল্পী : বেলারানী দেবী
৩১.	ও সে বাঁশরি বাজায়	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৫৫০ (১৯৪০), শিল্পী : সমর রায়
৩২.	ওগো আমরা বাঙালীবাবু (নখদন্তবিহীন চাকুরি অধীন)	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪২৯ (১৯৩৮), শিল্পী : চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য
৩৩.	ওগো প্রিয়তম তুমি চলে	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২৪ (১৯৩৫), শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৩৪.	ওগো ফুলের মতন ফুল্ল	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৪৩৭ (১৯৩৪), শিল্পী : সুধীরা দাশগুপ্ত
৩৫.	আজ ভারতের নব যাত্রাপথের	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩১৩ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাস
৩৬.	ওরে দেখে যা তোরা	কাহারবা, ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৩২ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
৩৭.	ওহে রসিক রসাল কদলী	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৮০ (১৯৩৩), শিল্পী : বিমল গুপ্ত
৩৮.	কালো জাম রে ভাই	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জিটি. ২১ (১৯৩২), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
৩৯.	কুল রাখ না-রাখ	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬৪ (১৯৩৩), শিল্পী : মিস মন্টি
৪০.	কে এলো ডাকে চোখ গেল	কাহারবা, দাদরা	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৪১.	কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল	কাহারবা, দাদরা	গীতিগ্রন্থ : *বনগীতি* (১৯৩২)। রেকর্ড নং : এফটি. ২০২৬ (১৯৩২), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৪২.	কে হেলে দুলে চলে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৩২ (১৯৩৮), শিল্পী : রাধারাণী বসু
৪৩.	কেঁদো না কেঁদো না মাগো	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী : যূথিকা রায়
৪৪.	কেন নিশি কাটালি অভিমানে	দাদরা, কাহারবা	গীতিগ্রন্থ : *চোখের চাতক* (১৯২৯)
৪৫.	কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া	ঝাঁপতাল, লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ৩১৩৫ (১৯৩০), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
৪৬.	কেন হেরিলাম নব ঘনশ্যাম	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬১ (১৯৩২), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
৪৭.	ক্ষীণ তনু যৌবন ভার	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৮৬ (১৯৩৪), শিল্পী : লক্ষ্মী দেবী
৪৮.	ক্ষ্যাপা হাওয়াতে মোর	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৫ (১৯৩২), শিল্পী : হরি বাঈজী
৪৯.	গভীর ঘুমঘোরে স্বপনে	লোফা, তেওরা,	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৫২ (১৯৪১), শিল্পী : মৃণালকান্তি

		ছোট দাসপ্যারী	ঘোষ
৫০.	গিরিধারী লাল কৃষ্ণ গোপাল	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৬৬৯ (১৯৩৯), শিল্পী : শোভারাণী দে
৫১.	চাও চাও চাও নববধূ	দাদরা, ত্রিতাল	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২৭ (১৯৩৫), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)
৫২.	চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭২২৬ (১৯৩৪), শিল্পী : অণিমা (বাদল)
৫৩.	চাঁদের পিয়ালাতে আজি	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩০৫৮ (১৯৩৪), শিল্পী : সুবল দাশগুপ্ত
৫৪.	চাঁপার কলির তুলিকায়	ছোট দাসপ্যারী, লোফা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫২৭ (১৯৩৬), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
৫৫.	চায়ের পিয়াসি পিপাসিত	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ৭১৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৬.	ছি ছি ছি কিশোর হরি	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : কিউএস. ৪৮৭ (১৯৪০), শিল্পী : নীলিমা বন্দোপাধ্যায় (রাণী)
৫৭.	জগতে আজিকে যারা	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৭১ (১৯৩৫), শিল্পী : দেববালা দাসী
৫৮.	জগন্নাথ গেলে যদি	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ২৭৭৪ (১৯৩৩), শিল্পী : প্রফেসর জি. দাস
৫৯.	জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী	একতাল, ত্রিতাল, আদ্ধা কাওয়ালি, কার্ফা	স্বরলিপিকার : নিতাই ঘটক, *সঙ্গীতাঞ্জলি*, দ্বিতীয় খণ্ড
৬০.	ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৩০৩ (১৯৩৪), শিল্পী : সন্তোষ কুমার দাস। *গানের মালা* (১৯৩৪)
৬১.	ঝাঁপিয়া অঞ্চলে কেন	ছোট দশকোশী, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ২৭১৫২ (১৯৪১), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
৬২.	টলমল টলমল পদভরে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৫৫ (১৯৩৩), শিল্পী : ধীরেন দাস। রেকর্ড নং : জেএনজি. ৭৮ (১৯৩৩), শিল্পী : মেগাফোন কোরাস পার্টি (জ্ঞান দত্ত ও অন্যান্য)
৬৩.	টিকি আর টুপিতে লেগেছে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪২২ (১৯৩৫), শিল্পী : বিমল গুপ্ত
৬৪.	তুই কালি মেখে জ্যোতি	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : জিই. ২৬০৫ (১৯৪৩), শিল্পী : উত্তরা দেবী
৬৫.	তুমি এলে কে গো চিরসাথি	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৮৯ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
৬৬.	তুমি কি নিশীথ চাঁদ	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৯৯৫৫ (১৯৩৭), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
৬৭.	তুমি হেরেমের বন্দিনী নহ (আমি আল্লার ডাকে)	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৪৩৫ (১৯৪০), শিল্পী : তরুণ মুসলিম সমিতি
৬৮.	তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪২১৫ (১৯৩৬), শিল্পী : ইন্দু সেন ও

			রেণুবালা দেবী
৬৯.	তোমার নামে একি নেশা	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৪৪ (১৯৩৭), শিল্পী : মো. কাশেম
৭০.	তোমার সজল চোখে লেখা	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৫ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
৭১.	তোমারে চেয়েছি কত যুগ	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ২৩২২ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস ও মানিকমালা দেবী
৭২.	তোরা বলিস্ লো সখি	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ১৭৩০৮ (১৯৩৯), শিল্পী : যূথিকা রায়
৭৩.	ত্রিজগৎ আলো ক'রে আছে	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪৪ (১৯৪০), শিল্পী : বীণা চৌধুরী
৭৪.	দয়া ক'রে দয়াময়ী	দাদরা, কাহারবা, ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং : এন. ৭৩১৬ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৭৫.	দিল দোলা ওগো দিল দোলা	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ২২১৫ (১৯৩২), শিল্পী : হরি বাঈজী
৭৬.	দে দোল্ দে দোল্ ওরে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩১৩ (১৯৩৪), শিল্পী : ধীরেন দাস
৭৭.	দেখলে তোমায় বাসতে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৫৮ (১৯৩৫), শিল্পী : প্রমোদা দেবী
৭৮.	নতুন খেজুর রস	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৫৩২ (১৯৩৮), শিল্পী : রাধারাণী বসু
৭৯.	নন্দকুমার বিনে সই	লোফা, তেওরা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৩০০ (১৯৩৪), শিল্পী : সুধীরা সেনগুপ্ত
৮০.	নব-কিশলয় রাঙা শয্যা	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : জিই. ২৮৬৬ (১৯৪৫), শিল্পী : উত্তরা দেবী
৮১.	নবীর মাঝে রবির সম	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৯১ (১৯৩৪), শিল্পী : মো. কাশেম
৮২.	না মিটিতে মনোসাধ	দাসপ্যারী, লোফা,	রেকর্ড নং : এফটি. ৮৬১ (১৯৩২), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী
৮৩.	নাইয়া! ধীরে চালাও তরণী	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৪ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
৮৪.	নাচন লাগে ঐ তরুলতায়	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৫ (১৯৩২), শিল্পী : রাধারাণী দেবী
৮৫.	নাচিছে মোট্‌কা নাচে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৫২ (১৯৩৮), শিল্পী : গোপাল ভট্টাচার্য
৮৬.	নাচো বনমালী করতালি	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার প্রবোধ
৮৭.	নিঠুর কপট সন্ন্যাসী	লোফা, ছোট দোঠুকি	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৮০৬ (১৯৩৯), শিল্পী : নারায়ণদাস বসু
৮৮.	নীপ-শাখে বাঁধো ঝুলনিয়া	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪০১৭ (১৯৩৫), শিল্পী : আশালতা দেবী

৮৯.	পথে কি দেখ্‌লে যেতে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ১৭০০৩ (১৯৩৭), শিল্পী : লতিকা মিত্র
৯০.	পরান হরিয়াছিলে পাশরিয়া	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৮৯ (১৯৩৪), শিল্পী : গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
৯১.	পিও পিও হে প্রিয় শরাব	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৩৫১ (১৯৩৮), শিল্পী : রাধারানী দেবী
৯২.	ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়	কাহারবা, দাদরা	স্বরলিপি গ্রন্থ : *নজরুল-স্বরলিপি* (১৯৩১)। রেকর্ড নং : পি. ১১৭৪১ (১৯৩২), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
৯৩.	ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে	ঝাঁপতাল, ছোট দাসপ্যারী, লোফা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১২০ (১৯৩৪), শিল্পী : প্রতিভা সেন
৯৪.	ফুটিল মানস-মাধবী-কুঞ্জে	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ৩১০৫১ (১৯৪৯), শিল্পী : তুষারকণা পাল
৯৫.	ফুল চাই চাই ফুল টগর	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭২২৬ (১৯৩৪), শিল্পী : অনিমা (বাদল)
৯৬.	বঁধু ফিরে এসো, আজো	লোফা, ছোট দাসপ্যারী, তেওরা	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৪৭ (১৯৪১), শিল্পী : গৌরী বসু
৯৭.	বঁধু সে দিন নাহিক আর	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এফটি. ৪১০৩ (১৯৩৫), শিল্পী : নারায়ণদাস বসু
৯৮.	বদনা-গাড়ুতে বসে মুখোমুখি	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪২২ (১৯৩৫), শিল্পী : বিমল গুপ্ত
৯৯.	বাঁকা শ্যামল এলো	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৯৯২০ (১৯৩৭), শিল্পী : সীতা দেবী
১০০.	বাঁশিতে সুর শুনিয়ে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩১০ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিমতী দেবী
১০১.	বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৩৮ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
১০২.	বাজে মঞ্জুল মঞ্জির	ছোট দাসপ্যারী, লোফা	রেকর্ড নং : জিই. ২৮৬৬ (১৯৪৫), শিল্পী : উত্তরা দেবী
১০৩.	বাপের বাড়ির থনে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৬৮ (১৯৩৯), শিল্পী : রঞ্জিত রায়
১০৪.	বিজলি চাহনী কাজল	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৪ (১৯৩২), শিল্পী : হরি বাঈজী
১০৫.	বিদেশিনী বিদেশিনী চিনি	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৯৪ (১৯৩৬), শিল্পী : হরিমতী দেবী
১০৬.	বিদেশি অতিথি সিন্ধুপারে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৭১ (১৯৩৩), শিল্পী : জ্ঞান দত্ত ও পারুল দেবী
১০৭.	বৃথা প্রবোধ দিসনে ললিতে	লোফা, দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৯৭৭ (১৯৪৫), শিল্পী : চিত্ত রায়
১০৮.	ব্রজের দুলাল ব্রজে আবার	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১০২ (১৯৩৪), শিল্পী : শোভারাণী গুপ্তা
১০৯.	ভুলি কেমনে আজো যে মনে	কাহারবা, দাদরা	গীতিগ্রন্থ : *বুলবুল* (১৯২৮), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০)।
		আদ্ধা কাওয়ালি,	স্বরলিপি গ্রন্থ : *সুর-মুকুর* (১৯৩৪)

		দাদরা	
১১০.	মণি-মঞ্জির বাজে অরুণিত	লোফা, দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৯৮ (১৯৩৪), শিল্পী : আভা সরকার
১১১.	মদির আবেশে কে চলে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৬০ (১৯৩৩), শিল্পী : পটল (চীনা)
১১২.	মা এলো রে, মা এলো রে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এইচটি. ৭৬ (১৯৩৬), শিল্পী : বাঙলার ছেলেমেয়ে
১১৩.	মার্‌হাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৩৫ (১৯৩৩), শিল্পী : গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
১১৪.	মুরলী শিখিব ব'লে	ছোট দশকোশী, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : কিউএস. ৫৩৭ (১৯৪১), শিল্পী : নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৫.	মোর মন ছুটে যায়	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ২২৩২ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
১১৬.	যদি শালের বন হতো	ছোট দাসপ্যারী, লোফা	রেকর্ড নং : এফটি. ২০২৯ (১৯৩২), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৭.	যা যা লো বৃন্দে মথুরাতে	লোফা, দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এফটি. ১৩৯৭৭ (১৯৪৫), শিল্পী : চিত্ত রায়
১১৮.	যা সখি যা তোরা	ছোট দাসপ্যারী, লোফা	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৯২ (১৯৩৬), শিল্পী : কমলা দেবী
১১৯.	যাও যাও তুমি ফিরে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : পি. ১১৬৮২ (১৯৩১), শিল্পী : ইন্দুবালা দেবী
১২০.	যায় ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল্‌	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৩২৮ (১৯৩৪), শিল্পী : আশালতা দেবী
১২১.	যেন ফিরে না যায় এসে	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ২০৯ (১৯৩৫), শিল্পী : ফুল্লনলিনী দেবী
১২২.	রুমু রুমু রুমু ঝুমু ঝুমু বাজে	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৪ (১৯৩২), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
১২৩.	রেশমি রুমালে কবরী বাঁধি'	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৮৭ (১৯৩৬), শিল্পী : অণিমা (বাদল)
১২৪.	শিউলি তলায় ভোর বেলায়	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ১১০ (১৯৩৪), শিল্পী : শ্বেতাঙ্গিনী দেবী (খেদী)
১২৫.	শুনতিছ? ও বিন্দে! ও কনে (বলি ও-বিন্দে! একবার ঘাড়)	দাদরা, ঝাঁপতাল, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭৩২৮ (১৯৩৫), শিল্পী : তুলসী চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
১২৬.	শ্যামে হারায়েছি ব'লে	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : কিউএস. ৪৮৭ (১৯৪০), শিল্পী : নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণী)
১২৭.	সখি কই গোপী বল্লভ	ছোট দাসপ্যারী, তেওরা, লোফা	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৩০০ (১৯৩৪), শিল্পী : সুধীরা সেনগুপ্তা
১২৮.	সখি তখন আমার বালিকা	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ২৭২৬৩ (১৯৪২), শিল্পী : ইলা ঘোষ

১২৯.	সখি বল্ কোন্ দেশে যাই	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৪৭ (১৯৪১), শিল্পী : গৌরী বসু
১৩০.	সখি বাঁধো লো বাঁধো লো	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮৭ (১৯৩৩), শিল্পী : পারুলবালা দেবী
১৩১.	সখি যায়নি তো শ্যাম	লোফা, দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : জেএনজি. ৮০ (১৯৩৩), শিল্পী : সাধনা দেবী। রেকর্ড নং : এন. ৭১৮৫ (১৯৩৪), শিল্পী : হীরামতি দেবী
১৩২.	সখি সেই তো পুষ্প	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৮৪ (১৯৩৯), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী
১৩৩.	সাজে অভিনব সাজে রাই	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ৯৭০৯ (১৯৩৬), শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ ও মানিকমালা দেবী
১৩৪.	সাত ভাই চম্পা কে কি হবি	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জিটি. ২৩ (১৯৩৩), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
১৩৫.	সাবিত্রী সমান হও	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : জিটি. ২৯ (১৯৩৩), শিল্পী : বীণাপাণি দেবী ও হরিমতী দেবী
১৩৬.	সুবল সখা! এই দেখ্	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	রেকর্ড নং : এন. ৯৮৯৫ (১৯৩৭), শিল্পী : কে. মল্লিক
১৩৭.	সুরের ধারার পাগল-ঝোরা	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৫ (১৯৩২), শিল্পী : রাধারাণী দেবী
১৩৮.	হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭০২৩ (১৯৩২), শিল্পী : ধীরেন দাস
১৩৯.	হৃদি-পদ্মে চরণ রাখো	লোফা, ছোট দাসপ্যারী	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : কাজী নজরুল ইসলাম ও মাস্টার প্রবোধ
১৪০.	হের আহিরিণী মানস-গঙ্গা	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭২৪২ (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী ও ধীরেন দাস
১৪১.	হোরি খেলে নন্দলালা	দাদরা, কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)
১৪২.	হোরির রঙ লাগে আজি	কাহারবা, দাদরা	রেকর্ড নং : এন. ৭১৯২ (১৯৩৪), শিল্পী : আশ্চর্যময়ী দাসী

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, 'ওই শ্যাম মুরলী বাজায়/ রাধা রাধা বলে ডাকো বাঁশি রাধিকায়' শীর্ষক দ্বৈতসংগীতে সর্বাধিক সংখ্যক ছয়টি তাল ব্যবহৃত হয়েছে। মিশ্র গীতশৈলীর অন্তর্গত এই গানের আদি গ্রামোফোন রেকর্ডে তবলা ও শ্রীখোল বাদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে সেতারখানি, কাহারবা, দাদরা ও ত্রিতাল তবলায় এবং লোফা ও দাসপ্যারী তাল শ্রীখোলে বাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বাধিক পাঁচটি তাল ব্যবহৃত হয়েছে 'জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী' গানটিতে।

৩.৩৫ অনিবদ্ধ গান

যে গান তালে নিবদ্ধ নয়, তাকে অনিবদ্ধ গান বলা হয়। নজরুলের সরাসরি তত্ত্বাবধানে বা তাঁর সান্নিধ্যধন্য শিল্পী ও সুরকারদের পরিচালনায় বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে নজরুল-সংগীতের যেসব রেকর্ড প্রকাশিত হয় তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণির বেশ কিছু অনিবদ্ধ গান পাওয়া যায়। নিচে সেগুলোর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	তথ্যের উৎস
১	আমারে চরণে দিও ঠাঁই	রেকর্ড নং : এন. ৭১৫৪ (১৯৩৩), শিল্পী : প্রভা দেবী
২	আরো কত দূর	রেকর্ড নং : এন. ১৭২৩৯ (১৯৩৯), শিল্পী : সরযূবালা দেবী
৩	ও মা ত্রিনয়নী! সেই চোখ দে	রেকর্ড নং : এফটি. ১২৪৮৮ (১৯৩৮), শিল্পী : নারায়ণ দাস বসু
৪	ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩২৮ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫	ওরে অবোধ! গরম জলে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৮৬ (১৯৩৬), শিল্পী : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৬	কও কথা কও কথা, কথা কও	রেকর্ড নং : এন. ৭১৪৫ (১৯৩৩), শিল্পী : প্রভা দেবী
৭	কাঁদিস্‌নে আর কাঁদিস্‌নে মা	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : মাস্টার প্রবোধ
৮	কোন্ রস-যমুনার কূলে	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৫৮ (১৯৪১), শিল্পী : রেণুকা দাশগুপ্ত
৯	গ্রহণী-রোগ-সমা গৃহিণী	রেকর্ড নং : এন. ৭২৩১ (১৯৩৪), শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১০	ঘুম আয় ঘুম নিশুতি দুপুর	রেকর্ড নং : জিটি. ২১ (১৯৩২), শিল্পী : শিশুমঙ্গল সমিতি
১১	ছাড়িতে পরান নাহি চায়	রেকর্ড নং : পি. ১১৬৭৩ (১৯২৯), শিল্পী : প্রতিভা সোম (বসু)
১২	জাগো তন্দ্রামগ্ন জাগো	রেকর্ড নং : এন. ৭২৮১ (১৯৩৪), শিল্পী : কমলা (ঝরিয়া)
১৩	জাগো ভারত রানী ভারতজন্	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৯০ (১৯৩৮), শিল্পী : বিজনবালা ঘোষ
১৪	জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী	রেকর্ড নং : এন. ৭১৫৬ (১৯৩৩), শিল্পী : কে. মল্লিক
১৫	তুমি চলে যাবে দূরে লায়লী	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৫ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস
১৬	তুমি দিয়েছ দুঃখ-শোক	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৮৯ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস
১৭	তোমার আঘাত শুধু দেখল ওরা	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৫৬৮ (১৯৩৬), শিল্পী : নরায়ণদাস বসু
১৮	তোমার বিবাহে আপনার হাতে	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৯ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস
১৯	তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ	রেকর্ড নং : এফটি. ৩১৯৯ (১৯৩৪), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২০	তোমার কবরে প্রিয় মোর	রেকর্ড নং : এন. ৭৪০০ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস
২১	তোমারি চরণে শরণ যাচি	রেকর্ড নং : এন. ৭৪৫৬ (১৯৩৫), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
২২	তোমারই মহিমা গাই	রেকর্ড নং : এন. ৭০৫৬ (১৯৩২), শিল্পী : মো. কাশেম
২৩	'দেশপ্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন	রেকর্ড নং : এফটি. ২৮৪৩ (১৯৩৩), শিল্পী : মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
২৪	পতিত উধারণ জয় নারায়ণ	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৬৯ (১৯৩৮), শিল্পী : এইচএমভি. ড্রামাটিক ক্লাব
২৫	প্রাণের প্রিয়তম যাহা কিছু	রেকর্ড নং : এন. ৯৮২৪ (১৯৩৬), শিল্পী : ধীরেন দাশ
২৬	ফিরে আয় ওরে ফিরে আয়	চলচ্চিত্র : ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী : আঙ্গুরবালা দেবী
২৭	ফোরাতের পানিতে নেমে	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৩২৮ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

২৮	বনের হরিণ বনের হরিণ	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৭ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস
২৯	বরষ গেল আশ্বিন এলো	রেকর্ড নং : এন. ১৭১৯২ (১৯৩৮), শিল্পী : কে. মল্লিক
৩০	বরের বেশে আসবে জানি	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৯ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৩১	বহে শোকের পাথার	রেকর্ড নং : এফটি. ৩৯৮০ (১৯৩৫), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩২	ভোলো ভোলো গো লায়লী	রেকর্ড নং : এন. ৭৩৯৮ (১৯৩৫), শিল্পী : ধীরেন দাস
৩৩	মা! আমার মনে আমার বনে	রেকর্ড নং : এন. ৯৭৬৬ (১৯৩৬), শিল্পী : কৃষ্ণচন্দ্র দে
৩৪	যেয়ো না যেয়ো না মদিনা-দুলাল	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৮৮৪ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্দুল লতিফ এণ্ড পার্টি
৩৫	শুক-শারি সম তনু মন মম	রেকর্ড নং : এইচ. ৯৫৮ (১৯৪১), শিল্পী : রেণুকা দাশগুপ্তা
৩৬	শোনা লো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম (সখি শ্রবণে শোনা)	রেকর্ড নং : ৪০৪৫ (১৯৩৫), শিল্পী : হরিমতী দেবী
৩৭	সেই রবিয়ল আউয়ালেরই	রেকর্ড নং : এন. ৯৮১৯ (১৯৩৭), শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও কে. মল্লিক
৩৮	স্মরণ পারের ওগো প্রিয়	রেকর্ড নং : পি. ১১৬৭৩ (১৯২৯), শিল্পী : প্রতিভা সোম (বসু)
৩৯	হায় পলাশী! এঁকে দিলি তুই	রেকর্ড নং : এন. ১৭২১৩ (১৯৩৮), শিল্পী : নীহারবালা দেবী
৪০	হায় হায় উঠিল মাতম	রেকর্ড নং : এফটি. ৪৪০০ (১৯৩৬), শিল্পী : আব্দুল লতিফ

এই গানগুলোর মধ্যে কয়েকটি গান তালনির্দেশসহ বিভিন্ন গীতিগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। যথা : *চোখের চাতক* গ্রন্থে 'ছাড়িতে পরান নাহি চায়' গানটি দাদরা, *গীতি-শতদল* গ্রন্থে 'জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী' গানটি একতাল, *গুলবাগিচা* গ্রন্থে 'তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ' একতাল, *জুলফিকার* গ্রন্থে 'তোমারি মহিমা গাই' গানটি কার্ফা এবং *বুলবুল* গ্রন্থে 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়' গানটি যৎ তাল নির্দেশিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র ও উল্লেখপঞ্জি

[১] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ২৮।

[২] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭), পৃ. ১৭৫।

[৩] আসাদুল হক, *নজরুল যখন বেতারে* (ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৪৪-৪৫।

[৪] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, রশিদুন্‌ নবী সম্পা. (৩য় সং.; ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৮)।

[৫] এই গবেষণায় তালের ঠেকার বিবর্তন বোঝাতে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ঠেকা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তবে এসব গ্রন্থসমূহে নানা তাললিপি পদ্ধতিতে ঠেকা মুদ্রিত হলেও বর্তমান গবেষণায় সবগুলো ঠেকা আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া কোনো কোনো গ্রন্থে ফাঁকের পরবর্তী তালিকে প্রথম তালি হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচনায় বর্তমান প্রচলন অনুযায়ী সবক্ষেত্রেই তালের সমকে প্রথম তালি হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

[৬] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, *গীতসূত্রসার*, প্রথম ভাগ, (৪র্থ সং.; কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬), পৃ. ১৯৪-১৯৫।

[৭] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "দাদরা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩), পৃ. ২২।

[৮] মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান* (২য় সং.; কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৯৮), পৃ. ১৫৩-১৫৪।

[৯] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৯৪।

[১০] তদেব, পৃ. ২১০।

[১১] তদেব, পৃ. ২০৯।

[১২] তদেব, পৃ. ২০৯।

[১৩] তদেব, পৃ. ১৯০।

[১৪] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "পোস্তা বা পশ্‌তু", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬), পৃ. ১০৬।

[১৫] ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, *সঙ্গীতসারঃ* (কলকাতা : গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৬৮), পৃ. ৫০।

[১৬] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৮৮।

[১৭] তদেব, পৃ. ১৮৮।

[১৮] মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, তদেব, পৃ. ১৫৭।

[১৯] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "কাওয়ালী তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৪২), পৃ. ২৭৪।

[২০] সুবোধ নন্দী, *ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ* (৪র্থ সং., কলকাতা : দুর্গা নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত, ফাল্গুন ১৪২০/ ২০১৩), পৃ. ১৩২।

[২১] গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীতচন্দ্রিকা*, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (২য় সং., কলকাতা : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৫), পৃ. ৪৬।

[২২] মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী, *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ* (কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬), পৃ. ২০৮।

[২৩] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৮৭।

[২৪] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "আট মাত্রার যৎ", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৪২), পৃ. ২০৩।

[২৫] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৪৯।

[২৬] শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, *যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা* (২য় সং.; কলকাতা : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৯), পৃ. ৩৩।

[২৭] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "আড় তাল ও সুরফাক্তা", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৪১), পৃ. ৪৪।

[২৮] সুবোধ নন্দী, *ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ* (৪র্থ সং.; কলকাতা : দুর্গা নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১৩), পৃ. ১১৯।

[২৯] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২০২।

[৩০] রাধামোহন সেন দাস, সঙ্গীত-তরঙ্গ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা : নুটবিহারী রায় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯১২) পৃ. ৩৭৫।

[৩১] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৯৭।

[৩২] *গীতসূত্রসার* গ্রন্থে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় *সংস্কৃত-সংগীতসারসংগ্রহ* গ্রন্থের সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করে বলেন, ' "চতুস্তালো দ্রুত ত্রয়ং লান্তং", অথবা মতান্তরে "চতুস্তালো গুরোঃ পরে ত্রয়ো দ্রুতাঃ", অর্থাৎ চতুস্ততালে তিনটা দ্রুতের পর একটী লঘু, অথবা একটী গুরুর পরে তিনটী দ্রুত।' প্রাচীন বিভিন্ন প্রকার মাত্রার মধ্যে গুরু মাত্রাকে দুই মাত্রা, লঘু মাত্রাকে এক মাত্র এবং দ্রুত মাত্রাকে অর্ধমাত্রার মান দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী দেখা যায়, চতুস্তাল আড়াই মাত্রা বিশিষ্ট তাল, যার দ্বিগুণ করে পাঁচ মাত্রা এবং চৌগুণ করে দশ মাত্রার তালে রূপান্তর করা যায়। আবার মতান্তরে এটি সাড়ে তিন মাত্রার তাল, যার দ্বিগুণ করলে সাত

মাত্রা এবং চৌগুণ করলে চৌদ্দ মাত্রার তাল হয়। অর্থাৎ, মাত্রা সংখ্যার দিক থেকে বর্তমানে প্রচলিত চৌতালের সঙ্গে চতুস্তালের কোনো সাদৃশ্য নেই।

[৩৩] সুবোধ নন্দী, তদেব, পৃ. ১০৯।

[৩৪] রাধামোহন সেন দাস, তদেব, পৃ. ৩৭৯।

[৩৫] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

[৩৬] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "খেমটা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৫৩), পৃ. ৮১।

[৩৭] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৯৪।

[৩৮] গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীতচন্দ্রিকা*, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (২য় সং., কলকাতা : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৫), পৃ. ৪২।

[৩৯] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'খেমটা তাল', তদেব, পৃ. ৮২।

[৪০] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

[৪১] ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য, *ভারতীয় তাল প্রসঙ্গে,* প্রথম খণ্ড (কলকাতা : অন্বেষণ প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ৫৬

[৪২] সুবোধ নন্দী, তদেব, পৃ. ১১৬।

[৪৩] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী "ধামার তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১৩৪৩), পৃ. ৪৬১।

[৪৪] বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ* (২য় সং., কলকাতা : ইমদাদখানি স্কুল অব সিতার, ১৯৮৪), পৃ. ৫২-৫৩।

[৪৫] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, রশিদুন্ নবী সম্পা. তদেব, পৃ. ১৩৭।

[৪৬] করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬), পৃ. ২৫৮-২৫৯।

[৪৭] রাধামোহন সেন দাস, তদেব, পৃ. ৩৭৯।

[৪৮] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২১০-২১১।

[৪৯] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ৩০০।

[৫০] হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "ঝুমরা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৪৩), পৃ. ৯৩।

[৫১] বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, তদেব, পৃ. ৪৯।

[৫২] রাধামোহন সেন দাস, তদেব, পৃ. ৩৭৬।

[৫৩] সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, 'কয়েকটি নজরুল-গীতির ইতিকথা', *নজরুল-স্মৃতিচারণ*, রফিকুল ইসলাম সম্পা. (ঢাকা : নজরুল একাডেমী, মে ১৯৯৫) পৃ. ৩৯১-৩৯২।

[৫৪] কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৯২।

[৫৫] সুবোধ নন্দী, তদেব, পৃ. ১১৭।

[৫৬] তদেব, পৃ. ১২৯।

চতুর্থ অধ্যায়

নজরুলসৃষ্ট তাল ও

সংস্কৃত ছন্দে রচিত নজরুল-সংগীত

চতুর্থ অধ্যায়

নজরুলসৃষ্ট তাল ও সংস্কৃত ছন্দে রচিত নজরুল-সংগীত

৪.১ নজরুলসৃষ্ট তাল

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার সুবর্ণস্পর্শে বাংলাগানের ভান্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর রচিত গীতরাজি বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের বিচিত্রতার পাশাপাশি কাব্যের প্রসাদগুণ ও সুরমাধুর্যেও অনন্যসাধারণ। বিপুল সংখ্যক সংগীত রচনার পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু রাগ ও তালের স্রষ্টা। নজরুলসৃষ্ট তালের সংখ্যা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক করুণাময় গোস্বামী (১৯৪৩-২০১৭) তাঁর *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* গ্রন্থে নজরুল সৃষ্ট ছয়টি তালের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

> রাগ সৃষ্টির মত নজরুল ইসলাম কয়েকটি তালছন্দ সৃষ্টিতেও মনোনিবেশ করেছিলেন। নজরুলসৃষ্ট তালছন্দের নাম হচ্ছে প্রিয়া, স্বাগতা, মন্দাকিনী, মঞ্জুভাষিণী, মণিমালা ও নবনন্দন। প্রিয়া ৭ মাত্রায়, স্বাগতা ১৬ মাত্রায়, মন্দাকিনী ১৬ মাত্রায়, মঞ্জুভাষিণী ১৮ মাত্রায়, মণিমালা ২০ মাত্রায় ও নবনন্দন ২০ মাত্রায় গঠিত।[১]

প্রকৃতপক্ষে 'নবনন্দন' ছাড়া নজরুলসৃষ্ট তাল হিসেবে উল্লিখিত নামগুলোর প্রত্যেকটিই প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের নাম। *পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্*, *ছন্দোমঞ্জরী* প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এগুলোর বিবরণ পাওয়া যায়। এছাড়া কেউ কেউ আবার নজরুল যে কয়টি সংস্কৃত ছন্দে গান রচনা করেছেন সেগুলোর নামের সঙ্গে নবনন্দন যুক্ত ক'রে নজরুলসৃষ্ট ১১টি তালের নাম প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ আবার মনগড়া তালের ঠেকাও নির্দেশ করেছেন।

এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, নজরুলসৃষ্ট একমাত্র তাল নবনন্দন। এই তালে নজরুল রচিত 'দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে' গানটি প্রথম প্রচারিত হয় ১৯৪০ সালের ১১ই মে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে। এখানে উল্লেখ্য, গানটি নজরুলসৃষ্ট দেবযানী রাগে সুরারোপিত। এর বহু পরে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *নবরাগ* গ্রন্থে এই

গানের জগৎ ঘটককৃত স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। স্বরলিপির পাদটীকায় স্বরলিপিকার তালটির যে বিবরণ ও ঠেকা নির্দেশ করেছেন, সে অনুযায়ী তালটির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

নবনন্দন কুড়ি মাত্রা বিশিষ্ট একটি সমপদী তাল। এই তালের প্রত্যেক বিভাগে চারটি ক'রে মাত্রা বিদ্যমান। অর্থাৎ এটি পাঁচটি পদে বিভক্ত, প্রত্যেকটিই তালি, কোনও খালি নেই। সে অনুযায়ী তালের প্রথম, পঞ্চম, নবম, ত্রয়োদশ ও সপ্তদশ মাত্রায় তালাঘাত দেখানো হয়। ঠেকা নিম্নরূপ :

	১					২					৩					৪					৫			
I	।	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	।	|	।	।	।	। I
	না	ধি	ধি	না		না	ধি	ধি	না		না	তি	তি	না		না	তি	তি	না		ধা	০	ধিনিক্	ধা

এই তালে নজরুল রচিত গানটি *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হলো :

দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে।
কাঁপে অধর-আঁখি অরুণ অনুরাগে ॥
নব-ঘন-পরশে কদম শিহরে যেন হরষে,
ভীরু বুকে তা'র তেমনি শিহরণ লাগে ॥
দেব-গুরু-কুমার ভোলে সঞ্জীবনী-মন্ত্র,
তপোবনে তার জাগে ব্যাকুল বসন্ত।
নব-সুর-ছন্দ আনিল অজানা আনন্দ,
পূজা-বেদী তার রাঙিল চন্দন-ফাগে ॥[২]

৪.২ সংস্কৃত কাব্য-ছন্দ

সংস্কৃত 'ছদ্' ধাতু অথবা 'ছাদি' (ণিজন্ত) ধাতু থেকে 'ছন্দঃ' শব্দের উৎপত্তি। 'ছদ্'' ধাতুর চারটি রূপ পাওয়া যায়। যথা : ১. ছাদয়তি, ২. ছদতি, ৩. ছদয়তি এবং ৪. ছাদয়ন্তি। 'ছাদয়তি' অর্থ আচ্ছাদন করা। আবার 'ছদতি' ক্রিয়াপদের অর্থ আবৃত করা। 'ছদয়তি' ক্রিয়াপদ 'ছদ্' ধাতুর 'ণিচ' প্রত্যয়ের দ্বারা উৎপন্ন, যার অর্থ উদ্ভাসিত করা। 'ছাদয়ন্তি' ক্রিয়াপদের অর্থ হলো আচ্ছাদিত করা। *সিদ্ধান্তকৌমুদী* গ্রন্থে 'ছদ্' ধাতু সংবরণার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এর রূপ ছন্দতি এবং ছন্দয়তি দুই প্রকার। তবে 'ছন্দঃ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা-ই হোক না কেন, ছন্দঃ শব্দটি দ্বারা কিছু নির্দিষ্ট অক্ষরযুক্ত পদ্যময় ভাগকে বোঝানো হয়। *অনুক্রমণিকা* গ্রন্থে বলা হয়েছে-'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ'।[৩]

সংস্কৃতে ছন্দ দুই প্রকার — বৈদিক ও লৌকিক। বৈদিক ছন্দঃ সাতটি। গায়ত্রী ছন্দ ২৪ অক্ষরের, এর থেকে ৪ অক্ষর ক'রে বাড়ালে এক-একটি ছন্দ হয়। যথা : গায়ত্রী-২৪, উষ্ণিক-২৮, অনুষ্টুপ-৩২, বৃহতী-৩৬, পঙ্‌ক্তি-৪০, ত্রিষ্টুপ-৪৪ এবং জগতী-৪৮ অক্ষরের ছন্দ। লৌকিক ছন্দ অসংখ্য। পিঙ্গল আচার্য কেবল বর্ণবৃত্তি ১,৬৭,৭৭,২১৬টি ছন্দের উল্লেখ করেছেন। এত অধিক ছন্দ অন্য কোন ভাষায় আছে কি-না সন্দেহ। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে মোটামুটি ৫০টির মত ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কবিগুরু বাল্মিকী রচিত *রামায়ণে* ১৩টি ছন্দ, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত *মহাভারতে* ১৮টি ও *ভাগবত পুরাণে* ২৫টি ছন্দ এবং মহাকবি মাঘ রচিত *শিশুপালবধ* মহাকাব্যে অন্তত ৫০টি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

বলা হয়, ছন্দঃ বা নির্দিষ্ট অক্ষর বা মাত্রা দ্বারা নিয়মিত ও উপনিবদ্ধ পদসমষ্টিকে পদ্য বলে।[৪] আচার্য গঙ্গাদাসের মতে পদ্য চতুষ্পদী। অর্থাৎ, চারটি পাদ বা চরণ নিয়ে পদ্য গঠিত। অন্যভাবে বলা যায়, পদ্য বা শ্লোকের চার ভাগের এক ভাগের নাম পাদ। পদ্য দুই প্রকার : ১. বৃত্তপদ্য ও ২. জাতিপদ্য। অক্ষর গণনার দ্বারা নিবদ্ধ পদ্যকে বৃত্ত এবং মাত্রা গণনার দ্বারা নিবদ্ধ পদ্যকে জাতি বলে। বৃত্ত বা বৃত্তছন্দ আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. সমবৃত্ত, ২. অর্ধসমবৃত্ত এবং ৩. বিষমবৃত্ত। যে পদ্যের চারটি পাদেই সমানসংখ্যক অক্ষর থাকে তার নাম সমবৃত্ত। যে পদ্যের প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়ার্ধ সমান সংখ্যক অক্ষর দ্বারা গঠিত অর্থাৎ প্রথম পাদ তৃতীয় পাদের এবং দ্বিতীয় পাদ চতুর্থ পাদের অনুরূপ তাকে অর্ধসমবৃত্ত বলে। আবার যে পদ্যের চারটি চরণ পৃথক পৃথক সংখ্যক অক্ষরে গঠিত তা-ই বিষমবৃত্ত।

ছন্দের ক্ষেত্রে লঘু-গুরু অক্ষর সবিশেষ গুরুত্ববহ। সংস্কৃত বর্ণমালার অ, ই, উ, ঋ এবং ৯ লঘু অক্ষর বা হ্রস্বধ্বনিসূচক আর আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, ং এবং ঃ গুরু অক্ষর বা দীর্ঘধ্বনিসূচক। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী লঘু বর্ণ দীর্ঘ উচ্চারিত হয়। যেমন : অর্ক, শুভ্র, বিশ্ব, শঙ্খ শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর (যথাক্রমে অ, শু, বি, শ) লঘু হলেও গুরুবর্ণ হিসেবে উচ্চারিত হবে। এছাড়া পদান্তের লঘুবর্ণ বিকল্পে গুরু এবং গুরুবর্ণ বিকল্পে লঘু হয়। লঘু বর্ণকে 'S' চিহ্ন দ্বারা এবং গুরু বর্ণকে 'I' চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা হয়। তবে কেউ কেউ '∪' চিহ্নে লঘুবর্ণকে এবং '—' চিহ্নে গুরুবর্ণকে নির্দেশ করেন। নজরুল তাঁর সংস্কৃত ছন্দের গানগুলোতে লঘুবর্ণকে 'না' দ্বারা এবং গুরুবর্ণকে 'তা' দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

পদ্যের চরণ বা পাদের তিনটি গুরু-লঘু অক্ষর নিয়ে এক-একটি গণ তৈরি হয়। বৃত্তছন্দে গণ সর্বমোট দশটি। এগুলো ম, ন, ভ, য, জ, র, স, ত, গ এবং ল — এই দশটি প্রতীকে চিহ্নিত করা হয়। আচার্য গঙ্গাদাস তাঁর *ছন্দোমঞ্জরী* গ্রন্থে বৃত্ত ছন্দের দশটি গণকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,

মন্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারঃ, ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘু র্যঃ।
জো গুরুমধ্যগতো র সমধ্যঃ সো'ন্তগুরুঃ কথিতো'ন্তলঘুস্তঃ ॥
গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।
ক্রমেণ চৈষাং রেখাভিঃ সংস্থানং দর্শ্যতে যথা (১ : ৮-৯) ॥[৫]

অর্থাৎ,

ম গণ	সর্বগুরু অর্থাৎ তিনটি গুরুবর্ণ	:	SSS
ন গণ	সর্বলঘু অর্থাৎ তিনটি লঘুবর্ণ	:	III
ভ গণ	আদি গুরু অর্থাৎ প্রথমটি গুরু ও পরের দু'টি লঘু	:	SII
য গণ	আদিলঘু অর্থাৎ প্রথমটি লঘু ও পরের দু'টি গুরু	:	ISS
জ গণ	মধ্যগুরু অর্থাৎ যথাক্রমে লঘু গুরু লঘু	:	ISI
র গণ	মধ্যলঘু অর্থাৎ যথাক্রমে গুরু লঘু গুরু	:	SIS
স গণ	অন্তগুরু অর্থাৎ প্রথম দু'টি লঘু ও পরেরটি গুরু	:	IIS
ত গণ	অন্তলঘু অর্থাৎ প্রথম দু'টি গুরু ও পরেরটি লঘু	:	SSI
গ গণ	একটি গুরু অক্ষর	:	S
ল গণ	একটি লঘু অক্ষর	:	I

অপরদিকে মাত্রা ছন্দের চারটি ক'রে মাত্রা নিয়ে গণ গঠিত হয়। উল্লেখ্য, এতে গুরুবর্ণকে দুই মাত্রা এবং লঘুবর্ণকে একমাত্রা হিসেবে গণনা করা হয়। এই ছন্দে গণ পাঁচটি। যথা : ১. সর্বগুরু (দু'টি গুরু বর্ণে চার মাত্রা, যেমন : কালী), ২. আদিগুরু (প্রথমটি গুরু ও পরের দু'টি লঘু মিলে চার মাত্রা, যেমন : শঙ্কর), ২. মধ্যগুরু (দুই পাশে দু'টি লঘু ও মাঝখানে একটি গুরু মিলে চার মাত্রা, যেমন : গণেশ), ৩. অন্তগুরু (প্রথম দু'টি লঘুবর্ণ ও পরেরটি গুরু মিলে চার মাত্রা, যেমন : রমণী) এবং ৪. সর্বলঘু (চারটি লঘুবর্ণ মিলে চার মাত্রা, যেমন : ধনপতি)।

সংস্কৃত ছন্দে নজরুল-সংগীত

১৯৪০ সালের ২৬শে এপ্রিল ও ২৬শে জুলাই তারিখে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'ছন্দিতা' শিরোনামের দু'টি অনুষ্ঠানে নজরুল রচিত সংস্কৃত ছন্দের গানগুলো প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে আসে। *বেতার জগৎ* মারফত জানা যায়, নজরুল রচিত ও পরিচালিত অনুষ্ঠান 'ছন্দিতা' প্রচারিত হয়

রাত ৮ টায়। অনুষ্ঠান বর্ণনায় ছিলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী; কণ্ঠসংগীতে শৈল দেবী, ইলা ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন রায় এবং যন্ত্রানুষঙ্গ পরিচালনায় সুরেন্দ্রলাল দাস পরিচালিত যন্ত্রীসংঘ।

তবে এই অনুষ্ঠানে কয়টি গান গীত হয়েছিল এবং এগুলো কী কী — তা জানা যায়নি। এর অনেক পরে ১৯৫৮ সালে (২৫ শে বৈশাখ ১৩৬৫) জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রকাশিত *শেষ সওগাত* গ্রন্থে 'ছন্দিতা' শিরোনামে দশটি গান মুদ্রিত হয়। নিচে ছন্দের নামসহ গানগুলো হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্ক্তি	ছন্দের নাম
১.	মহুয়া বনে বন পাপিয়া	প্রিয়া
২.	বনকুসুম তনু তুমি কি মধুমতী	মধুমতী
৩.	দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ সই	দীপকমালা
৪.	স্বাগতা কনক চম্পক বর্ণা	স্বাগতা
৫.	জল ছলছল এস মন্দাকিনী	মন্দাকিনী
৬.	মঞ্জু-মধুছন্দা নিত্যা, তব সঙ্গী	মণিমালা
৭.	ভ্রমর-নূপুর-পরিহিতা কৃষ্ণ-কুন্তলা	রুচিরা
৮.	আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে	মঞ্জুভাষিণী
৯.	মত্তময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে	মত্তময়ূর
১০.	তারকা নূপুরে নীল নভে ছন্দ শোন্ ছন্দিতার	ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত

এই দশটি গানের বাইরে সংস্কৃত কাব্যছন্দে নজরুল রচিত অন্য কোনও গানের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে নানা কারণেই ধারণা করা যায় এর বাইরেও কবি আরও কিছু গান সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে রচনা করেছিলেন। প্রথমত, একটি গানের খাতায় কবির হস্তলিপিতে ছন্দের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান হয় ওই ছন্দগুলোতে তিনি গান রচনা করেছিলেন বা রচনা করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ছন্দিতা অনুষ্ঠানটি যখন বেতারে প্রচারিত হয়, তখন এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতে সাধারণত ছয়টি ক'রে গান প্রচারিত হতো। সে হিসেবে দু'টি পর্বে বারোটি গান থাকার কথা। তৃতীয়ত, নজরুলের সান্নিধ্যধন্য শিল্পী সুপ্রভা সরকার (পূর্বে ঘোষ) এক স্মৃতিচারণী লেখায় জানিয়েছেন,

> 'ছন্দোসী' কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বন করে কাজীদা রচনা করেছিলেন অপরূপ ছন্দের বাংলা গানে রূপদান করার বাসনায়। সেই ছন্দগুলি হলে— মালিনী, বসন্ততিলক, তনুমধ্যা, ইন্দ্রজা,

মন্দাক্রান্তা ইত্যাদি। ১৯৪০ সালে ‘ছন্দোসী’তে আমরা যাঁরা অংশগ্রহণ করতাম তাঁদের মধ্যে ছিলেন চিত্ত রায়, শৈল দেবী, ইলা ঘোষ, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য এবং আমি।[৬]

বেতারে নজরুল ও তাঁর গান গ্রন্থে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর এবং *নজরুল যখন বেতারে* গ্রন্থে আসাদুল হক তথ্য প্রমাণের অভাবে এই বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও একে পুরোপুরি নাকচ করা যায় না।

সংস্কৃত ছন্দ অনুসরণে বাংলায় গীত রচনা নতুন নয়। বলা হয়, চর্যাপদেও সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃত ছন্দে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব পদাবলি রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত ছন্দে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-দিলীপকুমারেরও কিছু গান পাওয়া যায়। দেখা যায়, সংস্কৃত ছন্দে রচিত বাংলাগানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্রাছন্দ। কেননা, সংগীতের জন্য মাত্রাছন্দই সবথেকে বেশি উপযোগী। ‘এ সকল ছন্দ [মাত্রাছন্দ] সংস্কৃত সংগীত রচনার উপযোগী। তাহার নিমিত্তেই মাত্রা ছন্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। গীতগোবিন্দ, গীতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের গীত সকল মাত্রাচ্ছন্দে বিরচিত।’[৭] কিন্তু নজরুল তাঁর রচিত দশটি গানেই সংস্কৃত সমবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। নিচে নজরুল-সংগীততে ব্যবহৃত সংস্কৃত ছন্দগুলো আলোচনা করা হলো :

৪.৩.১ প্রিয়া

প্রিয়া ছন্দ পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠা বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ এই ছন্দের প্রতি পাদে পাঁচটি ক’রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, ‘সলগৈঃ প্রিয়া (২ : ৮)।’[৮] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে যথাক্রমে স গণ (অন্তগুরু), ল গণ (একটি লঘু বর্ণ) এবং গ গণ (একটি গুরু বর্ণ) থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ গুরু এবং বাকি তিনটি বর্ণ লঘু হলে প্রিয়া ছন্দ হয়। যেমন :

ব্রজসুভ্রুবো বিলসৎকলাঃ।
অভবন্ প্রিয়া মুরবৈরিণঃ ॥[৯]

এই ছন্দে নজরুল রচিত গান নিম্নরূপ :

মহুয়া বনে বন-পাপিয়া
এখনো ঝুরে নিশি জাগিয়া ॥
ফিরিয়া কবে প্রিয় আসিবে
ধরিয়া বুকে কহিবে প্রিয়া ॥

শুনি নীরবে, গগনে বসি'
কহ যে কথা বিরহী শশী,
তব রোদনে বঁধু, এ মনে
যমুনা বহে কূল-প্লাবিয়া ॥[১০]

এখানে গানটি *শেষ সওগাত* কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই গানটির পাঠান্তর পাওয়া যায় *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ* গ্রন্থে। যথা : দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম শব্দ 'এখনো' এর স্থলে 'একলা' রয়েছে। নিচে গানটির ছন্দ-বিন্যাস দেখানো হলো :

।	।	S	।	S		।	।	S	।	S
ম	হু	য়া	ব	নে	|	ব	ন	পা	পি	য়া
এ	খ	নো	ঝু	রে	|	নি	শি	জা	গি	য়া
ফি	রি	য়া	ক	বে	|	প্রি	য়	আ	সি	বে
ধ	রি	য়া	বু	কে	|	ক	হি	বে	প্রি	য়া
শু	নি	নী	র	বে	|	গ	গ	নে	ব	সি'
ক	হ	যে	ক	থা	|	বি	র	হী	শ	শী
ত	ব	রো	দ	নে	|	বঁ	ধু	এ	ম	নে
য	মু	না	ব	হে	|	কূ	ল	প্লা	বি	য়া

দেখা যাচ্ছে, গানটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির প্রথম পাদের প্রথম অক্ষর ও অষ্টম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পাদের প্রথম অক্ষর গুরু হলেও ছন্দের রীতি অনুযায়ী তা লঘু এবং পঞ্চম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পাদের পঞ্চম অক্ষরটি লঘু হলেও ছন্দের রীতি অনুযায়ী তা গুরু হওয়া উচিত।

এই ছন্দের পাঁচটি অক্ষরের মধ্যে তিনটি লঘুবর্ণ এবং দু'টি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা (৩×১)+(২×২) = ৭টি। প্রস্বন তীব্র হয় তৃতীয় ও ষষ্ঠ মাত্রায়। মাত্রা পর্বে গানটি দাঁড়ায়,

		X					X	
না	না	তা	–	|	না	|	তা	–
ম	হু	য়া	০		ব		নে	০
ব	ন	পা	০		পি		য়া	০
এ	খ	নো	০		ঝু		রে	০
নি	শি	জা	০		গি		য়া	০

৪.৩.২ মধুমতী

মধুমতী ছন্দ সপ্তাক্ষর বিশিষ্ট উষ্ণিক বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ, এই ছন্দের প্রতি পাদে সাতটি ক'রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, 'ননগি মধুমতী' (২ : ১৩)।[১১] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে শুরুতে দু'টি ন গণ (সর্বলঘু) এবং শেষে একটি গ গণ (একটি গুরু বর্ণ) থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, সপ্তম বর্ণ গুরু এবং বাকি ছয়টি বর্ণ লঘু হলে মধুমতী ছন্দ হয়। যেমন :

রবিদুহিতৃতটে বনকুসুমততিঃ।
ব্যধিত মধুমতী মধুমথনমুদম্ ॥[১২]

এই ছন্দে নজরুল রচিত গানটি নিম্নরূপ :

বনকুসুম-তনু তুমি কি মধুমতী!
ঢল ঢল নয়নে রস-ঘন মিনতি ॥
রুমুঝুমু ঘুমুরে ঘুমুঘুমু বিবশা
নিথর বসুমতী, নিশিমদ-অলসা,
মুরছিত চরণে শত মদন রতি ॥
রস-ছলছল গো তব মধু কলসে
ঝরঝর ঝরনা অনুখন বরষে,
অরুণিত নয়না মধুর রসবতী ॥[১৩]

এখানে গানটি *শেষ সওগাত* কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই গানটির শেষ পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর পাওয়া যায় *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ* গ্রন্থে : 'মধুরম মধুরম মধুর রসবতী'। এই গানটির প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে গঙ্গাদাস প্রদত্ত দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। নিচে সম্পূর্ণ গানটির ছন্দ-বিন্যাস দেখানো হলো :

।	।	।	।	।	।	S		।	।	।	।	।	।	S
ব	ন	কু	সু	ম	ত	নু	|	তু	মি	কি	ম	ধু	ম	তী
ঢ	ল	ঢ	ল	ন	য়	নে	|	র	স	ঘ	ন	মি	ন	তি
রু	মু	ঝু	মু	ঘু	মু	রে	|	ঘু	মু	ঘু	মু	বি	ব	শা
নি	থ	র	ব	সু	ম	তী	|	নি	শি	ম	দ	অ	ল	সা

মু	র	ছি	ত	চ	র	ণে	|	শ	ত	ম	দ	ন	র	তি
র	স	ছ	ল	ছ	ল	গো	|	ত	ব	ম	ধু	ক	ল	সে
ঝ	র	ঝ	র	ঝ	র	না	|	অ	নু	খ	ন	ব	র	ষে
অ	রু	ণি	ত	ন	য়	না	|	ম	ধু	র	র	স	ব	তী

দেখা যাচ্ছে, গানটির বাণীতে কোথাও ছন্দপতন নেই। এই ছন্দের সাতটি অক্ষরের মধ্যে ছয়টি লঘুবর্ণ এবং একটি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা (৬×১)+(১×২) = ৮টি। প্রস্বন তীব্র হয় সপ্তম মাত্রায়। মাত্রা পর্বে গানটি দাঁড়ায়,

									x	
না	না	না	|	না	না	না	|	তা	-
ব	ন	কু		সু	ম	ত		নু	০
তু	মি	কি		ম	ধু	ম		তী	০
ঢ	ল	ঢ		ল	ন	য়		নে	০
র	স	ঘ		ন	মি	ন		তি	০

৪.৩.৩ দীপকমালা

দীপকমালা ছন্দ দশাক্ষর বিশিষ্ট পঙ্‌ক্তি বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ, এই ছন্দের প্রতি পাদে দশটি ক'রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, 'দীপকমালা ভ্মৌ মতা জগৌ' (২ : ৩৯)।[১৪] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে যথাক্রমে ভ গণ (আদিগুরু), ম গণ (সর্বগুরু), জ গণ (মধ্যগুরু) এবং গ গণ (একটি গুরু বর্ণ) থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও নবম অক্ষর লঘু এবং বাকি ছয়টি অক্ষর গুরু হলে দীপকমালা ছন্দ হয়। এই ছন্দে নজরুল রচিত গানটি নিম্নরূপ :

দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ সই।
মাধব আসে পারিজাত কই ॥
আনত আঁখি তোলো তোলো গো!
বেদন-জ্বালা ভোলো ভোলো গো!
মান-ভুলানো এলো রাত সই ॥
কাজল আঁকো নীল আঁখিতে

চেয়ো না লাজে আঁখি ঢাকিতে,
আসন প্রাণে পাত পাত সই ॥[১৫]

এখানে গানটি *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। *শেষ সওগাত* কাব্যগ্রন্থে প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠান্তর দেখা যায় : 'দীপক-মালা গাঁথ গাঁথ গাঁথ সই।' সম্ভবত এটি মুদ্রণপ্রমাদ। কারণ এতে ছন্দের অক্ষর সংখ্যা ঠিক থাকে না। নিচে সম্পূর্ণ গানটির ছন্দ-বিন্যাস দেখানো হলো :

S	I	I	S	S	S	I	S	I	S
দী	প	ক	মা	লা	গাঁ	থ	গাঁ	থ	সই
মা	ধ	ব	আ	সে	পা	রি	জা	ত	কই
আ	ন	ত	আঁ	খি	তো	ল	তো	ল	গো
বে	দ	ন	জ্বা	লা	ভো	ল	ভো	ল	গো
মা	ন	ভু	লা	নো	এ	ল	রা	ত	সই
কা	জ	ল	আঁ	কো	নী	ল	আঁ	খি	তে
চে	য়ো	না	লা	জে	আঁ	খি	ঢা	কি	তে
আ	স	ন	প্রা	ণে	পা	ত	পা	ত	সই

দেখা যাচ্ছে, গানটির সপ্তম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর গুরু হলেও ছন্দের সূত্র অনুযায়ী তা লঘু এবং তৃতীয় পঙ্‌ক্তির পঞ্চম অক্ষর লঘু হলেও ছন্দের সূত্র অনুযায়ী তা গুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ছন্দের দশটি অক্ষরের মধ্যে চারটি লঘুবর্ণ এবং ছয়টি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা $(৪\times১)+(৬\times২) = $ **১৬**টি। প্রস্বন তীব্র হয় প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ মাত্রায়। মাত্রা পর্বে গানটি দাঁড়ায়,

x					x		x		x			x					x	
তা	–	না	না	|	তা	–	তা	–	তা	–	|	না	তা	–	না	|	তা	–
দী	০	প	ক		মা	০	লা	০	গাঁ	০		থ	গাঁ	০	থ		সই	০
মা	০	ধ	ব		আ	০	সে	০	পা	০		রি	জা	০	ত		কই	০

৪.৩.৪ স্বাগতা

স্বাগতা ছন্দ একাদশাক্ষর বিশিষ্ট ত্রিষ্টুপ বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ, এই ছন্দের প্রতি পাদে এগারোটি ক'রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ

করেছেন, 'স্বাগতা রনভগৈর্গুরুণা চ' (২ : ৫০)।[১৬] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে যথাক্রমে র গণ (মধ্যলঘু), ন গণ (সর্বলঘু), ভ গণ (আদিগুরু) এবং সবশেষে দু'টি গ গণ (একটি গুরু বর্ণ) থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, দশম ও একাদশ অক্ষর গুরু এবং বাকি ছয়টি অক্ষর লঘু হলে স্বাগতা ছন্দ হয়। যেমন :

যস্য চেতসি সদা মুরবৈরী।
বলবীজনবিলাসবিলোলঃ।
তস্য নূ নমমরালয়ভাজঃ।
স্বাগতাদরকরঃ সুররাজঃ ॥[১৭]

ছন্দটি সম্পর্কে গবেষক ড. অনিল চন্দ্র বসু বলেন,

> 'স্বাগতা' ছন্দে নবম অক্ষর লঘু ও দশম অক্ষর হয় গুরু। সুতরাং রথোদ্ধতা ছন্দের প্রতি পাদের নবম ও দশম অক্ষরের বিপর্যয় ঘটলে, অর্থাৎ নবম অক্ষর লঘু ও দশম অক্ষর গুরু হলে তাকে প্রাচীন কবিগণ স্বাগতা বলে থাকেন। কালিদাস কর্তৃক রচিত 'শ্রুতবোধ' গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। আচার্য ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র, আচার্য পিঙ্গল মুনির ছন্দঃসূত্র এবং অন্যান্য প্রামাণ্য ছন্দোগ্রন্থে এ ছন্দটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এ ছন্দঃ সকলের কাছেই 'স্বাগতা' হয়েছে।[১৮]

এই ছন্দে নজরুল রচিত গানটি নিম্নরূপ :

স্বাগতা কনক-চম্পক-বর্ণা
ছন্দিতা চপল নৃত্যের ঝর্না।
মঞ্জুলা বিধুর যৌবন-কুঞ্জে
যেন ও চরণ-নূপুর গুঞ্জে,
মন্দিরা মুরলি-শোভিত হাতে
এস গো বিরহ-নীরস-রাতে,
হে প্রিয়া কবির প্রাণ অপর্ণা ॥[১৯]

এখানে গানটি *শেষ সওগাত* কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত নজরুলের হস্তলিপি অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হয়েছে। নিচে সম্পূর্ণ গানটির ছন্দ-বিন্যাস দেখানো হলো :

S	I	S	I	I	I	S	I	I	S	S
স্বা	গ	তা	ক	ন	ক	চ	ম্প	ক	ব	র্ণা

ছ	ন্দি	তা	চ	প	ল	নৃ	ত্যে	র	ঝ	র্না
ম	ঞ্জু	লা	বি	ধু	র	যৌ	ব	ন	কু	ঞ্জে
যে	ন	ও	চ	র	ণ	নূ	পু	র	গু	ঞ্জে
ম	ন্দি	রা	মু	র	লি	শো	ভি	ত	হা	তে
এ	স	গো	বি	র	হ	নী	র	স	রা	তে
হে	প্রি	য়া	ক	বি	র	প্রা	ণ	অ	প	র্ণা

দেখা যাচ্ছে, সূত্র অনুযায়ী অষ্টম অক্ষর লঘু হলেও গানটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তা গুরু হয়েছে। এই ছন্দের এগারোটি অক্ষরের মধ্যে ছয়টি লঘুবর্ণ এবং পাঁচটি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা (৬×১)+(৫×২) = ১৬টি। প্রস্বন তীব্র হয় প্রথম, চতুর্থ, নবম, ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ মাত্রায়। মাত্রা পর্বে গানটি দাঁড়ায়,

x			x						x				x		x	
তা	–	না	তা	০	না	না	না		তা	–	না	না	তা	–	তা	–
স্বা	০	গ	তা	০	ক	ন	ক		চ	০	ম্প	ক	ব	০	র্ণা	০
ছ	০	ন্দি	তা	০	চ	প	ল		নৃ	০	ত্যে	র	ঝ	০	র্না	০

৪.৩.৫ মন্দাকিনী

মন্দাকিনী ছন্দ দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট জগতী বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ, এই ছন্দের প্রতি পাদে বারোটি ক'রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, 'ননররঘটিতা তু মন্দাকিনী' (২ : ৭৫)।[২০] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে প্রথমে দু'টি ন গণ (সর্বলঘু) এবং পরে দু'টি র গণ (মধ্যলঘু) থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, সপ্তম, নবম, দশম ও দ্বাদশ অক্ষর গুরু এবং বাকি আটটি অক্ষর লঘু হলে মন্দাকিনী ছন্দ হয়। যেমন :

বলিদমনবিধৌ বভৌ সঙ্গতা পদজলরুহি যস্য মন্দাকিনী।
সুরনিহিতসিতাম্বুজস্রঙ্‌নিভা হরতু জগদঘং স পীতাম্বরঃ ॥[২১]

এই ছন্দে নজরুল রচিত গানটি নিম্নরূপ :

জল ছলছল এস মন্দাকিনী।
রস-ঢলঢল বারি-সঞ্চারিণী ॥

হৃদয়-গগন আজি তৃষ্ণা-ভরে
উতল হইল প্রেম-গঙ্গা তরে
মুদিত নয়ন খোলো বৈরাগিনী ॥
বিরস ভুবন রাখ সঞ্জীবিতা
সজল সলিল আনো, হিল্লোলিতা।
ঝর-ঝর-ঝর স্রোত-উন্মাদিনী ॥ [২২]

নিচে সম্পূর্ণ গানটির ছন্দ-বিন্যাস দেখানো হলো :

।	।	।	।	।	।	ऽ	।	ऽ	ऽ	।	ऽ
জ	ল	ছ	ল	ছ	ল	এ	স	ম	ন্দা	কি	নী
র	স	ঢ	ল	ঢ	ল	বা	রি	স	ঞ্চা	রি	ণী
হৃ	দ	য়	গ	গ	ন	আ	জি	তৃ	ষ্ণা	ভ	রে
উ	ত	ল	হ	ই	ল	প্রে	ম	গ	ঙ্গা	ত	রে
মু	দি	ত	ন	য়	ন	খো	ল	বৈ	রা	গি	নী
বি	র	স	ভু	ব	ন	রা	খ	স	ঞ্জী	বি	তা
স	জ	ল	স	লি	ল	আ	ন	হি	ল্লো	লি	তা
ঝ	র	ঝ	র	ঝ	র	স্রো	ত	উ	ন্মা	দি	নী

দেখা যাচ্ছে, গানটির বাণীতে কোথাও ছন্দপতন নেই। এই ছন্দের বারোটি অক্ষরের মধ্যে আটটি লঘুবর্ণ এবং চারটি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা (৮×১)+(৪×২) = ১৬টি। প্রস্বন তীব্র হয় সপ্তম, দশম, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ মাত্রায়। মাত্রা পর্বে গানটি দাঁড়ায়,

		x x	x x
না না না	না না না	তা – না তা –	তা – না তা –
জ ল ছ	ল ছ ল	এ ০ স ম ০	ন্দা ০ কি নী ০
র স ঢ	ল ঢ ল	বা ০ রি স ০	ঞ্চা ০ রি ণী ০

৪.৩.৬ মণিমালা

মণিমালা ছন্দ দ্বাদশাক্ষর বিশিষ্ট জগতী বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ, এই ছন্দের প্রতি পাদে বারোটি ক'রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ

করেছেন, 'ত্যৌ ত্যৌ মণিমালা ছিন্না গুহবক্ত্রৈঃ' (২ : ৭৯)।[২৩] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে যথাক্রমে ত গণ (অন্তলঘু), য গণ (আদিলঘু), ত গণ (অন্তলঘু) ও য গণ (আদিলঘু) থাকে এবং ষষ্ঠ অক্ষরের পর যতি পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, তৃতীয়, চতুর্থ, নবম ও দশম অক্ষর লঘু এবং বাকি আটটি অক্ষর গুরু হলে মণিমালা ছন্দ হয়। যেমন :

প্রহ্বামরমৌলৌরত্নোপলক্লিপ্তে
জাতপ্রতিবিম্বা শোণা মণিমালা।
গোবিন্দপদাব্জে রাজী নখরাণা-
মাস্তাং মম চিত্তে ধ্বান্তং শময়ন্তী ॥[২৪]

এই ছন্দে নজরুল রচিত গানটি নিম্নরূপ :

মঞ্জু মধু-ছন্দা নিত্যা, তব সঙ্গী।
সিন্ধুর তরঙ্গ নৃত্যের কুরঙ্গী ॥
গুঞ্জা বেলা পদ্ম পুঞ্জীভূত বক্ষে,
অশ্রু-লাজ কুণ্ঠা শঙ্কা-ঘন চক্ষে,
অঙ্গে শ্যামকান্তা মন্দাকিনী-ভঙ্গী ॥
অঙ্গুলিতে বন্দী অঙ্গুরিত ছন্দ,
কণ্ঠে সুর-লক্ষ্মী বৃন্দাবনানন্দ,
গঙ্গা এলে বক্ষে সন্ধ্যারাগে রঙ্গি ॥[২৫]

নিচে সম্পূর্ণ গানটির ছন্দ-বিন্যাস দেখানো হলো :

S	S	I	I	S	S	S	S	I	I	S	S
ম	ঞ্জু	ম	ধু	ছ	ন্দা	নি	ত্যা	ত	ব	স	ঙ্গী
সি	ন্ধু	র	ত	র	ঙ্গ	নৃ	ত্যে	র	কু	র	ঙ্গী
গু	ঞ্জা	বে	লা	প	দ্ম	পু	ঞ্জী	ভূ	ত	ব	ক্ষে
অ	শ্রু	লা	জ	কু	ণ্ঠা	শ	ঙ্কা	ঘ	ন	চ	ক্ষে
অ	ঙ্গে	শ্যা	ম	কা	ন্তা	ম	ন্দা	কি	নী	ভ	ঙ্গী
অ	ঙ্গু	লি	তে	ব	ন্দী	অ	ঙ্গু	রি	ত	ছ	ন্দ
ক	ণ্ঠে	সু	র	ল	ক্ষ্মী	বৃ	ন্দা	ব	না	ন	ন্দ
গ	ঙ্গা	এ	লে	ব	ক্ষে	স	ন্ধ্যা	রা	গে	র	ঙ্গি

দেখা যাচ্ছে, গানটির তৃতীয় পঙ্‌ক্তির তৃতীয়, চতুর্থ, নবম অক্ষর; চতুর্থ পঙ্‌ক্তির তৃতীয় অক্ষর; পঞ্চম পঙ্‌ক্তির তৃতীয়, দশম অক্ষর; ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির চতুর্থ অক্ষর; সপ্তম পঙ্‌ক্তির দশম অক্ষর ও অষ্টম পঙ্‌ক্তির তৃতীয়, চতুর্থ, নবম, দশম অক্ষর গুরু হলেও ছন্দের রীতি অনুসারে তা লঘু এবং প্রথম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় অক্ষর; দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয়, ষষ্ঠ অক্ষর; তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ষষ্ঠ অক্ষর; চতুর্থ পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় অক্ষর; ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয়, অষ্টম, দ্বাদশ অক্ষর; সপ্তম পঙ্‌ক্তির দ্বাদশ অক্ষর ও অষ্টম পঙ্‌ক্তির দ্বাদশ অক্ষর লঘু হলেও প্রকৃতপক্ষে তা গুরু হওয়া উচিত।

এই ছন্দের বারোটি অক্ষরের মধ্যে চারটি লঘুবর্ণ এবং আটটি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা (৪×১)+(৮×২) = ২০টি। প্রস্বন তীব্র হয় প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম, একাদশ, ত্রয়োদশ, সপ্তদশ এবং ঊনবিংশ মাত্রায়। মাত্রা পর্বে গানটি দাঁড়ায়,

x		x				x		x		x		x				x		x	
তা	–	তা	–	না |	না	তা	–	তা	– |	তা	–	তা	–	না |	না	তা	–	তা	–
ম	০	ঞ্জু	০	ম	ধু	ছ	০	ন্দা	০	নি	০	ত্যা	০	ত	ব	স	০	ঙ্গী	০
সি	০	ন্ধু	০	র	ত	র	০	ঙ্গ	০	নৃ	০	ত্যে	০	র	কু	র	০	ঙ্গী	০

৪.৩.৭ রুচিরা

রুচিরা ছন্দ ত্রয়োদশাক্ষর বিশিষ্ট অতি জগতী বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ, এই ছন্দের প্রতি পাদে তেরোটি ক'রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, 'জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ (২ : ৯৬)।'[২৬] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে যথাক্রমে জ গণ (মধ্যগুরু), ভ গণ (আদিগুরু), স গণ (অন্তগুরু), জ গণ (মধ্যগুরু) ও গ গণ (একটি গুরু বর্ণ) থাকে এবং চতুর্থ ও নবম অক্ষরে যতি পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, দ্বিতীয়, চতুর্থ, নবম, একাদশ ও ত্রয়োদশ অক্ষর গুরু এবং বাকি আটটি অক্ষর লঘু হলে রুচিরা ছন্দ হয়। যেমন :

পুনাতু বো হরিরতিরাসবিভ্রমী পরিভ্রমন্ ব্রজরুচিরাঙ্গনান্তরে।
সমীরণোলসিতলতান্তরালগো যথা মরুত্তরলতমালভুরুহঃ ॥[২৭]

এই ছন্দে নজরুল রচিত গানটি নিম্নরূপ :

ভ্রমর-নূপুর-পরিহিতা কৃষ্ণ-কুন্তলা।
বলয়-কাঁকন-ঝনকিতা ছন্দ-চঞ্চলা ॥

মলয়-সমীর ঝিরিঝিরি অঙ্গে গুঞ্জরে।
কদম-কেশর ঝুরুঝুরু চম্পা মুঞ্জরে।
চটুলনয়ন চমকিতা জ্যোৎস্না-অঞ্চলা ॥
বিধুর কোকিল-কুহরিত আম্রকুঞ্জে গো,
রূপের পরাগ ঝরে তব পুঞ্জে পুঞ্জে গো।
নিখিল-ভুবন তব রাস-নৃত্য হিন্দোলা ॥[২৮]

এখানে গানটি *শেষ সওগাত* কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই গানটির কয়েকটি পাঠান্তর পাওয়া যায় *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ* গ্রন্থে। যথা : চতুর্থ পঙ্ক্তির 'কদম-কেশর' এর স্থলে 'আমের মুকুল' এবং ষষ্ঠ পঙ্ক্তির 'আম্রকুঞ্জে' এর স্থলে 'কদম কুঞ্জে'। নিচে সম্পূর্ণ গানটির ছন্দ-বিন্যাস দেখানো হলো :

।	S	।	S	।	।	।	।	S	।	S	।	S
ভ্র	মর্	নূ	পুর্	প	রি	হি	তা	কৃ	ষ্ণ	কু	ন্ত	লা
ব	লয়্	কাঁ	কন্	ঝ	ন	কি	তা	ছ	ন্দ	চ	ঞ্চ	লা
ম	লয়্	স	মীর্	ঝি	রি	ঝি	রি	অ	ঙ্গে	গু	ঞ্জ	রে
ক	দম্	কে	শর্	ঝু	রু	ঝু	রু	চ	ম্পা	মু	ঞ্জ	রে
চ	টুল্	ন	য়ন্	চ	ম	কি	তা	জ্যোৎ	স্না	অ	ঞ্চ	লা
বি	ধুর্	কো	কিল্	কু	হ	রি	ত	আ	ম্র	কু	ঞ্জে	গো
রূ	পের্	প	রাগ্	ঝ	রে	ত	ব	পু	ঞ্জে	পু	ঞ্জে	গো
নি	খিল্	ভু	বন্	ত	ব	রা	স	নৃ	ত্য	হি	ন্দো	লা

দেখা যাচ্ছে, গানটির প্রথম পঙ্ক্তির তৃতীয়, অষ্টম অক্ষর; দ্বিতীয় পঙ্ক্তির তৃতীয়, অষ্টম অক্ষর; তৃতীয় পঙ্ক্তির দশম অক্ষর; চতুর্থ পঙ্ক্তির তৃতীয়, দশম অক্ষর; পঞ্চম পঙ্ক্তির অষ্টম, দশম অক্ষর; ষষ্ঠ পঙ্ক্তির তৃতীয়, দ্বাদশ অক্ষর; সপ্তম পঙ্ক্তির প্রথম, ষষ্ঠ, দশম, দ্বাদশ অক্ষর ও অষ্টম পঙ্ক্তির সপ্তম, দশম, দ্বাদশ অক্ষর গুরু হলেও ছন্দ অনুযায়ী এগুলো লঘু হওয়া উচিত।

এই ছন্দের তেরোটি অক্ষরের মধ্যে আটটি লঘুবর্ণ এবং পাঁচটি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা (৮×১)+(৫×২) = ১৮টি। প্রস্বন তীব্র হয় দ্বিতীয়, পঞ্চম, একাদশ, চতুর্দশ ও সপ্তদশ মাত্রায়। মাত্রা পর্বে গানটি দাঁড়ায়,

X				X				X				X				X	
না	তা	–	না |	তা	–	না	না |	না	না	তা	– |	না	তা	–	না |	তা	–
ভ্র	মর্	০	নূ	পুর্	০	প	রি	হি	তা	কৃ	০	ষ্ণ	কু	০	ন্ত	লা	০
ব	লয়্	০	কাঁ	কন্	০	ঝ	ন	কি	তা	ছ	০	ন্দ	চ	০	ঞ্চ	লা	০

৪.৩.৮ মত্তময়ূর

মত্তময়ূর ছন্দ ত্রয়োদশাক্ষর বিশিষ্ট অতি জগতী বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ, এই ছন্দের প্রতি পাদে তেরোটি ক'রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, 'বেদৈ রন্ধ্রৈ র্ম্তৌ যসগা মত্তময়ূরম্' (ছন্দোমঞ্জরী ২ : ৯৭)।[২৯] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে যথাক্রমে ম গণ (সর্বগুরু), ত গণ (অন্তলঘু), য গণ (আদিলঘু), স গণ (অন্তগুরু) ও গ গণ (একটি গুরু বর্ণ) থাকে এবং চতুর্থ ও নবম অক্ষরে যতি পড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রথম পাঁচটি অক্ষর গুরু এবং তারপর দু'টি লঘু, দু'টি গুরু এমন আটটি অক্ষরের বিন্যাস হলে মত্তময়ূর ছন্দ হয়। যেমন :

লীলানৃত্যন্মত্তময়ূরধ্বনিকান্তং নৃত্যন্নীপামোদিপয়োদানিলরমাম্।
রাসক্রীড়াকৃষ্টমনা গোপবধূভিঃ কংসধ্বংসী নির্জ্জনবৃন্দাবনমপি॥[৩০]

এই ছন্দে নজরুল রচিত গানটি নিম্নরূপ :

মত্তময়ূরছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে।
রুম্‌ঝুম্‌ঝুম্ মঞ্জীর বাজে কঙ্কণ মণিবন্ধে ॥
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ ঝিম্ কেকা-বর্ণ ঘন বরষে,
তৃষ্ণা-তৃপ্ত আত্মা নাচে নন্দনলোকে হরষে,
ঝঞ্ঝার ঝাঁঝরতাল বাজে শূন্যে মেঘ-মন্দ্রে ॥
পল্লব-ঘন-চক্ষে ঝরে অশ্রু-রসধারা
পূব-হাওয়াতে বংশী ডাকে আয় রে পথহারা।
বন্দে দামিনী-বর্ণা রাধা বৃন্দাবন চন্দে ॥ [৩১]

ছন্দের সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে তেরোটি ক'রে অক্ষর ব্যবহারের উল্লেখ থাকলেও আলোচ্য গানটিতে কবি অনেক ক্ষেত্রেই তেরো অক্ষরের অধিক ব্যবহার করেছেন। যেমন, প্রথম, তৃতীয় ও

সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে ১৪টি অক্ষর, ষষ্ঠ ও অষ্টম পঙ্‌ক্তিতে ১৫টি অক্ষর এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে ১৬টি অক্ষর রয়েছে। কেবল দ্বিতীয় ও পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতেই ১৩টি অক্ষর পাওয়া যায়।

এই ছন্দের তেরোটি অক্ষরের মধ্যে চারটি লঘুবর্ণ এবং নয়টি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা (৪×১)+(৯×২) = ২২টি। প্রস্বন তীব্র হয় প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ, ঊনবিংশ ও একবিংশ মাত্রায়।

৪.৩.৯ মঞ্জুভাষিণী

মঞ্জুভাষিণী ছন্দ ত্রয়োদশাক্ষর বিশিষ্ট অতি জগতী বৃত্তির অন্তর্গত একটি সমবৃত্ত ছন্দ। অর্থাৎ, এই ছন্দের প্রতি পাদে তেরোটি ক'রে অক্ষর থাকে। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমৎ গঙ্গাদাস এই ছন্দের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, 'সজসা জগৌ চ যদি মঞ্জুভাষিণী' (২ : ৯৯)।[৩২] অর্থাৎ, ছন্দটির প্রতি পাদে যথাক্রমে স গণ (অন্তগুরু), জ গণ (মধ্যগুরু), স গণ (অন্তগুরু), জ গণ (মধ্যগুরু) ও গ গণ (একটি গুরু বর্ণ) থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, তৃতীয়, পঞ্চম, নবম, একাদশ ও ত্রয়োদশ অক্ষর গুরু এবং বাকি আটটি অক্ষর লঘু হলে মঞ্জুভাষিণী ছন্দ হয়। যেমন :

অমৃতোস্মিশীতলকরেণ লালয়ংস্তনুকান্তিচোরিতবিলোচনো হরে!
নিয়তং কলানিধিরসীতি বল্লবী মুদমচ্যতে ব্যধিতমঞ্জুভাষিণী ॥[৩৩]

বিভিন্ন ছন্দশাস্ত্রে উক্ত ছন্দটিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষক ড. অনিল চন্দ্র বসু জানান,

> মহাকবি মাঘকৃত 'শিশুপাল বধ' মহাকাব্যের সমগ্র ত্রয়োদশ সর্গ আলোচ্যমান মঞ্জুভাষিণী ছন্দে রচিত হয়েছে। আচার্য পিঙ্গল এ ছন্দের নাম দিয়েছেন 'কনকপ্রভা'। হেমচন্দ্রের ছন্দো'নুশাসনে এবং জয়কীর্তির ছন্দো'নুশাসনে এর নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে 'জয়া' এবং 'নন্দিনী'। নাট্যশাস্ত্রে একে 'বিলম্বিতা' এবং একে 'সুনন্দিনী' বলা হয়েছে 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থে।[৩৪]

এই ছন্দে নজরুল রচিত গানটি নিম্নরূপ :

আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে
কহে কোন্ কথা হৃদয় স্বপ্নে আনমনে ॥
মৃদুমর্মরে পথের পল্লবের সাথে
গাহে কোন্ গীতি নিশীথে পান্‌সে জ্যোৎস্নাতে,

খোঁজে কার স্মৃতি নীরস শুভ্র চন্দনে ॥
গ্রহ চন্দ্রে কয়– সে কি গো মৃত্যু-দ্বার খুলে
হয়ে সৃষ্টিপার গিয়াছে অমৃতের কূলে,
কাঁদে কোন্ শোকে পরম সুন্দরের সনে ॥[৩৫]

এখানে গানটি *শেষ সওগাত* কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই গানটির কয়েকটি পাঠান্তর পাওয়া যায় *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ* গ্রন্থে। যথা : দ্বিতীয় পঙ্ক্তির 'স্বপ্নে' এর স্থলে 'স্বপনে', চতুর্থ পঙ্ক্তির 'জোৎস্নাতে' এর স্থলে 'জোছনাতে' এবং শেষ 'শোকে' এর স্থলে 'লোকে'। নিচে সম্পূর্ণ গানটির ছন্দ-বিন্যাস দেখানো হলো :

I	I	S	I	S	I	I	I	S	I	S	I	S
আ	জো	ফা	ল্গু	নে	ব	কু	ল	কিং	শু	কের্	ব	নে
ক	হে	কোন্	ক	থা	হৃ	দ	য়	স্ব	প্নে	আন্	ম	নে
মৃ	দু	ম	র্ম	রে	প	থে	র	প	ল্ল	বের্	সা	থে
গা	হে	কোন্	গী	তি	নি	শী	থে	পান্	সে	জ্যোৎ	স্না	তে
খোঁ	জে	কার্	স্মৃ	তি	নী	র	স	শু	ভ্র	চ	ন্দ	নে
গ্র	হ	চ	ন্দ্রে	কয়্	সে	কি	গো	মৃ	ত্যু	দ্বার্	খু	লে
হ	য়ে	সৃ	ষ্টি	পার্	গি	য়া	ছে	অ	মৃ	তের্	কূ	লে
কাঁ	দে	কোন্	শো	কে	প	র	ম	সু	ন্দ	রের্	স	নে

দেখা যাচ্ছে, গানটির প্রথম পঙ্ক্তির প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর; দ্বিতীয় পঙ্ক্তির দ্বিতীয় ও দশম অক্ষর; তৃতীয় পঙ্ক্তির সপ্তম ও দ্বাদশ অক্ষর; চতুর্থ পঙ্ক্তির প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ অক্ষর; পঞ্চম পঙ্ক্তির প্রথম, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ অক্ষর; ষষ্ঠ পঙ্ক্তির চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম অক্ষর; সপ্তম পঙ্ক্তির দ্বিতীয়, সপ্তম, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষর এবং অষ্টম পঙ্ক্তির প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর গুরু হলেও ছন্দের রীতি অনুসারে তা লঘু হওয়া উচিত। অপরদিকে চতুর্থ পঙ্ক্তির পঞ্চম অক্ষর, পঞ্চম পঙ্ক্তির পঞ্চম অক্ষর এবং সপ্তম পঙ্ক্তির নবম অক্ষর গানটিতে লঘু হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো গুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ছন্দের তেরোটি অক্ষরের মধ্যে আটটি লঘুবর্ণ এবং পাঁচটি গুরুবর্ণ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এর মাত্রা (৮×১)+(৫×২) = ১৮টি। প্রস্বন তীব্র হয় তৃতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ, চতুর্দশ ও সপ্তদশ মাত্রায়। মাত্রা পর্বে গানটি দাঁড়ায়,

		x			x					x			x			x	
না	না	তা	– |	না	তা	–	না |	না	না	তা	– |	না	তা	–	না |	তা	–
আ	জো	ফা	০	ল্লু	নে	০	ব	কু	ল	কিং	০	শু	কের্	০	ব	নে	০
ক	হে	কোন্	০	ক	থা	০	হৃ	দ	য়	স্ব	০	প্নে	আন্	০	ম	নে	০

৪.৩.১০ ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত/ চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত

শেষ সওগাত গ্রন্থে প্রকাশিত ছন্দিতার দশম গান 'তারকা নূপুরে নীল নভে ছন্দ শোন্ ছন্দিতার'। গানটির শিরোদেশে লেখা আছে 'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত ৪৮ মাত্রা'। কিন্তু এই নামে কোনও সংস্কৃত ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায় না। গবেষক অমলকুমার মিত্র মনে করেন *শেষ সওগাত* কাব্যগ্রন্থে মুদ্রণপ্রমাদ ছিল। তাঁর মতে, এটা হওয়া উচিত 'চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত ৪১ মাত্রা'।[৩৬] অপরদিকে গবেষক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর *সংগীত গবেষক নজরুল* গ্রন্থে এই ছন্দকে নজরুল-সৃষ্ট ছন্দ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সত্যসন্ধ নজরুল-গবেষক ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের বরাত দিয়ে তিনি জানান, 'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত' মুদ্রণপ্রমাদ নয়। শৈল দেবীর গানের খাতায় কবির হস্তাক্ষরে 'ছন্দবৃষ্টিপ্রপাত'ই লেখা আছে।[৩৭] তবে শ্যামাপ্রসাদ বাবু এই ছন্দের কোনও লক্ষণ বা সূত্র নির্দেশ করেননি, যার নিরিখে গানটির বিশ্লেষণ করা যায়। নিচে সম্পূর্ণ গানটি *শেষ সওগাত* কাব্যগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হলো :

তারকা-নূপুরে নীল নভে ছন্দ শোন্ ছন্দিতার।
সৃষ্টিময় বৃষ্টি হয় নৃত্য সেই নন্দিতার ॥
সাগরে নদীতে ঢেউ তোলে সেই দেবীর মুক্তকেশ।
সঙ্গীতের হিন্দোলে তাঁর আঁখির প্রেম-আবেশ।
পবনে পবনে হিল্লোলে নীল আঁচল চঞ্চলার
ছন্দোময় আনন্দময় চরণশ্রী বন্দি তাঁর ॥[৩৮]

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নজরুল নির্দিষ্ট ছন্দের লক্ষণ মেনে লঘু-গুরু অক্ষরবিন্যাস অনুযায়ী তাঁর গানগুলো রচনা করেছেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছন্দ অনুযায়ী অক্ষরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা রক্ষিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে অমলকুমার মিত্র বলেন,

> এখানে এই কথাটি উল্লেখযোগ্য যে, গানের কাব্যভাষায় ছন্দের নিয়ম রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় লঘুবর্ণের স্থলে গুরুবর্ণ বা গুরুবর্ণের স্থলে লঘুবর্ণ এসে গেলে উচ্চারণে প্রস্বনের পার্থক্য ঘটিয়ে ছন্দ রক্ষা হবে। যেমন, বনকুসুম তনু-এখানে 'নু' লঘুবর্ণ, কিন্তু গানের উচ্চারণে দীর্ঘধ্বনিসূচক।

আজো ফাল্গুনে- এখানে আ এবং জো উচ্চারণে লঘুধ্বনিসূচক। এগুলো ছন্দপতন নয়, গান শুনলেই ছন্দের আদর্শরূপ শ্রুতিগোচর হবে।[৩৯]

সংস্কৃত কাব্যে অন্তমিল অপরিহার্য নয়। তাই সংস্কৃত ছন্দে রচিত কাব্যে অন্তমিল তেমন দেখা যায় না। তবে সংস্কৃত ছন্দ অনুসরণে রচিত গানে নজরুল বাংলাগানের রীতি অনুযায়ী তুক্ বিভাজন করেছেন এবং তার অন্তমিল রক্ষা করেছেন।

তথ্যসূত্র

[১] করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* (চট্টগ্রাম : গাজী প্রকাশনী, ২০১৩), পৃ. ২৭০।

[২] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ*, রশিদুন্ নবী সম্পা. (৩য় সং., ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৮), পৃ. ৪৪৮।

[৩] অশোক চট্টোপাধ্যায়, *বৈদিক ও লৌকিক ছন্দে পিঙ্গল* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০), পৃ. ২২-২৯।

[৪] অনিল চন্দ্র বসু সম্পা., গঙ্গাদাস কবিরাজ বিরচিত *ছন্দোমঞ্জরী* (২য় সং., কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩), পৃ. ৫।

[৫] গঙ্গাদাস কবিরাজ, *ছন্দোমঞ্জরী*, গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পা. (১২শ সং., কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৪), পৃ. ৪-৫।

[৬] কল্পতরু সেনগুপ্ত-সম্পা., *নজরুল গীতি অন্বেষা* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭), পৃ. ১০৮।

[৭] রামতারণ শর্মা সম্পা., গঙ্গাদাস সূরী বিরচিত *ছন্দোমঞ্জরী*, (২য় সং., কলকাতা : লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯১), পৃ. ৯।

[৮] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ২০।

[৯] তদেব, পৃ. ২০।

[১০] কাজী নজরুল ইসলাম, *শেষ সওগাত* (কলকাতা : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৮), পৃ. ১১১।

[১১] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ২২।

[১২] তদেব, পৃ. ২২।

[১৩] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১১১।

[১৪] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ৩৬।

[১৫] কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ*, রশিদুন্ নবী সম্পা., তদেব, পৃ. ৪৪৮।

[১৬] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ৪৬।

[১৭] তদেব, পৃ. ৪৭ ।

[১৮] অনিল চন্দ্র বসু সম্পা., তদেব, পৃ. ৭০।

[১৯] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১১১।

[২০] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ৬০।

[২১] তদেব, পৃ. ৬০।

[২২] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১১৩।

[২৩] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ৬৪।

[২৪] তদেব, পৃ. ৬৪।

[২৫] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১১৪।

[২৬] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ৭০।

[২৭] তদেব, পৃ. ৭০।

[২৮] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১১২।

[২৯] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ৭১।

[৩০] তদেব, পৃ. ৭২।

[৩১] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১১২।

[৩২] গঙ্গাদাস কবিরাজ, তদেব, পৃ. ৭৩।

[৩৩] তদেব, পৃ. ৭৪।

[৩৪] অনিল চন্দ্র বসু সম্পা., তদেব, পৃ. ৯৮।

[৩৫] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১১৩-১১৪।

[৩৬] অমলকুমার মিত্র, "নজরুল ও মারিফুন্নগমাত এবং সংস্কৃত ছন্দে গান", মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন্ নবী সম্পা., *নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০০০), পৃ. ৯৪৬।

[৩৭] শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *সংগীত-গবেষক নজরুল*, প্রথম পর্ব (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৪) পৃ. ১৩৯।

[৩৮] কাজী নজরুল ইসলাম, তদেব, পৃ. ১১৪।

[৩৯] অমলকুমার মিত্র, তদেব, পৃ. ৯৪৬

উপসংহার

উপসংহার

সূচনাপর্ব থেকেই বাংলাগান তালে নিবদ্ধ। আদি যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদের শিরোভাগে তালের নামোল্লেখ না থাকলেও *সংগীত রত্নাকর* সূত্রে জানা যায়, চর্যাপদ তালবদ্ধ গান যাতে দ্বিতীয়া প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হতো। এছাড়া আচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী সংগৃহীত চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদে ২৪ সংখ্যক পদে ইন্দ্রতালের উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্পূর্ণই তালে বাঁধা। এই গানে ব্যবহৃত আটতাল, একতালী, কুড়ুক্ক, ক্রীড়া, দণ্ডক, যতি, রূপক, লঘুশেখর প্রভৃতি তালগুলোর মধ্যে রূপক তালের ব্যবহার সর্বাধিক। এরপর পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাগানের প্রধান ধারা পদাবলি কীর্তন। এতে ব্যবহৃত একতালী, দোঠুকী, লোফা বা জপতাল, তেওট, দাসপ্যারী বা ডাঁশপাহিড়া, দশকোশী, আড়, রূপক, ছুটা, ধরা, শশীশেখর, বীরবিক্রম, মদনদোলা, দোজ, ইন্দ্রভাষ, পোট, গঞ্জন, বিষম-পঞ্চম, নন্দন, ঝুর্ঝুটি, সোমতাল, চঞ্চুপুট. ধামালি প্রভৃতি তালের মধ্যে দশকোশী, লোফা বা জপতাল, এবং দাসপ্যারী বা ডাঁশপাহিড়া আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অতঃপর আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত গীতশৈলী ভেদে ধ্রুপদে চৌতাল; খেয়াল, টপ্পা ও টপ-খেয়ালে আড়াঠেকা, তেতালা ও মধ্যমান এবং অন্যান্য লঘু গীতশৈলীতে একতালা ও কাওয়ালি তালের সবিশেষ প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সামগ্রিকভাবে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলাগানে ৩-৩ ছন্দের তালের প্রভাব সর্বাধিক। তবে বিশ শতক থেকে হিন্দুস্থানি নানা গীতশৈলী ও পাশ্চাত্য গানের প্রভাবে ক্রমশ ৪-৪ ছন্দের তাল প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে।

বাংলাগানে কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দুস্থানি তাল ও কীর্তনাঙ্গীয় তাল সব মিলিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক তালে গান রচনা করেছেন। তাঁর গানে মোট ৩৩টি তাল ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো হলো : ১. আদ্ধা বা আদ্ধা কাওয়ালি, ২. আড় খেমটা, ৩. আড়া চৌতাল, ৪. একতাল, ৫. কাওয়ালি, ৬. কাশ্মিরী খেম্‌টা, ৭. কাহারবা, ৮. খচমচি, ৯. খেমটা, ১০. চৌতাল, ১১. ঝাঁপতাল বা সাদ্রা, ১২. ঝুমরা, ১৩. ঠুমরি, ১৪. তিলওয়াড়া, ১৫. তেওরা বা গীতাঙ্গী, ১৬. ত্রিতাল, ১৭. দশকোশী (ছোট), ১৮. দোঠুকী (ছোট), ১৯. দাদ্‌রা, ২০. দাসপয়রা, ২১. দীপচন্দী বা চাঁচর, ২২. ধামার, ২৩. নবতাল, ২৪. পাঞ্জাবি ঠেকা, ২৫. পোস্তা, ২৬. মধ্যমান, ২৭. যৎ, ২৮. রূপক, ২৯. লাউনি, ৩০. লোফা, ৩১.

সুরফাক, ৩২. সেতারখানি এবং ৩৩. হোরী-ঠেকা। এর মধ্যে, নজরুলের গানে সর্বাধিক ব্যবহৃত তাল কাহারবা। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে এই তালে তাঁর রচিত গানের সংখ্যা ৭১৭, যা তাঁর সুরের সন্ধানপ্রাপ্ত সমগ্র গানের প্রায় ৩৮ শতাংশ। দ্বিতীয় সর্বাধিক সংখ্যক গান রচিত হয়েছে দাদরা তালে। এই তালে গান পাওয়া গেছে ৪৯৪টি, যা প্রাপ্ত গানের ২৬ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ত্রিতাল। এই তালে প্রাপ্ত গান ১৫৪টি, যা সুরের সন্ধান প্রাপ্ত মোট গানের ৮ শতাংশ। ৯৫টি গান পাওয়া গেছে চতুর্থ অবস্থানে থাকা কীর্তন অঙ্গের তাল লোফায়। শতকরা পাঁচ ভাগ নজরুল-সংগীত এই তালে নিবদ্ধ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে কাওয়ালী ও একতাল। এই তালদু'টিতে রচিত গানের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৮ ও ৭৬। এছাড়া তেওরা তালে ৩৫টি, ঝাঁপতালে ৩১টি, আদ্ধা বা আদ্ধা কাওয়ালি তালে ৩০টি, যৎ তালে ২৬টি, দাসপয়রা বা দাসপ্যারী তালে ২৪টি, ঠুমরি ও লাউনি তালে ১৯টি, খেমটা তালে ১৪টি, সেতারখানিতে ১২টি. রূপকে ৭টি, মধ্যমানে ৬টি, সুরফাক ও পোস্তা তালে ৪টি, আড় খেমটা ও কাশ্মিরী খেম্‌টায় ২টি এবং পাঞ্জাবি ঠেকা, হোরী-ঠেকা ও দীপচন্দী তালে ৩টি ক'রে এবং আড়া চৌতাল, খচমচি, চৌতাল, ঝুমরা, তিলওয়াড়া, ধামার ও নবতালে ১টি ক'রে গান।

পরিশেষে বলা যায়, নতুন তাল সৃষ্টি, প্রাচীন ছন্দে গান রচনাসহ সমকালে প্রচলিত সর্বাধিক সংখ্যক তালে সংগীত সৃষ্টির মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাগানের ভান্ডারকে করেছেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এতে শুধুমাত্র বাংলাগানই সুসমৃদ্ধ হয়নি বরং হিন্দুস্থানি তাল পদ্ধতির বহু তাল আধুনিককালের সংগীতানুরাগীদের সম্মুখে উপস্থাপন করায় হিন্দুস্থানি তালসমূহের বহুমাত্রিক চর্চা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর সৃষ্ট বৈচিত্র্যময় সংগীত ভান্ডারে অন্যান্য বৈচিত্র্যের পাশাপাশি তালের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে বিচিত্রতার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন তা সর্বতোভাবে অভূতপূর্ব।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট এক

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত আকারমাত্রিক তাললিপি-পদ্ধতির ব্যাখ্যা

তালের ঠেকা বা বোলকে মাত্রা, বিভাগ, তালচিহ্ন ইত্যাদিসহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিকে বলা হয় তাললিপি। সাধারণত তাললিপি-পদ্ধতি স্বরলিপি পদ্ধতির অংশ হিসেবে আলোচিত হয়। বর্তমানে বাংলায় প্রচলিত তাললিপি-পদ্ধতিগুলোর মধ্যে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রণীত 'হিন্দুস্থানি তাললিপি-পদ্ধতি', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'আকারমাত্রিক তাললিপি-পদ্ধতি', ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'দণ্ডমাত্রিক তাললিপি-পদ্ধতি' প্রভৃতি অন্যতম।

এই অভিসন্দর্ভে অধিকতর সচ্ছ ও সহজবোধ্য বিবেচনায় 'আকারমাত্রিক তাললিপি-পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়েছে। নিচে এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো :

❖ একমাত্রা = ' া '। অর্ধমাত্রা = ' ঃ '। সিকিমাত্রা = ' ৹ '। ঠেকা বা বোলের শিরোদেশে এই চিহ্নগুলো দিয়ে বোলের স্থায়িত্ব নির্দেশ করা হয়। উপর্যুক্ত চিহ্নগুলোর নিচে যতগুলো বোল একত্রে লিখিত হয় সবগুলো সমান স্থায়িত্ব পায়। যেমন : দু'টি অর্ধমাত্রা মিলে একমাত্রা, – একটি মাত্রার নিচে 'তেটে'। তিনটি এক-তৃতীয়াংশ মাত্রা মিলে একমাত্রা, – একটি মাত্রার নিচে 'কতেটে'। চারটি সিকি মাত্রা মিলে একমাত্রা, – একটি মাত্রার নিচে 'তেটেকতা' ইত্যাদি।

❖ অবগ্রহ চিহ্ন = 'o'। অর্থাৎ, বোলের প্রলম্বন বোঝাতে মাত্রার নিচে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

❖ তাল-বিভাগের চিহ্ন একটি লম্বা দাঁড়ি ' | '।

❖ প্রত্যেক আবর্তনের শুরুতে ও শেষে একটি ক'রে দণ্ড ' I ' বসে।

❖ সম, তালি ও খালি চিহ্ন ঠেকার উপরে নির্দেশ করা হয়।

❖ ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ তালি বোঝানো হয়। ফাঁক চিহ্ন 'o'। তাল চিহ্নের উপর রেফ ' ´ ' দিয়ে সম বুঝানো হয়। যেমন : ১́।

পরিশিষ্ট দুই

তাল নির্দেশিত নজরুল-সংগীতের তালিকা

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত বিভিন্ন গীতিগ্রন্থ ও স্বরলিপি গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, কবির হস্তলিপি এবং তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে বা সান্নিধ্যধন্য শিল্পী ও সুরকারদের পরিচালনায় বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নজরুল-সংগীতের তালনির্দেশসহ এশটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ক্র.	গানের প্রথম পঙ্‌ক্তি	তাল	তথ্যের উৎস
১.	অকূল তুফানে নাইয়া	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৪৪ (১৯৩৪), শিল্পী: গনি মিয়া (ধীরেন দাস)
২.	অগ্নি-গিরি ঘুমন্ত	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
৩.	অচেনা সুরে অজানা পথিক	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৪.	অঝোর ধারায় বর্ষা ঝরে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২০ (১৯৩৪), শিল্পী: প্রতিভা সেন
৫.	অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে	আদ্ধা কাওয়ালি	কবির হস্তলিপি। রেকর্ড নং: এফটি. ৪২৮৯ (১৯৩৬), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৬.	অধীর অম্বরে গুরু গরজন	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
৭.	অনাদরে স্বামী পড়ে আছি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২০৯৭ (১৯৩৭), শিল্পী: মোহনলাল সুকুল (শুক্লা)
৮.	অনাদিকাল হতে অনন্তলোক	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী: সাধক সংঘ
৯.	অনেক কথা বলার মাঝে লুকিয়ে আছে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫৬৬ (১৯৩৬), শিল্পী: শিউলি সরকার। রেকর্ড নং: এন. ২৭০০৩ (১৯৪০), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
১০.	অনেক ছিল বলার যদি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৯৮ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১১.	অন্তরে তুমি আছ চিরদিন	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৪৩ (১৯৩৫), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১২.	অন্ধকারের তীর্থপথে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১১৪ (১৯৩৫), শিল্পী: জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়
১৩.	অন্নপূর্ণা মা এসেছে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮১০ (১৯৩৬), শিল্পী: সমবেত
১৪.	অবিরত বাদর বরষিছে	ত্রিতাল	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৫.	অবিরাম জপ মন নারায়ণ (নারায়ণ! নারায়ণ!)	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৭৬ (১৯৩৫), শিল্পী: সত্যবালা দেবী
১৬.	অবুঝ মোর আঁখি-বারি	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)

১৭.	অমন করে হাসিস্‌নে আর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬২ (১৯৩৯), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৮.	অমর কানন মোদের অমর কানন	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৯.	অ-মা! তোমার বাবার নাকে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জিটি. ২০ (১৯৩২), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি (আশ্চর্যময়ী দাসী ও অন্যান্য)
২০.	অম্বরে মেঘ-মৃদঙ্‌ বাজে	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৫১ (১৯৩৪), শিল্পী: শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
২১.	অয়ি চঞ্চল লীলায়িত দেহা	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৩৯ (১৯৩৭), শিল্পী: শেফালী দাস
২২.	অশ্রু বদল করেছিনু মোরা	দাদরা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
২৩.	অসুর বাড়ির ফেরত এ মা	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৮২১ (১৯৩৩), শিল্পী: মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
		একতালা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
২৪.	আও আও সজনী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৬৯ (১৯৩৮), শিল্পী: এইচএমভি. ড্রামাটিক ক্লাব
২৫.	আও জীবন মরণ সাথি	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৬১ (১৯৩৭), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী
২৬.	আঁখি ঘুম ঘুম ঘুম	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯২ (১৯৩৪), শিল্পী: প্রভা দেবী
২৭.	আঁখি তোল, আঁখি তোল	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩২১ (১৯৩৫), শিল্পী: পারুল সেন (সোম)
২৮.	আঁখি পাতা ঘুমে জড়ায়ে	আড়া চৌতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৭৩ (১৯৪১), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
২৯.	আঁখি-বারি আঁখিতে থাক	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৩ (১৯৩৪), শিল্পী: দুর্গা দেবী
৩০.	আঁধার ভীত এ চিত যাচে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
৩১.	আঁধার মনের মিনারে মোর	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৮৭ (১৯৪০), শিল্পী: ফুল মহম্মদ
৩২.	আঁধার রাতে কে গো	কাহারবা	স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
		ত্রিতাল	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী: বাণী নিয়োগী
৩৩.	আঁধার রাতে দেবতা মোর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৯৬৯ (১৯৩৯), শিল্পী: পারুল সোম
৩৪.	আঁধার রাতের তিমির দুলে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৬৫ (১৯৩৫), শিল্পী: ইন্দিরা সেনগুপ্ত। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৩৫.	আঁধারের এলোকেশ ছড়িয়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮১৫ (১৯৩৬), শিল্পী: নিতাই ঘটক
৩৬.	আকাশে ভাই চাঁদ উঠেছে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪২৫ (১৯৪০), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩৭.	আকাশে ভোরের তারা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৫৬ (১৯৪০), শিল্পী: সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮.	আকাশে হেলান দিয়ে	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৩৮০ (১৯৩৯), শিল্পী: কানন দেবী
৩৯.	আকুল ব্যাকুল ঢুঁড়ত ফিরু	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৪ (১৯৩৫), শিল্পী: রেবা সোম ও হেমচন্দ্র সোম
৪০.	আকুল হলি কেন বকুল	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)

৪১.	আগুন জ্বালাতে আসিনি গো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৯৪ (১৯৪৩), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
৪২.	আগের মত আমের ডালে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৪৩.	আজ এসেছে রইবে না কাল (ওরা আমার কেহ নয়)	লোফা	রেকর্ড নং: ২৭০৭৪ (১৯৪১), শিল্পী: পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায়
৪৪.	আজ চোখের জলে প্রার্থনা	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৪৫.	আজ নতুন ক'রে পড়লো	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৪৬.	আজ নিশীথে অভিসার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯৩ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিমতী দেবী। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৪৭.	আজ প্রভাতে বাহির পথে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৭৩ (১৯৩৩), শিল্পী: নিমাইচন্দ্র চক্রবর্তী
৪৮.	আজ বন-উপবন মেঁ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৭২ (১৯৩৭), শিল্পী: আভা সরকার
৪৯.	আজ বাদল ঝরে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬৪ (১৯৩২), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
		আদ্ধা কাওয়ালী	স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৫০.	আজ বাদে কাল আসবে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৫১.	আজ ভারতের নব আগমনী	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ২৬ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস। গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৫২.	আজ লাচনের লেগেছে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৪৮ (১৯৩২), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৩.	আজ শরতে আনন্দ ধরে না	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮০৭ (১৯৩৬),'সুরথ উদ্ধার' রেকর্ডনাট্যের গান
৫৪.	আজ শেফালির গায়ে হলুদ	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৫৫.	আজ শ্রাবণের লঘু মেঘের	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী: মীনা রায়
৫৬.	আজ সকালে সূর্য ওঠা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৬৬ (১৯৩৮), শিল্পী: শীলা সরকার
৫৭.	আজ সুদিনের আস্‌ল উষা	কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৫৮.	আজও মা তোর পাইনি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৪৭৪ (১৯৩৬), শিল্পী: জীবনকৃষ্ণ দাস
৫৯.	আজকা হইব মোর বিয়া	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭২৭৫ (১৯৩৪), শিল্পী: বিমল গুপ্ত
৬০.	আজকে দেখি হিংসা-মদের	একতালা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৬১.	আজকে দোলের হিন্দোলায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৮৬ (১৯৩৩), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
৬২.	আজকে শাদী বাদশাজাদীর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৯৮ (১৯৩৫), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৬৩.	আজকে হোরি ও নাগরি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৮৯ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৬৪.	আজি অলি ব্যাকুল ওই	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৫৪ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
৬৫.	আজি আকাশ মধুর	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮২১ (১৯৩৬), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী
৬৬.	আজি আল কোরায়্সী প্রিয়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৮৮৪ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্দুল লতিফ অ্যান্ড পার্টি
৬৭.	আজি এ কুসুম-হার	যৎ	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
৬৮.	আজি এ বাদল দিনে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৬৯.	আজি এ শ্রাবণ-নিশি	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৭০.	আজি কুসুম-দীপালি জ্বলিছে বনে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী: মীরা দেবী। গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৭১.	আজি গানে গানে ঢাকব আমার	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
		দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৪৬ (১৯৩৩), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ

			চট্টোপাধ্যায়
৭২.	আজি ঘুম নহে, নিশি	কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৭৩.	আজি চৈতি হাওয়ার মাতন	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩২ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৭৪.	আজি দোল-পূর্ণিমাতে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
৭৫.	আজি নতুন এ চাঁদের	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯২০ (১৯৩৭), শিল্পী: সীতা দেবী
৭৬.	আজি নন্দদুলালের সাথে	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৬২ (১৯৩২), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪), স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৭৭.	আজি নন্দলাল মুখ চন্দ	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪০৬ (১৯৪০), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৭৮.	আজি নাহি কিছু মোর মান	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৮২০ (১৯৪৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৭৯.	আজি পিয়াল ডালে বাঁধো	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৯৫ (১৯৩৮), শিল্পী: বীণা দত্ত ও ভক্তিরঞ্জন রায়
৮০.	আজি পূর্ণ শশী কেন মেঘে	ঠুংরি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৮১.	আজি বাদল বঁধু এলো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩১ (১৯৩৫), শিল্পী: গীতা বসু
৮২.	আজি মধুর গগন	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৬৮ (১৯৩৭), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী
৮৩.	আজি মনে মনে লাগে	সেতারখানি	রেকর্ড নং: এনকিউ. ১৪৭ (১৯৪০), শিল্পী: বেচু দত্ত
৮৪.	আজি মিলন-বাসর প্রিয়া	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৩৩ (১৯৩৩), শিল্পী: ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
৮৫.	আজি রক্ত নিশি-ভোরে	তেওরা	স্বরলিপিকার: নলিনীকান্ত সরকার, স্বরলিপি গ্রন্থ: কারার ঐ লৌহকপাট
৮৬.	আজি শৃঙ্খলে বাজিছে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৮৭.	আজিকে তনু মনে লেগেছে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ৪৮৪৪ (১৯৩৭), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী (খেঁদি)
৮৮.	আজিকে তোমারে স্মরণ করি	একতাল	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৮৯.	আজো কাঁদে কাননে	ত্রিতাল	নজরুল হস্তলিপি
৯০.	আজো ফোটেনি কুঞ্জে মম	খেমটা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬০ (১৯৩৩), শিল্পী: পটল (চীনা)
৯১.	আজো বোলে কোয়েলিয়া	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৪৬ (১৯৩৯), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
৯২.	আজো হেথা তেমনি ধারা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭১৫৩ (১৯৩৩), শিল্পী: সমবেত
৯৩.	আদর-গরগর বাদর দরদর	পোস্তা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৯৪.	আদরিণী মোর কালো মেয়ে	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৫৩ (১৯৩৭), শিল্পী: নীলমণি সিংহ
৯৫.	আদায় আর কাঁচকলায় মিলন	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৭৫ (১৯৩৪), শিল্পী: বিমল গুপ্ত
৯৬.	আদি পরম বাণী	তেওরা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৯৭.	আধখানা চাঁদ হাসিছে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৩১৩১২ (১৯৫১), শিল্পী: জগন্ময় মিত্র
৯৮.	আধো আধো বোল্ লাজে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩০১ (১৯৩৪), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৯৯.	আধো ধরণী আলো	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ:

			নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১০০.	আন্ গোলাপ পানি	কাহারবা	টেস্ট কপি নং: এইচএসবি. ২৯৮৬ (১৯৪১), শিল্পী: দীপ্তি বসু
১০১.	আনন্দ দুলালী ব্রজবালার	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১০২.	আনন্দ রে আনন্দ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৭৩ (১৯৩৪), শিল্পী: বাঙলার ছেলেমেয়ে
১০৩.	আনমনে জল নিতে ভাসিল	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৩ (১৯৩২), শিল্পী: প্রভা দেবী
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১০৪.	আনারকলি! আনারকলি!	কাহারবা	স্বরলিপিকার: কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল সুরলিপি, ৮ম খণ্ড
১০৫.	আনো আনো অমৃত বারি	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৯২৫ (১৯৩৭), শিল্পী: শীতলচন্দ্র ঘোষ
১০৬.	আনো সাকি শিরাজি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২১৭ (১৯৩২), শিল্পী: সুধীরা দাশগুপ্তা
		সেতারখানি	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১০৭.	আবহায়াতের পানি দাও	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৫৭ (১৯৪০), শিল্পী: পিয়ারু কাওয়াল
১০৮.	আবার কেন বাতায়নে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৯৬ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
১০৯.	আবার শ্রাবণ এলো ফিরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৯০ (১৯৩৮), শিল্পী: বীণা দত্ত ও ভক্তিরঞ্জন রায়
১১০.	আবির-রাঙা আভীরা নারী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৯২ (১৯৩৪), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
		লাউনী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১১১.	আবু আর হাবু দুই ভায়ে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭১৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১১২.	আমরা পানের নেশায়	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১১৩.	আমরা শক্তি আমরা বল	লোফা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
		দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেই. ৭৮৩৪ (১৯৫১), শিল্পী: গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও পার্টি
১১৪.	আমায় আর কত দিন	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৪৩ (১৯৩৫), শিল্পী: কালী বর্মণ
১১৫.	আমায় নহে গো ভালোবাস	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩২৩ (১৯৪২), শিল্পী: সন্তোষ সেনগুপ্ত
১১৬.	আমায় যারা দেয় মা ব্যথা	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮১ (১৯৩৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১১৭.	আমায় রাখিসনে আর	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৫৫০ (১৯৩৪), শিল্পী: সমর রায়
১১৮.	আমার অহঙ্কারের মূল	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৯৯০ (১৯৪৯), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১১৯.	আমার আছে এই ক'খানি গান	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী: গীতা বসু
১২০.	আমার আনন্দিনী উমা	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৭৫ (১৯৩৭), শিল্পী: কে. মল্লিক
১২১.	আমার আপনার চেয়ে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১২২.	আমার উমা কই গিরিরাজ	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৭৫ (১৯৩৭), শিল্পী: কে. মল্লিক
১২৩.	আমার এ না' যাত্রী না লয়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৩৮৪৪ (১৯৩২), শিল্পী: বিমল গুপ্ত। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)

১২৪.	আমার কথা লুকিয়ে থাকে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এইচ. ১০২০ (১৯৪২), শিল্পী: সুশীল চট্টোপাধ্যায়
১২৫.	আমার কালীবাঞ্ছা কল্পতরুর	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৫২ (১৯৪৩), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১২৬.	আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৭৭ (১৯৩৭), শিল্পী: বিজনবালা ঘোষ (কালি)
১২৭.	আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৮৩ (১৯৩৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১২৮.	আমার কোন্ কূলে আজ	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)। রেকর্ড নং: এন. ৪১৮৭ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
১২৯.	আমার খোকার মাসি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯৬ (১৯৩৪), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৩০.	আমার গহীন জলের নদী	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)। রেকর্ড নং: এন. ৭০০২ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৩১.	আমার গানের মালা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩৪ (১৯৩৫), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
১৩২.	আমার ঘরের মলিন দীপালোকে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৩২৪ (১৯৩৬), শিল্পী: শিউলি সরকার
১৩৩.	আমার দুখের বন্ধু তোমার	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১৩৪.	আমার দেওয়া ব্যথা ভোলো	একতাল	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
		দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২১০ (১৯৩৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৩৫.	আমার ধ্যানের ছবি আমার হজরত	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৪৮ (১৯৩৬), শিল্পী: রওশন আরা বেগম (ঊষারাণি দেবী), সহশিল্পী: ধীরেন দাশ
১৩৬.	আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৭৯ (১৯৩৩), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৩৭.	আমার নয়নে নয়ন রাখি	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭১৭৫ (১৯৩৩), শিল্পী: মানদা দেবী
১৩৮.	আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায়	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩০৮০ (১৯৩৪), শিল্পী: লীলা দেবী
		লোফা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৩৯.	আমার প্রিয় হজরত নবী	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১০০ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৪০.	আমার বিছানা আছে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৬০ (১৯৪০), শিল্পী: রঞ্জিত রায়, সহশিল্পী: স্বর্ণ বসু
১৪১.	আমার বিজন ঘরে হেসে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৪২.	আমার বিফল পূজাঞ্জলি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৪৩ (১৯৩৫), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৪৩.	আমার বুকের ভিতর	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৪৯ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪৪.	আমার ভবের অভাব লয়	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০১০ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪৫.	আমার ভাঙা নায়ের বৈঠা	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৭ (১৯৩৪), শিল্পী: নিমাইচরণ চক্রবর্তী
১৪৬.	আমার ভুবন কান পেতে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৫২৩ (১৯৪৫), শিল্পী: যূথিকা রায়

১৪৭.	আমার মনের বেদনা	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: ইপিই. ৩১৭১ (১৯৭৭), শিল্পী: দীপালি নাগ (তালুকদার)
১৪৮.	আমার মা আছে রে সকল নামে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৩৭ (১৯৪১), শিল্পী: ইলা ঘোষ
১৪৯.	আমার মা যে গোপাল সুন্দরী	তেওরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৫৬ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস
১৫০.	আমার মানস-বনে ফুটেছে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৬২ (১৯৩৮), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী
১৫১.	আমার মালায় লাগুক	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৯৮ (১৯৩৯), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
১৫২.	আমার মুক্তি নিয়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩৪ (১৯৩৭), শিল্পী: সুধীর দত্ত
		লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৬৩৩ (১৯৪৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৫৩.	আমার মোহাম্মদের নামের ধেয়ান	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২৬৩ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৫৪.	আমার যখন পথ ফুরাবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৮২৪ (১৯৪২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৫৫.	আমার যাবার সময় হলো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৯৩ (১৯৩৬), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
		কাওয়ালী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৫৬.	আমার লীলা বোঝা ভার	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৫৪ (১৯৩৫), শিল্পী: পদ্মাবতী দেবী
১৫৭.	আমার শুধু চোখের দেখা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৯৭ (১৯৩৪), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৫৮.	আমার শ্যামা মায়ের কোলে	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৭৪ (১৯৩৭), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৫৯.	আমার সকল আকাশ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭২৩ (১৯৩৬), শিল্পী: আভা সরকার
১৬০.	আমার সকলি হরেছ হরি	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		দাদরা	স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১৬১.	আমার সোনার হিন্দুস্থান	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী: জ্ঞান দত্ত
১৬২.	আমার হরিনামে রুচি	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২৯০ (১৯৩২), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৩.	আমার হাতে কালি	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৬৫ (১৯৪২), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৬৪.	আমার হৃদয় অধিক রাঙা	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২২৬৯ (১৯৩৮), শিল্পী: জিতেন চক্রবর্তী
		লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৫৯৪ (১৯৪১), শিল্পী: প্রতিভা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৫.	আমার হৃদয়-বৃন্দাবনে নাচে	ফেরতা	রেকর্ডনাট্য: মীরাবাঈ (১৯৩৩)
১৬৬.	আমার হৃদয় মন্দিরে ঘুমায়	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৮৯ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৬৭.	আমার হৃদয় হবে রাঙা	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৫২ (১৯৪৩), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৬৮.	আমারে চরণে দিও ঠাঁই	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭১৫৪ (১৯৩৩), শিল্পী: প্রভা দেবী
১৬৯.	আমারে চোখ ইশারায়	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৫১৮ (১৯২৮), শিল্পী: কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১৭০.	আমি অলস উদাস আনমনা	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৭১.	আমি আছি ব'লে দুখ পাও	দাদরা	রেকর্ড নং: জিই. ৭৮২৪ (১৯৫০), শিল্পী: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

১৭২.	আমি আলোর শিখা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৬ (১৯৩৮), শিল্পী: নীহারবালা দেবী
১৭৩.	আমি কলহেরেই তরে কলহ	ফেরতা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫৩৭ (১৯৪১), শিল্পী: নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণী)
১৭৪.	আমি কি সুখে লো গৃহে রবো	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৩১৩৫ (১৯৩০), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী। রেকর্ড নং: এন. ৯৯১৬ (১৯৩৭), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৭৫.	আমি কূল ছেড়ে চলিলাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৬৩ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৭৬.	আমি কেমন করে কোথায়	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৮০ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৭৭.	আমি গগন গহনে সন্ধ্যা-তারা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৩৩ (১৯৪২), শিল্পী: ইলা ঘোষ
১৭৮.	আমি গরবিনী মুসলিম বালা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৬১ (১৯৩৬), শিল্পী: রাবেয়া খাতুন (ঊষারাণী)
১৭৯.	আমি গিরিধারী সাথে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৮৫ (১৯৪০), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১৮০.	আমি চাঁদ নহি, চাঁদ নহি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২২৭ (১৯৪১), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
১৮১.	আমি চিরতরে দূরে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৯২ (১৯৪২), শিল্পী: চিত্ত রায়
১৮২.	আমি ছন্দ ভুল চির-সুন্দরের	তেওরা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৮৩.	আমি জানি তব মন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৭১৪ (১৯৪৭), শিল্পী: সন্তোষ সেনগুপ্ত
১৮৪.	আমি ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ির মতন	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১৮৫.	আমি তব দ্বারে প্রেম-ভিখারি	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: কিউ. এস. ৫২৩ (১৯৪১), শিল্পী: রথীন চট্টোপাধ্যায়
১৮৬.	(আমি) দুখের কথা শুনাই	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৭৮০ (১৯৩৫) শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭.	আমি দেখন হাসি	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২০২৯ (১৯৩২), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮.	আমি দ্বার খুলে আর	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১২০ (১৯৩৫), শিল্পী: রেণু বসু
১৮৯.	আমি নামের নেশায় শিশুর মতো	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৭৭ (১৯৩৭), শিল্পী: বিজনবালা ঘোষ (কালি)
১৯০.	আমি পথভোলা ভিনদেশি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৩৮ (১৯৩৭), শিল্পী: মড কস্টেলো
১৯১.	আমি পথ-মঞ্জরি ফুটেছি	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৭৭ (১৯৩৭), শিল্পী: পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৯২.	আমি পূরব দেশের পুরনারী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এনকিউ. ১৮১ (১৯৪১), শিল্পী: শৈল দেবী
১৯৩.	আমি প্রভাতী তারা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৩৯ (১৯৩৬), শিল্পী: যূথিকা রায়। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৯৪.	আমি বাউল হলাম	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী: শান্তা বসু
১৯৫.	আমি বাঁধন যত খুলিতে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৭৪ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১৯৬.	আমি বাণিজ্যেতে যাব	দীপচন্দী	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৯৩৭ (১৯৪৪), শিল্পী: দুলি বিবি
১৯৭.	আমি বেলপাতা জবা দেব	লোফা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৬০৩ (১৯৪৩), শিল্পী: কৃষ্ণদাস ঘোষ
১৯৮.	আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৩৮৩৩ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৯৯.	আমি ময়নামতীর শাড়ি দেব	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩১৪ (১৯৩৪), শিল্পী: সুধীর দত্ত। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
২০০.	আমি মা ব'লে যত ডেকেছি	লোফা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৬০৩ (১৯৪৩), শিল্পী: কৃষ্ণদাস ঘোষ

২০১.	আমি মুক্তা নিতে আসিনি	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০১০ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
২০২.	আমি মুসলিম যুবা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৩৫ (১৯৪০), শিল্পী: তরুণ মুসলিম সমিতি
২০৩.	আমি মূলতানী গাই	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫০২ (১৯৪০), শিল্পী: বরদা গুহ
২০৪.	আমি যদি আরব হতাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৫৬ (১৯৩৭), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
২০৫.	আমি যদি বাবা হতুম	ফেরতা	রেকর্ড নং: জিটি. ২৩ (১৯৩৩), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি
২০৬.	আমি যার নূপুরের ছন্দ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩১১ (১৯৪২), শিল্পী: ইলা ঘোষ
২০৭.	আমি যেদিন রইব না গো	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১০৭ (১৯৩৪), শিল্পী: জ্ঞান দত্ত
		লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
২০৮.	আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৪৮৬ (১৯৪০), শিল্পী: দিলীপকুমার রায় (রজনীকান্তের দৌহিত্র)
২০৯.	আমি রাজার কুমার পথ ভোলা	কাহারবা	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার প্রবোধ
২১০.	আমি শ্যামা বলে ডেকেছিলাম	দাদরা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫৩৪ (১৯৪১), শিল্পী: শৈল দেবী
২১১.	আমি শ্রান্ত হয়ে আসব	মধ্যমান	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
২১২.	আমি সন্ধ্যামালতী বনছায়া	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৩৫ (১৯৪১), শিল্পী: মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়
২১৩.	আমি সুন্দর নহি জানি হে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৩১১৮৪ (১৯৫০), শিল্পী: মনোরঞ্জন চৌধুরী
২১৪.	আমি সূর্যমুখী ফুলের মতো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২২৬ (১৯৩৮), শিল্পী: রেণুকা রায়
২১৫.	আমি হব মাটির বুকে ফুল	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৩০ (১৯৩৮), শিল্পী: কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
২১৬.	আমিনা-দুলাল নাচে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩০৬৫ (১৯৩৯), শিল্পী: মানু মিয়া (মো. কাশেম)
২১৭.	আমিনার কোলে নাচে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৯৫ (১৯৩৮), শিল্পী: এম. সিরাজুর রহমান
২১৮.	আয় গোপিনী খেল্‌বি হোরি	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৬২ (১৯৩৩), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
		হোরি	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
২১৯.	আয় ঘুম আয় ঘুম আয়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৩৬ (১৯৩৯), শিল্পী: শীলা সরকার
২২০.	আয় নেচে নেচে আয় রে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৪৮ (১৯৩৭), শিল্পী: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
২২১.	আয় বনফুল ডাকিছে মলয়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৫৮৪ (১৯৪১), শিল্পী: বীণা দত্ত
২২২.	আয় মরু পারের হাওয়া	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০২৭ (১৯৩২), শিল্পী: মো. কাশেম
২২৩.	আয় মা উমা! রাখবো এবার	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭০০৯ (১৯৪০), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
২২৪.	আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭২২৭ (১৯৩৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
২২৫.	আয় মা ডাকাত কালী	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৬৫ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
২২৬.	আয় মুক্তকেশী আয়	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৮০ (১৯৪০), শিল্পী: পরেশচন্দ্র দেব (পাঁচু)
২২৭.	আয় রণজয়ী পাহাড়ি দল	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮১১ (১৯৩৬), ‘সুরথ উদ্ধার’ রেকর্ডনাট্যের গান
২২৮.	আয় লো বনের বেদেনী	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৫০৭ (১৯৪০), শিল্পী: করুণা ঘোষ ও কুসুম গোস্বামী
২২৯.	আয় সবে ভাই বোন	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিটি. ৩৭ (১৯৩৩), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি

২৩০.	আর অনুনয় করিবে না	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ৭৮২৪ (১৯৫০), শিল্পী: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
২৩১.	আর কত দুখ্ দেবে বল	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৭৩ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস
২৩২.	আরে পঙ্খীরাজের বাচ্চা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৯৪ (১৯৪২), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
২৩৩.	আরে হাঁ বালা উম্‌রি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৪২ (১৯৪১), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
২৩৪.	আরো কত দিন বাকি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৩৫ (১৯৪১), শিল্পী: মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩৫.	আরো কত দূর	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৩৯ (১৯৩৯), শিল্পী: সরযূবালা দেবী
২৩৬.	আরো নূতন নূতনতর	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
২৩৭.	আর্শিতে তোর নিজের রূপই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৫২ (১৯৩৭), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
২৩৮.	আলাপের যে ফুরসৎই নেই	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩২৬ (১৯৩৫), শিল্পী: নজরুল, আশ্চর্যময়ী দাসী ও তুলসী চক্রবর্তী
২৩৯.	আল্লা নামের বীজ বুনেছি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৬৪৭ (১৯৪১), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৪০.	আল্লা নামের শিরনি তোরা	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৬২৯ (১৯৪১), শিল্পী: দেলোয়ার হোসেন ও আশরফ আলী
২৪১.	আল্লা ব'লে কাঁদ বারেক	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৩৬৫ (১৯৪০), শিল্পী: মাস্টার মোহন
২৪২.	আল্লাকে যে পাইতে চায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৬৪৭ (১৯৪১), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৪৩.	আল্লাজী আল্লাজী রহম কর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩২৫৯ (১৯৪০), শিল্পী: আশরফ আলী
২৪৪.	আল্লাজী গো আমি বুঝি না	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩২১৭ (১৯৪০), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৪৫.	আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৫৯৬ (১৯৪১), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৪৬.	আল্লার নাম জপিও ভাই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩২৬১ (১৯৪০), শিল্পী: হায়দর এণ্ড পার্টি (গিরীন চক্রবর্তী)
২৪৭.	আল্লার নাম মুখে যাহার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩১০৭ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৪৮.	আল্লার নাম লইয়া বান্দা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩২৫৯ (১৯৪০), শিল্পী: আশরফ আলী
২৪৯.	আল্লাহ্ আমার প্রভু	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭১০৯ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দিন আহমদ
২৫০.	আল্লাহ্ রসুল জপের গুণে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৭১৬ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
২৫১.	আল্লাহ্ রসুল বোল্ রে মন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৭১৬ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
২৫২.	আশা-নিরাশায় দিন কেটে যায়	দাদরা	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ: নজরুল স্বরলিপি, একাদশ খণ্ড, হরফ
২৫৩.	আস্‌ল যখন ফুলের ফাগুন	কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
২৫৪.	আসিছেন হাবীব-এ খোদা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২৩ (১৯৩৫), শিল্পী: মো. কাশেম ও আব্বাসউদ্দীন আহমদ

২৫৫.	আসিবে তুমি জানি প্রিয়	ত্রিতাল	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, স্বরলিপি গ্রন্থ: সঙ্গীতাঞ্জলি, প্রথম খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স
২৫৬.	আসিয়া কাছে গেলে ফিরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০০৪ (১৯৪০), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
২৫৭.	আসিলে এ ভাঙা ঘরে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৪৩ (১৯৩২), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
২৫৮.	আসিলে কে অতিথি সাঁঝে	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
২৫৯.	আসিলে কে গো অতিথি	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
২৬০.	আসিলে কে গো বিদেশি	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১১৫ (১৯৩৪), শিল্পী: পারুল বালা (গোজী)
২৬১.	আসে বসন্ত ফুলবনে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৪৫ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৬২.	আসে রজনী সন্ধ্যামণির	কার্ফা/কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এন. ৭২২৮ (১৯৩৪), শিল্পী: পারুল সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
২৬৩.	আহ্মদের ঐ মীমের পর্দা	সাদ্রা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)
২৬৪.	আহার দেবেন তিনিই	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৫৪ (১৯৩৮), শিল্পী: কে. মল্লিক
২৬৫.	ইয়া আল্লাহ্, তুমি রক্ষা কর	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩২৬১ (১৯৪০), শিল্পী: হায়দর অ্যাণ্ড পার্টি
২৬৬.	ইয়া মোহাম্মদ বেহেশ্ত্ হতে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৮৭ (১৯৪০), শিল্পী: ফুল মহম্মদ
২৬৭.	ইয়া রাসুলুল্লাহ! মোরে রাহ্ দেখাও	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৫৭ (১৯৪০), শিল্পী: পিয়ারু কাওয়াল
২৬৮.	ইরানের রূপ-মহলের	কার্ফা	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
২৬৯.	ইসলামের ঐ সওদা লয়ে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৪১১১ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৭০.	ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক দোস্ত ও দুশমন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১৭৬ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
২৭১.	ঈদ মোবারক হো	কাহারবা	রেকর্ড নং: আরএল. ১২২১ (১৯৪৪), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৭২.	ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এন. ৭১০১ (১৯৩৩), শিল্পী: মহ. কাশেম
২৭৩.	ঈদের খুশির তুফানে আজ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮২৪ (১৯৩৬), শিল্পী: মুসলিম বন্ধুগণ
২৭৪.	উচাটন মন ঘরে রয় না (পিয়া মোর)	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
		কার্ফা	স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
২৭৫.	উচ্ছে নহে, ঝিঙে নহে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৭৭ (১৯৩৬), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
২৭৬.	উঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৫০৯ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস ও পরেশ দেব
২৭৭.	উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৭৫ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৭৮.	উঠেছে কি চাঁদ সাঁঝ গগনে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩০৪০ (১৯৩৪), শিল্পী: লীলা দেবী
২৭৯.	উড়ে গেল উড়ে গেল (চামচিকে)	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৯৯ (১৯৪৩), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
২৮০.	উতল হল শান্ত আকাশ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৭৭ (১৯৩৬), শিল্পী: মড কস্টেলো
২৮১.	উত্তরীয় লুটায় আমার	তেওরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
২৮২.	উদার অম্বর দরবারে তোরই	তিল্ওয়াড়া	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
২৮৩.	উদার ভারত! সকল মানবে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)।

		দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী: জ্ঞান দত্ত
২৮৪.	উপল নুড়ির কাঁকন চুড়ি	কাহারবা	রেকর্ড নং: ২৭২৬২ (১৯৪২), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
২৮৫.	উম্মত আমি গুনাহ্গার	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
২৮৬.	ঊষা এলো চুপি চুপি	ত্রিতাল	চলচ্চিত্র: গোরা (১৯৩৮), শিল্পী: ভক্তিময় দাশগুপ্ত
২৮৭.	এ আঁখি-জল মোছ প্রিয়া	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১), সুর-মুকুর (১৯৩৪)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭২৪ (১৯৩১), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
২৮৮.	এ কি অপরূপ রূপে মা	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৮২১ (১৯৩৩), শিল্পী: মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
২৮৯.	এ কি অপরূপ রূপের কুমার	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১২ (১৯৩৬), শিল্পী: রেণু বসু
২৯০.	এ কি অসীম পিয়াসা	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৩৬ (১৯৩৬), শিল্পী: বিজনবালা ঘোষ
২৯১.	এ কি এ মধু শ্যাম বিরহে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৩৩ (১৯৪০), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
২৯২.	এ কি সুরে (কোন্ সুরে) তুমি গান শোনালে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭০২৪ (১৯৩২), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন। গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
২৯৩.	এ কি হাড় ভাঙা শীত এলো	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
২৯৪.	এ কুঞ্জে পথ ভুলি কোন	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
২৯৫.	এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪১৪ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
২৯৬.	এ কোথায় আসিলে হায়	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
২৯৭.	এ কোন্ মধুর শরাব দিলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৯২৭ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
২৯৮.	এ কোন্ মায়ায় ফেলিলে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২২৬ (১৯৩৮), শিল্পী: রেণুকা রায়
২৯৯.	এ ঘন ঘোর রাতে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪০৬ (১৯৪০), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৩০০.	এ ঘোর শ্রাবণ-দিন	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৩০১.	এ ঘোর শ্রাবণ নিশি	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১৬৩ (১৯৩৫), শিল্পী: সুষমা দে। পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০), স্বরলিপিকার: শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৩০২.	এ জনমে মোদের মিলন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২২৮ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
৩০৩.	এ তো ঘুম নয় সই	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি.২৯৯৭ (১৯৩৪), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
৩০৪.	এ দেবদাসীর পূজা লহ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৪৪ (১৯৩৯), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
৩০৫.	এ নহে বিলাস বন্ধু	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬৩ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৩০৬.	এ বাসি বাসরে আসিলে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: এন. ৩২৬২ (১৯৩০), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৩০৭.	এই আমাদের বাংলাদেশ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৭৬ (১৯৩৪), 'প্রতাপাদিত্য' রেকর্ডনাট্যের গান
৩০৮.	এই গাধার খাটুনির চেয়ে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৩১ (১৯৪০), শিল্পী: রাধারানী ও গোপাল ভট্টাচার্য
৩০৯.	এই দেশ কার? তোর নহে আর	ত্রিতাল	নজরুল হস্তলিপি

৩১০.	এই দেহেরই রঙমহলায়	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৩১১.	এই নীরব নিশীথ রাতে	মধ্যমান	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৩১২.	এই শিকল পরা ছল	দাদরা	রেকর্ড নং: জিই. ৭৫০৬ (১৯৪৯), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী: পত্রিকা: ভারতী (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১), স্বরলিপিকার: কাজী নজরুল ইসলাম, [নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
৩১৩.	এই সুন্দর ফুল এই সুন্দর ফল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৩৭ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩১৪.	একটুখানি দাও অবসর	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১৭১ (১৯৩৫), শিল্পী: পদ্মরাণী গাঙ্গুলী
৩১৫.	একডালি ফুলে ওরে	কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৩১৬.	একলা ভাসাই গানের কমল	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এন. ৭২৪৮ (১৯৩৪), শিল্পী: ধীরেন দাস
৩১৭.	একাদশীর চাঁদ রে ও	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৪০ (১৯৪২), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
৩১৮.	একেলা গোরী জল্‌কে চলে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২২১৮ (১৯৩২), শিল্পী: উষারাণী দেবী
৩১৯.	একেলা ঢুলিয়া ঢুলিয়া কে	আদ্ধা কাওয়ালি	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৩২০.	এখনো ওঠেনি চাঁদ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০২৫ (১৯৪০), শিল্পী: পারুল সেন
৩২১.	এখনো মেটেনি আশা	দাদরা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৯০ (১৯৩৪), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৩২২.	এত কথা কি গো কহিতে জানে	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৭০৮৭ (১৯৩৩), শিল্পী: ধীরেন দাস
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৩২৩.	এত জল ও-কাজল চোখে	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ৯৯৭৪ (১৯২৮), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
		কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৩২৪.	এবার নবীন মন্ত্রে হবে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৯৫ (১৯৪৩), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
৩২৫.	এবারের পূজা মাগো দশভূজা	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২০৬ (১৯৪১), শিল্পী: রঞ্জিৎ রায়
৩২৬.	এলে কি বঁধু ফুল-ভবনে	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
৩২৭.	এলে তুমি কে, কে ওগো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১৫ (১৯৩৬), শিল্পী: ইন্দু সেন ও রেণুবালা দেবী
৩২৮.	এলো আবার ঈদ ফিরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৪৮ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৩২৯.	এলো এলো রে ঐ সুদূর বন্ধু	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩৫ (১৯৩৫), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী। রেকর্ড নং: এফটি. ১২০৪৩ (১৯৩৭), শিল্পী: সমবেত
৩৩০.	এলো এলো রে বৈশাখী ঝড়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২২৮ (১৯৩৪), শিল্পী: পারুল সেন। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৩৩১.	এলো এলো শবেরাত	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮০৬ (১৯৩৬), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
৩৩২.	এলো ঐ পূর্ণশশী ফুল-জাগানো	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩২ (১৯৩৫), শিল্পী: কুমারী বেবী (আশরাফী খানম)
৩৩৩.	এলো ঐ বনান্তে পাগল বসন্ত	তেতালা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩২ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৩৩৪.	এলো কৃষ্ণ কানাইয়া	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫২৭ (১৯৩৬), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৩৩৫.	এলো ফুল-দোল ওরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩১৬০ (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার

			কমল (কমল দাশগুপ্ত)
		কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৩৩৬.	এলো ফুলের মরশুম	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২২১৭ (১৯৩২), শিল্পী: সুধীরা দাসগুপ্ত
৩৩৭.	এলো ফুলের মহলে ভ্রমরা	খেমটা	গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৩৩৮.	এলো বরষা শ্যাম সরসা	ত্রিতাল	জীবনস্রোত গীতি আলেখ্য [নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা]
৩৩৯.	এলো মিলন-রাতি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪২৭ (১৯৪০),'কাফন-চোরা' রেকর্ডনাট্যের গান
৩৪০.	এলো রমজানেরই চাঁদ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮২২ (১৯৩৬), শিল্পী: রাবেয়া খাতুন
৩৪১.	এলো রে এলো ঐ রণ-রঙ্গিণী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩০৯ (১৯৪২), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৪২.	এলো রে শ্রী দুর্গা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩০৯ (১৯৪২), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৩৪৩.	এলো শিবানী-উমা এলো	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ২৬১৪ (১৯৪৩), শিল্পী: সত্য চৌধুরী অ্যাণ্ড পার্টি
৩৪৪.	এলো শোকের সেই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১০১ (১৯৩৩), শিল্পী: মো. কাশেম
৩৪৫.	এলো শ্যামল কিশোর	কার্ফা/ কাহারবা	স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭২৫০ (১৯৩৪), শিল্পী: সুধীর দত্ত
		লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৩৪৬.	এসেছি তব দ্বারে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭২৪৪ (১৯৩৪), শিল্পী: গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
৩৪৭.	এসো আনন্দ-সুন্দর ঘনশ্যাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৯০ (১৯৪০), শিল্পী: জয়ন্তী বসু
৩৪৮.	এসো আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১৬ (১৯৩৫), শিল্পী: বাঙলার ছেলেমেয়ে
৩৪৯.	এসো এসো এসো ওগো মরণ	ঝাঁপতাল	পত্রিকা: প্রবর্তক, আষাঢ় ১৩৩১, স্বরলিপিকার: নলিনীকান্ত সরকার [নজরুল সুরমালিকা, ২য় খণ্ড]
৩৫০.	এসো এসো তব যাত্রা-পথে	কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৩৫১.	এসো এসো পাহাড়ি ঝর্ণা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৫৮৪ (১৯৪১), শিল্পী: বীণা দত্ত
৩৫২.	এসো এসো রস-লোক বিহারী	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৩৫৩.	এসো চির জনমের সাথি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮২১ (১৯৩৬), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী
		ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
৩৫৪.	এসো ঠাকুর মহুয়া বনে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৭১ (১৯৪২), শিল্পী: কালীপদ সেন
৩৫৫.	এসো নওল কিশোর এসো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৬২ (১৯৪১), শিল্পী: মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৫৬.	এসো নূপুর বাজাইয়া	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৭২ (১৯৩৩), শিল্পী: মানিকমালা দেবী। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৩৫৭.	এসো প্রাণে গিরিধারী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৬৫ (১৯৩৮), শিল্পী: নিতাই ঘটক
৩৫৮.	এসো প্রিয় আরো কাছে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৬৩ (১৯৪০), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৩৫৯.	এসো প্রিয় মন রাঙায়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩০২ (১৯৪২), শিল্পী: পারুল কর (সেন)
৩৬০.	এসো বঁধু ফিরে এসো	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ২২৫ (১৯৩৫), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী (টেপি)
৩৬১.	এসো বসন্তের রাজা হে আমার	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১৭৩ (১৯৩৫), শিল্পী: কাননবালা

			দেবী (ছোট)
৩৬২.	এসো মা দশভুজা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০১ (১৯৩৫), শিল্পী: রেণু বসু ও দেবেন বিশ্বাস
৩৬৩.	এসো মা ভারত-জননী	একতাল	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৫৫ (১৯৩২), শিল্পী: কে. মল্লিক
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৩৬৪.	এসো মুরলীধারী বৃন্দাবন-চারী	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৪১৮৪ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
৩৬৫.	এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি	সুরফাঁক	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
৩৬৬.	এসো শারদ প্রাতের পথিক	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২০৩ (১৯৩৪), শিল্পী: অণিমা (বাদল)। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৩৬৭.	এসো হৃদি-রাস-মন্দিরে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)।
		লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ২০৩০ (১৯৩২), শিল্পী: ডা. জীবনানন্দ গোস্বামী
৩৬৮.	এসো হে সজল শ্যাম ঘন	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৪৪ (১৯৩৬), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী ও ধীরেন দাস
৩৬৯.	ঐ কাজল-কালো চোখ	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৩৭০.	ঐ কুব্জার কি রূপের বাহার	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ২০২৮ (১৯৩২), শিল্পী: প্রফেসর জি. দাস
৩৭১.	ঐ ঘর ভোলানো সুরে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৩৭২.	ঐ ঘাসের ফুলে	খেমটা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৩৭৩.	ঐ জল্‌কে চলে লো কার ঝিয়ারি	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৬০ (১৯৩৩), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৩৭৪.	ঐ নন্দন নন্দিনী দয়িতা	আদ্ধা	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নজরুল সুরমালিকা,২য় খণ্ড
৩৭৫.	ঐ নীল গগনের নয়ন-পাতায়	ঠুমরি	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৩৭৬.	ঐ পথ চেয়ে থাকি	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৩৭৭.	ঐ লুকায় রবি লাজে	পোস্তা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৩৭৮.	ঐ শ্যাম মুরলী বাজায়	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৪২ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী ও ধীরেন দাস
৩৭৯.	ঐ হের রসুলে-খোদা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী: পিয়ারু কাওয়াল
৩৮০.	ও কালো বউ! জল আনিতে যেয়ো না	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৩১৪ (১৯৩৪), শিল্পী: সুধীর দত্ত (খ্যাপা)
৩৮১.	ও কালো শশী রে	কাহারবা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫৯৩ (১৯৪২), শিল্পী: শৈল দেবী
৩৮২.	ও কি ঈদের চাঁদ গো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯০৬ (১৯৩৭), শিল্পী: রাবেয়া খাতুন
৩৮৩.	ও কূল-ভাঙা নদী রে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭২৬১ (১৯৩৪), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
৩৮৪.	ও কে উদাসী আমায় হায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৫৫ (১৯৩৫), শিল্পী: শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৮৫.	ও কে উদাসী বেণু বাজায়	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪০৬ (১৯৩৫), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
		দাদরা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৩৮৬.	ও কে কল্‌সি ভাসায়ে জলে	খেমটা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৩৮৭.	ও কে চলিছে বন-পথে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৭২৭ (১৯৩৫), শিল্পী: আশালতা

			দেবী
৩৮৮.	ও কে ট'লে ট'লে চলে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৩৫১ (১৯৩৮), শিল্পী: রাধারানী দেবী
৩৮৯.	ও কে নাচের ঠমকে দাঁড়ালো থম্‌কে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৯২৮ (১৯৪৪), শিল্পী: রাধারানী দেবী
৩৯০.	ও কে মুঠি মুঠি আবির	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৪৬ (১৯৩৫), শিল্পী: শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
৩৯১.	ও গিন্নি বদন তোল	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৭৯১ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৯২.	ও তুই উল্টা বুঝ্‌লি রাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৭৭ (১৯৩৬), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
৩৯৩.	ও তুই কারে দেখে ঘোম্‌টা দিলি	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৮৮৭ (১৯৪৩), শিল্পী: বেলারানী দেবী
৩৯৪.	ও তুই যাস্‌নে রাই-কিশোরী	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
		খেমটা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৩৯৫.	ও বন্ধু! দেখ্‌লে তোমায় বুকের মাঝে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৮৫ (১৯৩৮), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
৩৯৬.	ও বাবা! তুর্কী-নাচন	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৫২ (১৯৩৮), শিল্পী: গোপাল ভট্টাচার্য
৩৯৭.	ও বৌদি তোর কি হয়েছে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৮৮৭ (১৯৪৩), শিল্পী: বেলারানী দেবী
৩৯৮.	ও ভাই কোলা-ব্যাঙ	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জিটি. ২২ (১৯৩২), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি
৩৯৯.	ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে (আমার দেশের মাটি)	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৯৭ (১৯৩৩), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
		লোফা	স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৪০০.	ও মন চল অকূল পানে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০১১ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
৪০১.	ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৪১১১ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪০২.	ও মা একলা ঘরে ডাকব না	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৫২ (১৯৩৮), শিল্পী: চিত্তরঞ্জন রায়
৪০৩.	ও মা কালী সেজে ফির্‌লি ঘরে	লোফা	রেকর্ড নং: জিই. ২৬৭৯ (১৯৪৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪০৪.	ও মা তুই আমারে ছেড়ে আছিস্‌	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৮২ (১৯৪১), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪০৫.	ও মা তোর ভুবনে জ্বলে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৮২ (১৯৪১), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪০৬.	ও মা ত্রিনয়নী! সেই চোখ দে	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৮৮ (১৯৩৮), শিল্পী: নারায়ণ দাস বসু
৪০৭.	ও মা দনুজ-দলনী মহাশক্তি (হ্রীঙ্কার রূপিনী মহালক্ষ্মী)	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭৫৪৭ (১৯৪৫), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪০৮.	ও মা নির্গুণেরে প্রসাদ দিতে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩৮ (১৯৩৭), শিল্পী: সুধীর দত্ত
৪০৯.	(ও মা) ফিরে এলে কানাই	লোফা	রেকর্ড নং: জিটি. ১৭ (১৯৩২), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি
৪১০.	ও মা বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ	একতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৪৯ (১৯৩৭), শিল্পী: অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
		লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৬৩৩ (১৯৪৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ

৪১১.	ও শাপলা ফুল নেব না	দাদরা	রেকর্ড নং: জিই. ২৭৭৮ (১৯৪৫), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী ও শেফালী ঘোষ
৪১২.	ও সে বাঁশরি বাজায়	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৫৫০ (১৯৪০), শিল্পী: সমর রায়
৪১৩.	ওগো অন্তর্যামী ভক্তের তব	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৫২ (১৯৩৭), শিল্পী: কে. মল্লিক
৪১৪.	ওগো আমরা বাঙালীবাবু (নখদন্তবিহীন চাকুরি অধীন)	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪২৯ (১৯৩৮), শিল্পী: চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য
৪১৫.	ওগো আমিনা তোমার দুলালে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩৯ (১৯৩৭), শিল্পী: পরীবানু
৪১৬.	ওগো এলে কি শ্যামল পিয়া	কাহারবা	স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)। রেকর্ড নং: এফটি. ৮৪৭ (১৯৩২), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৪১৭.	ওগো ও আমার কালো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৪৭৫ (১৯৩৬), শিল্পী: সমর রায়
৪১৮.	ওগো চৈতী রাতের চাঁদ	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ২০৯৩ (১৯৩৭), শিল্পী: লক্ষ্মী দেবী
৪১৯.	ওগো ঠাকুর! বলতে পার	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২০৯ (১৯৩৬), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৪২০.	ওগো তারি তরে মন কাঁদে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০০৩ (১৯৪০), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
৪২১.	ওগো দু'পেয়ে জীব ছিল গদাই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১১ (১৯৩৫), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
৪২২.	ওগো দেবতা তোমার পায়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: কেডিবি. ১৫০১৫ (১৯৪০), শিল্পী: সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২৩.	ওগো নন্দদুলাল নাচে ছন্দ তালে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২৯১ (১৯৩৬), শিল্পী: ইন্দু সেন ও রেণুবালা দেবী
৪২৪.	ওগো পিয়া তব অকরুণ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
৪২৫.	ওগো পূজার থালায় আছে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১৭ (১৯৩৫), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৪২৬.	ওগো প্রিয়! তব গান	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. কিউ ১৮১ (১৯৪১), শিল্পী: শৈল দেবী
৪২৭.	ওগো প্রিয়তম তুমি চলে গেছ	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩২৪ (১৯৩৫), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৪২৮.	ওগো ফুলের মতন ফুল্ল	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৪৩৭ (১৯৩৪), শিল্পী: সুধীরা দাশগুপ্ত
		কাহারবা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৪২৯.	ওগো বৈশাখী ঝড়	ঢিমে তেতালা	নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা
৪৩০.	ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৩২৮ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪৩১.	ওগো মাগো আজো বেঁচে আছি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯০৩ (১৯৩৭), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
৪৩২.	ওগো সুন্দর আমার	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৪৩৩.	ওর নিশীথ-সমাধি ভাঙিও না	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫০৭৬ (১৯৪৩), শিল্পী: ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
৪৩৪.	ওরে অবোধ আঁখি	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৮৩ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৩৫.	ওরে অবোধ! গরম জলে	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫৮৬ (১৯৩৬), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৪৩৬.	(ওরে) আজ ভারতের নব যাত্রাপথের	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩১৩ (১৯৩৪), শিল্পী: ধীরেন দাস

৪৩৭.	ওরে আজই না হয় কালই	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৫০ (১৯৩৯), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৩৮.	ওরে আমার চটি (আমার ঠন্‌ঠনিয়ার চটি)	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২০৮ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৩৯.	ওরে আয় অশুচি আয় রে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৪৬ (১৯৩৭), শিল্পী: বাঙলার ছেলেমেয়ে
৪৪০.	ওরে আলয়ে আজ মহালয়া (এলো মা আমার মা)	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১৬ (১৯৩৫), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত ও অন্যান্য
৪৪১.	ওরে এ কোন্ স্নেহ-সুরধুনী	লোফা	পত্রিকা: মোসলেম ভারত (ফাল্গুন, ১৩২৭), স্বরলিপিকার: মোহিনী সেনগুপ্ত, [নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
৪৪২.	ওরে ও-দরিয়ার মাঝি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১৬ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪৪৩.	ওরে ও-নতুন ঈদের চাঁদ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১৭৬ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
৪৪৪.	ওরে ও-মদিনা বলতে পারিস্	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী: মানু মিয়া (কে. মল্লিক)
৪৪৫.	ওরে ও-স্রোতের ফুল	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৪৪৬.	ওরে কে বলে আরবে নদী নাই	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৩৫৫ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৪৪৭.	ওরে গো-রাখা রাখাল	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৭১ (১৯৪১), শিল্পী: কালীপদ সেন
৪৪৮.	ওরে ডেকে দে দে লো মহুয়া	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫৯৩ (১৯৪২), শিল্পী: শৈল দেবী
৪৪৯.	ওরে দেখে যা তোরা নদীয়ায়	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২৩২ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
৪৫০.	ওরে নীল যমুনার জল	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮৮ (১৯৩৬), শিল্পী: যূথিকা রায়
৪৫১.	ওরে নেইকো ডানা উড়ে এলি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৪১ (১৯৪০), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
৪৫২.	ওরে বনের ময়ূর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮০০ (১৯৩৬), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
৪৫৩.	ওরে ভবের তাঁতি	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৩ (১৯৩৮), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫৪.	ওরে মথুরাবাসিনী, মোরে বল্	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৮৪২ (১৯৩৯), শিল্পী: গীতা বসু
৪৫৫.	ওরে মাঝি ভাই ও তুই	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। রেকর্ড নং: এন. ৩৮৪৪ (১৯৩২), শিল্পী: বিমল গুপ্ত
৪৫৬.	ওরে রাখাল ছেলে বল্	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৭৫ (১৯৩৯), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৫৭.	ওরে শুভ্রবসনা রজনীগন্ধা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩০৯ (১৯৩৯), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
৪৫৮.	ওরে সর্বনাশী মেখে এলি	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৮৩ (১৯৩৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৫৯.	ওরে হুলো রে তুই রাত বিরেতে	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২৯০ (১৯৩২), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৪৬০.	ওলো ননদিনী বল্	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬২ (১৯৩৯), শিল্পী: কে. মল্লিক
৪৬১.	ওলো বিন্দে! গোবিন্দে	দাসপ্যারী	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
৪৬২.	ওহে ভ্যাবাকান্ত! দাও হে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭১০ (১৯৩৬), শিল্পী: বিমল গুপ্ত

	গানে		
৪৬৩.	ওহে রসিক রসাল কদলী	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৮০ (১৯৩৩), শিল্পী: বিমল গুপ্ত
৪৬৪.	কও কথা কও কথা, কথা কও হে দেবতা	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭১৪৫ (১৯৩৩), শিল্পী: প্রভা দেবী
		যৎ	নজরুল হস্তলিপি
৪৬৫.	কত আর এ মন্দির দ্বার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৪৭ (১৯৩২), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
		কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৪৬৬.	কত কথা ছিল তোমায় বলিতে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১১৫ (১৯৩৪), শিল্পী: পারুলবালা দেবী (গোজী)
৪৬৭.	কত কথা ছিল বলিবার	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ২২৫ (১৯৩৫), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী (টেপি)
৪৬৮.	কত জনম যাবে তোমার বিরহে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী: সরযূবালা দেবী
৪৬৯.	কত দূরে তুমি ওগো আঁধারের	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৯৬৯ (১৯৩৯), শিল্পী: পারুল সোম
৪৭০.	কত নিদ্রা যাও রে কন্যা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪২০ (১৯৪০), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
৪৭১.	কত ফুল তুমি পথে ফেলে দাও	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: এন. ২৭০৫৭ (১৯৪০), শিল্পী: সন্তোষ সেনগুপ্ত
৪৭২.	কত যুগ পাই নাই তোমার দেখা	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৬০৫ (১৯৩৬), শিল্পী: পদ্মরাণী গঙ্গোপাধ্যায়
৪৭৩.	কত সে জনম কত সে লোক	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭২৫৯ (১৯৩৪), শিল্পী: মানদা দেবী
৪৭৪.	কথা কইবে না বউ	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৩৮০ (১৯৩৯), শিল্পী: কানন দেবী
৪৭৫.	কথা কও, কও কথা থাকিও না চুপ ক'রে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৯৭ (১৯৪১), শিল্পী: সন্তোষ সেনগুপ্ত
৪৭৬.	কথার কুসুমে গাঁথা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৩১২৮২ (১৯৫০), শিল্পী: বেচু দত্ত
৪৭৭.	কদম কেশর পড়ল ঝরি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৪৭১ (১৯৩৬), শিল্পী: গীতা বসু
৪৭৮.	কন্যার পায়ের নূপুর বাজে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৮৩ (১৯৩৯), শিল্পী: মাধুরী দে
৪৭৯.	কপোত কপোতী উড়িয়া বেড়াই	ত্রিতালি/ ত্রিতাল	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৭১ (১৯৩৩), শিল্পী: জ্ঞান দত্ত ও পারুলবালা দেবী
৪৮০.	কবে সে মদিনার পথে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৫০৮ (১৯৪১), শিল্পী: দুলি বিবি
৪৮১.	কমলা রূপিণী, শক্তি-স্বরূপিনী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৬৫ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৮২.	করুণ কেন অরুণ আঁখি	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১২৬৮৭ (১৯৩১), শিল্পী: কে. মল্লিক
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৪৮৩.	করুণা তোর জানি মা গো	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৪৭৪ (১৯৩৬), শিল্পী: জীবনকৃষ্ণ দাস
৪৮৪.	কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭০৭ (১৯৩৬), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
৪৮৫.	কলঙ্ক আর জোছনায় মেশা	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৪৩৭ (১৯৩৪), শিল্পী: সুধীরা দাশগুপ্ত। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৪৮৬.	কলঙ্কে মোর সকল দেহ	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮১৭ (১৯৩৬), শিল্পী: বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় (মধুপুর)
৪৮৭.	কলগাড়ি যায় ভোঁসর ভোঁসর	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২০২৮ (১৯৩২), শিল্পী: প্রফেসর জি.

		(দ্রুতলয়)	দাস
৪৮৮.	কল্‌মা শাহাদতে আছে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৫৬ (১৯৩৭), শিল্পী: মো. কাশেম
৪৮৯.	কলির রাই কিশোরী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮২ (১৯৩৬), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
৪৯০.	কহ প্রিয়ে, কেমনে এ রাতি	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৪৯১.	কাঁদব না আর শচী-দুলাল	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৩৬ (১৯৩৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৪৯২.	কাঁদিছে তিমির-কুন্তলা সাঁঝ	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৪৯৩.	কাঁদিতে এসেছি আপনারে লয়ে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৪৯৪.	কাঁদিস্‌নে আর কাঁদিস্‌নে মা	তালছাড়া	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার প্রবোধ
৪৯৫.	কাছে আমার নাই বা এলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৩১ (১৯৩৫), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৪৯৬.	কাছে তুমি থাক যখন	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৭৪ (১৯৪৩), শিল্পী: রমা দেবী
৪৯৭.	কাজরি গাহিয়া চল	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৪৯৮.	কাজলা বিলের শাপলা তুইল্যা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬৮ (১৯৩৯), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
৪৯৯.	কাণ্ডারি গো কর কর পার	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪১৪ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৫০০.	কানন গিরি সিন্ধুপার	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৫০১.	কানে আজো বাজে আমার	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৪ (১৯৩৮), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
৫০২.	কাবেরী নদী জলে কে গো	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এইচ. ৮৭৬ (১৯৪১), শিল্পী: সুপ্রভা ঘোষ
৫০৩.	কার ঝর ঝর বর্ষণ বাণী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩১ (১৯৩৫), শিল্পী: গীতা বসু, সহশিল্পী: ধীরেন দাস
৫০৪.	কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: এন. ৭০১৪ (১৯৩২), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৫০৫.	কার বাঁশরি বাজিল	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী: সান্ত্বনা সেন
৫০৬.	কার বাঁশরি বাজে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৫০৭.	কার মঞ্জির রিনিঝিনি বাজে	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩২১ (১৯৩৫), শিল্পী: পারুল সোম (সেন)। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৫০৮.	কারা-পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ	গীতাঙ্গী/ তেওরা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)। জিই. ২৭৯৪ (১৯৪৫), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
৫০৯.	কারার ঐ লৌহকপাট	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জিই. ৭৫০৬ (১৯৪৯), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী
৫১০.	কারো ভরসা করিস্‌নে তুই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৯৭১ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫১১.	কালা এত ভালো কি হে	খেমটা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
৫১২.	'কালী কালী' মন্ত্র জপি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৬৪৯ (১৯৩৬), শিল্পী: ইন্দু সেন
৫১৩.	কালো জল ঢালিতে সই	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৬৩ (১৯৩৮), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৫১৪.	কালো জাম রে ভাই	ফেরতা	রেকর্ড নং: জিটি. ২১ (১৯৩২), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি
৫১৫.	কালো পাহাড় আলো করে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৭০ (১৯৩৯), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী

৫১৬.	কালো মেয়ের পায়ের তলায়	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২০৩১ (১৯৩২), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)। পত্রিকা: ভারতবর্ষ (অগ্রহায়ণ, ১৩৪০), স্বরলিপিকার: শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, [নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
৫১৭.	কাহার তরে হায় নিশিদিন	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২২১৬ (১৯৩২), শিল্পী: রাধারানী দেবী
৫১৮.	কিশোরী মিলন বাঁশরি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১৮ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৫১৯.	কিশোরী সাধিকা রাধিকা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৩৪ (১৯৩৫), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
৫২০.	কী দশা হয়েছে মোদের	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ২৭০০৯ (১৯৪০), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৫২১.	কী দিয়ে পূজি ভগবান	সেতারখানি ন	রেকর্ড নং: এন. ৭০৭৯ (১৯৩৩), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
৫২২.	কী নাম ধ'রে ডাকব তোরে	লোফা	রেকর্ড নং: জিই. ২৫৫৪ (১৯৪০), শিল্পী: উত্তরা দেবী
৫২৩.	কী মজার কড়াই ভাজা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জিটি. ২০ (১৯৩২), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি
৫২৪.	কী হবে জানিয়া বল	পোস্তা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
		যৎ	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৫২৫.	কী হবে লাল পাল তুলে	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৫২৬.	কুঁচবরণ কন্যা রে তার	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এইচ. ৭ (১৯৩২), শিল্পী: উমাপদ ভট্টাচার্য। রেকর্ড নং : এফটি. ২২২৭ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫২৭.	কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৮৪ (১৯৪২), শিল্পী: শান্তা বসু ও কালীপদ সেন
৫২৮.	কুমকুম আবির ফাগের	খেমটা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩১৬০ (১৯৩৪), শিল্পী: মাষ্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
৫২৯.	কুল রাখ না-রাখ তুমি সে জান	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬৪ (১৯৩৩), শিল্পী: মিস মন্টি
		খেমটা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৫৩০.	কুলের আচার নাচার হয়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিটি. ২৫ (১৯৩৩), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
৫৩১.	কুসুম ফুলের মালা গেঁথে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৬১ (১৯৪০), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৫৩২.	কুসুম-সুকুমার শ্যামল তনু	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১), বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০৭২ (১৯৩৩), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
৫৩৩.	কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এইচ. ৮৫৭ (১৯৪০), শিল্পী: শচীন দেববর্মণ
৫৩৪.	কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল্ রসনা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৪৫ (১৯৪০), শিল্পী: কে. মল্লিক ও অণিমা দাশগুপ্ত
৫৩৫.	কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল রে মন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৪৮ (১৯৩৭), শিল্পী: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৫৩৬.	কৃষ্ণচূড়ার মুকুট পরে	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৫০ (১৯৩৮), শিল্পী: কুঞ্জলাল সিংহ
৫৩৭.	কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি	কার্ফা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৫৩৮.	কৃষ্ণা নিশীথ নাচে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০২৬ (১৯৩৮), শিল্পী: সীতা দেবী
৫৩৯.	কে এলে মোর চিরচেনা	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
৫৪০.	কে এলে মোর ব্যথার গানে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৪১৮৭ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
৫৪১.	কে এলো ওরে কে এলো	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭০৭৫ (১৯৩৩), শিল্পী: কে. মল্লিক

	(শুকানো মানস মাধবী)		
৫৪২.	কে এলো ডাকে চোখ গেল	কাহারবা-দাদরা (ফেরতা)	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৫৪৩.	কে ডাকিলে আমারে	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
		দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৩১০৭০ (১৯৪৯), শিল্পী: নন্দলাল পুরী
৫৪৪.	কে তুমি এলে হেলে দুলে	দাদরা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৫৪৫.	কে তুমি দূরের সাথি	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৫৪৬.	কে তোরে কি বলেছে মা	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৭৪ (১৯৪১), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়। রেকর্ড নং: এন. ২৭২৬৫ (১৯৪২), শিল্পী: কে. মল্লিক
৫৪৭.	কে দিল খোঁপাতে ধুতুরা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৩০৯ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৫৪৮.	কে দুয়ারে এলে মোর	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬৫ (১৯৩২), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
		আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৫৪৯.	কে দুরন্ত বাজাও ঝড়ের	তেওরা/ গীতাঙ্গী	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩৯৭৫ (১৯৩৫), শিল্পী: দেবেন বিশ্বাস।
৫৫০.	কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল	ফেরতা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২০২৬ (১৯৩২), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৫৫১.	কে নিবি মালিকা এ মধুযামিনী	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৫৫২.	কে পরালো মুণ্ডমালা	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৩০২ (১৯৩৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৫৫৩.	কে পাঠালে লিপির দূতী	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৫৫৪.	কে বলে গো তুমি আমার নাই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৩০ (১৯৩৮), শিল্পী: কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
৫৫৫.	কে বলে মোর মাকে কালো	তেওরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১৭২ (১৯৩৫), শিল্পী: দেবেন বিশ্বাস
৫৫৬.	কে বিদেশি বন-উদাসী	কাহারবা/ কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। রেকর্ড নং: এন. ৩২৬২ (১৯৩০), শিল্পী: হরিমতী দেবী। রেকর্ড নং: টি. ৬০০১ (১৯৩১), শিল্পী: বি. গোস্বামী। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৫৫৭.	কে শিব সুন্দর	গীতাঙ্গী	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
৫৫৮.	কে সাজালো মাকে আমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১২৮ (১৯৩৭), শিল্পী: বাঙলার ভাই বোন
৫৫৯.	কে হেলে দুলে চলে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৩২ (১৯৩৮), শিল্পী: রাধারাণী বসু
৫৬০.	কেউ ভোলে না কেউ ভোলে	কাহারবা/ কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৩০ (১৯৩১), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৫৬১.	কেঁদে কেঁদে নিশি হল ভোর	আদ্ধা কাওয়ালী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৫৬২.	কেঁদে যায় দখিন হাওয়া	ঠুংরি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০১৪ (১৯৩২), শিল্পী: হরিমতী দেবী

৫৬৩.	কেঁদো না কেঁদো না মাগো	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী: যূথিকা রায়
৫৬৪.	কেন আন ফুল-ডোর আজি	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৬৮২ (১৯৩১), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী।
৫৬৫.	কেন আসিলে ভালোবাসিলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৪৪ (১৯৩৩), শিল্পী: কাজী নজরুল ইসলাম
৫৬৬.	কেন আসিলে যদি যাবে	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
		পাঞ্জাবী ঠেকা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৫৬৭.	কেন আসে, কেন তারা চ'লে যায়	মধ্যমান	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৫৬৮.	কেন উচাটন মন পরান	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৫৬৯.	কেন করুণ সুরে হৃদয়পুরে	একতালা/ একতাল	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)। রেকর্ড নং: এন. ৭০০১ (১৯৩২), শিল্পী: কমলা (ঝরিয়া)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৫৭০.	কেন কাঁদে পরান কি বেদনায়	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৩৫ (১৯৩১), শিল্পী: কে. মল্লিক। রেকর্ড নং: টি. ৬০৩৪ (১৯৩১), শিল্পী: কিরণময়ী দাসী স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৫৭১.	কেন গো যোগিনী! বিধুর	দীপচন্দী	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৯৩ (১৯৪১), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
৫৭২.	কেন চাঁদিনী রাতে মেঘ আসে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৩৫৮ (১৯৩৩), শিল্পী: উষারাণী দেবী
৫৭৩.	কেন তুমি কাঁদাও মোরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৫৬ (১৯৩৭), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
৫৭৪.	কেন দিলে এ কাঁটা	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৫০৯ (১৯২৮), শিল্পী: উমাপদ ভট্টাচার্য। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৩৫ (১৯৩১), শিল্পী: কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৫৭৫.	কেন নিশি কাটালি অভিমানে	ফেরতা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৫৭৬.	কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৩১৩৫ (১৯৩০), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
৫৭৭.	কেন প্রেম-যমুনা আজি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৭ (১৯৩৮), শিল্পী: নীহারবালা দেবী
৫৭৮.	কেন ফোটে, কেন কুসুম	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২৯ (১৯৩৪), শিল্পী: ভবানী দাস
৫৭৯.	কেন বাজাও বাঁশি কালো শশী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৮৪ (১৯৩৩), শিল্পী: হরি বাঈজী
৫৮০.	কেন মনে জাগে উদাসিনী	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
৫৮১.	কেন মনোবনে মালতী বল্লরী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩১১ (১৯৪২), শিল্পী: ইলা ঘোষ
৫৮২.	কেন মেঘের ছায়া আজি	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৭৯ (১৯৪০), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৫৮৩.	কেন হেরিলাম নব ঘনশ্যাম	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬১ (১৯৩২), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
৫৮৪.	কেমনে কহি প্রিয় কি ব্যথা	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২৩৫৭ (১৯৩৩), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী

৫৮৫.	কেমনে রাখি আঁখি-বারি	আদ্ধা কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৫৮৬.	কেরানি আর গরুর কাঁধ	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৫৮৭.	কেহ বলে তুমি রূপ সুন্দর	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৩৩ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৫৮৮.	কোকিল সাধিলি কি বাদ	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
৫৮৯.	কোথা চাঁদ আমার	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৫৯০.	কোথায় গেলে পেঁচা-মুখী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৭১০ (১৯৩৯), শিল্পী: রাধারানী দেবী ও গোপাল ভট্টাচার্য
৫৯১.	কোথায় গেলি মাগো আমার	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮১ (১৯৩৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৫৯২.	কোথায় তখ্‌ত তাউস	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০৬৮ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৫৯৩.	কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৫৩ (১৯৩২), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৫৯৪.	কোন্ অতীতের আঁধার	একতাল	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৫৯৫.	কোন্ দূরে ও কে যায় চ'লে	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৭০ (১৯৩৩), শিল্পী: আভা সরকার। গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৫৯৬.	কোন্ ফুলেরই মালা দিই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩২৬ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
৫৯৭.	কোন্ বন হতে করেছ চুরি	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
৫৯৮.	কোন্ বিদেশের নাইয়া তুমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৭১ (১৯৩৮), শিল্পী: ফুলকুমারী দেবী ও রতন মাঝি
৫৯৯.	কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা	তেতালা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
		ঢিমে তেতালা	পত্রিকা: কল্লোল (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), স্বরলিপিকার: মোহিনী সেনগুপ্তা, [নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
৬০০.	কোন্ মাটিতে আমার কায়া	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৬০১.	কোন্ রস-যমুনার কূলে	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৫৮ (১৯৪১), শিল্পী: রেণুকা দাশগুপ্ত
৬০২.	কোন্ শরতে পূর্ণিমা চাঁদ	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
৬০৩.	কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশির	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৬০৪.	কোন্ সে সুদূর অশোক-কাননে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৮৪ (১৯৩৮), শিল্পী: শ্রীসত্যবান (হিমাংশু দত্ত)
৬০৫.	কোয়েলা কুহু কুহু ডাকে	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৬০৬.	ক্ষীণ তনু যৌবন ভার	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৮৬ (১৯৩৪), শিল্পী: লক্ষ্মী দেবী
		দাদরা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৬০৭.	ক্ষ্যাপা হাওয়াতে মোর আঁচল	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২১৫ (১৯৩২), শিল্পী: হরি বাঈজী
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৬০৮.	খড়গ নিয়ে মাতিস রণে	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২২৭ (১৯৩৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ

৬০৯.	খড়ের প্রতিমা পূজিস রে	দাদরা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
৬১০.	খয়বর জয়ী আলী হায়দর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭১৫ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬১১.	খর রৌদ্রের হোমানল জ্বালি	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৬১২.	খাতুনে-জান্নাত ফাতেমা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৯২৭ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬১৩.	খুলেছে আজ রঙের দোকান	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৮৪৪ (১৯৩৭), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী (খেদি)
৬১৪.	খুশি লয়ে খুশরোজের	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০২৭ (১৯৩২), শিল্পী: মো. কাশেম
৬১৫.	খেলত বায়ু ফুলবন মে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯২৭ (১৯৩৭), শিল্পী: আভা সরকার
৬১৬.	খেলা শেষ হলো	দাদরা	রেকর্ড নং: এইচ. ২২৬৬ (১৯৬৫), শিল্পী: জগন্ময় মিত্র
৬১৭.	খেলি আয় পুতুল খেলা	দাদরা	রেকর্ড নং: জিটি. ২৪ (১৯৩৩), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি
৬১৮.	খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৯৭৩ (১৯৩৫), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৬১৯.	খেলিছে জলদেবী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৯৪ (১৯৩৬), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৬২০.	খেলে চঞ্চলা বরষা-বালিকা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩৫ (১৯৩৭), শিল্পী: পারুল সেন
৬২১.	খেলে নন্দের আঙিনায়	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৫ (১৯৩৮), শিল্পী: রত্নমালা সেন
৬২২.	খোদা এই গরীবের শোন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৯৭১ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬২৩.	খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৫৪৫ (১৯৪১), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬২৪.	খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে	কাহারবা/ কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩২১৭ (১৯৩৪), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬২৫.	খোদার হাবীব হলেন নাজেল	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৬২৬.	খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার	কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৬২৭.	গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৮২ (১৯৪০), শিল্পী: ইলা ঘোষ ও সুনীল ঘোষ
৬২৮.	গগনে খেলায় সাপ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৭৮ (১৯৩৮), শিল্পী: রেবা সোম, পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়, অণিমা মুখোপাধ্যায় ও চিত্ত রায়
৬২৯.	গগনে পবনে আজি	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৩০৮৩ (১৯৩৪), শিল্পী: উষারাণী দেবী
৬৩০.	গগনে প্রলয় মেঘের মেলা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৭২ (১৯৩৩), শিল্পী: ধীরেন দাস
৬৩১.	গগনে সঘন চমকিছে দামিনী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩০১ (১৯৪২), শিল্পী: সত্যেন ঘোষাল
৬৩২.	গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৯৭ (১৯৩৩), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন, গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩), স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৬৩৩.	গত রজনীর কথা পড়ে মনে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৬৩৪.	গভীর ঘুমঘোরে স্বপনে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৫২ (১৯৪১), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৬৩৫.	গভীর নিশীথে ঘুম	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৫২৪ (১৯৪৫), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত।
৬৩৬.	গভীর রাতে জাগি' খুঁজি	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
৬৩৭.	গম্ভীর আরতি নৃত্যের ছন্দে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৩৩ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি

			ঘোষ
৬৩৮.	গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু	গীতাঙ্গী/ তেওরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৬৩৯.	গলে টগর মালা কাদের	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৩০ (১৯৩৫), শিল্পী: অণিমা (বাদল)
৬৪০.	গহন বনে শ্রীহরি নামের	দাসপ্যারী	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: কাজী নজরুল ইসলাম
৬৪১.	গহীন রাতে ঘুম	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭২৪ (১৯৩১), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৬৪২.	গাও সব ভারত কা প্যারা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৯০ (১৯৩৮), শিল্পী: বিজনবালা ঘোষ
৬৪৩.	গাগরি ভরণে চলে চপলা	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৩৮১ (১৯৩৯), শিল্পী: ভবানী দাস
৬৪৪.	গাঙে জোয়ার এলো ফিরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৪৩ (১৯৪০), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৪৫.	গাছের তলে ছায়া আছে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪২০ (১৯৪০), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
৬৪৬.	গান ভুলে যাই, মুখপানে চাই	কাহারবা	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
৬৪৭.	গানগুলি মোর আহত পাখির সম	একতাল	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
		দাদরা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৪৭ (১৯৩২), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী। রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৯২ (১৯৪০), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
৬৪৮.	গানের সাথি আছে আমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৭৪ (১৯৩৭), শিল্পী: মাধবী দাশগুপ্তা
৬৪৯.	গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণনাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৩৪ (১৯৩৫), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
৬৫০.	গাহে আকাশ পবন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১৪ (১৯৩৫), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
৬৫১.	গিন্নির চেয়ে শালী ভালো	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুর-সাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২৩৬১ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৫২.	গিন্নির ভাই পালিয়ে গেছে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭০৯৮ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৫৩.	গিরিধারী গোপাল ব্রজ-গোপ-দুলাল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৩৯ (১৯৩৮), শিল্পী: সুধীরা দাশগুপ্তা (সেনগুপ্তা) ও ভ্রাতৃদ্বয়
৬৫৪.	গিরিধারী লাল কৃষ্ণ গোপাল	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৬৬৯ (১৯৩৯), শিল্পী: শোভারাণী দে
৬৫৫.	গুণ্ঠন খোলো পারুল মঞ্জরি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৯৪ (১৯৩৭), শিল্পী: রাধারাণী দেবী
৬৫৬.	গুণে গরিমায় আমাদের নারী	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৭৬৬ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৬৫৭.	গুনগুনিয়ে ভ্রমর এলো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৪৮ (১৯৪০), শিল্পী: জগন্ময় মিত্র
৬৫৮.	গুঞ্জামালা গলে কুঞ্জে এসো	ত্রিতালী/ ত্রিতাল	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৪৫ (১৯৩৭), শিল্পী: ধরিত্রী মুখোপাধ্যায়
৬৫৯.	গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৯ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী (টেপি)
৬৬০.	গুলশান কো চুম্‌চুম্‌	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৯১ (১৯৩৪), শিল্পী: প্রভাদেবী
৬৬১.	গেরুয়া-রঙ মেঠো পথে	নবতাল	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)

		দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ এন. ৭২৬১ (১৯৩৪), শিল্পীঃ গোপালচন্দ্র সেন
৬৬২.	গোঠের রাখাল, ব'লে দে রে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জিই. ২৪৭২০ (১৯৫৪), শিল্পীঃ সুমিত্রা দাশগুপ্তা
৬৬৩.	গোধূলির রঙ ছড়ালে (কে গো আমার সাঁঝ গগনে)	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নংঃ পি. ১১৭৭৭ (১৯৩৪), শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা দেবী
৬৬৪.	গোলাপ ফুলের কাঁটা আছে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থঃ সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নংঃ এন. ৭০৫৪ (১৯৩৩), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
৬৬৫.	গ্রহণী-রোগ-সমা গৃহিণী	তালছাড়া	রেকর্ড নংঃ এন. ৭২৩১ (১৯৩৪), শিল্পীঃ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৬৬.	গ্রামের শেষের মাঠের পথে	লোফা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৬৬৭.	ঘন গগন ঘিরিল ঘন ঘোর	ত্রিতাল	নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা
৬৬৮.	ঘন ঘোর-মেঘ-ঘেরা দুর্দিনে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭১০৮ (১৯৩৩), শিল্পীঃ কে. মল্লিক
		একতালা	গীতিগ্রন্থঃ গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৬৬৯.	ঘন দেয়া গরজায় গো	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭০০৪ (১৯৪০), শিল্পীঃ দীপালি তালুকদার (নাগ)
৬৭০.	ঘনশ্যামকে উদাসী হুঁ ম্যায়	কাহারবা	টেস্ট কপি নংঃ ওএমসি. ৭০২৭ (১৯৩৭), শিল্পীঃ নীলমণি সিংহ
৬৭১.	ঘর-ছাড়া ছেলে আকাশের চাঁদ	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৫৬৩৭ (১৯৪২), শিল্পীঃ সুপ্রভা ঘোষ (সরকার)
৬৭২.	ঘর ছাড়াকে বাঁধতে এলি	দাদরা	স্বরলিপিকারঃ নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
৬৭৩.	ঘুম আয় ঘুম নিশুতি দুপুর	তালছাড়া	রেকর্ড নংঃ জিটি. ২১ (১৯৩২), শিল্পীঃ শিশুমঙ্গল সমিতি
৬৭৪.	ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৫৬৩৭ (১৯৪২), শিল্পীঃ সুপ্রভা ঘোষ (সরকার)
৬৭৫.	ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবি রে	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭১৮৮ (১৯৪১), শিল্পীঃ কাজী নজরুল ইসলাম, সুনীল ঘোষ ও ইলা ঘোষ
৬৭৬.	ঘুমাও ঘুমাও দেখিতে এসেছি	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নংঃ এন. ৩১১০৪ (১৯৪৯), শিল্পীঃ বেচু দত্ত
৬৭৭.	ঘুমায়েছে ফুল পথের ধূলায়	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ পি. ১১৭৭৭ (১৯৩৪), শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা দেবী
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৬৭৮.	ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৪০২ (১৯৩৯), শিল্পীঃ সন্তোষ সেনগুপ্ত
৬৭৯.	ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে	ত্রিতালি	গীতিগ্রন্থঃ চোখের চাতক (১৯২৯)
৬৮০.	ঘোমটা-পরা কাদের ঘরের বৌ	আড়খেমটা	স্বরলিপিকারঃ মোহিনী সেনগুপ্তা [নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনাঃ ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
৬৮১.	ঘোর ঘনঘটা ছাইল গগন	হোরী ঠেকা	গীতিগ্রন্থঃ চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জিই. ২৭১০ (১৯৪৪), শিল্পীঃ কলম্বিয়া ড্রামাটিক পার্টি
৬৮২.	ঘোর তিমির ছাইল	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থঃ চোখের চাতক (১৯২৯)
৬৮৩.	চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৯২৮ (১৯৩৭), শিল্পীঃ মড কস্টেলো
৬৮৪.	চঞ্চল শ্যামল এলো গগনে	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৫২৮ (১৯৩৬), শিল্পীঃ দেবেন বিশ্বাস
৬৮৫.	চঞ্চল সুন্দর, নন্দকুমার	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৪৭৬ (১৯৩৬), শিল্পীঃ নিতাই ঘটক ও রেবা সোম

৬৮৬.	চঞ্চল সুন্দর্ নন্দ্ কুমার্	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৬৫০ (১৯৩৬), শিল্পীঃ নিতাই ঘটক ও রেবা সোম
৬৮৭.	চন্দ্রমল্লিকা, চন্দ্রমল্লিকা চাঁদের দেশের	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭২২২ (১৯৩৪), শিল্পীঃ কে. মল্লিক
৬৮৮.	চপল আঁখির ভাষায়	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থঃ নবরাগ (১৯৭০)
৬৮৯.	চম্‌কে চপলা মেঘে মগন গগন	দাদরা	চলচ্চিত্রঃ ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা দেবী
৬৯০.	চ'ম্‌কে চ'ম্‌কে ধীর ভীরু পায়	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭১৩৩ (১৯৩৩), শিল্পীঃ হরিমতী দেবী। গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৬৯১.	চম্পক-বরণী টলমল তরণী	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থঃ গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৬৯২.	চম্পা পারুল যূথী টগর	খেমটা	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩০১ (১৯৩৪), শিল্পীঃ কমল দাশগুপ্ত
৬৯৩.	চম্পা বনে বেণু বাজে	ত্রিতাল	পত্রিকাঃ সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (আশ্বিন, ১৩৪৫), স্বরলিপিকারঃ শ্রীনীলমণি সিংহ
৬৯৪.	চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে	আড় খেমটা	গীতিগ্রন্থঃ বুলবুল (১৯২৮)
৬৯৫.	চরণে দলিয়া গিয়াছে চলিয়া	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ পি. ১১৬০০ (১৯২৯), শিল্পীঃ ইন্দুবালা দেবী
৬৯৬.	চরস-মেশা চণ্ডুর নেশা	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৫৫২৫ (১৯৪০), শিল্পীঃ সারদা গুপ্ত, সহশিল্পীঃ রঞ্জিত রায় ও কাজী নজরুল ইসলাম
৬৯৭.	চল্ চল্ চল্ (ঊর্ধ্ব গগনে)	দাদরা	রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৭৮ (১৯৩৩), শিল্পীঃ মেগাফোন কোরাস পার্টি। রেকর্ড নংঃ এন. ৭১৫৫ (১৯৩৩), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
৬৯৮.	চল মন আনন্দধাম	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)। রেকর্ড নংঃ এন. ৪১৮৪ (১৯৩২), শিল্পীঃ বীণাপাণি দেবী
৬৯৯.	চল্ রে কাবার জিয়ারতে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৫৭১ (১৯৩৬), শিল্পীঃ আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৭০০.	চল্ রে চপল তরুণদল	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১৯৬৭ (১৯৩৪), শিল্পীঃ কমল দাশগুপ্ত
৭০১.	চল্ সখি জল নিতে	ত্রিতাল	গীতিগ্রন্থঃ চোখের চাতক (১৯২৯)
৭০২.	চলো সামলে পিছল পথে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৬৪ (১৯৩৩), শিল্পীঃ মিস মন্টি
৭০৩.	চাও চাও চাও নববধূ	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩২৭ (১৯৩৫), শিল্পীঃ কমলা (ঝরিয়া)
৭০৪.	চাঁদ হেরিছে চাঁদ-মুখ তার	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থঃ নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৭০৫.	চাঁদিনী রাতে কানন সভাতে	কাহারবা/ কার্ফা	গীতিগ্রন্থঃ সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নংঃ জিটি. ৩৯ (১৯৩৪), শিল্পীঃ সরস্বতী দেবী
৭০৬.	চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা	দাদরা	স্বরলিপিকারঃ কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থঃ নজরুল সুরলিপি, ৮ম খণ্ড
৭০৭.	চাঁদের দেশের পথ-ভোলা	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)
৭০৮.	চাঁদের নেশা লেগে ঢুলে	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭২২৬ (১৯৩৪), শিল্পীঃ অণিমা (বাদল)
৭০৯.	চাঁদের পিয়ালাতে আজি	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৩০৫৮ (১৯৩৪), শিল্পীঃ সুবল দাশগুপ্ত
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৭১০.	চাঁপা রঙের শাড়ি আমার	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থঃ সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৩ (১৯৩২), শিল্পীঃ প্রভাবতী দেবী
৭১১.	চাঁপার কলির তুলিকায়	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৫২৭ (১৯৩৬), শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা দেবী

৭১২.	চায়ের পিয়াসি পিপাসিত	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৭১৩.	চারু চপল পায়ে যায় যুবতী	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১৩১ (১৯৩৪), শিল্পী: সুহাসিনী দেবী
৭১৪.	চিকন কালো বেদের কুমার	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৬২ (১৯৪২), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
৭১৫.	চিকন কালো ভুরুর তলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩১০ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিমতী দেবী
৭১৬.	চির কিশোর মুরলীধর	ঝাঁপতাল	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৭১৭.	চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৫৩ (১৯৩২), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী। গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
৭১৮.	চীন আরব হিন্দুস্থান	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৮৭ (১৯৩৬), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
৭১৯.	চীন ও ভারতে মিলেছি আবার	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩০৩ (১৯৪২), শিল্পী: প্রতিভা ঘোষ, জগন্ময় মিত্র ও সত্য চৌধুরী
৭২০.	চুড়ি কিঙ্কিনী রিনি রিন্ ঝিনি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৮৬ (১৯৩৪), শিল্পী: লক্ষ্মী দেবী।
৭২১.	চুড়ির তালে নুড়ির মালা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৩২ (১৯৩৬), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
৭২২.	চুরি করে এনো গিরি	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৫৬ (১৯৩৯), শিল্পী: কে. মল্লিক
৭২৩.	চেয়ো না সুনয়না আর	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৬১ (১৯২৯), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৭২৪.	চৈতালি চাঁদিনী রাতে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫২৩ (১৯৪১), শিল্পী: রথীন চট্টোপাধ্যায়
৭২৫.	চৈতি চাঁদের আলো আজ	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩০৯৫ (১৯৩৯), শিল্পী: রমলা মজুমদার
৭২৬.	চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস্ রে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৬৯ (১৯৪১), শিল্পী: শচীন দেববর্মণ
৭২৭.	চোখে চোখে চাহ যখন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৬ (১৯৩৫), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
৭২৮.	চোখের জলে মন ভিজিয়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৬৩৭ (১৯২৯), শিল্পী: কৃষ্ণচন্দ্র দে
৭২৯.	চোখের নেশার ভালোবাসা	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১০৮ (১৯৩৪), শিল্পী: নিতাই ঘটক
৭৩০.	চোখের বাঁধন খুলে দে মা	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৮১২ (১৯৪৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৭৩১.	চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৬৩৬ (১৯৪২), 'চৌরঙ্গী' (বাংলা) চলচ্চিত্রের গান
৭৩২.	চৌরঙ্গী হ্যায় ইয়ে চৌরঙ্গী	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২৫৫ (১৯৪২), শিল্পী: শৈল দেবী
৭৩৩.	ছন্নছাড়া বেদের দল আয় রে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৫০৭ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস ও পরেশ দেব
৭৩৪.	ছন্দের বন্যা হরিণী অরণ্যা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী: পারুল সেন
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৭৩৫.	ছলকে গাগরি গোরী	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৩৮১ (১৯৩৯), শিল্পী: ভবানী দাস
৭৩৬.	ছলছল নয়নে মোর পানে	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৭৩৭.	ছাড় ছাড় আঁচল, বঁধু	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২৬ (১৯৩৪), শিল্পী: রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট)
৭৩৮.	ছাড়িতে পরান নাহি চায়	তালছাড়া	রেকর্ড নং: পি. ১১৬৭৩ (১৯২৯), শিল্পী: প্রতিভা সোম

			(বসু)
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৭৩৯.	ছি ছি ছি কিশোর হরি	ফেরতা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৪৮৭ (১৯৪০), শিল্পী: নীলিমা বন্দোপাধ্যায় (রাণী)
৭৪০.	ছিটাইয়া ঝাল নুন	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৭৪১.	ছেড়ে দাও মোরে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৩১০৭৭ (১৯৪৯), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
৭৪২.	জগজন মোহন সঙ্কটহারী	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৫৬ (১৯৩৮), শিল্পী: রেণু বসু
৭৪৩.	জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস্	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৪০৩ (১৯৪৩), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৭৪৪.	জগতে আজিকে যারা	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৭১ (১৯৩৫), শিল্পী: দেববালা দাসী
৭৪৫.	জগতের নাথ কর পার হে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪১৮ (১৯৪০), শিল্পী: ভবতোষ ভট্টাচার্য
৭৪৬.	জগতের নাথ তুমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৬০৭ (১৯৩৬), শিল্পী: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
৭৪৭.	জগন্নাথ গেলে যদি	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৭৭৪ (১৯৩৩), শিল্পী: প্রফেসর জি. দাস
৭৪৮.	জননী মোর জন্মভূমি	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৭১ (১৯৩৫), শিল্পী: দেববালা দাসী
৭৪৯.	জনম জনম গেল	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
		ত্রিতাল	পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (পৌষ, ১৩৩৮), স্বরলিপিকার: শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত
৭৫০.	জনম জনম তব তরে কাঁদিব	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫৬৬ (১৯৩৬), শিল্পী: শিউলি সরকার
৭৫১.	জন্তুর মাঝে ভাই উট	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৭৫২.	জপ্ লে রে মন মেরা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৬৭২৮ (১৯৩৬), শিল্পী: মড কস্টেলো
৭৫৩.	জবা কুসুম-সঙ্কাশ	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৭৫৪.	জয় আনন্দ-ভৈরব	ঝাঁপতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
৭৫৫.	জয় জয় মা গঙ্গা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৫১ (১৯৩৫), 'সুভদ্রা' রেকর্ডনাট্যের গান
৭৫৬.	জয় দুর্গা, জননী, দাও শক্তি (ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে)	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ২৬১৪ (১৯৪৩), শিল্পী: সত্য চৌধুরী এণ্ড পার্টি
৭৫৭.	জয় দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২৬ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী ও রঞ্জিত রায়
৭৫৮.	জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭২২৮ (১৯৩৮), শিল্পী: ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
৭৫৯.	জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর	তেওরা	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার প্রবোধ এবং আঙ্গুরবালা দেবী
৭৬০.	জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
৭৬১.	জয় বিগলিত-করুণা রূপিণী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৩১ (১৯৪১), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৭৬২.	জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৮৭ (১৯৩৭), শিল্পী: যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত
৭৬৩.	জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব-সরস্বতী	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
৭৬৪.	জয় ভূতনাথ হে দেব প্রলয়ঙ্কর	সুরফাঁক	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৬০ (১৯৩৬), শিল্পী: ধীরেন দাস
৭৬৫.	জয় মর্ত্যের অমৃতবাদিনী	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)

৭৬৬.	জয় মহাকালী, জয় মধু-কৈটভ	ঝাঁপতাল	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
৭৬৭.	জয় রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা	একতাল	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
৭৬৮.	জয় হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী	ফেরতা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
৭৬৯.	জয় হে জনগণ-অধিপতি	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৭৭ (১৯৩৪), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
৭৭০.	জয় হোক জয় হোক	কাহারবা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
৭৭১.	জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ নমো নমঃ	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৫৬ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস ও অন্যান্য
৭৭২.	জরীণ হরফে লেখা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি.১২৭৩৭ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৭৭৩.	জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৬৩৯ (১৯৪২), শিল্পী: সুধীন মিত্র ও সুপ্রভা সরকার
৭৭৪.	জাগত সোওত আঁঠু জাম	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৮৬ (১৯৩৮), শিল্পী: মাধুরী দে
৭৭৫.	জাগিলে পারুল কি গো	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
৭৭৬.	জাগে না সে জোশ লয়ে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৯৬ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৭৭৭.	জাগো অনশন বন্দী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৬৬৬ (১৯৪৭), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
৭৭৮.	জাগো অমৃত-পিয়াসি-চিত	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৮৫ (১৯৩৬), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
৭৭৯.	জাগো অরুণ-ভৈরব জাগো	ঝাঁপতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
৭৮০.	জাগো কৃষ্ণকলি, জাগো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮১৫ (১৯৩৬), শিল্পী: নিতাই ঘটক
৭৮১.	জাগো জাগো খোলো গো আঁখি	যৎ	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৭৮২.	জাগো জাগো গোপাল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৩৬ (১৯৩৯), শিল্পী: শীলা সরকার
৭৮৩.	জাগো জাগো! জাগো নব আলোকে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৭৮৪.	জাগো জাগো পোহালো রাতি	যৎ	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৭৮৫.	জাগো জাগো বধূ জাগো	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৭৮৬.	জাগো জাগো, রে মুসাফির	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৪১ (১৯৩৩), শিল্পী: মাস্টার সুনীল বসু। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৭৮৭.	জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী কাঁদে ধরিত্রী	চৌতাল	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৭৮৮.	জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, জাগো শ্রীকৃষ্ণ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৬৫ (১৯৩৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৭৮৯.	জাগো তন্দ্রামগ্ন জাগো	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭২৮১ (১৯৩৪), শিল্পী: কমলা (ঝরিয়া)
৭৯০.	জাগো দুস্তর পথের নবযাত্রী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৩০৩ (১৯৩৪), শিল্পী: সন্তোষকুমার দাস
৭৯১.	জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
		ত্রিতাল	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৩৩৮ (১৯৩৬), শিল্পী: জ্ঞান দত্ত
৭৯২.	জাগো বিরাট ভৈরব	ঝাঁপতাল	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ: নজরুল সুরমালিকা, ২য় খণ্ড
৭৯৩.	জাগো ভারত রানী ভারতজন্	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৯০ (১৯৩৮), শিল্পী: বিজনবালা ঘোষ
৭৯৪.	জাগো মালবিকা! জাগো	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১৭১ (১৯৩৫), শিল্পী: পদ্মরাণী গঙ্গোপাধ্যায়

৭৯৫.	জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
		তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭১৫৬ (১৯৩৩), শিল্পী: কে. মল্লিক
৭৯৬.	জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা	যৎ	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৭৯৭.	জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
৭৯৮.	জাতের নামে বজ্জাতি সব	দাদরা	রেকর্ড নং: পি. ৬৯৪৫ (১৯২৫), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ দত্ত।
৭৯৯.	জানি আমার সাধনা নাই	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৭৪ (১৯৩৭), শিল্পী: মাধবী দাশগুপ্তা
৮০০.	জানি জানি তুমি আসিবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৭০৯ (১৯৩৯), শিল্পী: নীলিমা চৌধুরী (স্বর্ণ)
৮০১.	জানি জানি প্রিয়, এ জীবনে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১১০ (১৯৪১), শিল্পী: যূথিকা রায়।
৮০২.	জানি পাব না তোমায়	সেতারখানি ন	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৭৭ (১৯৩৭), শিল্পী: পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য
৮০৩.	জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১২৮ (১৯৩৭), শিল্পী: বাঙলার ভাই বোন
৮০৪.	জ্বালিয়ে আবার দাও	দাদরা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৮০৫.	জ্বালো দেয়ালি জ্বালো	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৬৪৯ (১৯৩৬), শিল্পী: ইন্দু সেন
৮০৬.	ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝনঝন	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৮০৭.	ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে	চতুর্মাত্রিক ছন্দ	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭০৭ (১৯৩৬), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
৮০৮.	ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৩০৩ (১৯৩৪), শিল্পী: সন্তোষ কুমার দাস। গানের মালা (১৯৩৪)
৮০৯.	ঝড়ের বাঁশিতে কে গেলে	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
৮১০.	ঝর ঝর ঝরে শাওন ধারা	ত্রিতাল	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
৮১১.	ঝর ঝর বারি ঝরে অম্বর	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩০১ (১৯৪২), শিল্পী: সত্যেন ঘোষাল
৮১২.	ঝরল যে ফুল ফোটার আগে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২২২ (১৯৩৪), শিল্পী: কে. মল্লিক
		লাউনী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৮১৩.	ঝরা ফুল দ'লে কে অতিথি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২০২৬ (১৯৩২), শিল্পী: হরিমতী দেবী। গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)
৮১৪.	ঝরা ফুল-বিছানো পথে	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৮১৫.	ঝাঁকড়া-চুলো তালগাছ তুই	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জিটি. ২২ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়
৮১৬.	ঝাঁপিয়া অঞ্চলে কেন	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৫২ (১৯৪১), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৮১৭.	ঝরিছে অঝোর বরষার বারি	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৮১৮.	ঝরে ঝর ঝর কোন্ গভীর গোপন	একতালা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
৮১৯.	ঝরে বারি গগনে ঝুরু ঝুরু	তেতালা/ ত্রিতাল	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩০ (১৯৩৫), শিল্পী: বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায়
৮২০.	ঝলমল জরীণ বেণী দুলায়ে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১৮৭ (১৯৩৫), শিল্পী: জ্ঞান দত্ত

৮২১.	ঝিলের জলে কে ভাসালো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩৫ (১৯৩৭), শিল্পী: পারুল সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
৮২২.	ঝুমকো লতার চিকন পাতায়	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩০০২ (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
৮২৩.	ঝুম্‌ঝুম্‌ ঝুমরা নাচ নেচে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ২৭১২২ (১৯৪১), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৮২৪.	ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৮৪ (১৯৪২), শিল্পী: কালীপদ সেন ও শান্তা বসু
৮২৫.	ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝক্‌	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৭৮ (১৯৩৬), শিল্পী: পারুল সেন
৮২৬.	ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৭৮ (১৯৩৬), শিল্পী: পারুল সেন
৮২৭.	টলমল টলমল টলে সরসী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৩৮ (১৯৩৬), শিল্পী: অনিমা (বাদল)
৮২৮.	টলমল টলমল পদভরে	ফেরতা	স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)। রেকর্ড নং: এন. ৭১৫৫ (১৯৩৩), শিল্পী: ধীরেন দাস। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৭৮ (১৯৩৩), শিল্পী: মেগাফোন কোরাস পার্টি (জ্ঞান দত্ত ও অন্যান্য)
৮২৯.	টলমল টলে হৃদয়-সরসী	আদ্ধা কাওয়ালী	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
৮৩০.	টারালা টারালা টারালা	কাহারবা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫০২ (১৯৪০), শিল্পী: বরদা গুহ
৮৩১.	টিকি আর টুপিতে লেগেছে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২২ (১৯৩৫), শিল্পী: বিমল গুপ্ত
৮৩২.	ঠাকুর! তেমনি আমি বাঘা	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৩ (১৯৩৮), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৩৩.	ঠাকুর তোমায় মালা দেব	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২০৬ (১৯৩৬), শিল্পী: তারকবালা ও হরিমতী দেবী
৮৩৪.	ডাকতে তোমায় পারি যদি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১৩ (১৯৩৬), শিল্পী: নিতাই ঘটক
৮৩৫.	ডাল মেল, পত্র মেল	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬০ (১৯৩৯), শিল্পী: পারুল সেন
৮৩৬.	ডুবু ডুবু ধর্ম-তরী	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৮৩৭.	ডেকে ডেকে কেন তারে	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৫৪ (১৯৩২), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৮৩৮.	ডেকো না আর দূরের প্রিয়া	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩০৫৮ (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার সুবল (সুবল দাশগুপ্ত)। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		লাউনী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৮৩৯.	ঢল ঢল তব নয়ন-কমল	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৮৪০.	ঢল ঢল নয়নে স্বপনের ছায়া	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭২২০ (১৯৩৮), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
৮৪১.	ঢের কেঁদেছি ঢের সেধেছি	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৮৪২.	তওফিক দাও খোদা ইসলামে	রূপক	রেকর্ড নং: এফটি. ২৯৬৯ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
		পোস্তা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৮৪৩.	তব ঐ দুটি চঞ্চল আঁখি	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
৮৪৪.	তব গানের ভাষায় সুরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩২৫ (১৯৪২), শিল্পী: অনিমা দাশগুপ্ত
৮৪৫.	তব চঞ্চল আঁখি কেন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭১০ (১৯৩৬), শিল্পী: মীরা সরকার
৮৪৬.	তব বাঁশরি কি হরি	লোফা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৯৮ (১৯৪০), শিল্পী: কমল গঙ্গোপাধ্যায়

৮৪৭.	তব মাধবী লীলায় কর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৮০ (১৯৩৬), শিল্পী: পারুল সেন
৮৪৮.	তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২২৭ (১৯৪১), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
৮৪৯.	তব যাবার বেলা বলে যাও	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		কার্ফা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৮৫০.	তরুণ অশান্ত কে বিরহী	ত্রিতালী/ ত্রিতাল	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৮৯ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৮৫১.	তরুণ-তমাল-বরণ এসো	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		আদ্ধা কাওয়ালি	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৮৫২.	তরুণ প্রেমিক প্রণয় বেদন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৫৬ (১৯৩২), শিল্পী: মো. কাশেম
		কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৮৫৩.	তাপসিনী গৌরী কাঁদে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
৮৫৪.	তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		কাওয়ালি	স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৩৮১৯ (১৯৩১), শিল্পী: নীহারবালা দেবী। রেকর্ড নং: এন. ১১৭৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৮৫৫.	তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে	ফেরতা	রেকর্ড নং: জিই. ২৬০৫ (১৯৪৩), শিল্পী: উত্তরা দেবী
৮৫৬.	তুই কে ছিলি তাই বল্	দাদরা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৯০ (১৯৩৪), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৮৫৭.	তুই জগৎ-জননী শ্যামা	কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ১৭৪৪৪ (১৯৪০), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
		তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৩১০৮২ (১৯৪৯), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৮৫৮.	তুই পাষাণ গিরির মেয়ে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৪১ (১৯৩৮), শিল্পী: শৈলেন গাঙ্গুলী
৮৫৯.	তুই মা হবি না মেয়ে হবি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৮৬০.	তুম আনন্দ ঘনশ্যাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১১৯৬ (১৯৪০), শিল্পী: এস.এল. সায়গাল (সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়)
৮৬১.	তুম প্রেমকে হো ঘনশ্যাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯২৮ (১৯৩৭), শিল্পী: মড কস্টেলো
৮৬২.	তুমি অনেক দিলে খোদা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৩৩৩ (১৯৪০), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৮৬৩.	তুমি আঘাত দিয়ে মন ফেরাবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৩৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী: রেণু বসু
৮৬৪.	তুমি আনন্দ ঘনশ্যাম	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৬৭ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৮৬৫.	তুমি আমায় ভালোবাস	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৮৬৬.	তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯০১ (১৯৩৭), শিল্পী: রেণু বসু
৮৬৭.	তুমি আমার চোখের বালি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৭৫৪ (১৯৪২), শিল্পী: সুজন মাঝি
৮৬৮.	তুমি আমার সকাল বেলার সুর	দাদরা	পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (শ্রাবণ, ১৩৪৪), স্বরলিপিকার: শ্রীনলিনী লাহিড়ী। রেকর্ড নং: এন. ১৭৪০২ (১৯৩৯), শিল্পী: সন্তোষ সেনগুপ্ত
৮৬৯.	তুমি আমারে কাঁদাও	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১২ (১৯৩৬), শিল্পী: রেণু বসু
৮৭০.	তুমি আরেকটি দিন থাকো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৫০ (১৯৩৮), শিল্পী: পদ্মরাণী

			চট্টোপাধ্যায়
৮৭১.	তুমি আশা পুরাও খোদা	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১৩৩৩৩ (১৯৪০), শিল্পীঃ আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৮৭২.	তুমি এলে কে গো চিরসাথি	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ২২৮৯ (১৯৩২), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
৮৭৩.	তুমি কি আসিবে না	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১২৪৩৫ (১৯৩৮), শিল্পীঃ গীতা বসু
৮৭৪.	তুমি কি দখিনা পবন	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১৩৬০০ (১৯৪১), শিল্পীঃ মেনকা বন্দোপাধ্যায়
৮৭৫.	তুমি কি নিশীথ চাঁদ	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৯৫৫ (১৯৩৭), শিল্পীঃ গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
৮৭৬.	তুমি কেন এলে পথে	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১৩২৯৫ (১৯৪০), শিল্পীঃ গীতা বসু
৮৭৭.	তুমি চলে যাবে দূরে লায়লী	তালছাড়া	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩৯৫ (১৯৩৫), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
৮৭৮.	তুমি দিয়েছ দুঃখ-শোক	তালছাড়া	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩৮৯ (১৯৩৫), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
৮৭৯.	তুমি দুখের বেশে এলে	খেমটা	গীতিগ্রন্থঃ বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নংঃ এন. ৩৮৩৩ (১৯৩২), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
৮৮০.	তুমি নন্দন পথ ভোলা	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নংঃ এফটি. ৩০০২ (১৯৩৪), শিল্পীঃ মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
৮৮১.	তুমি নামো হে নামো (ওহে শ্যামো হে শ্যামো)	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭১৯৪ (১৯৩৮), শিল্পীঃ রঞ্জিত রায়
৮৮২.	তুমি প্রভাতের সকরুণ ভৈরবী	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এইচ. ১০২০ (১৯৪২), শিল্পীঃ সুশীল চট্টোপাধ্যায়
৮৮৩.	তুমি ফুল আমি সুতো গাঁথিব মালা	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ২৩২২ (১৯৩২), শিল্পীঃ ধীরেন দাস ও মানিকমালা দেবী
৮৮৪.	তুমি বর্ষায় ঝরা চম্পা	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৮৮৫.	তুমি বিরাজ কোথা হে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১২৩৭৩ (১৯৩৮), শিল্পীঃ কার্তিকচন্দ্র দাস
৮৮৬.	তুমি বেণুকা বাজাও	লোফা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭১৬২ (১৯৪১), শিল্পীঃ মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৮৭.	তুমি ভাগিয়াছ ভাগলুয়া	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭৩১৪ (১৯৪২), শিল্পীঃ রঞ্জিত রায়
৮৮৮.	তুমি ভোরের শিশির	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থঃ সুর-লিপি (১৯৩৪)। রেকর্ড নংঃ এন. ৭১৯৫ (১৯৩৪), শিল্পীঃ পারুল সেন
৮৮৯.	তুমি মলিন-বাসে থাক যখন	যৎ	গীতিগ্রন্থঃ নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৮৯০.	তুমি যখন এসেছিলে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৪৩১ (১৯৩৫), শিল্পীঃ ইন্দুবালা দেবী
৮৯১.	তুমি যতই দহ না	একতাল	স্বরলিপিকারঃ নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি তৃতীয় খণ্ড
৮৯২.	তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম	দাসপ্যারী	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৩৬৩ (১৯৩৯), শিল্পীঃ যূথিকা রায়
৮৯৩.	তুমি রাজা নহ শুধু দ্বারকার	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৪৪৯ (১৯৩৫), 'সুভদ্রা' রেকর্ডনাট্যের গান
৮৯৪.	তুমি লহ প্রভু আমার	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪০৭৪ (১৯৩৫), শিল্পীঃ আব্দুল লতিফ
৮৯৫.	তুমি শুনিতে চেয়ো না	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭০৯৭ (১৯৪১), শিল্পীঃ সন্তোষ সেনগুপ্ত
৮৯৬.	তুমি সারা জীবন দুঃখ দিলে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৪৬৪ (১৯৪০), শিল্পীঃ গীতশ্রী শীলা সরকার
৮৯৭.	তুমি সুন্দর কপট হে নাথ	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৭৭৫ (১৯৩৭), শিল্পীঃ আব্দুল লতিফ
৮৯৮.	তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭২৯২ (১৯৪২), শিল্পীঃ চিত্ত রায়।

৮৯৯.	তুমি সুন্দর হতে সুন্দর	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ১১৭২৯ (১৯৩১), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৯০০.	তুমি হাতখানি যবে রাখ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৪৭১ (১৯৪৪), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
৯০১.	তুমি হেরেমের বন্দিনী নহ (আমি আল্লার ডাকে ছুটে যাই)	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৩৫ (১৯৪০), শিল্পী: তরুণ মুসলিম সমিতি
৯০২.	তুষার-মৌলি জাগো জাগো	ত্রিতালী	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৯০৩.	তৃষিত আকাশ কাঁপে রে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৮০ (১৯৩৬), শিল্পী: পারুল সেন
৯০৪.	তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৮ (১৯৩৭), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
৯০৫.	তোমাদের দান তোমাদের	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৯০৬.	তোমায় আমায় মিল খেয়েছে	লোফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
		দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ২৩৬১ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৯০৭.	তোমায় কূলে তুলে বন্ধু	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। রেকর্ড নং: এন. ৭০০২ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৯০৮.	তোমায় দেখি নিতুই চেয়ে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১৫ (১৯৩৬), শিল্পী: ইন্দু সেন ও রেণুবালা দেবী
৯০৯.	তোমার আকাশে উঠেছিনু চাঁদ	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ৩১৯৯ (১৯৩৪), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯১০.	তোমার আঘাত শুধু দেখল ওরা	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫৬৮ (১৯৩৬), শিল্পী: নরায়ণদাস বসু
৯১১.	তোমার আঁখির মত	দাদরা	পত্রিকা: সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা (ফাল্গুন, ১৩৪৭), স্বরলিপিকার: বিজলী ধর। রেকর্ড নং: এন. ৩১০৭৭ (১৯৪৯), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
৯১২.	তোমার আমার এই বিরহ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪১৮ (১৯৪০), শিল্পী: ভবতোষ ভট্টাচার্য
৯১৩.	তোমার আসার আশায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯১৫ (১৯৩৭), শিল্পী: আভা সরকার
৯১৪.	তোমার কবরে প্রিয় মোর	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭৪০০ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাস
৯১৫.	তোমার কালো রূপে যাক	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮৮ (১৯৩৬), শিল্পী: যূথিকা রায়
৯১৬.	তোমার কুসুম বনে আমি	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১০৮ (১৯৩৪), শিল্পী: নিতাই ঘটক
৯১৭.	তোমার দেওয়া ব্যথা	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১৪ (১৯৩৬), শিল্পী: নিশিরানী গুপ্তা
৯১৮.	তোমার নাম নিয়ে খোদা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৩৬৫ (১৯৪০), শিল্পী: মাস্টার মোহন (হরিহর শুক্লা)
৯১৯.	তোমার নামে একি নেশা	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৪৪ (১৯৩৭), শিল্পী: মো. কাশেম
৯২০.	তোমার প্রেমে সন্দেহ মোর	একতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭১১ (১৯৩৬), শিল্পী: অমরেন্দ্র ঘোষ
৯২১.	তোমার ফুলের মতন মন	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৯২২.	তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২০২ (১৯৩৪), শিল্পী: গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
৯২৩.	তোমার বিনা-তারের গীতি	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৩৩ (১৯৪২), শিল্পী: ইলা ঘোষ

৯২৪.	তোমার বিবাহে আপনার হাতে	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৯৯ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাস
৯২৫.	তোমার বীণার মূর্ছনাতে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৬ (১৯৩৫), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
		কাওয়ালী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
৯২৬.	তোমার বুকের ফুলদানিতে	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৮১ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৯২৭.	তোমার মনে ফুটবে যবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৬৪ (১৯৩৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৯২৮.	তোমার মহাবিশ্বে কিছু	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৯৩ (১৯৩৫), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৯২৯.	তোমার সজল চোখে লেখা	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৯৫ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
৯৩০.	তোমার সৃষ্টি মাঝে হরি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৫৯ (১৯৩২), শিল্পী: কমলা (ঝরিয়া)। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৯৩১.	তোমার হাতের সোনার রাখি	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৪০১৫ (১৯৩৫), শিল্পী: নিতাই ঘটক
৯৩২.	তোমারি আশায় সব সুখ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৭৬ (১৯৪১), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৯৩৩.	তোমারি চরণে শরণ যাচি	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৫৬ (১৯৩৫), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
৯৩৪.	তোমারি প্রকাশ মহান	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এন. ৭১৩৫ (১৯৩৩), শিল্পী: গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
৯৩৫.	তোমারই মহিমা গাই	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)
		তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭০৫৬ (১৯৩২), শিল্পী: মো. কাশেম
৯৩৬.	তোমারে চেয়েছি কত যুগ	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৩২২ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস ও মানিকমালা দেবী
৯৩৭.	তোমারেই আমি চাহিয়াছি	দাদরা	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ: নজরুল সুরমালিকা, ২য় খণ্ড
৯৩৮.	তোর কালো রূপ দেখতে মা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৩১ (১৯৩৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৯৩৯.	তোর কালো রূপ লুকাতে মা	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩৪ (১৯৩৫), শিল্পী: কালী বর্মণ
৯৪০.	তোর নামেরই কবচ দোলে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৫৮ (১৯৪৩), শিল্পী: ভবানী দাস
৯৪১.	তোর বিদায়-বেলার বন্ধু রে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
৯৪২.	তোর মেয়ে যদি থাকতো উমা	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৯২ (১৯৩৮), শিল্পী: কে. মল্লিক
৯৪৩.	তোর যত শরম লাগে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬৮ (১৯৩৯), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
৯৪৪.	তোর রূপে সই গাহন ক'রে	কার্ফা/কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৪১১৬ (১৯৩৫), শিল্পী: রণজিৎ মণ্ডল
৯৪৫.	তোরা দেখে যা আমিনা	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৭ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৪৬.	তোরা প্রাণ ভরে ডাক মা বলে	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮১২ (১৯৩৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৯৪৭.	তোরা বলিস্ লো সখি	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩০৮ (১৯৩৯), শিল্পী: যূথিকা রায়
৯৪৮.	তোরা যারে এখনি হালিমার কাছে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩৯ (১৯৩৭), শিল্পী: পরীবানু
৯৪৯.	তোরা সব জয়ধ্বনি কর	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জিই. ৭৪৫৮ (১৯৪৯), শিল্পী: বাঙলার সন্তানদল

৯৫০.	তৌহিদেরই বান ডেকেছে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৩৫৫ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৫১.	তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৬৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৫২.	ত্রাণ কর মওলা মদিনার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১০০ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৫৩.	ত্রিংশ কোটি তব সন্তান	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: জেএনজি. ২৬ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
		জলদ তেতালা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৯৫৪.	ত্রিজগৎ আলো ক'রে আছে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৪৪ (১৯৪০), শিল্পী: বীণা চৌধুরী। রেকর্ড নং: এন. ৩১০৮২ (১৯৪৯), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৯৫৫.	ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৪৮০ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৫৬.	থাক্ এ-গৃহ ঘিরিয়া	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮৯ (১৯৩৬), শিল্পী: পারুল সেন, সহশিল্পী: রঞ্জিত রায়
৯৫৭.	থাক সুন্দর ভুল আমার	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৯৫৮.	থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়	একতাল	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৯৫৯.	থির্ হয়ে তুই ব'স্ দেখি মা	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৭৬৫ (১৯৪০), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৯৬০.	থৈ থৈ জলে ডুবে গেছে পথ	দাদরা	রেকর্ড নং: জিই. ২৫৬১ (১৯৪০), শিল্পী: ঝর্ণা দে
৯৬১.	দক্ষিণ সমীরণ সাথে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৯৬ (১৯৩৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৯৬২.	দয়া ক'রে দয়াময়ী	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩১৬ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৯৬৩.	দরিয়ায় ঘোর তুফান	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২৯১ (১৯৩২), শিল্পী: তকরিমউদ্দীন আহমদ। গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)
৯৬৪.	দাও আরো আরো দাও সুরা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২০৬ (১৯৩৬), 'নরমেধ' রেকর্ডনাট্যের গান
৯৬৫.	দাও দাও দরশন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৮১ (১৯৩৩), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৯৬৬.	দাও দেখা দাও দেখা	লোফা	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার প্রবোধ
৯৬৭.	দাও শৌর্য দাও ধৈর্য	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯০ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী ও ধীরেন দাস
৯৬৮.	দাঁড়ালে দুয়ারে মোর	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৪৪ (১৯৩৩), শিল্পী: কাজী নজরুল ইসলাম। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৯৬৯.	দারুণ পিপাসায় মায়া	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৯৭০.	দাসী হতে চাই না আমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৩৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী: রেনু বসু
৯৭১.	দিও ফুলদল বিছায়ে	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
		দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ২২২ (১৯৩৫), শিল্পী: শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৯৭২.	দিও বর হে মোর স্বামী	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৫২ (১৯৩৭), শিল্পী: কে. মল্লিক
৯৭৩.	দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৬৮ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৭৪.	দিতে এলে ফুল হে প্রিয়	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮ (১৯৩২), শিল্পী: কাজী নজরুল ইসলাম
৯৭৫.	দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৩৪ (১৯৪০), শিল্পী:

			আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৭৬.	দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৫০ (১৯৩৫), শিল্পী: যূথিকা রায়
৯৭৭.	দিনের সকল কাজের মাঝে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৯২ (১৯৪০), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
৯৭৮.	দিল দোলা ওগো দিল দোলা	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২১৫ (১৯৩২), শিল্পী: হরি বাঈজী
		কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
৯৭৯.	দীনের হতে দীন দুঃখী	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৪৪৪ (১৯৪৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
৯৮০.	দীপ নিভিয়াছে ঝড়ে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১১০ (১৯৪১), শিল্পী: যূথিকা রায়
৯৮১.	দুঃখ অভাব শোক দিয়েছ	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৫১ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
৯৮২.	দুঃখ-ক্লেশ-শোক-পাপ-তাপ শত	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৫০ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
৯৮৩.	দুঃখ সাগর মন্থন শেষ	একতালা/ একতাল	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৫৫ (১৯৩২), শিল্পী: কে. মল্লিক
৯৮৪.	দুখের সাহারা পার হয়ে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৯৬ (১৯৪০), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
৯৮৫.	দুধে আলতায় রঙ যেন তার	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৭৩ (১৯৩৩), শিল্পী: নিমাইচন্দ্র চক্রবর্তী। গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
৯৮৬.	দুপুর বেলাতে একলা পথে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮৭ (১৯৩৩), শিল্পী: পারুলবালা দেবী
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৯৮৭.	দুরন্ত বায়ু পূরবৈয়াঁ	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৯৮৮.	দুর্গম গিরি কান্তার মরু	একতালা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
৯৮৯.	দুলিবি কে আয়	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৯ (১৯৩৩), শিল্পী: কমলা ভট্টাচার্য। গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
৯৯০.	দুলে আলো শতদল	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
৯৯১.	দুলে চরাচর হিন্দোল-দোল	গীতাঙ্গী	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
৯৯২.	দূর আজানের মধুর ধ্বনি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৫৬ (১৯৩৭), শিল্পী: মো. কাশেম
৯৯৩.	দূর আরবের স্বপন দেখি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী: মানু মিয়া (কে. মল্লিক)
৯৯৪.	দূর দ্বীপবাসিনী চিনি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯১ (১৯৩৪), শিল্পী: অনিমা (বাদল)
৯৯৫.	দূর প্রবাসে প্রাণ কাঁদে	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
৯৯৬.	দূর বনান্তের পথ ভুলি	দীপচন্দী	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৭৯ (১৯৩৪), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
৯৯৭.	দূর বেণুকুঞ্জে বাজে মুরলী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৩৫ (১৯৪০), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
৯৯৮.	দূরের বন্ধু আছে আমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৫২ (১৯৩৭), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৭৫৪ (১৯৪২), শিল্পী: সুজন মাঝি (গিরীন চক্রবর্তী)
৯৯৯.	দে জাকাত দে জাকাত	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫৭১ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১০০০.	দে দোল্ দে দোল্ ওরে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩১৩ (১৯৩৪), শিল্পী: ধীরেন দাস
১০০১.	দেখলে তোমায় বাসতে ভালো	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৫৮ (১৯৩৫), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
১০০২.	দেখা দাও দেখা দাও ওগো	মধ্যমান	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)

১০০৩.	দেখে যা রে দুল্‌হা সাজে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৪১৯৮ (১৯৩২), শিল্পী: ফখ্‌রে আলম কাওয়াল
১০০৪.	দেখে যা রে রুদ্রাণী মা	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩৫০৪ (১৯৪৩), শিল্পী: রণজিৎ মণ্ডল
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৪০৩ (১৯৪৩), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১০০৫.	দেবতা গো দ্বার খোলো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৩০ (১৯৪০), শিল্পী: পারুল সোম
১০০৬.	দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির	নবনন্দন	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১০০৭.	দেশ গৌড়-বিজয়ে দেবরাজ	তেওরা	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১০০৮.	‘দেশপ্রিয় নাই’ শুনি ক্রন্দন	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ২৮৪৩ (১৯৩৩), শিল্পী: মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
		একতালা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১০০৯.	দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০০৮ (১৯৩৭), শিল্পী: মো. কাশেম
১০১০.	দোপাটি লো, লো করবী	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬১ (১৯৩৩), শিল্পী: সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী। গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
১০১১.	দোল ফাগুনের দোল লেগেছে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৯ (১৯৩৩), শিল্পী: কমলা ভট্টাচার্য
১০১২.	দোলন-চাঁপা বনে দোলে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১০১৩.	দোলা লাগিল দখিনার বনে	একতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২৮৯ (১৯৩৬), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১০১৪.	দোলে ঝুলন দোলায়	ধামার	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩০ (১৯৩৭), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১০১৫.	দোলে নিতি নব রূপের	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ৪০১৯ (১৯৩৫), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১০১৬.	দোলে প্রাণের কোলে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৩৭৭ (১৯৩৫), শিল্পী: শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
১০১৭.	দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩৪ (১৯৩৭), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
১০১৮.	দোষ দিও না প্রবীণ জ্ঞানী	আদ্ধা কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১০১৯.	দোহাই তোদের! এবার তোরা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: পি. ৭৩৫৭ (১৯২৬), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ দত্ত
১০২০.	দ্যাখো হিন্দুস্থান সাহেব মেমের	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১০২১.	ধন নিয়ে সব ভালো ভালো	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৮ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১০২২.	ধর্মের পথে শহীদ যাহারা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৭৬৬ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১০২৩.	ধীর চরণে নীর ভরণে	দাদরা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১০২৪.	ধীরে ধীরে আসি (সে)	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬১ (১৯৩৯), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
১০২৫.	ধীরে বহো ভোরের হাওয়া	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৪৯ (১৯৪৩), শিল্পী: নিখিলচন্দ্র সেন
১০২৬.	ধীরে যায় ফিরে ফিরে চায়	সেতারখানি	রেকর্ড নং: এন. ৭১৩৩ (১৯৩৩), শিল্পী: ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)

১০২৭.	ধূলার ঠাকুর, ধূলার ঠাকুর	তেওরা	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার প্রবোধ
১০২৮.	ধূলি-পিঙ্গল জটাজুট মেলে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১০২৯.	ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু	মধ্যমান	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১০৩০.	নতুন ক'রে রেজওয়ান	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮২২ (১৯৩৬), শিল্পী: রাবেয়া খাতুন
১০৩১.	নতুন খেজুর রস	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৩২ (১৯৩৮), শিল্পী: রাধারাণী বসু
১০৩২.	নতুন চাঁদের তক্‌বির শোন্	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৭৮ (১৯৩৬), শিল্পী: রওশন আরা বেগম, সহশিল্পী: ধীরেন দাস
১০৩৩.	নতুন নেশার আমার এ মদ	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৬৮ (১৯৩৪), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১০৩৪.	নতুন পাতার নূপুর বাজে	দাদরা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫১০ (১৯৪১), শিল্পী: নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৩৫.	নদী এই মিনতি তোমার কাছে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭১৭৮ (১৯৩৩), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী
১০৩৬.	নদীর নাম সই অঞ্জনা	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১০৩৭.	নদীর স্রোতে মালার কুসুম	দাদরা	পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (আশ্বিন, ১৩৪৪), স্বরলিপিকার: শ্রীনলিনী লাহিড়ী। রেকর্ড নং: জিই. ২৬৩০ (১৯৫৩), শিল্পী: রেণুকা রায় চৌধুরী
১০৩৮.	নন্দকুমার বিনে সই	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৩০০ (১৯৩৪), শিল্পী: সুধীরা সেনগুপ্ত
১০৩৯.	নন্দ-দুলাল নাচে, নাচে রে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৭৫ (১৯৩৯), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১০৪০.	নন্দ-দুলাল পিয়াল-তমাল বনচারী	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
১০৪১.	নন্দন বন হতে কি গো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৫৬ (১৯৪০), শিল্পী: সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০৪২.	নন্দলোক হতে (আনন্দলোক) আমি এনেছি	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৪৯ (১৯৩৮), শিল্পী: বিজনবালা ঘোষ
১০৪৩.	নব-কিশলয় রাঙা শয্যা	ফেরতা	রেকর্ড নং: জিই. ২৮৬৬ (১৯৪৫), শিল্পী: উত্তরা দেবী
১০৪৪.	নবনীত সুকোমল লাবনি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০১৮ (১৯৩৫), শিল্পী: ইন্দু সেন
১০৪৫.	নবীন বসন্তের রানি তুমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৮৯ (১৯৩৪), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
১০৪৬.	নবীর মাঝে রবির সম	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৯১ (১৯৩৪), শিল্পী: মো. কাশেম
১০৪৭.	নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৩১৯ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১০৪৮.	নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে দেবী	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৪৫ (১৯৩৮), শিল্পী: রেণুকা সিংহ ও লতিকা মিত্র
১০৪৯.	নমো নমঃ রাম-খুঁটি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭০৯৮ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৫০.	নমো নমো নমো নমঃ হে নটনাথ	গীতাঙ্গী	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১০৫১.	নমো নারায়ণ অনন্ত লীলা	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৫০ (১৯৩৫), শিল্পী: গোপাল সেন
১০৫২.	নমো হে নমো যন্ত্রপাতি	ঝাঁপতাল	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
১০৫৩.	নয়ন ভরা জল গো তোমার	দাদরা	রেকর্ড নং: জিই. ২৭০১ (১৯৪৪), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
১০৫৪.	নয়ন যে মোর বারণ মানে না	দাদরা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৪০ (১৯৩২), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১০৫৫.	নয়নে ঘনাও মেঘ, মালবিকা	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)

১০৫৬.	নয়নে তোমার ভীরু	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭০৫ (১৯৩৬), শিল্পী: মড কস্টেলো
১০৫৭.	নয়নে নিদ্ নাহি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৪৮ (১৯৩৮), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী (মধুপুর)
১০৫৮.	নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখি-জল	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৬৭০ (১৯২৯), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১০৫৯.	না মিটিতে মনোসাধ	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬১ (১৯৩২), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
১০৬০.	না মিটিতে সাধ মোর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৪১৮৮ (১৯৩২), শিল্পী: গোপাল সেন
		ঠুমরি	স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১০৬১.	নাই চিনিলে আমায় তুমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ২৬৪০ (১৯৪৩), শিল্পী: কুসুম গোস্বামী
		দাদরা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক (নজরুলকৃত সুর), সঙ্গীতাঞ্জলি, তৃতীয় খণ্ড
১০৬২.	নাই পরিলে নোটন খোঁপায়	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৩৫৫ (১৯৩৫), শিল্পী: শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৬৩.	নাই হল মা বসন ভূষণ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৯৬ (১৯৪০), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১০৬৪.	নাইতে এসে ভাটির স্রোতে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯১৫ (১৯৩৭), শিল্পী: আভা সরকার
১০৬৫.	নাইবা পেলাম আমার গলায়	একতাল	স্বরলিপিকার: কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল সুরলিপি, ৮ম খণ্ড
১০৬৬.	নাইয়া কর পার	মধ্যমান	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১০৬৭.	নাইয়া! ধীরে চালাও তরণী	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৪ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
		কাশ্মীরী খেমটা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১০৬৮.	নাকে নথ দুলাইয়া চলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৭৬ (১৯৩৭), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১০৬৯.	নাচন লাগে ঐ তরুলতায়	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২২৫ (১৯৩২), শিল্পী: রাধারাণী দেবী
		কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১০৭০.	নাচিছে নটনাথ, শঙ্কর	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১০৭১.	নাচিছে মোট্‌কা নাচে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৫২ (১৯৩৮), শিল্পী: গোপাল ভট্টাচার্য
১০৭২.	নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দদুলাল	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৮১ (১৯৩৩), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১০৭৩.	নাচে ঐ আনন্দে নন্দ-দুলাল	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৫০ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১০৭৪.	নাচে গৌরী দিবা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০২ (১৯৩৮), শিল্পী: সীতা দেবী
১০৭৫.	নাচে তেওয়াড়ী চৌবেজী	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭২৩১ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৭৬.	নাচে নটরাজ, মহাকাল	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৯৭৫ (১৯৩৫), শিল্পী: দেবেন বিশ্বাস
১০৭৭.	নাচে নাচে রে মোর কালো মেয়ে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩০২ (১৯৩৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১০৭৮.	নাচে মাড়োবার বালা	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১০৭৯.	নাচে যশোদাকে আঙনামে	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৬৮ (১৯৩৮), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী

১০৮০.	নাচে শ্যাম সুন্দর গোপাল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৪৫ (১৯৩৭), শিল্পী: ধরিত্রী মুখোপাধ্যায়
১০৮১.	নাচে সুনীল দরিয়া	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১০৮২.	নাচের নেশার ঘোর লেগেছে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৭০ (১৯৩৯), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১০৮৩.	নাচো বনমালী করতালি দিয়া	ফেরতা	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার প্রবোধ
১০৮৪.	নাচো শ্যাম-নটবর কিশোর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৪৪ (১৯৩৯), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১০৮৫.	নাটুয়া ঠমকে যায়	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৮০৬ (১৯৩৯), শিল্পী: নরায়ণদাস বসু
১০৮৬.	নাম মোহাম্মদ বোল্ রে মন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩২১৭ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১০৮৭.	নামহারা ঐ গাঙের পারে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১০৮৮.	নামাজ পড় রোজা রাখ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৯৭ (১৯৩৮), শিল্পী: আশরফ আলী
১০৮৯.	নামাজ রোজা হজ্ জাকাতের	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৮৭ (১৯৩৬), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
১০৯০.	নারায়ণী উমা খেলে হেসে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১০৯১.	নার্গিস বাগমেঁ বাহারকি আগমেঁ	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৯১ (১৯৩৪), শিল্পী: মিস্ প্রভা
১০৯২.	নাহি কেহ আমার ব্যথার সাথি	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬৮ (১৯৩৩), শিল্পী: রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়)
১০৯৩.	নাহি ভয় নাহি ভয়	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		দাদরা	রেকর্ড নং: জিই. ২৮০০ (১৯৪৫), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
১০৯৪.	নিউমোনিয়ায় ভুগে ভুগে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৭৮০ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১০৯৫.	নিখিল ঘুমে অচেতন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৪০০ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১০৯৬.	নিঠুর কপট সন্ন্যাসী	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৮০৬ (১৯৩৯), শিল্পী: নারায়ণদাস বসু
১০৯৭.	নিত্য শুদ্ধ কল্যাণরূপে	একতাল	নজরুলসংগীত নির্দেশিকা
১০৯৮.	নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৪৯ (১৯৩৮), শিল্পী: বিজনবালা ঘোষ
১০৯৯.	নিম ফুলের মউ পিয়ে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: ৫৫০৮ (১৯৪০), শিল্পী: কুসুম গোস্বামী
১১০০.	নিয়ে কাদা মাটির তাল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৮৯ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
		খচমচি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১১০১.	নিরজন ফুল বন, এসো প্রিয়া	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬১ (১৯৩৯), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
১১০২.	নিরালা কানন-পথে কে তুমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২১৯ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
		লাউনী	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১১০৩.	নিরুদ্দেশের পথে আমি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩০৯ (১৯৩৯), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১১০৪.	নিরুদ্দেশের পথে যেদিন	খেমটা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১১০৫.	নিশি কাজল শ্যামা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৭৩ (১৯৪৩), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ

১১০৬.	নিশি না পোহাতে যেয়ো না	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৪০৫ (১৯৩৫), শিল্পী: মড কস্টেলো
১১০৭.	নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এইচ. ১৫০৯ (১৯৪২), শিল্পী: বিজনকুমার বসু
১১০৮.	নিশি-দিন তব ডাক শুনিয়াছি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী: সান্ত্বনা সেন
১১০৯.	নিশি-পবন! নিশি-পবন!	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৯৯ (১৯৩৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১১১০.	নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৪৭ (১৯৩২), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১১১১.	নিশি ভোরে অশান্ত ধারায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী: মীনা রায়
১১১২.	নিশি ভোরের বেলা কাহার	কাহারবা	রেকর্ড নং: ৫৫০৯ (১৯৪০), শিল্পী: করুণা ঘোষ
১১১৩.	নিশি-রাতে রিম্ ঝিম্ ঝিম্	আদ্ধা কাওয়ালী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]। রেকর্ড নং: জিই. ২৫৫১ (১৯৪০), শিল্পী: রাধারানী দেবী (ফিল্মস্টার)
১১১৪.	নিশির নিশুতি যেন হিয়ার ভিতরে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৮৫ (১৯৩৮), শিল্পী: পদ্মরানী চট্টোপাধ্যায়
১১১৫.	নিশীথ নিশীথ জাগি	যৎ	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১১১৬.	নিশীথ রাতে ডাক্‌লে আমায়	কাহারবা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, তৃতীয় খণ্ড
১১১৭.	নিশীথ স্বপন তোর	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১১১৮.	নিশীথ হয়ে আসে ভোর	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১১১৯.	নিশুতি রাতের শশী গো	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৯৯৬ (১৯৩৪), শিল্পী: দুর্গা দেবী
১১২০.	নীপ-শাখে বাঁধো ঝুলনিয়া	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০১৭ (১৯৩৫), শিল্পী: আশালতা দেবী
১১২১.	নীরন্ধ্র মেঘে মেঘে অন্ধ	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১১২২.	নীল কবুতর লয়ে নবীর দুলালী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৮০ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১১২৩.	নীল যমুনা সলিল কান্তি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১৩ (১৯৩৬), শিল্পী: নিতাই ঘটক। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১১২৪.	নীলবর্ণা নীলোৎপল-নয়না	দাদরা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড,
১১২৫.	নীলাম্বরী শাড়ি পরি'	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৭৯ (১৯৪৩), শিল্পী: ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (ফেলু বাবু)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১১২৬.	নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ২২২৯ (১৯৩২), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১১২৭.	নূরজাহান! নূরজাহান!	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৮২ (১৯৪১), শিল্পী: ইলা ঘোষ
১১২৮.	নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৯৯ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও মো. কাশেম
১১২৯.	নৃত্যকালী শঙ্কর সঙ্গে নাচে	ঝুমরা	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ: নজরুল স্বরলিপি, দশম খণ্ড,
১১৩০.	নেহি তোড়ো ইয়ে ফুলোঁ কি ডালি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫২৩ (১৯৩৩), শিল্পী: কাননবালা দেবী (টকি)
১১৩১.	পউষ এলো গো	লোফা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১১৩২.	পতিত উধারণ জয় নারায়ণ	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৬৯ (১৯৩৮), শিল্পী: এইচএমভি. ড্রামাটিক ক্লাব

১১৩৩.	পথ চলিতে যদি চকিতে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮৫ (১৯৩৩), শিল্পী:জ্ঞান দত্ত
১১৩৪.	পথ-ভোলা কোন্ রাখাল	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮৮ (১৯৩৩), শিল্পী: বীরেন ভট্টাচার্য
		লোফা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১১৩৫.	পথ হারা পাখি কেঁদে ফিরে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭২১০ (১৯৩৮), শিল্পী: নীহারবালা দেবী
১১৩৬.	পথিক ওগো চলতে পথে	সাদ্রা/ ঝাঁপতাল	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)। পত্রিকা: নারায়ণ (চৈত্র, ১৩২৭), স্বরলিপিকার: মোহিনী সেনগুপ্তা, [নজরুল-সঙ্গীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ, সংকলন ও সম্পাদনা: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর]
১১৩৭.	পথিক বন্ধু এসো এসো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩২ (১৯৩৫), শিল্পী: কুমারী বেবী (আশরাফি খানম)
১১৩৮.	পথে কি দেখ্‌লে যেতে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০০৩ (১৯৩৭), শিল্পী: লতিকা মিত্র
১১৩৯.	পথে পথে কে বাজিয়ে চলে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০০৬ (১৯৩২), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
১১৪০.	পথে পথে ফের সাথে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১১৪১.	পথের দেখা এ নহে গো	একতালা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১১৪২.	পদ্মদীঘির ধারে ধারে ঐ	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১১৪৩.	পদ্মার ঢেউ রে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৬৯ (১৯৪১), শিল্পী: শচীনদেব বর্মন
১১৪৪.	পর হবে তোর আপন জনে	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫৭৮ (১৯৩৬), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
১১৪৫.	পরজনমে দেখা হবে প্রিয়	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১১৪৬.	পরজনমে যদি আসি এ ধরায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৭৮৭ (১৯৪৮), শিল্পী: দ্বিজেন চৌধুরী
১১৪৭.	পরদেশি বঁধু! ঘুম ভাঙায়ো	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭০০১ (১৯৩২), শিল্পী: কমলা (ঝরিয়া)। পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (শ্রাবণ, ১৩৩৯), স্বরলিপিকার: শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১১৪৮.	পরদেশি বঁধুয়া, এলে কি	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
		দাদরা	রেকর্ড নং: পি. ১১৬৩৮ (১৯২৯), শিল্পী: কে. মল্লিক
১১৪৯.	পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৮৭ (১৯৩৭), শিল্পী: যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত
১১৫০.	পরমাত্মা নহ তুমি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৮৪ (১৯৩৯), শিল্পী: মাধবী মুখোপাধ্যায়
১১৫১.	পরান-প্রিয়! কেন এলে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৫৫৪ (১৯২৯), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
১১৫২.	পরান হরিয়াছিলে পাশরিয়া	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৮৯ (১৯৩৪), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
১১৫৩.	পরি' জাফরানী ঘাগরি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮৭ (১৯৩৬), শিল্পী: অনিমা (বাদল)
১১৫৪.	পরো পরো চৈতালী-সাঁঝে	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১১৫৫.	পলাশ ফুলের গেলাস ভরি'	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩৪৩৬ (১৯৩৪), শিল্পী: সত্যবতী দেবী (পটল)
১১৫৬.	পলাশ ফুলের মউ পিয়ে ঐ	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)

		কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ২৬০০ (১৯৪৩), শিল্পী: আশালতা দেবী
		দাদরা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১১৫৭.	পলাশ-মঞ্জরি পরায়ে দে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১৭৪ (১৯৩৫), শিল্পী: রেণুকা দেবী
১১৫৮.	পল্লু ছোড়ো সজন ঘর যানা	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫২৩ (১৯৩৩), শিল্পী: কাননবালা দেবী
১১৫৯.	পাঁচমিশালি শালির পাল (শালিবাহন দি গ্রেট)	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮২ (১৯৩৬), শিল্পী: রঞ্জিৎ রায়
১১৬০.	পানসে জোছ্নাতে কে চল	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
১১৬১.	পাপে তাপে মগ্ন আমি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৭৫ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১১৬২.	পায়ে বিঁধেছে কাঁটা	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২৩১৬ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১১৬৩.	পায়েলা বোলে রিনিঝিনি	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১১৬৪.	পালিয়ে তুমি বেড়াবে কি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭১০ (১৯৩৬), শিল্পী: মীরা সরকার
১১৬৫.	পাষাণ-গিরির বাঁধন টুটে	রূপক	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১১৬৬.	পাষাণের ভাঙালে ঘুম	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮ (১৯৩২), শিল্পী: কাজী নজরুল ইসলাম। গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১১৬৭.	পিউ পিউ পিউ বোলে পাপিয়া	আদ্ধা কাওয়ালি	রেকর্ড নং: পি. ৭১৬১ (১৯৩৩), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
১১৬৮.	পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩১৯ (১৯৩৯), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১১৬৯.	পিউ পিউ বোলে পাপিয়া	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৯৩ (১৯৪১), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
১১৭০.	পিও পিও হে প্রিয় শরাব পিও	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৩৫১ (১৯৩৮), শিল্পী: রাধারানী দেবী
১১৭১.	পিও শরাব পিও	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১১৭২.	পিয়া গেছে কবে পরদেশ	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০৮৪ (১৯৩৩), শিল্পী: হরি বাঈজী
১১৭৩.	পিয়া পাপিয়া পিয়া বোলে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১৭৪ (১৯৩৫), শিল্পী: রেণুকা দেবী
১১৭৪.	পিয়াসী প্রাণ তারে চায়	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১১৭৫.	পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: পি. ৭৩৫৭ (১৯২৬), শিল্পী: হরেন্দনাথ দত্ত
১১৭৬.	পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৩৯৫ (১৯৪০), শিল্পী: আশরফ আলী
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৯৭০৭ (১৯৪৮), শিল্পী: বেদারউদ্দীন আহমদ
১১৭৭.	পুবালি পবনে বাঁশি বাজে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ২৫৬১ (১৯৪০), শিল্পী: ঝর্ণা দে
১১৭৮.	পূজা দেউলে মুরারি শঙ্খ	সাদ্রা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১১৭৯.	পূরবের তরুণ অরুণ পূরবে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
১১৮০.	পেয়ে আমি হারায়েছি গো	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১১৮১.	পেয়ে কেন নাহি পাই	ঠুংরি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
		যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৪১৮৮ (১৯৩২), শিল্পী: গোপালচন্দ্র

			সেন
১১৮২.	প্রজাপতি! প্রজাপতি!	কাহারবা	রেকর্ড নং: এমজে. ১৩৩ (১৯৪২), শিল্পী: অসিতা বসু (লিলি)
১১৮৩.	প্রণমামী শ্রীদুর্গে নারায়ণী	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৪৬ (১৯৩৭), শিল্পী: বাঙলার ছেলেমেয়ে
১১৮৪.	প্রণমি তোমায় বনদেবতা	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১১৮৫.	প্রথম প্রদীপ জ্বালো	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৩১০৪৯ (১৯৪৯), শিল্পী: জগন্ময় মিত্র
১১৮৬.	প্রদীপ কি জ্বলিল আবার	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
১১৮৭.	প্রভাত বীণা তব বাজে	তেওরা/ গীতাঙ্গী	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৮৫ (১৯৩৬), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১১৮৮.	প্রভু তোমাতে যে করে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৩২৭ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১১৮৯.	প্রভু তোমারে খুঁজিয়া মরি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২০৯৭ (১৯৩৭), শিল্পী: মোহনলাল সুকুল (শুক্লা)
১১৯০.	প্রভু রাখ এ মিনতি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১০৮ (১৯৩৩), শিল্পী: কে. মল্লিক
১১৯১.	প্রভু সংসারেরই সোনার শিকল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৫১ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১১৯২.	প্রাণে জাগে হিন্দোল	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪২৮ (১৯৪০), শিল্পী: সমবেত
১১৯৩.	প্রাণের ঠাকুর লীলা করে	লোফা	রেকর্ড নং: জিই. ৭৭৭১ (১৯৫০), শিল্পী: উত্তরা দেবী
১১৯৪.	প্রাণের প্রিয়তম যাহা কিছু তোমার	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৯৮২৪ (১৯৩৬), শিল্পী: ধীরেন দাশ
১১৯৫.	প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথাই	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭২৯৩ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিমতী দেবী
১১৯৬.	প্রিয় কোথায় তুমি কোন্ গহনে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৭০৯ (১৯৩৯), শিল্পী: নীলিমা চৌধুরী (স্বর্ণ)
১১৯৭.	প্রিয় তব গলে দোলে যে হার	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২৩৫৭ (১৯৩৩), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১১৯৮.	প্রিয় তুমি কোথায় আজি	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)। রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬৫ (১৯৩২), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
১১৯৯.	প্রিয় ভোরের আলো হয়ে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫২৬ (১৯৩৬), শিল্পী: কুমারী বেবী (আশরাফী খানম)
১২০০.	প্রিয় মুহরে-নবুয়ত-ধারী	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৪৫ (১৯৩৬), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
১২০১.	প্রিয় যাই যাই ব'লো না	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১৩১ (১৯৩৩), শিল্পী: সুহাসিনী দেবী
১২০২.	প্রিয়তম এত প্রেম দিও না	দাদরা	রেকর্ড নং: এইচ. ১১২৪ (১৯৪৪), শিল্পী: তৃপ্তি সিংহ
১২০৩.	প্রিয়তম এসো ফিরে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৪৩৮ (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার কমল (কমল দাশগুপ্ত)
১২০৪.	প্রিয়তম হে, আমি যে তোমারি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১৪ (১৯৩৬), শিল্পী: নিশারাণী গুপ্ত
১২০৫.	প্রিয়তম হে, বিদায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৩২ (১৯৪২), শিল্পী: বীণা চৌধুরী
১২০৬.	প্রিয়ে! বলি, ও-প্রিয়ে (দেখো বিরহের দাবানল)	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৯৩ (১৯৩৭), শিল্পী: গোপাল ভট্টাচার্য ও রাধারাণী দেবী
১২০৭.	প্রেম অনুরাগে শ্রী-মুখ উজ্জ্বল	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৮৮০ (১৯৩৭), শিল্পী: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১২০৮.	প্রেম আমার জাতি-লাজ-কুল-মান	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৪৬ (১৯৩৫), শিল্পী: দেবেন বিশ্বাস ও হরিমতী দেবী

১২০৯.	প্রেম কাটারী লাগ গয়ি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী: সীতা দেবী
১২১০.	প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৮৬ (১৯৩৮), শিল্পী: মাধুরী দে
১২১১.	প্রেমের গোকুলে কুটির বাঁধিব	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩৭ (১৯৩৫), শিল্পী: দেবেন বিশ্বাস ও হরিমতী দেবী
১২১২.	প্রেমের হাওয়া বইল যখন	কাহারবা	স্বরলিপিকার: কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল সুরলিপি, ৮ম খণ্ড
১২১৩.	ফাগুন ফুরাবে যবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৯৭ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস
১২১৪.	ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
		ফেরতা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৪১ (১৯৩২), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী। রেকর্ড নং: টি. ৬০২৪ (১৯৩১), শিল্পী: সত্যরানী দেবী
১২১৫.	ফিরি পথে পথে মজনুঁ	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১২১৬.	ফিরিয়া এসো, এসো হে ফিরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২৫ (১৯৩৪), শিল্পী: তারা দেবী
		কাওয়ালী	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১২১৭.	ফিরে আয় ওরে ফিরে আয়	তালছাড়া	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১২১৮.	ফিরে আয় ঘরে ফিরে আয়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৩৬ (১৯৩৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১২১৯.	ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই	লোফা	রেকর্ড নং: জিটি. ১৭ (১৯৩২), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি
১২২০.	ফিরে এসো ফিরে এসো প্রিয়তম	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৫৪৩ (১৯৪১), শিল্পী: বিনয়কুমার অধিকারী
১২২১.	ফিরে গেছে সই এসে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৯ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী (টেপি)
১২২২.	ফিরে নাহি এলে প্রিয়	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৭৩ (১৯৪১), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
১২২৩.	ফিরে ফিরে কেন তারই স্মৃতি	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৯৭০৫ (১৯৩৬), শিল্পী: মড কস্টেলো
১২২৪.	ফিরে ফিরে দ্বারে আসে যায়	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১২২৫.	ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২০ (১৯৩৪), শিল্পী: প্রতিভা সেন
১২২৬.	ফুটলো যেদিন ফাল্গুনে হায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৬২ (১৯৩৭), শিল্পী: অনিমা (বাদল)
১২২৭.	ফুটলো সন্ধ্যামণির ফুল	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩০৮৩ (১৯৩৪), শিল্পী: উষারাণী দেবী
১২২৮.	ফুটিল মানস-মাধবী-কুঞ্জে (মম মানস মধবী)	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৩১০৫১ (১৯৪৯), শিল্পী: তুষারকণা পাল
১২২৯.	ফুরাবে না এই মালা গাঁথা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এইচ. ১০৪৭ (১৯৪২), শিল্পী: অঞ্জলি রায়
১২৩০.	ফুরিয়ে এলো রমজানেরই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮২৩ (১৯৩৬), শিল্পী: ধীরেন দাস
১২৩১.	ফুল-কিশোরী জাগো জাগো	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (শ্রাবণ, ১৩৪১), স্বরলিপিকার: অনিলভূষণ বাগ্‌চী
১২৩২.	ফুল চাই চাই ফুল টগর	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭২২৬ (১৯৩৪), শিল্পী:অনিমা (বাদল)
১২৩৩.	ফুল-ফাগুনের এলো মরশুম	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১২৩৪.	ফুলবীথি এলে অতিথি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৫৫ (১৯৩৭), শিল্পী: গিরীন চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
১২৩৫.	ফুলে পুছিনু, বল বল	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৯১ (১৯৩৪), শিল্পী: মো. কাশেম
১২৩৬.	ফুলে ফুলে বন ফুলেলা	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)

		কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ২৭০৭ (১৯৪৪), 'সাবিত্রী' রেকর্ডনাট্যের গান
১২৩৭.	ফুলের জলসায় নীরব	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭৪৩৯ (১৯৪৪), শিল্পী: ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
১২৩৮.	ফুলের বনে ফুলের সনে	কার্ফা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১২৩৯.	ফোরাতের পানিতে নেমে	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৩২৮ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১২৪০.	বউ কথা কও, বউ কথা কও	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬৪ (১৯৩২), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১২৪১.	বঁধু আমি ছিনু বুঝি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৪৮১ (১৯৪৪), শিল্পী: যূথিকা রায়
১২৪২.	বঁধু তোমার আমার	দাদরা	রেকর্ড নং: জিই. ২৫৫৫ (১৯৪০), শিল্পী: রাধারাণী দেবী (ফিল্ম স্টার)।
১২৪৩.	বঁধু ফিরে এসো, আজো	ফেরতা	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৪৭ (১৯৪১), শিল্পী: গৌরী বসু
১২৪৪.	বঁধু সে দিন নাহিক আর	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৩ (১৯৩৫), শিল্পী: নারায়ণদাস বসু
১২৪৫.	বকুল চাঁপার বনে কে মোর	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২৫ (১৯৩৪), শিল্পী: তারা দেবী
১২৪৬.	বকুল ছায়ে ছিনু ঘুমায়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৩০৫ (১৯৩৪), শিল্পী: ঊষারাণী দেবী
১২৪৭.	বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ২৯৯৭ (১৯৩৪), শিল্পী: পদ্মরাণী দেবী
১২৪৮.	বকুল বনের পাখি	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী: সরযূবালা দেবী
১২৪৯.	বক্ষে আমার কা'বার ছবি	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০০৫ (১৯৩২), শিল্পী: মো. কাশেম
১২৫০.	বছর ফিরল ফিরল না বউ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৭৬ (১৯৩৭), শিল্পী: চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়
১২৫১.	বড় সঙ্কটে পড়েছি মাগো	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৪১ (১৯৪০), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৫২.	বদনা-গাড়ুতে বসে মুখোমুখি	ফেরতা (দাদরা ও কাহারবা)	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২২ (১৯৩৫), শিল্পী: বিমল গুপ্ত
১২৫৩.	বন-কুন্তল এলায়ে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১২৫৪.	বন তমালের শ্যামল ডালে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৪৭৫ (১৯৩৬), শিল্পী: সমর রায়
১২৫৫.	বন-দেবী এসো গহন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩৬ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
১২৫৬.	বন-ফুলে তুমি মঞ্জরি গো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭২৬ (১৯৩৬), শিল্পী: কে. মল্লিক ও মানিকমালা দেবী
১২৫৭.	বন-বিহঙ্গ যাও রে উড়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৯৯ (১৯৩৮), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১২৫৮.	বন-বিহারিণী চঞ্চল হরিণী	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ২৭১০ (১৯৪৪), 'সাবিত্রী' রেকর্ডনাট্যের গান
১২৫৯.	বন-মল্লিকা ফুটিবে যখন	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৭০ (১৯৩৮), শিল্পী: সাবিত্রী বসু

			(চামেলি)
১২৬০.	বনমালার ফুল জোগালি	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১২৮৪২ (১৯৩৯), শিল্পীঃ গীতা বসু
১২৬১.	বনমে শুন সখিরি পিয়া	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭০৪২ (১৯৩৮), শিল্পীঃ প্রমোদা দেবী
১২৬২.	বন-হরিণীরে তব বাঁকা আঁখির	খেমটা	গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১২৬৩.	বনে চলে বনমালী	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থঃ গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৯৪ (১৯৩৪), শিল্পীঃ বাণী নিয়োগী
১২৬৪.	বনে বনে জাগে কি আকুল	সেতারখানি ন	গীতিগ্রন্থঃ চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১২৬৫.	বনে বনে দোলা লাগে	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ চোখের চাতক (১৯২৯)। রেকর্ড নংঃ এফটি. ২২১৮ (১৯৩২), শিল্পীঃ ঊষারাণী দেবী
১২৬৬.	বনে মোর ফুটেছে হেনা	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৯২ (১৯৩৪), শিল্পীঃ প্রভা দেবী
১২৬৭.	বনে মোর ফুল-ঝরার বেলা	কাহারবা	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪০১৫ (১৯৩৫), শিল্পীঃ নিতাই ঘটক
		লাউনী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১২৬৮.	বনে যায় আনন্দ-দুলাল	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ৭২৯৪ (১৯৩৪), শিল্পীঃ ধীরেন দাশ
১২৬৯.	বনের তাপস কুমারী আমি গো	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭০০৫ (১৯৪৮), শিল্পীঃ যূথিকা রায়
		কাহারবা	স্বরলিপিকারঃ নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, তৃতীয় খণ্ড
১২৭০.	বনের হরিণ আয় রে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৪৬৯ (১৯৪০), শিল্পীঃ পারুল সেন
১২৭১.	বনের হরিণ বনের হরিণ	তালছাড়া	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩৯৭ (১৯৩৫), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
১২৭২.	বন্দীর মন্দিরে জাগো	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থঃ চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১২৭৩.	বন্ধু আজো মনে রে পড়ে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৪৪৩ (১৯৪০), শিল্পীঃ আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১২৭৪.	বন্ধু পথ চেয়ে চেয়ে	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৪০৪ (১৯৪০), শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা দেবী
১২৭৫.	বরণ করে নিও না গো	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৩২৪ (১৯৩৬), শিল্পীঃ শীলা সরকার
১২৭৬.	বরণ করেছি তারে সই	দাদরা	রেকর্ড নংঃ পি. ১১৭৪০ (১৯৩২), শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা দেবী
১২৭৭.	বরষ গেল আশ্বিন এলো	তালছাড়া	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭১৯২ (১৯৩৮), শিল্পীঃ কে. মল্লিক
১২৭৮.	বরষ মাস যায়, সে নাহি আসে	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থঃ গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১২৭৯.	বরষা ঋতু এলো এলো	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭১৭৮ (১৯৩৮), শিল্পীঃ সমবেত
১২৮০.	বরষা ঐ এলো বরষা	ত্রিতালি/ ত্রিতাল	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নংঃ পি. ১১৭৮৯ (১৯৩৪), শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা দেবী
১২৮১.	বরের বেশে আসবে জানি	তালছাড়া	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩৯৯ (১৯৩৫), শিল্পীঃ হরিমতী দেবী
১২৮২.	বর্ণচোরা ঠাকুর এলো	লোফা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭০০৩ (১৯৩৭), শিল্পীঃ লতিকা মিত্র
১২৮৩.	বল দেখি মা নন্দরানী	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৫৪৯৮ (১৯৪০), শিল্পীঃ কমল গঙ্গোপাধ্যায়
১২৮৪.	বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭৮৮১ (১৯৪৮), শিল্পীঃ সত্য চৌধুরী
১২৮৫.	বল প্রিয়তম বল	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭২২১ (১৯৪১), শিল্পীঃ যূথিকা রায়
১২৮৬.	বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ	দাদরা	রেকর্ড নংঃ কিউই. ৭১৫৬ (১৯৪৭), শিল্পীঃ গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও সম্প্রদায়
১২৮৭.	বল্ মা শ্যামা বল্ তোর বিগ্রহ	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭০৩১ (১৯৩৮), শিল্পীঃ মৃণালকান্তি

			ঘোষ
১২৮৮.	বল্ রাঙা হংসদূতী	আদ্ধা	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১২৮৯.	বল্ রে জবা বল্	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২১ (১৯৩৫), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১২৯০.	বল্ রে তোরা বল্ ওরে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১২৯১.	বল্ সই বসে কেনে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫১৫ (১৯৪১), শিল্পী: মন্টুরাণী দেবী
১২৯২.	বল্ সখি বল্ ওরে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৩১১ (১৯৩৪), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
১২৯৩.	বলি মাথা খাস্ রাধে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১১ (১৯৩৫), শিল্পী: রঞ্জিত রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ
১২৯৪.	বলেছিলে তুমি তীর্থে আসিবে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৩০ (১৯৪২), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
১২৯৫.	ব'লো না ব'লো না ওলো সই	তেতালা/ ত্রিতাল	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০১৩ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
১২৯৬.	বল্লরী-ভুজ-বন্ধন খোলো	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩৯ (১৯৩৫), শিল্পী: বিমলেন্দু সেন
১২৯৭.	বসন্ত এলো এলো এলো রে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৮৩২ (১৯৩৭), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
১২৯৮.	বসন্ত মুখর আজি	ত্রিতাল	রম্যগীতি, স্বরলিপিকার: শৈলেশ দত্তগুপ্ত [আদি স্বরলিপি সংগ্রহ]
১২৯৯.	বসিয়া নদীকূলে, এলোচুলে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৪৫ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৩০০.	বসিয়া বিজনে কে গো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫৬৫ (১৯৩৬), শিল্পী: নিভারাণী সেন
১৩০১.	বসিয়া বিজনে কেন একা	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৬৩৮ (১৯২৯), শিল্পী: কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৩০২.	বহিছে সাহারায় শোকেরই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৫৯৫ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৩০৩.	বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু	দাদরা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১৩০৪.	বহে বনে সমীরণ	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ২৯৬০ (১৯৩৩), শিল্পী: আশালতা দেবী
১৩০৫.	বহে শোকের পাথার	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৯৮০ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৩০৬.	বাঁকা চোখে চাহে ও কে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ২৭১২২ (১৯৪১), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৩০৭.	বাঁকা ছুরির মতো বেঁকে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৫০৮ (১৯৪০), শিল্পী: করুণা ঘোষ
১৩০৮.	বাঁকা শ্যামল এলো বন-ভবনে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯২০ (১৯৩৭), শিল্পী: সীতা দেবী
১৩০৯.	বাঁধিয়া দুইজনে দুঁহু-ভুজ	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৬৩ (১৯৪২), শিল্পী: ইলা ঘোষ
১৩১০.	বাঁশি কে বাজায় বনে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫১৫ (১৯৪১), শিল্পী: মন্টুরাণী দেবী
১৩১১.	বাঁশি তার কোথায় বাজে	দাদরা	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা

১৩১২.	বাঁশি বাজাবে কবে আবার	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী: ধীরেন দাস। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)। পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (বৈশাখ, ১৩৪২), স্বরলিপিকার: জগৎ ঘটক
১৩১৩.	বাঁশি বাজায় কে কদমতলায়	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৬৩ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৩১৪.	বাঁশিতে সুর শুনিয়ে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩১০ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিমতী দেবী
১৩১৫.	বাঁশির কিশোর ব্রজগোপী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০১৮ (১৯৩৫), শিল্পী: ইন্দু সেন
১৩১৬.	বাঁশির কিশোর লুকায়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী: হরিমতী দেবী
১৩১৭.	বাগিচায় বুলবুলি তুই	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৫১৮ (১৯২৮), শিল্পী: কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১৩১৮.	বাজলো কি রে ভোরের সানাই	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০০৫ (১৯৩২), শিল্পী: মো. কাশেম
১৩১৯.	বাজাও প্রভু বাজাও ঘন	দাদরা	পত্রিকা: সওগাত, বৈশাখ ১৩২৭
১৩২০.	বাজায়ে কাঁচের চুড়ি	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৩২১.	বাজায়ে জল-চুড়ি কিঙ্কিণী	যৎ	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১৩২২.	বাজিছে দামামা, বাঁধ	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৩২৩.	বাজিছে বাঁশরি কার	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৩২৪.	বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৩৮ (১৯৩৩), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
		দাসপয়রা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৩২৫.	বাজে মঞ্জুল মঞ্জির রিনিকি ঝিনি	ফেরতা	রেকর্ড নং: জিই. ২৮৬৬ (১৯৪৫), শিল্পী: উত্তরা দেবী
১৩২৬.	বাজে মৃদঙ্গ বরষার ঐ	তেওরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫২৮ (১৯৩৬), শিল্পী: দেবেন বিশ্বাস
১৩২৭.	বাদল বায়ে মোর নিভিয়া	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৩২৮.	বাদল-মেঘের মাদল তালে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৩২৯.	বাদ্‌লা রাতে চাঁদ উঠেছে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৮২ (১৯৪০), শিল্পী: ইলা ঘোষ ও সুনীল ঘোষ
১৩৩০.	বাপ্ রে বাপ্ কি পোলার পাল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৭৬ (১৯৩৭), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৩৩১.	বাপের বাড়ির থনে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬৮ (১৯৩৯), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৩৩২.	বালা যোবন মোরি সখিরি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৪২ (১৯৩৮), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
১৩৩৩.	বাসনার সরসীতে ফুটিয়াছে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৮৯১০ (১৯৩৬), 'সুরথ উদ্ধার' রেকর্ডনাট্যের গান
১৩৩৪.	বাসন্তী রঙ শাড়ি প'রো	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী: অশোক সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৩৩৫.	বাহির দুয়ার মোর বন্ধ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৮৫ (১৯৪০), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়
১৩৩৬.	বিঁধে গেল তীর	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২১৬ (১৯৩২), শিল্পী: রাধারাণী দেবী
১৩৩৭.	বিকাল বেলার ভুঁইচাঁপা গো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪০৫ (১৯৩৫), শিল্পী: মড কস্টেলো
১৩৩৮.	বিজন গোঠে কে রাখাল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১২২ (১৯৩৩), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৩৩৯.	বিজয়ার পর দেখা হল ভায়া	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭২০৮ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৪০.	বিজয়োৎসব ফুরাইল মাগো	একতাল	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড

১৩৪১.	বিজলি খেলে আকাশে কেন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭০০ (১৯৩৬), শিল্পী: লতিকা মিত্র
১৩৪২.	বিজলি চাহনী কাজল কালো নয়নে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২২৪ (১৯৩২), শিল্পী: হরি বাঈজী
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৩৪৩.	বিদায় বেলায় করুণ সুরে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭১২ (১৯৩৬), শিল্পী: কার্তিকচন্দ্র দাস
১৩৪৪.	বিদায় সন্ধ্যা আসিল ঐ	একতালা/ একতাল	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৪৩ (১৯৩২), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৩৪৫.	বিদায়ের বেলা মোর	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
১৩৪৬.	বিদেশিনী বিদেশিনী চিনি চিনি	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৯৪ (১৯৩৬), শিল্পী: হরিমতী দেবী
১৩৪৭.	বিদেশি অতিথি সিন্ধুপারে	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৭১ (১৯৩৩), শিল্পী: জ্ঞান দত্ত ও পারুল দেবী
১৩৪৮.	বিদেশি তরী এলো কোথা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৭০ (১৯৩৮), শিল্পী: সাবিত্রী বসু (চামেলি)
১৩৪৯.	বিধুর তব অধর কোণে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭১২ (১৯৩৬), শিল্পী: কার্তিকচন্দ্র দাস
১৩৫০.	বিরহের অশ্রু-সায়রে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৯২২ (১৯৩৭), শিল্পী: ভক্তিরঞ্জন রায়
১৩৫১.	বিরহের গুলবাগে মোর	রূপক	রেকর্ড নং: এফটি. ২২৮৮ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ। গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৩৫২.	বিরহের নিশি কিছুতে আর	একতালা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৩৫৩.	বিষাদিনী এসো শাওন সন্ধ্যায়	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: ইপিই. ৩১৭১ (১৯৭৭), শিল্পী: দীপালি নাগ (তালুকদার)
১৩৫৪.	বুকে তোমায় নাইবা পেলাম	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৩৫৫.	বুনো ফুলের করুণ সুবাস	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৩০ (১৯৩৫), শিল্পী: বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায়।
১৩৫৬.	বুলবুলি নীরব নার্গিস-বনে	ঝাঁপতাল	নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা
১৩৫৭.	বৃজমেঁ আজ সখি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৬৯ (১৯৩৮), 'জন্মাষ্টমী' (হিন্দী) রেকর্ডনাট্যের গান
১৩৫৮.	বৃথা তুই কাহার পরে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২৯ (১৯৩৪), শিল্পী: ভবানী দাস
১৩৫৯.	বৃথা প্রবোধ দিসনে ললিতে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৯৭৭ (১৯৪৫), শিল্পী: চিত্ত রায়
১৩৬০.	বৃন্দাবনী কুঙ্কুম আবির	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
১৩৬১.	বৃন্দাবনে এ কি বাঁশরি বাজে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১৩৬২.	বেণুকা ও কে বাজায়	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৩৬৩.	বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৬৫ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৩৬৪.	বেদনা-বিহ্বল পাগল	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৪৭৪৪ (১৯৩৬), শিল্পী: ধীরেন দাস ও ইন্দুবালা দেবী
১৩৬৫.	বেদনার পারাবার করে হাহাকার	কাহারবা	পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (চৈত্র, ১৩৪৬), স্বরলিপিকার: শ্রীনলিনী লাহিড়ী
১৩৬৬.	বেদনার বেদীতলে পেতেছি আসন	কাহারবা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, তৃতীয় খণ্ড
১৩৬৭.	বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৩৯ (১৯৩৬), শিল্পী: যূথিকা রায়। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৩৬৮.	বেদিয়া-বেদিনী ছুটে আয়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৬০ (১৯৩৭), শিল্পী: সীতা দেবী
১৩৬৯.	বেয়ান, বলি ও বেয়ান	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৭১০ (১৯৩৯), শিল্পী: রাধারাণী

	(বেয়ান তোমার)	(দ্রুতলয়)	দেবী ও গোপাল ভট্টাচার্য
১৩৭০.	বেল ফুল এনে দাও	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৩৮ (১৯৩৬), শিল্পী: অনিমা (বাদল)
১৩৭১.	বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৪৫ (১৯৪০), শিল্পী: কে. মল্লিক ও অনিমা (বাদল)
১৩৭২.	বেলা প'ড়ে এলো জল্‌কে সই	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১১০ (১৯৩৪), শিল্পী: শ্বেতাঙ্গিনী দেবী (খেঁদী)। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৩৭৩.	বেলা শেষে উদাস পথিক	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৩৭৪.	বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৩৭৫.	বৈঁচি মালা রইল গাঁথা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৮৩ (১৯৩৯), শিল্পী: মাধুরী দে
১৩৭৬.	বৈকালি সুরে গাও চৈতালি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৮৩২ (১৯৩৭), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়
১৩৭৭.	ব্যথার আগুনে হৃদয় আমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮২ (১৯৩৩), শিল্পী: গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী
১৩৭৮.	ব্যথার উপরে বঁধু ব্যথা দিও না	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩২১৩ (১৯৩৪), শিল্পী: উষারাণী দেবী
		দাদরা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৩৭৯.	ব্যথিত প্রাণে দানো শান্তি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮৯ (১৯৩৬), শিল্পী: পারুল সেন, সহশিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৩৮০.	ব্রজ-কুমার গিরিধারী শ্যাম	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
১৩৮১.	ব্রজগোপাল শ্যাম সুন্দর	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৭ (১৯৩৬), শিল্পী: নীলমণি সিংহ
১৩৮২.	ব্রজ-গোপী খেলে হোরি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এনকিউ. ১৪৭ (১৯৪০), শিল্পী: বেচু দত্ত
১৩৮৩.	ব্রজ-দুলাল ঘন শ্যাম	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩০ (১৯৩৭), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৩৮৪.	ব্রজপুর-চন্দ পরম সুন্দর	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৪৮ (১৯৩৭), শিল্পী: কমলা পাট্টাদার
১৩৮৫.	ব্রজ-বনের ময়ূর! বল	কাহারবা	নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা
১৩৮৬.	ব্রজবাসী মোরা এসেছি মথুরা	লোফা	রেকর্ড নং: এইচটি. ৫১ (১৯৩৩), শিল্পী: ধীরেন দাস ও ইন্দুবালা দেবী
১৩৮৭.	ব্রজে আবার আসবে ফিরে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৮৪ (১৯৩৯), শিল্পী: মাধবী মুখোপাধ্যায়
১৩৮৮.	ব্রজের দুলাল ব্রজে আবার	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১০২ (১৯৩৪), শিল্পী: শোভারাণী গুপ্তা
১৩৮৯.	ভক্ত নরের কাছে হে নারায়ণ	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৬৬৯ (১৯৩৯), শিল্পী: শোভারাণী দে
১৩৯০.	ভক্তি ভরে পড় রে তোরা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮০৬ (১৯৩৬), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
১৩৯১.	ভগবান শিব জাগো জাগো	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৩৯২.	ভবনে আসিল অতিথি সুদূর	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৯৭ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস। স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৩৯৩.	ভবানী শিবানী কালী করালী	সুরফাঁক	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫৮৩ (১৯৩৬), শিল্পী: কে. মল্লিক ও ইন্দু সেন
১৩৯৪.	ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২৪ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী
১৩৯৫.	ভবের এই পাশা খেলায়	লোফা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৩৯৬.	ভয় নাই ভয় নাই হে বিজয়ী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৮৩ (১৯৩৪), শিল্পী: গোপাল সেন

১৩৯৭.	ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান	একতাল	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১০২ (১৯৩৪), শিল্পী: শোভারাণী গুপ্তা। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১৩৯৮.	ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ২৭৮৮১ (১৯৪৮), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
১৩৯৯.	ভাইয়ের দোরে ভাই	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৩৫০৮ (১৯৩১), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৪০০.	ভাঙা মন (আর) জোড়া নাহি যায়	পাঞ্জাবি ঠেকা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৪১ (১৯৩২), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১৪০১.	ভারত আজিও ভোলেনি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৩১০৬৬ (১৯৪৯), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
১৪০২.	ভারত-লক্ষ্মী আয় মা ফিরে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৩১০৬৬ (১৯৪৯), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
১৪০৩.	ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭১৫৬ (১৯৩৩), শিল্পী: কে. মল্লিক
		কাওয়ালী	স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
১৪০৪.	ভারত শ্মশান হ'ল মা	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৮৬ (১৯৪১), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৪০৫.	ভারতের দুই নয়ন তারা	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৭৬ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪০৬.	ভালোবাসায় বাঁধব বাসা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬৮ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
১৪০৭.	ভালোবাসার ছলে আমায়	রূপক	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১৪০৮.	ভালোবাসি কলঙ্কী চাঁদ	ত্রিতাল	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ: নজরুল স্বরলিপি, একাদশ খণ্ড
১৪০৯.	ভিখারিনী করে পাঠাইলি	লোফা	রেকর্ড নং: জিই. ২৫৫৪ (১৯৪০), শিল্পী: উত্তরা দেবী
১৪১০.	ভীরু এ মনের কলি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৩৭ (১৯৪২), শিল্পী: যূথিকা রায়
১৪১১.	ভুখা আঁখি কাজ কি ঢাকি	কাহারবা	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ: নজরুল স্বরলিপি, একাদশ খণ্ড
১৪১২.	ভুবন-জয়ী তোরা কি হায়	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৪১৩.	ভুবনময়ী ভবনে এসো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০১ (১৯৩৫), শিল্পী: রেণু বসু ও দেবেন বিশ্বাস
১৪১৪.	ভুল করিলে বনমালী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৯৯৬ (১৯৩৪), শিল্পী: দুর্গা দেবী
১৪১৫.	ভুল করে আসিয়াছি	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৪১৬.	ভুল করে কোন্ ফুল-বিতানে	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৪১৭.	ভুল করে যদি ভালোবেসে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
		দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৯২ (১৯৪৩), শিল্পী: মাস্টার বাদল (সতীনাথ মুখোপাধ্যায়)
১৪১৮.	ভুল করেছি ওমা শ্যামা	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৫৬ (১৯৩৬), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
১৪১৯.	ভুলি কেমনে আজো যে মনে	ফেরতা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ৯৯৭৪ (১৯২৮), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী। গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৪২০.	ভুলিতে পারিনে তাই	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২৮৮ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ। গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৪২১.	ভুলে যাও ব'লে জানাও	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৭১৮৩ (১৯৩৪), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৪২২.	ভুলে যেয়ো, ভুলে যেয়ো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৬৫ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৪২৩.	ভুলে রইলি মায়ায় এসে ভবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৯২ (১৯৩৭), শিল্পী: কে. মল্লিক ও অনিমা (বাদল)

Dhaka University Institutional Repository

১৪২৪.	ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৭৯ (১৯৩৪), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১৪২৫.	ভেঙো না ভেঙো না বঁধু	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৪২৬.	ভেসে আসে সুদূর স্মৃতির	কাহারবা	রেকর্ড নং : এন. ২৭৩৭৪ (১৯৪৩), শিল্পী: রমা দেবী
১৪২৭.	ভেসে যায় হৃদয় আমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৯৪ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৪২৮.	ভোর হলো ওঠ্, জাগ্	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৮৬ (১৯৩৭), শিল্পী: মো. কাশেম
১৪২৯.	ভোরে ঝিলের জলে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭৭৪৮ (১৯৪৭), শিল্পী: ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
১৪৩০.	ভোরে স্বপনে কে তুমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৩৯ (১৯৩৫), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৪৩১.	ভোরের হাওয়া এলে	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১৪৩২.	ভোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৪৩৩.	ভোলো অতীত-স্মৃতি ভোলো	যৎ	রেকর্ড নং: এফটি. ২৩৫৮ (১৯৩৩), শিল্পী: উষারাণী দেবী
		ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৪৩৪.	ভোলো প্রিয় ভোলো ভোলো	লাউনী	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৪৩৫.	ভোলো ভোলো গো লায়লী	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৯৮ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৪৩৬.	ভোলো ভোলো ভোলো মান	কাহারবা	নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা
১৪৩৭.	ভোলো লাজ ভোলো গ্লানি	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৩১৯ (১৯৩২), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৪৩৮.	মট্‌কু মাইতি বাঁট্‌কুল রায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯৬ (১৯৩৪), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৪৩৯.	মণি-মঞ্জির বাজে অরুণিত চরণে	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৮ (১৯৩৪), শিল্পী: আভা সরকার
১৪৪০.	মদালস ময়ূর-বীণা কার বাজে	ত্রিতাল	স্বরলিপিকার: ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, স্বরলিপিগ্রন্থ: নজরুল স্বরলিপি, দশম খণ্ড
১৪৪১.	মদিনাতে এসেছে সই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯০৬ (১৯৩৭), শিল্পী: রাবেয়া খাতুন
১৪৪২.	মদিনায় যাবি কে আয় আয়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৯৫ (১৯৩৮), শিল্পী: এম. সিরাজুর রহমান
১৪৪৩.	মদিনার শাহানশাহ্ কোহ্-ই-তূর-বিহারী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০০৮ (১৯৩৭), শিল্পী: মো. কাশেম
১৪৪৪.	মদির আঁখির সুধায় সাকি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এইচ. ৭ (১৯৩২), শিল্পী: উমাপদ ভট্টাচার্য
১৪৪৫.	মদির আবেশে কে চলে	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬০ (১৯৩৩), শিল্পী: পটল (চীনা)
		কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৪৪৬.	মদির স্বপনে মম বন-ভবনে	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৯৮ (১৯৩৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৪৪৭.	মধুকর মঞ্জির বাজে বাজে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯০১ (১৯৩৭), শিল্পী: রেণু বসু
১৪৪৮.	মধুর আরতি তব	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী: সাধক সংঘ
১৪৪৯.	মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে	তেওরা	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: কাজী নজরুল ইসলাম
১৪৫০.	মধুর নূপুর রুমুঝুমু	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৩১ (১৯৪১), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৪৫১.	মন কার কথা ভেবে	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৪৫২.	মন কেন উদাসে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১৪৫৩.	মন দিয়ে যে দেখি তোমায়	যৎ	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৪৭ (১৯৩৫), শিল্পী: কল্যাণী গুপ্তা
১৪৫৪.	মন নিয়ে আমি লুকোচুরি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৫৮ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
১৪৫৫.	মন লহ নিতি নাম	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৫৯ (১৯৩২), শিল্পী: কমলা (ঝরিয়া)। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

১৪৫৬.	মনে পড়ে আজ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৯২ (১৯৪১), শিল্পী: যূথিকা রায়
১৪৫৭.	মনে যে মোর মনের ঠাকুর	রূপক	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৫৪ (১৯৩৮), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৪৫৮.	মনে রাখার দিন গিয়েছে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৯২২ (১৯৩৭), শিল্পী: ভক্তিরঞ্জন রায়
১৪৫৯.	মনের রঙ লেগেছে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৩৪৬ (১৯৩৫), শিল্পী: শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
১৪৬০.	মম তনুর ময়ূর সিংহাসনে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৪৬১.	মম প্রাণ নিয়ে নিঠুর খেল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৩০৫ (১৯৩৪), শিল্পী: ঊষারাণী দেবী
১৪৬২.	মম প্রাণ-শতদল হোক প্রণামী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৭২ (১৯৩৫), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৪৬৩.	মম বন-ভবনে ঝুলন-দোলনা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৩৪ (১৯৩৭), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
১৪৬৪.	মম মধুর মিনতি শোন	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩১৯ (১৯৩৯), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৪৬৫.	মম মায়াময় স্বপনে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৭৭ (১৯৩৬), শিল্পী: মড কস্টেলো
১৪৬৬.	মমতাজ! মমতাজ!	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৮০ (১৯৪১), শিল্পী: ইলা ঘোষ
১৪৬৭.	মরণ ডাকে আয় রে চ'লে	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪২৯ (১৯৪০), শিল্পী: নীহারবালা দেবী
১৪৬৮.	মরম-কথা গেল সই	ত্রিতাল/ ত্রিতালী	রেকর্ড নং: এন. ৭০১৩ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১৪৬৯.	মরু সাহারা আজি মাতোয়ারা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২৩ (১৯৩৫), শিল্পী: মো. কাশেম
১৪৭০.	মরুর ধূলি উঠলো রেঙে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৮০ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১৪৭১.	মসজিদে ঐ শোন্ রে আজান	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৪৫ (১৯৩৬), শিল্পী: সাকিনা বেগম (আশ্চর্যময়ী দাসী)
১৪৭২.	মসজিদেরই পাশে আমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৭৬ (১৯৪০), শিল্পী: মো. কাশেম
১৪৭৩.	মহাকালের কোলে এসে	গীতাঙ্গী/ তেওরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭৪২১ (১৯৩৫), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪৭৪.	মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪৭৫.	মহুয়া ফুলের মদির ঘন	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিটি. ৩৯ (১৯৩৪), শিল্পী: সরস্বতী দেবী
১৪৭৬.	মহুয়া বনে লো মধু	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৩২ (১৯৩৬), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
১৪৭৭.	মহুল গাছে ফুল ফুটেছে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৩০৯ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৪৭৮.	মা! আমার মনে আমার বনে	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৬৬ (১৯৩৬), শিল্পী: কৃষ্ণচন্দ্র দে
১৪৭৯.	মা! আমি তোর অন্ধ ছেলে	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৪৮৮ (১৯৩৮), শিল্পী: নারায়ণ দাস বসু
১৪৮০.	মা এলো রে, মা এলো রে বরষ পরে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এইচটি. ৭৬ (১৯৩৬), শিল্পী: বাঙলার ছেলেমেয়ে
১৪৮১.	মা এসেছে মা এসেছে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৭৩ (১৯৩৪), শিল্পী: বাঙলার ছেলেমেয়ে। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৪৮২.	মা কবে তোরে পারব দিতে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৬০৭ (১৯৩৬), শিল্পী: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৪৮৩.	মা তোর কালো রূপের মাঝে	লোফা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫৩৪ (১৯৪১), শিল্পী: শৈল দেবী
১৪৮৪.	মা মেয়েতে খেল্‌ব পুতুল	লোফা	রেকর্ড নং: জিই. ২৬০৫ (১৯৪৩), শিল্পী: উত্তরা দেবী

১৪৮৫.	মা ষষ্ঠী গো, তোর গুষ্টির পায়ে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০৩২ (১৯৩২), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪৮৬.	মাকে আদর করে কালী বলি	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৫০ (১৯৩৯), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৪৮৭.	মাকে আমার এলাম ছেড়ে	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২৫ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী
১৪৮৮.	মাকে আমার দেখেছে যে	লোফা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৫০৫ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস
১৪৮৯.	মাকে ভাসায়ে জলে (মাকে ভাসায়ে ভাটির স্রোতে)	দাদরা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
১৪৯০.	মাগো আমি আর কি ভুলি (মা! আমি আর কি ভুলি)	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪১৯ (১৯৪০), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৪৯১.	মাগো আমি তান্ত্রিক নই	একতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১৭২ (১৯৩৫), শিল্পী: দেবেন বিশ্বাস
১৪৯২.	মাগো আমি মন্দমতি	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৫৮ (১৯৪৩), শিল্পী: ভবানী দাস
১৪৯৩.	মাগো কে তুই, কার নন্দিনী	দাদরা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
১৪৯৪.	মাগো চিন্ময়ী রূপ ধ'রে আয়	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৮৬ (১৯৪১), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৪৯৫.	মাগো তোরই পায়ের নূপুর	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০২৫ (১৯৩৮), শিল্পী: রেণুকা সিংহ
১৪৯৬.	মাটির প্রদীপ আমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৫২৬ (১৯৩৬), শিল্পী: কুমারী বেবী (আশরাফী খানম)
১৪৯৭.	মাঠে আমার ফলল ফসল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৩৯৫ (১৯৪০), শিল্পী: আশরফ আলী
১৪৯৮.	মাত্‌ল গগন অঙ্গনে ঐ	তেওরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৫০৪ (১৯৩৪), শিল্পী: রণজিৎ মণ্ডল, গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৪৯৯.	মাতৃ নামের হোমের শিখা	লোফা	রেকর্ড নং: জিই. ৭৭৪৭ (১৯৫০), শিল্পী: তারা ভট্টাচার্য
১৫০০.	মাধব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৩৯ (১৯৩৮), শিল্পী: সুধীরা সেনগুপ্তা ও ভ্রাতৃদ্বয়
১৫০১.	মাধব বংশীধারী বনওয়ারী	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০১১ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
১৫০২.	মাধবী-তলে চল	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১৫০৩.	মাধবী-লতার আজি মিলন	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৫০৪.	মানবতাহীন ভারত শ্মশানে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
		তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৭৬ (১৯৪২), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৫০৫.	মায়ের আমার রূপ দেখে যা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০২৫ (১৯৩৮), শিল্পী: রেণুকা সিংহ
		তেওরা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
১৫০৬.	মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী: যূথিকা রায়
১৫০৭.	মার্‌হাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৩৫ (১৯৩৩), শিল্পী: গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
		কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৫০৮.	মালঞ্চে আজ কাহার	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২১০ (১৯৩৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৫০৯.	মালতী মঞ্জরি ফুটিবে যবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৩১ (১৯৩৭), শিল্পী: কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
১৫১০.	মালা গাঁথা শেষ না হতে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০২ (১৯৩৮), শিল্পী: বিভারাণী চক্রবর্তী
১৫১১.	মালা যদি মোর ধূলায় মলিন	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৪০ (১৯৩৬), শিল্পী: পারুল সেন
১৫১২.	মালার ডোরে বেঁধো না গো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৩৩ (১৯৩৫), শিল্পী: গোপালচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

			সেন
১৫১৩.	মিনতি রাখ রাখ পথিক	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩৩৮ (১৯৩৫), শিল্পীঃ বীণাপাণি দেবী
১৫১৪.	মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে	দাদরা	রেকর্ড নংঃ জিটি. ২৮ (১৯৩৩), শিল্পীঃ বীণাপাণি দেবী
১৫১৫.	মিলন রাতের মালা হব	কার্ফা	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)
১৫১৬.	মুক্তি আমায় দিলে হে নাথ	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৮৪২ (১৯৩৭), শিল্পীঃ মৃণালকান্তি ঘোষ
১৫১৭.	মুখে কেন নাহি বলো	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ৩১২৮৩ (১৯৫০), শিল্পীঃ সত্য চৌধুরী
১৫১৮.	মুখে তোমার মধুর হাসি	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১২৩৭৫ (১৯৩৮), শিল্পীঃ বীণাপাণি চট্টোপাধ্যায়
১৫১৯.	মুরলী শিখিব ব'লে	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ কিউএস. ৫৩৭ (১৯৪১), শিল্পীঃ নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫২০.	মুরলীধ্বনি শুনি ব্রজনারী	সাদ্রা/ ঝাঁপতাল	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]। স্বরলিপিকারঃ নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
১৫২১.	মুর্শিদ পীর বলো বলো	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১৩৯৩৭ (১৯৪৪), শিল্পীঃ দুলি বিবি
১৫২২.	মুসাফির, মোছ্ রে আঁখি-জল	কাহারবা	গীতিগ্রন্থঃ বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নংঃ পি. ১১৬৮৭ (১৯৩১), শিল্পীঃ কে. মল্লিক। স্বরলিপি গ্রন্থঃ সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৫২৩.	মৃত্যু-আহত দয়িতের	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭০৮৪ (১৯৩৮), শিল্পীঃ হিমাংশু দত্ত
১৫২৪.	মৃত্যু নাই, নাই দুঃখ	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থঃ নবরাগ (১৯৭০)
১৫২৫.	মৃদুল বায়ে বকুল ছায়ে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থঃ বুলবুল (১৯২৮)
১৫২৬.	মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থঃ চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
		কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জিই. ২৭০৯ (১৯৪১), শিল্পীঃ কলম্বিয়া ড্রামাটিক পার্টি
১৫২৭.	মেঘ-বরণ কন্যা থাকে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জিই. ২৭৩৫ (১৯৪৪), শিল্পীঃ মৃণালকান্তি ঘোষ
১৫২৮.	মেঘ বিহীন খর বৈশাখে	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭৭৪৮ (১৯৪৭), শিল্পীঃ ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। স্বরলিপি গ্রন্থঃ বেণুকা (১৯৭০)
১৫২৯.	মেঘ-মেদুর গগন কাঁদে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩৮৮ (১৯৩৫), শিল্পীঃ অণিমা (বাদল)
১৫৩০.	মেঘ-মেদুর বরষায়	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭১৯৩ (১৯৩৮), শিল্পীঃ দীপালি তালুকদার (নাগ)
১৫৩১.	মেঘলা নিশি ভোরে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এইচ. ৮৫৭ (১৯৪০), শিল্পীঃ শচীন দেববর্মণ
১৫৩২.	মেঘলামতীর ধারা জলে	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৩৮৮ (১৯৩৫), শিল্পীঃ অণিমা (বাদল)
১৫৩৩.	মেঘে মেঘে অন্ধ	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৪৭৯ (১৯৪০), শিল্পীঃ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৫৩৪.	মেঘের হিন্দোলা দেয়	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ গুলবাগিচা (১৯৩৩)। স্বরলিপি গ্রন্থঃ সুর-লিপি (১৯৩৪)
১৫৩৫.	মেরে মন মন্দির মেঁ	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৬৭২৮ (১৯৩৬), শিল্পীঃ মড কস্টেলো
১৫৩৬.	মেরে শ্রীকৃষ্ণ ধরম	দাসপ্যারী	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪১০৪ (১৯৩৫), শিল্পীঃ রেবা সোম ও হেমচন্দ্র সোম
১৫৩৭.	মেরো না আমারে আর	কার্ফা	গীতিগ্রন্থঃ বনগীতি (১৯৩২)
১৫৩৮.	মেষ চারণে যায় নবী (কিশোর রাখাল বেশে)	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ এন. ৭২০২ (১৯৩৪), শিল্পীঃ গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
১৫৩৯.	মোমের পুতুল মমীর দেশের	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭২৯১ (১৯৩৪), শিল্পীঃ অণিমা (বাদল)
১৫৪০.	মোর ঘন শ্যাম এলে কি আজ	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৮০০ (১৯৩৬), শিল্পীঃ প্রমোদা দেবী

১৫৪১.	মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৩০ (১৯৩১), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী।
১৫৪২.	মোর দুখ-নিশি কবে হবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৬৪ (১৯৪০), শিল্পী: মায়া গোস্বামী (কুসুম)
১৫৪৩.	মোর ধেয়ানে মোর স্বপনে	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
১৫৪৪.	মোর না মিটিতে আশা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১২ (১৯৪১), শিল্পী: শান্তা আপ্তে।
		তেতালা	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৫৪৫.	মোর নিশীথের চাঁদ	দাদরা	স্বরলিপিকার: কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল সুরলিপি, ৮ম খণ্ড
১৫৪৬.	মোর পুষ্প-পাগল মাধবী-কুঞ্জে	লোফা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮৮ (১৯৩৩), শিল্পী: বীরেন ভট্টাচার্য
১৫৪৭.	মোর প্রথম মনের মুকুল	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এইচ. ৮৭৬ (১৯৪১), শিল্পী: সুপ্রভা ঘোষ (সরকার)
১৫৪৮.	মোর প্রিয়া হবে এসো রানি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৪০ (১৯৪২), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
১৫৪৯.	মোর বুক ভরা ছিল আশা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৪৩৬ (১৯৩৪), শিল্পী: সত্যবতী দেবী
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৫৫০.	মোর বেদনার কারাগারে	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮০ (১৯৩৬), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৫৫১.	মোর মন ছুটে যায় দ্বাপর যুগে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২৩২ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস ও হরিমতী দেবী
১৫৫২.	মোর মাধব-শূন্য মাধবী-কুঞ্জে	লোফা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৮ (১৯৩৪), শিল্পী: আভা সরকার
১৫৫৩.	মোর শ্যাম সুন্দর এসো	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৯৫ (১৯৩৭), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৫৫৪.	মোর হৃদি-ব্যথার কেউ সাথি	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৫৫৫.	মোরা আর জনমে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিই. ২৭০১ (১৯৪৪), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
১৫৫৬.	মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম	একতালা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: জিটি. ২৬ (১৯৩৩), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী ও হরিমতী দেবী
১৫৫৭.	মোরা কুসুম হয়ে কাঁদি	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৬৩ (১৯৪১), শিল্পী: যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত
১৫৫৮.	মোরা ছিনু একেলা	একতাল	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
		কাওয়ালী	স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৫৫৯.	মোরা ছিলাম একা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩২৮ (১৯৩৫), শিল্পী: ধীরেন দাশ ও বীণাপাণি দেবী
১৫৬০.	মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জিই. ৭৫৪৮ (১৯৪৯), শিল্পী: বাঙলার সন্তানদল
১৫৬১.	মোরা বিহান বেলা উঠে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৯৪০ (১৯৪৪), শিল্পী: গণেন চক্রবর্তী
১৫৬২.	মোরা ভেসে যাব	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৬৪৫ (১৯৪১), শিল্পী: পরাণ রায় ও মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫৬৩.	মোরা মাটির ছেলে	দাদরা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
১৫৬৪.	মোরে পূজারী কর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৩৭৩ (১৯৩৮), শিল্পী: কার্তিকচন্দ্র দাস
১৫৬৫.	মোরে ভালোবাসায় ভুলিয়ো না	কাহারবা	রেকর্ড নং: কেডিবি. ১৫০১৫ (১৯৪০), শিল্পী: সুধা বন্দ্যোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

১৫৬৬.	মোরে মায়ার ডোরে বাঁধিস	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৪৮২ (১৯৪৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৫৬৭.	মোরে সেইরূপে দেখা দাও	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৮৫ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিমতী দেবী
১৫৬৮.	মোহররমের চাঁদ এলো ঐ	সাদ্রা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)
		কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৫৯৫ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৫৬৯.	মোহাম্মদ নাম যত জপি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭১১ (১৯৩৬), শিল্পী: মো. কাশেম
১৫৭০.	মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৭৫ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৫৭১.	মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লে আলা	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এন. ৭১১৮ (১৯৩৩), শিল্পী: মো. কাশেম
১৫৭২.	মোহাম্মদের নাম জপেছিলি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৬৩৫ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৫৭৩.	মৌন আরতি তব বাজে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৫৭৪.	ম্লান আলোকে ফুট্‌লি কেন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭২৬ (১৯৩৬), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
		একতালা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৫৭৫.	যখন আমার কুসুম ঝরার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০৪ (১৯৩৮), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
১৫৭৬.	যখন আমার গান ফুরাবে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৫৪৩ (১৯৪১), শিল্পী: বিনয় অধিকারী
১৫৭৭.	যখন প্রেমের জ্বালায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৪২ (১৯৪১), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৫৭৮.	যত নাহি পাই	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৭৬ (১৯৩৮), শিল্পী: রমলা মজুমদার
১৫৭৯.	যত ফুল তত ভুল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৬০০ (১৯৪১), শিল্পী: মেনকা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫৮০.	যদি আমি তোমায় হারাই	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭২৩ (১৯৩৬), শিল্পী: আভা সরকার
১৫৮১.	যদি শালের বন হতো	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২০২৯ (১৯৩২), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫৮২.	যবে তুলসীতলায় প্রিয় সন্ধ্যাবেলায়	কাহারবা/ কার্ফা	মাদার কাস্ট নং: ওএমসি. ৩৮৮৭ (১৯৩৭), শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রেকর্ড নং: এন. ১৭০৫০ (১৯৩৮), শিল্পী: পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৫৮৩.	যবে ভোরের কুন্দকলি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩২৯৫ (১৯৪০), শিল্পী: গীতা বসু
১৫৮৪.	যমুনা-কূলে মধুর	তেতালা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১৫৮৫.	যমুনা সিনানে চলে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১৫৮৬.	যমুনাকে তীরপে সখিরী	দাদরা	মাদার কাস্ট নং: ওএমসি ৭০২৮ (১৯৩৭), শিল্পী: নীলমণি সিংহ
১৫৮৭.	যা যা লো বৃন্দে মথুরাতে	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৯৭৭ (১৯৪৫), শিল্পী: চিত্ত রায়
১৫৮৮.	যা সখি যা তোরা	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৯২ (১৯৩৬), শিল্পী: কমলা দেবী
১৫৮৯.	যাই গো চ'লে যাই	কাহারবা	রেকর্ড নং: এইচ ১১২৪ (১৯৪৩), শিল্পী: তৃপ্তি সিংহ
১৫৯০.	যাও মেঘদূত দিও	কাহারবা	রেকর্ড নং: এইচ ১০০৯ (১৯৪২), শিল্পী: বিজনকুমার বসু
১৫৯১.	যাও যাও তুমি ফিরে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯)
		ফেরতা	রেকর্ড নং: পি. ১১৬৮২ (১৯৩১), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১৫৯২.	যাও হেলে দুলে এলো চুলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২২৪ (১৯৩৪), শিল্পী: ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী

১৫৯৩.	যাক্ না নিশি গানে গানে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৯৮৫ (১৯৪৯), শিল্পী: তুষারকণা পাল
১৫৯৪.	যাদের তরে এ সংসারে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৩০৭ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১৫৯৫.	যাবার বেলায় ফেলে যেও	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩১৫৮ (১৯৩৪), শিল্পী: ইন্দু সেন
১৫৯৬.	যাবার বেলায় মিনতি আমার	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১১৬ (১৯৩৫), শিল্পী: কালীপদ সেন
১৫৯৭.	যাবার বেলায় সালাম লহ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৪৮ (১৯৩৫), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৫৯৮.	যাবি কে মদিনায় আয় ত্বরা করি	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭১১৮ (১৯৩৩), শিল্পী: মো. কাশেম
১৫৯৯.	যায় ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৩২৮ (১৯৩৪), শিল্পী: আশালতা দেবী
		কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৬০০.	যায় ঢু'লে ঢু'লে	ঝাঁপতাল	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১৬০১.	যার মেয়ে ঘরে ফিরল না	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৫৬ (১৯৩৯), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৬০২.	যারে হাত দিয়ে মালা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩২০ (১৯৩৯), শিল্পী: সন্তোষ সেনগুপ্ত
১৬০৩.	যাস্ কোথা সই এক্‌লা	দাদরা	পত্রিকা: ভারতী, শ্রাবণ ১৩২৮
১৬০৪.	যাস্‌নে মা ফিরে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৯৫ (১৯৪৩), শিল্পী: সত্য চৌধুরী
১৬০৫.	যাহা কিছু মম	যৎ	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭২৬৪ (১৯৩৪), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৬০৬.	যুগ যুগ ধরি লোকে লোকে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৭৭ (১৯৩৫), শিল্পী: শঙ্কর মিশ্র (কে. মল্লিক)
১৬০৭.	যুগল মূরতি দেখে জুড়াল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৪২ (১৯৩৯), শিল্পী: সমবেত
১৬০৮.	যে আল্লার কথা শোনে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৫৯৬ (১৯৪১), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৬০৯.	যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল	তেওরা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৬১০.	যে নামে মা ডেকেছিল	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৫২৯ (১৯৪৫), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৬১১.	যে পাষাণ হানি বারে বারে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৩১ (১৯৩৭), শিল্পী: কল্যাণী চট্টোপাধ্যায়
১৬১২.	যে পেয়েছে আল্লার নাম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩২১৭ (১৯৪০), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৬১৩.	যে ব্যথায় এ অন্তরতল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২৮৯ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস। গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৬১৪.	যেতে নারি মদিনায়	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৬১ (১৯৩৬), শিল্পী: রাবেয়া খাতুন (উষারাণী দেবী)
১৬১৫.	যেদিন রোজ হাশরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৭৬ (১৯৪০), শিল্পী: মো. কাশেম
১৬১৬.	যেদিন লব বিদায়	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৬১৭.	যেন ফিরে না যায় এসে	খেমটা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ২০৯ (১৯৩৫), শিল্পী: ফুল্লনলিনী দেবী
১৬১৮.	যেয়ো না যেয়ো না মদিনা-দুলাল	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৮৮৪ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্দুল লতিফ এণ্ড পার্টি
১৬১৯.	যোগী শিব শঙ্কর	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৭১৪ (১৯৩৬), শিল্পী: নীলমণি সিংহ
১৬২০.	যৌবন সিন্ধু টলমল	ত্রিতালি	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)

১৬২১.	য়্যা এলাহি, য়্যা এলাহি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৩৬৯ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১৬২২.	রক্ষাকালীর রক্ষা কবচ	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২১৪৯ (১৯৩৭), শিল্পী: অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৬২৩.	রঘু কুলপতি রামচন্দ্র	একতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৬৫ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৬২৪.	রঙ-মহলের রঙ-মশাল মোরা	কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি(১৯৩১)
১৬২৫.	রঙিলা আপনি রাধা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৯৪ (১৯৩৪), শিল্পী: কমলা (ঝরিয়া)
		লাউনী	স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৬২৬.	রবে না এ বৈকালী ঝড়	ঠুমরি	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)
১৬২৭.	রস-ঘনশ্যাম-কল্যাণ সুন্দর	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৬২৮.	রসুল নামের ফুল এনেছি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৬২৯ (১৯৪১), শিল্পী: দেলোয়ার হোসেন ও আশরফ আলী
		দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৯৭০৭ (১৯৪৮), শিল্পী: বেদারউদ্দীন আহমদ
১৬২৯.	রহি' রহি' কেন আজও	সেতারখনি	রেকর্ড নং: এন. ৭১৬১ (১৯৩৩), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৬৩০.	রহি' রহি' কেন সে-মুখ	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
		সেতারখানি	রেকর্ড নং: জিই. ২৫৫৫ (১৯৪০), শিল্পী: রাধারাণী দেবী (ফিল্মস্টার)
১৬৩১.	রাই বিনোদিনী দোলো	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫২৫৩ (১৯৩৮), শিল্পী: কানন দেবী ও অহি সান্যাল
১৬৩২.	রাখ রাখ রাঙা পায়	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২২২৯ (১৯৩২), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৬৩৩.	রাখাল রাজ! কি সাজে সাজালে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭০০৬ (১৯৩২), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
১৬৩৪.	রাখিস্‌নে ধরিয়া মোরে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২২৯১ (১৯৩২), শিল্পী: তকরিমউদ্দিন আহমদ
১৬৩৫.	রাঙা জবার বায়না ধ'রে	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৮০ (১৯৪০), শিল্পী: পরেশচন্দ্র দেব (পাঁচু বাবু)
১৬৩৬.	রাঙা পিরহান পরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২০৪৬ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১৬৩৭.	রাঙা মাটির পথে লো	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৮১ (১৯৩৭), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
১৬৩৮.	রাত্রি-শেষের যাত্রী আমি	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৭৬ (১৯৩৩), শিল্পী: মীরা দেবী। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৬৩৯.	রাধা কৃষ্ণ নামের মালা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৯২ (১৯৩৭), শিল্পী: কে. মল্লিক ও অণিমা (বাদল)
১৬৪০.	রাধা-তুলসী প্রেম-পিয়াসী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৫৪ (১৯৩৭), শিল্পী: খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বাঞ্ছা বাবু)
১৬৪১.	রাধা শ্যাম-কিশোর প্রিয়তম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৪৭৬ (১৯৩৬), শিল্পী: নিতাই ঘটক ও রেবা সোম
১৬৪২.	রাধা শ্যাম কিশোর প্রীতম	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৬৫০ (১৯৩৬), শিল্পী: নিতাই ঘটক ও রেবা সোম

১৬৪৩.	রামছাগী গায় চতুরঙ্গ	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৮৪৮ (১৯৩২), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৪৪.	রাসমঞ্চে দোল-দোল লাগে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১৮ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী
১৬৪৫.	রাস-মঞ্চোপরি দোলে	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৬৪৬.	রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৪৬ (১৯৩৯), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
১৬৪৭.	রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ বরষা	রূপক	রেকর্ড নং: ইপিই. ৩১৭১ (১৯৭৭), শিল্পী: দীপালি নাগ (তালুকদার)
১৬৪৮.	রিমি ঝিম্ রিমি ঝিম্ ঐ নামিল	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৭০ (১৯৩৩), শিল্পী: আভা সরকার
১৬৪৯.	রিমিঝিমি রিমিঝিমি বারিধারা	তেতালা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৬৫০.	রুম্ ঝুম্ ঝুম্ঝুম্ নূপুর বোলে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৯৩ (১৯৩৮), শিল্পী: দীপালি তালুকদার (নাগ)
১৬৫১.	রুম্ ঝুম্ ঝুম্ বাদল নূপুর	কাহারবা	রেকর্ড নং: কিউএস. ৫১০ (১৯৪১), শিল্পী: নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৫২.	রুম্ ঝুম্ বাদল আজি বরষে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭০১৫ (১৯৩২), শিল্পী: কমলা (ঝরিয়া)
১৬৫৩.	রুম ঝুম রুম ঝুম্ কে এলে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: পি. ১১৬১ (১৯২৯), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী। রেকর্ড নং: টি. ৬০০১ (১৯৩১), শিল্পী: বি. গোস্বামী। স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)
১৬৫৪.	রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্ খেজুর পাতার	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৬৩৯ (১৯৪২), 'চৌরঙ্গী' চলচ্চিত্রের গান
১৬৫৫.	রুম ঝুম রুম ঝুম্ কে বাজায়	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৬৫৬.	রুমঝুম্ রুমঝুম্ রুমঝুম্ ঝুম্ঝুম্ (প্রিয় আসিল রে)	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ২৭১৬৩ (১৯৪১), শিল্পী: যূথিকা রায় ও কমল দাশগুপ্ত
১৬৫৭.	রুমু রুমু রুমু ঝুমু ঝুমু বাজে নূপুর	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৪ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৬৫৮.	রূপের কুমার জাগো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৯৭ (১৯৩৫), শিল্পী: সমবেত
১৬৫৯.	রে অবোধ শূন্য শুধু	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৬৬০.	রেশমি চুড়ির তালে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২৬ (১৯৩৪), শিল্পী: রাজলক্ষ্মী দেবী (ছোট)
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৬৬১.	রেশমি চুড়ির শিঞ্জিনীতে	কাশ্মিরী খেমটা	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৬৬২.	রেশমি রুমালে কবরী বাঁধি'	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৮৭ (১৯৩৬), শিল্পী: অণিমা (বাদল)
১৬৬৩.	রোজ হাশরে আল্লা আমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৪৩৪ (১৯৪০), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৬৬৪.	রোদনে তোর বোধন বাজে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১৬৬৫.	লক্ষ্মী মা তুই ওঠ্ গো আবার	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৬৬৬.	লক্ষ্মী মাগো (ওগো লক্ষ্মী) নারায়ণী	দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: ১৭০৪৫ (১৯৩৮), শিল্পী: লতিকা মিত্র ও রেণুকা সিংহ
১৬৬৭.	লক্ষ্মী মাগো এসো ঘরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৭ (১৯৩৫), শিল্পী: কমলা চট্টোপাধ্যায় ও ইন্দু সেন
১৬৬৮.	ললাটে মোর তিলক এঁকো	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮১৭ (১৯৩৬), শিল্পী: বীণাপাণি

			মুখোপাধ্যায় (মধুপুর)
১৬৬৯.	লহ সালাম লহ দ্বীনের বাদশাহ	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৮ (১৯৩৫), শিল্পী: গণি মিয়া (ধীরেন দাস)
১৬৭০.	লাম্‌পম্‌ লাম্‌পম্‌ লাম্‌ পম্‌ পম্‌ পম্‌	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৯৮ (১৯৩৮), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৬৭১.	লায়লী তোমার এসেছে ফিরিয়া	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৫৪ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৬৭২.	লায়লী! লায়লী! ভাঙিয়ো না ধ্যান	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৫৪ (১৯৩৯), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৬৭৩.	লাল টুক্‌টুক্‌ মুখে হাসি	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জিটি. ২৯ (১৯৩৩), শিল্পী: মানিকমালা দেবী
১৬৭৪.	লুকাবি মা কোথায় কালী (আর লুকাবি কোথায় মা কালী) (তুই লুকাবি মা কোথায় কালী)	একতালা	স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল-স্বরলিপি (১৯৩১)। গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
		দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২০৩১ (১৯৩২), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৬৭৫.	লুকায়ে রহিলে চিরদিন	দাদরা	স্বরলিপিকার: কমল দাশগুপ্ত, স্বরলিপি গ্রন্থ: নজরুল সুরলিপি, ৮ম খণ্ড
১৬৭৬.	লুকোচুরি খেলতে হরি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৬৫ (১৯৩৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
		কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৬৭৭.	লেংচে কেন চলছি আমি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৭৯১ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৭৮.	শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২২৬৯ (১৯৩৮), শিল্পী: জিতেন চক্রবর্তী
১৬৭৯.	শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগমায়া	একতালা (চতুর্মাত্রিক)	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৬৮০.	শঙ্কর-রূপে শ্যামল আওল	ত্রিতাল	নজরুল সংগীত নির্দেশিকা
১৬৮১.	শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ২৯৬৭ (১৯৩৪), শিল্পী: কমল দাশগুপ্ত
১৬৮২.	শত জনম আঁধারে আলোকে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১১৪ (১৯৩৫), শিল্পী: জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়
১৬৮৩.	শহীদী ঈদগাহে দেখ্‌ আজ	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)
		দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭১০৯ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৬৮৪.	শা আর শুড়ি মিলে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭০৩২ (১৯৩২), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৮৫.	শাওন আসিল ফিরে	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৭৮ (১৯৪৩), শিল্পী: ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (ফেলু বাবু)। স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৬৮৬.	শাওন রাতে যদি	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৪৮ (১৯৪০), শিল্পী: জগন্ময় মিত্র
১৬৮৭.	শাদী মোবারকবাদী শাদী	কাহারবা	রেকর্ড নং: জিটি. ২৯ (১৯৩৩), শিল্পী: আশ্চর্যময়ী দাসী
১৬৮৮.	শান্ত হও, শিব, বিরহ বিহ্বল	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৬৮৯.	শিউলি তলায় ভোর বেলায়	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
		ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১১০ (১৯৩৪), শিল্পী: শ্বেতাঙ্গিনী দেবী (খেদী)
১৬৯০.	শিউলি ফুলের মালা দোলে	কার্ফা/কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩২১৩ (১৯৩৪), শিল্পী: ঊষারাণী দেবী
১৬৯১.	শিব অনুরাগিণী গৌরী জাগে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)

Dhaka University Institutional Repository

১৬৯২.	শুক বলে মোর গোঁফের রূপে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৭৩১৬ (১৯৩৪), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬৯৩.	শুকনো পাতার নূপুর পায়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৭৩ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিমতী দেবী। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
১৬৯৪.	শুক-শারি সম তনু মন মম	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৫৮ (১৯৪১), শিল্পী: রেণুকা দাশগুপ্তা
১৬৯৫.	শুকালো মিলন-মালা	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
১৬৯৬.	শুক্লা জোছনা তিথি	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)। রেকর্ড নং: জিই. ২৭০৫ (১৯৪৪), শিল্পী: কলম্বিয়া ড্রামাটিক পার্টি
১৬৯৭.	শুধু নামে যাহার এত মধু	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪০৬ (১৯৩৫), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
		দাদরা	মাদার কাস্ট নং: ওএমসি ৮৪৬০ (১৯৩৭), শিল্পী: ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা
১৬৯৮.	শুনতিছ? ও বিন্দে! ও কনে বাড়ির ঝি! (বলি ও-বিন্দে! একবার ঘাড় ফিরায়ে)	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩২৮ (১৯৩৫), শিল্পী: তুলসী চক্রবর্তী ও হরিমতী দেবী
১৬৯৯.	শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্মল	ত্রিতাল/ ত্রিতালী	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯০ (১৯৩৪), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী ও ধীরেন দাস। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-লিপি (১৯৩৪)
১৭০০.	শূন্য আজি গুলবাগিচা	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ২৩১৮ (১৯৩২), শিল্পী: শীলা হাজরা
১৭০১.	শূন্য এ বুকে পাখি মোর	একতালা/ একতাল	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৭২৬৪ (১৯৩৪), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৭০২.	শূন্য বাতায়নে একা জাগি	আদ্ধা কাওয়ালী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৭০৩.	শেষ হ'ল মোর এ জীবনে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী: অশোক সেন
১৭০৪.	শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৪২ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৭০৫.	শোন ও সন্ধ্যামালতী	সেতারখানি	রেকর্ড নং: জিই. ২৫৫১ (১৯৪০), শিল্পী: রাধারাণী দেবী। ।স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৭০৬.	শোনা লো শ্রবণে শ্যাম শ্যাম নাম (সখি শ্রবণে শোনা)	তালছাড়া	রেকর্ড নং: ৪০৪৫ (১৯৩৫), শিল্পী: হরিমতী দেবী
		দাসপ্যারী	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৩ (১৯৩৫), শিল্পী: নারায়ণদাস বসু
১৭০৭.	শোনো লো বাঁশিতে ডাকে	সেতারখানি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৭০৮.	শোনো শোনো ইয়া ইলাহী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১৬ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৭০৯.	শ্মশান কালীর নাম শুনে রে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)। রেকর্ড নং: এন. ৯৭৫৬ (১৯৩৬), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন। পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (মাঘ, ১৩৪১), স্বরলিপিকার: শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭১০.	শ্মশানে জাগিছে শ্যামা	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৭৪ (১৯৩৭), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৭১১.	শ্যাম-সুন্দর-গিরিধারী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৯৩ (১৯৩৭), শিল্পী: নীলমণি সিংহ। পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (পৌষ, ১৩৪৬), স্বরলিপিকার: শ্রীনীলমণি সিংহ

Dhaka University Institutional Repository

১৭১২.	শ্যাম সুন্দর মন-মন্দিরমেঁ	দাসপ্যারী	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭০৫৬ (১৯৩৮), শিল্পীঃ রেণু বসু
১৭১৩.	শ্যামলা-বরণ বাংলা মায়ের	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ এন. ৭০২৩ (১৯৩২), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
১৭১৪.	শ্যামা তন্বী আমি মেঘ-বরণা	ত্রিতালী	গীতিগ্রন্থঃ গানের মালা (১৯৩৪)
১৭১৫.	শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে	যৎ	গীতিগ্রন্থঃ বনগীতি (১৯৩২)
১৭১৬.	শ্যামা তোর নাম যার জপমালা	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৮৫৩ (১৯৩৭), শিল্পীঃ নীলমণি সিংহ
১৭১৭.	শ্যামা নামের ভেলায় চ'ড়ে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৫৫০৫ (১৯৪০), শিল্পীঃ ভবানী দাস
১৭১৮.	শ্যামা নামের লাগল আগুন	লোফা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭১৬২ (১৯৩৮), শিল্পীঃ গিরীন চক্রবর্তী
		দাসপ্যারী	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭৭১৮ (১৯৪৭), শিল্পীঃ মৃণালকান্তি ঘোষ
১৭১৯.	শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে	লোফা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭১৩৭ (১৯৪১), শিল্পীঃ ইলা ঘোষ
১৭২০.	শ্যামে হারায়েছি ব'লে	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ কিউএস. ৪৮৭ (১৯৪০), শিল্পীঃ নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণী)
১৭২১.	শ্যামের সাথে চল সখি	হোরি	গীতিগ্রন্থঃ সুরসাকী (১৯৩২)
		কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭০৮৬ (১৯৩৩), শিল্পীঃ মানিকমালা দেবী
১৭২২.	শ্রান্ত ধারা বালুতটে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৮৩৮ (১৯৩৭), শিল্পীঃ মড কস্টেলো। রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৩৬৬ (১৯৩৯), শিল্পীঃ গিরীন চক্রবর্তী
১৭২৩.	শ্রান্ত বাঁশরি সকরুণ সুরে	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৮৯৪ (১৯৩৭), শিল্পীঃ রাধারাণী দেবী
১৭২৪.	শ্রাবণ রাতের আঁধারে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৪৭১ (১৯৩৬), শিল্পীঃ গীতা বসু
১৭২৫.	শ্রীরঘুপতি রাম লহ প্রণাম	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪২৯১ (১৯৩৬), শিল্পীঃ ইন্দু সেন ও রেণুবালা দেবী
১৭২৬.	শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপমালা	দাসপ্যারী	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৭৮০ (১৯৩৬), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
১৭২৭.	শ্রীকৃষ্ণ নামের তরীতে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭০৬৫ (১৯৩৮), শিল্পীঃ নিতাই ঘটক
১৭২৮.	শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদাপদ্মধারী	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭২০৫ (১৯৩৮),শিল্পীঃ রত্নমালা সেন
১৭২৯.	শ্রীকৃষ্ণ রূপের করো ধ্যান	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৯৫৪ (১৯৩৭), শিল্পীঃ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বাঞ্ছা বাবু)
১৭৩০.	সই কই লো আমার ঘর নিকোবার	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১২১৯৩ (১৯৩৭), শিল্পীঃ গোপাল ভট্টাচার্য ও রাধারাণী দেবী
১৭৩১.	সই নদীর ধারে বকুল তলায়	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ পি. ১১৭৬০ (১৯৩০), শিল্পীঃ ইন্দুবালা দেবী
১৭৩২.	সই পলাশ বনে রঙ ছড়ালো কে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৪৬৯ (১৯৪০), শিল্পীঃ পারুল সেন
১৭৩৩.	সই ভালো ক'রে বিনোদ বেণী	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থঃ সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নংঃ এফটি. ২৩১৬ (১৯৩২), শিল্পীঃ বীণাপাণি দেবী
১৭৩৪.	সকরুণ নয়নে চাহ	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭১১৩ (১৯৩৩), শিল্পীঃ হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
		লাউনী	গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৭৩৫.	সকাল সাঁঝে প্রভু সকল কাজে	দাসপ্যারী	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৮৬৭ (১৯৩৭), শিল্পীঃ মৃণালকান্তি ঘোষ
১৭৩৬.	সকাল হ'ল শোন্ রে আজান	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১২৫৯৭ (১৯৩৮), শিল্পীঃ আশরফ আলী
১৭৩৭.	সখি আমি-ই না হয় মান করেছিনু	লোফা	রেকর্ড নংঃ এন. ২৭৯০৭ (১৯৪৮), শিল্পীঃ তুষারকণা পাল
১৭৩৮.	সখি আর অভিমান জানাব না	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭৩১৬ (১৯৩৯), শিল্পীঃ ইন্দুবালা

			দেবী
১৭৩৯.	সখি ঐ শোনো বাঁশি বাজে	আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৭৪০.	সখি কই গোপী বল্লভ	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩৩০০ (১৯৩৪), শিল্পী: সুধীরা সেনগুপ্তা
১৭৪১.	সখি কেন এত সাজিলাম	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭৪৭ (১৯৩৭), শিল্পী: শান্তা বসু
১৭৪২.	সখি জাগো রজনী পোহায়	যৎ	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। রেকর্ড নং: এফটি. ৮৬৩ (১৯৩২), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৭৪৩.	সখি তখন আমার বালিকা বয়স	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ২৭২৬৩ (১৯৪২), শিল্পী: ইলা ঘোষ
১৭৪৪.	সখি নাম ধ'রে কে ডাকে দুয়ারে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৬০ (১৯৩৯), শিল্পী: পারুল সেন
১৭৪৫.	সখি বল্ কোন্ দেশে যাই	ফেরতা	রেকর্ড নং: এইচ. ৯৪৭ (১৯৪১), শিল্পী: গৌরী বসু
১৭৪৬.	সখি ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)। রেকর্ড নং: পি. ১১৫০৯ (১৯২৮), শিল্পী: উমাপদ ভট্টাচার্য। রেকর্ড নং: এন. ৭২৬৮ (১৯৩৪), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)।
১৭৪৭.	সখি বাঁধো লো বাঁধো লো	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
		ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮৭ (১৯৩৩), শিল্পী: পারুলবালা দেবী
১৭৪৮.	সখি যায়নি তো শ্যাম	ফেরতা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৮০ (১৯৩৩), শিল্পী: সাধনা দেবী। রেকর্ড নং: এন. ৭১৮৫ (১৯৩৪), শিল্পী: হীরামতি দেবী
১৭৪৯.	সখি লো তায় আন্ ডেকে	রূপক	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এন. ৭০২৪ (১৯৩২), শিল্পী: গোপালচন্দ্র সেন
১৭৫০.	সখি সাপের মণি বুকে ক'রে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪০৪ (১৯৪০), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৭৫১.	সখি সে হরি কেমন বল্	লোফা	রেকর্ড নং: জিই. ৭৫১২ (১৯৪৯), শিল্পী: উত্তরা দেবী
১৭৫২.	সখি সেই তো পুষ্প-শোভিতা	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৮৪ (১৯৩৯), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৭৫৩.	সখিরি দেখ্তো বাগ্মেঁ কামিনী	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৯৬ (১৯৩৭), শিল্পী: সীতা দেবী
১৭৫৪.	সংসারেরই দোলনাতে মা	লোফা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৫২৯ (১৯৪৫), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৭৫৫.	সঙ্ঘ শরণ তীর্থযাত্রা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩০৩ (১৯৪২), শিল্পী: প্রতিভা ঘোষ, জগন্ময় মিত্র ও সত্য চৌধুরী
১৭৫৬.	সজনে তলায় ও সজনী	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৫৮ (১৯৩৫), শিল্পী: প্রমোদা দেবী
১৭৫৭.	সজল-কাজল-শ্যামল এসো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪১৭ (১৯৩৫), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৭৫৮.	সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়	কাহারবা/ কার্ফা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৪০ (১৯৩৬), শিল্পী: পারুল সেন। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৭৫৯.	সতী মা কি এলি ফিরে	দাদরা	স্বরলিপিকার: নিতাই ঘটক, সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড
১৭৬০.	সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৭৬১.	সন্ধ্যা গোধূলি লগনে কে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: জিই. ২৬৫৩ (১৯৪৪), শিল্পী: সত্যেন ঘোষাল
১৭৬২.	সন্ধ্যা ঘনালো আমার বিজন	দাদরা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৬৪ (১৯৪০), শিল্পী: মায়া গোস্বামী (কুসুম)
১৭৬৩.	সন্ধ্যা নেমেছে আমার বিজন	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৪৯ (১৯৪৩), শিল্পী: নিখিলচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

			সেন
১৭৬৪.	সন্ধ্যা হ'লো ওগো রাখাল	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৫ (১৯৩৫), শিল্পী: আশালতা রায়
১৭৬৫.	সন্ধ্যা হ'লো ঘর্‌কে চলো	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এফটি. ১৪০৩৯ (১৯৪৪), শিল্পী: গণেন চক্রবর্তী
১৭৬৬.	সন্ধ্যামালতী যবে ফুল বনে ঝুরে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭৪৩৯ (১৯৪৪), শিল্পী: ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৭৬৭.	সন্ধ্যার গোধূলি রঙে নাহিয়া	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৯২৫ (১৯৩৭), শিল্পী: শীতলচন্দ্র ঘোষ
১৭৬৮.	সবাইকে তুই বর দিলি মা	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩৬৮ (১৯৩৯), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৭৬৯.	সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায়	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২০৩ (১৯৩৪), শিল্পী: অণিমা (বাদল)। গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৭৭০.	সহসা কি গোল বাঁধালো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩১১ (১৯৩৪), শিল্পী: মানিকমালা দেবী। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৭৭১.	সাঁঝের আঁচলে রহিল	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২০২ (১৯৩৮), শিল্পী: বিভারাণী চক্রবর্তী
১৭৭২.	সাঁঝের পাখিরা ফিরিল কুলায়	দাদরা	রেকর্ড নং: ওএমসি. ৩৮৮৭ (১৯৩৭)[রেকর্ডটি বাতিল হয়], শিল্পী: সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়। রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৪৫ (১৯৪০), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১৭৭৩.	সাগর আমায় ডাক দিয়েছে	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৭৭৪.	সাগর হতে চুরি	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৯৩ (১৯৩৪), শিল্পী: দুর্গা দেবী
১৭৭৫.	সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি	ঝাঁপতাল	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)। স্বরলিপি গ্রন্থ: সুর-মুকুর (১৯৩৪)
১৭৭৬.	সাজে অভিনব সাজে রাই	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭০৯ (১৯৩৬), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ ও মানিকমালা দেবী
১৭৭৭.	সাত ভাই চম্পা জাগো রে	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৭৭৮.	সাত ভাই চম্পা কে কি হবি	ফেরতা	রেকর্ড নং: জিটি. ২৩ (১৯৩৩), শিল্পী: শিশুমঙ্গল সমিতি
১৭৭৯.	সাধ জাগে মনে পরজীবনে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩৩৯৯ (১৯৩৪), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৭৮০.	সাপুড়িয়া রে! বাজাও বাজাও	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৬০ (১৯৩৭), শিল্পী: সীতা দেবী
১৭৮১.	সাবিত্রী সমান হও	ফেরতা	রেকর্ড নং: জিটি. ২৯ (১৯৩৩), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী ও হরিমতী দেবী
১৭৮২.	সারা দিন ছাত পিটি হাত হুঁ	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেএনজি. ১২৫৫ (১৯৪২), শিল্পী: সমবেত
১৭৮৩.	সারা দিন পিটি কার দালানের	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৬৩৬ (১৯৪২), শিল্পী: সমবেত
১৭৮৪.	সাহারাতে ডেকেছে আজ বান	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৭৮৫.	সাহারাতে ফুট্‌লো রে	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: এফটি. ৩২১৭ (১৯৩৪), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৭৮৬.	সুদূর মক্কা মদিনার পথে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭১১ (১৯৩৬), শিল্পী: মো. কাশেম
১৭৮৭.	সুদূর সিন্ধুর ছন্দ উতল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২২৪ (১৯৩৪), শিল্পী: ধীরেন দাস ও বীণাপাণি দেবী
১৭৮৮.	সুনয়না চোখে কথা ক'য়ে যায়	সেতারখানি	রেকর্ড নং: এন. ৭১৭৫ (১৯৩৩), শিল্পী: মানদা দেবী
১৭৮৯.	সুন্দর অতিথি এসো, এসো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪৪৭ (১৯৩৫), শিল্পী: কল্যাণী গুপ্তা

১৭৯০.	সুন্দর হে, দাও দাও	একতালা	গীতিগ্রন্থ: চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)
১৭৯১.	সুবল সখা! এই দেখ্	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৯৫ (১৯৩৭), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৭৯২.	সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে	দাদরা	রেকর্ড নং: জিই. ২৬৫৩ (১৯৪৪), শিল্পী: সত্যেন ঘোষাল
১৭৯৩.	সুরের ধারার পাগল-ঝোরা	ফেরতা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২২৫ (১৯৩২), শিল্পী: রাধারাণী দেবী
		কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৭৯৪.	সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো	ঝাঁপতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৪৫ (১৯৩৫), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৭৯৫.	সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৭৯৬.	সে চ'লে গেছে ব'লে কি গো	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)। রেকর্ড নং: পি. ১১৭৬৫ (১৯৩৩), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৭৯৭.	সেই আমাদের বাংলাদেশ	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৮৭ (১৯৩৪), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৭৯৮.	সেই পুরানো সুরে আবার	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৭৯৯.	সেই রবিয়ল আউয়ালেরই	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ৯৮১৯ (১৯৩৭), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও কে. মল্লিক
১৮০০.	সেদিন অভাব ঘুচবে কি মোর	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: পি. ১১৮২৭ (১৯৩৮), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। স্বরলিপি গ্রন্থ: বেণুকা (১৯৭০)
১৮০১.	সেদিন নিশীথে মোর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৪৮ (১৯৩৮), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৮০২.	সেদিন প্রভাতে অরুণ শোভাতে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১১৩ (১৯৩৩), শিল্পী: হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
		আদ্ধা কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৮০৩.	সেদিন বলেছিলে এই সে ফুলবনে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩০৯৫ (১৯৩৯), শিল্পী: রমলা মজুমদার। পত্রিকা: সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা (আশ্বিন, ১৩৪৬), স্বরলিপিকার: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
১৮০৪.	সৈয়দে মক্কী মদনী আমার	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: জুলফিকার (১৯৩২)। রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৭ (১৯৩৩), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৮০৫.	সো'জা সো'জা সো'জা জগ নরনারী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭১৬৯ (১৯৩৮), 'জন্মাষ্টমী' (হিন্দি) রেকর্ডনাট্যের গান
১৮০৬.	সোনার চাঁপা ভাসিয়ে দিয়ে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৪২৫ (১৯৩৫), শিল্পী: রঞ্জিত রায়
১৮০৭.	সোনার বরণ কন্যা গো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৭১ (১৯৩৮), শিল্পী: রতন মাঝি (গিরীন চক্রবর্তী) ও ফুল কুমারী (হরিমতী দেবী)
১৮০৮.	সোনার মেয়ে! সোনার মেয়ে!	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৬১ (১৯৩৩), শিল্পী: সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)
১৮০৯.	সোনার হিন্দোলে কিশোর কিশোরী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭২৫০ (১৯৩৪), শিল্পী: সুধীর দত্ত
১৮১০.	স্নিগ্ধ শ্যাম কল্যাণ রূপে	একতাল	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৭১১ (১৯৩৬), শিল্পী: অমরেন্দ্র ঘোষ
১৮১১.	স্নিগ্ধ শ্যাম-বেণী-বর্ণা	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৭২৭ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
		তেতালা	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]। গীতিগ্রন্থ: গানের মালা (১৯৩৪)
১৮১২.	স্মরণ পারের ওগো প্রিয়	যৎ	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
		তালছাড়া	রেকর্ড নং: পি. ১১৬৭৩ (১৯২৯), শিল্পী: প্রতিভা সোম (বসু)

Dhaka University Institutional Repository

১৮১৩.	স্বদেশ আমার! জানি না তোমার	একতালা/ একতাল	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এন. ৭১২৩ (১৯৩৩), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৮১৪.	স্বপন ভেঙে গেলে আমায়	আদ্ধা কাওয়ালী	নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা
১৮১৫.	স্বপন যখন ভাঙবে তোমার	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৬২ (১৯৩৭), শিল্পী: অণিমা (বাদল)
১৮১৬.	স্বপনে এসেছিল মৃদুভাষিণী	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ২৭০৬৩ (১৯৪০), শিল্পী: জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৮১৭.	স্বপনে এসো নিরজনে	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৩১৬ (১৯৩৯), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
১৮১৮.	স্বপনে দেখেছি ভারত-জননী	একতালা/ একতাল	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এন. ৭১২৩ (১৯৩৩), শিল্পী: কে. মল্লিক
১৮১৯.	স্বপনের ফুলবনে যেদিন	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৪১ (১৯৩৩), শিল্পী: সুনীল বসু
১৮২০.	স্বপ্নে দেখি একটি নতুন ঘর	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এন. ২৭৩৩১ (১৯৪২), শিল্পী: যূথিকা রায়। স্বরলিপি গ্রন্থ: স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৮২১.	স্বাগত হে অতিথি	সেতারখানি ন	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪২৬ (১৯৪০), 'কাফনচোরা' রেকর্ডনাট্যের গান
১৮২২.	হংস-মিথুন ওগো যাও	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৮২৩.	হয়তো আমার বৃথা আশা	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১২৫৭৬ (১৯৩৮), শিল্পী: রমলা মজুমদার
১৮২৪.	হয়ে গেছি জারক নেবু	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৮ (১৯৩৩), শিল্পী: হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮২৫.	হরি নাচত নন্দদুলাল	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭১৪৭ (১৯৩৩), শিল্পী: কমলা (ঝরিয়া)
১৮২৬.	হরি নামের সুধায়	কাহারবা	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: মাস্টার প্রবোধ
১৮২৭.	হরি প্রভু ব'লে মোরা	লোফা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৪৭৩ (১৯৪০), শিল্পী: ভবানী দাস
১৮২৮.	হরে কৃষ্ণ হরে, হরে কৃষ্ণ হরে	চঞ্চুপুট	রেকর্ড নং: এন. ৯৯৮২ (১৯৩৭), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৮২৯.	হলুদ গাঁদার ফুল	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নং: এইচ. ১১৭৭৯ (১৯৩৯), শিল্পী: সমবেত
১৮৩০.	হাওয়াতে নেচে' নেচে' যায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৩১৫৫ (১৯৩৪), শিল্পী: পদ্মরাণী দেবী
		কাওয়ালী	নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৮৩১.	হাজার তারার হার হয়ে গো	কাওয়ালি	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৮৩২.	হাতে হাত দিয়ে আগে চল্	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৫৪৫ (১৯৪১), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৮৩৩.	হায় আঙিনায় সখি আজো	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩৯৩ (১৯৩৬), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৮৩৪.	হায় গো ভালোবেসে অবশেষে	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৩৮ (১৯৩৩), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৮৩৫.	হায় ঝরে যায় মোর	কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৮৩৬.	হায় পলাশী! এঁকে দিলি তুই	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এন. ১৭২১৩ (১৯৩৮), শিল্পী: নীহারবালা দেবী
১৮৩৭.	হায় ভিখারি কাহার কাছে	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪১০৫ (১৯৩৫), শিল্পী: আশালতা রায়
১৮৩৮.	হায় স্মরণে আসে গো	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ২২২৪ (১৯৩২), শিল্পী: হরি বাঈজী

Dhaka University Institutional Repository

		পাঞ্জাবি ঠেকা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৮৩৯.	হায় হায় উঠিল মাতম	তালছাড়া	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৪০০ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্দুল লতিফ
১৮৪০.	হার মানি ননদিনী	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ৭৩২৭ (১৯৩৫), শিল্পী: বীণাপাণি দেবী
১৮৪১.	হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৭৫৪ (১৯৩২), শিল্পী: ইন্দুবালা দেবী
		লাউনী	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৮৪২.	হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪৮৮০ (১৯৩৭), শিল্পী: আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৮৪৩.	হাসে আকাশে শুকতারা হাসে	ত্রিতাল	স্বরলিপি গ্রন্থ: নবরাগ (১৯৭০)
১৮৪৪.	হাসে নাচে গায়	কাহারবা	রেকর্ড নং: জেএনজি. ৫৫০৭ (১৯৪০), শিল্পী: ধীরেন দাস
১৮৪৫.	হিন্দু আর মুসলিম মোরা	তেওরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭০৭৬ (১৯৩৮), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ ও মৃণালকান্তি ঘোষ
১৮৪৬.	হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই	ফেরতা	রেকর্ড নং: এন. ৭০২৩ (১৯৩২), শিল্পী: ধীরেন দাস
		দাদরা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৮৪৭.	হিন্দোলি' হিন্দোলি' ওঠে নীল	সাদ্রা	গীতিগ্রন্থ: চোখের চাতক (১৯২৯), নজরুল গীতিকা (১৯৩০)
১৮৪৮.	হুল ফুটিয়ে গেলে শুধু	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৮৪৯.	হৃদয় কেন চাহে হৃদয়	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ২৩১৮ (১৯৩১), শিল্পী: শীলা হাজরা
		কার্ফা	গীতিগ্রন্থ: সুরসাকী (১৯৩২)
১৮৫০.	হৃদয় যত নিষেধ হানে	একতালা	গীতিগ্রন্থ: বুলবুল (১৯২৮)
১৮৫১.	হৃদয়-সরসী দুলালে পরশি'	দাদরা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)
১৮৫২.	হৃদয়েরই পটে তোমার মুরতি	কাহারবা	রেকর্ড নং: পি. ১১৫৯৯ (১৯৩৬), শিল্পী: আঙ্গুরবালা দেবী
১৮৫৩.	হৃদি-পদ্মে চরণ রাখো	ফেরতা	চলচ্চিত্র: ধ্রুব (১৯৩৪), শিল্পী: কাজী নজরুল ইসলাম ও মাস্টার প্রবোধ
১৮৫৪.	হে কৃষ্ণ চাঁদ দাসীর	কাহারবা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২৩৯ (১৯৩৯), শিল্পী: সরযূবালা দেবী
১৮৫৫.	হে গোবিন্দ, ও অরবিন্দ	একতালা	গীতিগ্রন্থ: বনগীতি (১৯৩২)।
		লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ২০৩০ (১৯৩২), শিল্পী: ডা. জীবনানন্দ গোস্বামী
১৮৫৬.	হে গোবিন্দ রাখ চরণে	লোফা	রেকর্ড নং: এফটি. ১৩৬৪৫ (১৯৪১), শিল্পী: পরাণ রায় ও মেনকা বন্দোপাধ্যায়
১৮৫৭.	হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ	দাদরা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২১১ (১৯৩৬), শিল্পী: সমবেত
১৮৫৮.	হে চির সুন্দর, বিশ্ব চরাচর	কার্ফা/ কাহারবা	গীতিগ্রন্থ: গুলবাগিচা (১৯৩৩)। রেকর্ড নং: এফটি. ৪০৭৬ (১৯৩৫), শিল্পী: সত্যবালা দেবী
১৮৫৯.	হে নামাজী আমার ঘরে	কাহারবা	রেকর্ড নং: এফটি. ৪২৬৩ (১৯৩৬), শিল্পী: আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৮৬০.	হে নিঠুর! তোমাতে নাই	চঞ্চুপুট	রেকর্ড নং: এন. ৯৭৭১ (১৯৩৬), শিল্পী: কৃষ্ণচন্দ্র দে
১৮৬১.	হে পার্থসারথি! বাজাও বাজাও	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৭২৯৫ (১৯৩৪), শিল্পী: মৃণালকান্তি ঘোষ
১৮৬২.	হে পাষাণ দেবতা	দাদরা	রেকর্ড নং: এন. ১৭৪৬৪ (১৯৪০), শিল্পী: শীলা সরকার
১৮৬৩.	হে প্রবল দর্পহারী	সুরফাঁক্তা	রেকর্ড নং: এন. ১৭২২৮ (১৯৩৮), শিল্পী: ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
১৮৬৪.	হে প্রিয় আমারে দিব না ভুলিতে	ত্রিতাল	রেকর্ড নং: এন. ৯৮৩৬ (১৯৩৬), শিল্পী: বিজন ঘোষ (কালি)

১৮৬৫.	হে প্রিয় তোমার আমার মাঝে	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ১৭০৬৪ (১৯৩৮), শিল্পীঃ মৃণালকান্তি ঘোষ
১৮৬৬.	হে প্রিয় নবী রসুল আমার	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৭৯৩ (১৯৩৬), শিল্পীঃ রওশন আরা বেগম
১৮৬৭.	হে বিধাতা! হে বিধাতা!	তেতালা/ ত্রিতাল	গীতিগ্রন্থঃ বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নংঃ পি. ১১৭৫৭ (১৯৩২), শিল্পীঃ ইন্দুবালা দেবী
১৮৬৮.	হে মদিনাবাসী প্রেমিক	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৪৯৯ (১৯৩৬), শিল্পীঃ পিয়ারু কাওয়াল
১৮৬৯.	হে মদিনার নাইয়া	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৮৮৬ (১৯৩৭), শিল্পীঃ মো. কাশেম
১৮৭০.	হে মদিনার বুলবুলি গো	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১২০৪৬ (১৯৩৭), শিল্পীঃ আব্দুল লতিফ
১৮৭১.	হে মহামৌনী তব	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৪৭২ (১৯৩৬), শিল্পীঃ বীণাপাণি দেবী (মধুপুর)
১৮৭২.	হে মাধব, হে মাধব	ত্রিতাল	রেকর্ড নংঃ পি. ১১৮২৭ (১৯৩৮), শিল্পীঃ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
১৮৭৩.	হে মোর স্বামী, অন্তর্যামী	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭৪১৪ (১৯৩৫), শিল্পীঃ প্রমোদা দেবী
১৮৭৪.	হে মোহাম্মদ এসো এসো	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪৩৬৯ (১৯৩৬), শিল্পীঃ আব্দুল লতিফ
১৮৭৫.	হেড মাস্টারের ছড়ি	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ জিটি. ২৬ (১৯৩৩), শিল্পীঃ ধীরেন দাস
১৮৭৬.	হে শ্যাম কল্যাণ দাও	ঝাঁপতাল	নজরুল হস্তলিপি
১৮৭৭.	হেমন্তিকা এসো এসো	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এফটি. ৪১০৭ (১৯৩৫), শিল্পীঃ ইন্দু সেন
১৮৭৮.	হের আহিরিণী মানস-গঙ্গা	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭২৪২ (১৯৩৪), শিল্পীঃ আঙ্গুরবালা দেবী ও ধীরেন দাস
১৮৭৯.	হেরা হতে হেলে দুলে	দাদরা (দ্রুতলয়)	রেকর্ড নংঃ এফটি. ১৩৮২৪ (১৯৪২), শিল্পীঃ আব্বাসউদ্দীন আহমদ
১৮৮০.	হেরি আজ শূন্য নিখিল	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ গুলবাগিচা (১৯৩৩)। নজরুল হস্তলিপি [নজরুল রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ]
১৮৮১.	হেরেমের বন্দিনী কাঁদিয়া ডাকে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৭৯৩ (১৯৩৬), শিল্পীঃ রওশন আরা বেগম
১৮৮২.	হেলে দুলে চলে বন-মালা গলে	কাহারবা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৭০৯ (১৯৩৬), শিল্পীঃ মৃণালকান্তি ঘোষ ও মানিকমালা দেবী
১৮৮৩.	হেলে দুলে নীর ভরণে	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ বনগীতি (১৯৩২)। রেকর্ড নংঃ জেএনজি. ৬৮ (১৯৩৩), শিল্পীঃ রাজলক্ষ্মী দেবী (বড়)
১৮৮৪.	হেলে দুলে বাঁকা কানাইয়া	দাদরা	গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৮৮৫.	হেসে হেসে কলসি নাচাইয়া	খেমটা	গীতিগ্রন্থঃ গীতি-শতদল (১৯৩৪)
১৮৮৬.	হোক প্রবুদ্ধ সজ্ঘবদ্ধ	দাদরা	রেকর্ড নংঃ এন. ৯৮১২ (১৯৩৬), শিল্পীঃ 'সুরথ উদ্ধার' রেকর্ডনাট্যের গান
১৮৮৭.	হোরি খেলে নন্দলালা	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭১৯৪ (১৯৩৪), শিল্পীঃ কমলা (ঝরিয়া)
১৮৮৮.	হোরির রঙ লাগে আজি	ফেরতা	রেকর্ড নংঃ এন. ৭১৯২ (১৯৩৪), শিল্পীঃ আশ্চর্যময়ী দাসী

Dhaka University Institutional Repository

রচনাপঞ্জি

ক. গ্রন্থপঞ্জি

১. অতীন্দ্র মজুমদার, *চর্যাপদ* (কলকাতা : নয়া প্রকাশ, ১৯৬০)।

২. অতুলপ্রসাদ সেন, *গীতিগুঞ্জ* (কলকাতা : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৩১)।

৩. অনিল চন্দ্র বসু সম্পা., গঙ্গাদাস কবিরাজ বিরচিত *ছন্দোমঞ্জরী* (২য় সং.; কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩)।

৪. অমরসিংহ, *অমরকোষ*, অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য অনু. (কলকাতা : বেণীমাধব ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২)।

৫. অমরেন্দ্রনাথ রায়, *শাক্ত পদাবলী (চয়ন)* (নবম সং.; কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০)।

৬. অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত* (৩য় সং.; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০)।

৭. অরুণকুমার বসু, *শক্তিগীতি পদাবলী* (২য় সং.; কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০১)।

৮. আশিক সরকার, *নজরুল-সংগীত : বৈচিত্র্যের অন্বেষণে* (কলকাতা : সংবিদ, ২০২৩)।

৯. অশোক চট্টোপাধ্যায়, *বৈদিক ও লৌকিক ছন্দে পিঙ্গল* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০)।

১০. আসাদুল হক, *নজরুল যখন বেতারে* (ঢাকা : শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৯)।

১১. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, *রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৫৪)।

১২. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি জীবনী, ভবতোষ দত্ত সম্পা. (কলকাতা : ক্যালকাটা বুক হাউজ, ১৯৫৮)।

১৩. উৎপলা গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন* (কলকাতা : সেবন্তি গোস্বামী কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত, ১৯৬০)।

১৪. কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, *কমলাকান্ত-পদাবলী* (কলকাতা : শ্রীকান্ত মল্লিক প্রকাশিত, ১৮৮৫)।

১৫. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৬)।

১৬. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* (চট্টগ্রাম : গাজী প্রকাশনী, ২০১৩)।

১৭. করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১)।

১৮. করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫)।

১৯. কল্পতরু সেনগুপ্ত, *নজরুল-গীতি সহায়িকা* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৯৭)।

২০. কল্পতরু সেনগুপ্ত সম্পা., *নজরুল গীতি অন্বেষা* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৭)।

২১. কাঙ্গালীচরণ সেন, *ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি, প্রথম ভাগ* (কলকাতা : আদি ব্রাহ্মসমাজ, ১৯০৪)।

২২. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-গীতি (অখণ্ড)*, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পা. (কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, ২০০৪)।

২৩. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৬)।

২৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭)।

২৫. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭)।

২৬. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭)।

২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭)।

২৮. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, ষষ্ঠ খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৭)।

২৯. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮)।

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮)।

৩১. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, নবম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯)।

৩২. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, দশম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৯)।

৩৩. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১০)।

৩৪. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. (জন্মশতবর্ষ সং.; ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১১)।

৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ*, রশিদুন্ নবী সম্পা. (৩য় সং.; ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৮)।

৩৬. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-স্বরলিপি* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৫)।

৩৭. কাজী নজরুল ইসলাম, *শেষ সওগাত* (কলকাতা : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৮)।

৩৮. কার্তিকেয়চন্দ্র রায়, *গীতমঞ্জরী* (কলকাতা : সুপ্রকাশ, ২০২০)।

৩৯. কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, *প্রসাদ-পদাবলী* (২য় সং.; কলকাতা : অশ্বিনীকুমার হালদার, ১৮৯৯)।

৪০. কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *খেয়াল ও হিন্দুস্থানী সংগীতের অবক্ষয়* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০০৩)।

৪১. কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, *গীতসূত্রসার* (কোচবিহার : গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৫)।

৪২. কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, *গীতসূত্রসার*, প্রথম ভাগ, (৪র্থ সং.; কলকাতা : এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬)।

৪৩. কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগসাগর, *সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম*, তৃতীয় খণ্ড (২য় সং.; কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯১৬)।

৪৪. ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, *সঙ্গীতসারঃ* (কলকাতা : লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৬৮)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, *কীর্তন* (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৪৫)।
৪৬. গঙ্গাদাস কবিরাজ, *ছন্দোমঞ্জরী*, গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পা. (১২শ সং., কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৪)।
৪৭. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান* (দিল্লী : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩)।
৪৮. গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীতচন্দ্রিকা*, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. (২য় সং., কলকাতা : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২৫)।
৪৯. জগৎ ঘটক, *বেণুকা* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৬)।
৫০. জগৎ ঘটক ও কাজী অনিরুদ্ধ, *নবরাগ* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৫)।
৫১. জগৎ ঘটক (২০০৬), *সুর-লিপি*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
৫২. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, *শাক্তপদাবলী ও শক্তি সাধনা* (৪র্থ সং., কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৫৬)।
৫৩. দয়ালচন্দ্র ঘোষ, *প্রসাদ প্রসঙ্গ* (৪র্থ সং., কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৬)।
৫৪. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীত চর্চা* (কলকাতা : ফার্মা কেএল্এম্ (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৭৬)।
৫৫. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বিষ্ণুপুর ঘরাণা* (কলকাতা : বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩)।
৫৬. দিলীপকুমার রায়, *সাঙ্গীতিকী* (কলকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮)।
৫৭. দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পা., *বাঙালির গান*, ১ম সংস্করণে সম্পাদক : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১)।
৫৮. দুলাল ভট্টাচার্য, *তাল প্রসঙ্গে* (কলকাতা : নাথ পাবলিশিং, ২০১৩)।
৫৯. নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পা., *শ্রীপদামৃতমাধুরী*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯১০)।
৬০. নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পা., *শ্রীপদামৃতমাধুরী*, দ্বিতীয় খণ্ড, (২য় সং.; কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৫৩)।
৬১. নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পা., *শ্রীপদামৃতমাধুরী*, তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৯৩৭)।
৬২. নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পা., *শ্রীপদামৃতমাধুরী*, চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত)।
৬৩. নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ও বৈষ্ণবচরণ বসাক, *সংগীতকল্পতরু*, সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা. (কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, ২০০০)।
৬৪. ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, *সংগীতশাস্ত্র সমীক্ষা, দ্বিতীয় পর্ব* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ২০০৪)।
৬৫. ড. প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য, *ভারতীয় তাল প্রসঙ্গে*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : অন্বেষণ প্রকাশনী, ১৯৮৮)।
৬৬. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী* (২য় সং., কলকাতা : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০৩)।
৬৭. বড়ু চণ্ডীদাস, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, দ্বিতীয় খণ্ড, নীলরতন সেন সম্পা. (কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০০০)।
৬৮. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পা., বড়ু চণ্ডীদাস রচিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৫৭)।
৬৯. ডা. বিমল রায়, *সংগীতি শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড, প্রদীপকুমার ঘোষ সম্পা. (২য় সং., কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৯২)।

৭০. বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ* (২য় সং., কলকাতা : ইমদাদখানি স্কুল অব সিতার, ১৯৮৪)।
৭১. বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পা., *রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২০০০)।
৭২. বৈষ্ণবদাস, *শ্রীশ্রীপদকল্পতরু*, চতুর্থ খণ্ড, সতীশচন্দ্র রায় সম্পা. (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯২৭)।
৭৩. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুল-সঙ্গীত কোষ* (কলকাতা : বাণী প্রকাশ, ১৯৯৪)।
৭৪. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুল-সঙ্গীত নির্দেশিকা* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৯)।
৭৫. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুলের রাগভাবনা* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০০)।
৭৬. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নানা নজরুলের মালা* (কলকাতা : ডি.এম. লাইব্রেরি, ২০০৮)।
৭৭. ভরত, *নাট্যশাস্ত্র*, চতুর্থ খণ্ড, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. স্বপ্না চক্রবর্তী অনু. (৬ষ্ঠ মু., কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, জুন ২০২৩)।
৭৮. মানস দাশগুপ্ত, *তাল অভিধান* (কলকাতা : মমতা দাশগুপ্তা কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত, ১৯৯৫)।
৭৯. মুহম্মদ নূরুল হুদা ও রশিদুন্ নবী সম্পা., নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ (ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০০০)।
৮০. মৃগাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী, *তালতত্ত্বের ক্রমবিকাশ* (কলকাতা : ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)।
৮১. মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, *বাংলার কীর্তন গান* (২য় সং., কলকাতা : সাহিত্যলোক, মার্চ ১৯৯৮)।
৮২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান* অখণ্ড (কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯৪)।
৮৩. রমাকান্ত চক্রবর্তী, *নিধুবাবু ও তাঁর টপ্পা* (কলকাতা : পুনশ্চ, ২০০১)।
৮৪. রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর* (কলকাতা : বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৯৪১)।
৮৫. রশিদুন্ নবী ও শাহীনুর রেজা, হাজার বছরের বাংলাগান সংগ্রহ (ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ২০১৬)।
৮৬. রাধামোহন সেন দাস, সঙ্গীত-তরঙ্গ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পা. (কলকাতা : নুটবিহারী রায় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯১২)।
৮৭. রামতারণ শর্মা সম্পা., গঙ্গাদাস সূরী বিরচিত *ছন্দোমঞ্জরী*, (২য় সং., কলকাতা : লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯১)।
৮৮. শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত* (পু.মু., কলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৯২)।
৮৯. শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, *যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা* (২য় সং.; কলকাতা : কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৭৯)।
৯০. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (২০১৪)। *সংগীত-গবেষক নজরুল*, প্রথম পর্ব। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
৯১. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, রামপ্রসাদ : জীবনী ও রচনাসমগ্র (কলকাতা : গ্রন্থমেলা, ১৯৫৭)।
৯২. সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, 'কয়েকটি নজরুল-গীতির ইতিকথা', *নজরুল-স্মৃতিচারণ*, রফিকুল ইসলাম সম্পা. (ঢাকা : নজরুল একাডেমী, মে ১৯৯৫)।
৯৩. সরলা দেবী, *শতগান* (কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ২০০৭)।
৯৪. সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা., *রামপ্রসাদী* (৩য় মু., নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৭)।
৯৫. সর্বানন্দ চৌধুরী সম্পা., *সঙ্গীতবিজ্ঞান-প্রবেশিকা ১ : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ* (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫)।
৯৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২০)।
৯৭. সুকুমার সেন সম্পা., *বৈষ্ণব-পদাবলী* (দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৫৭)।

Dhaka University Institutional Repository

৯৮. সুধীর চক্রবর্তী সম্পা., *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র* (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮)।
৯৯. সুবোধ নন্দী, *ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ* (কলকাতা : দুর্গা নন্দী কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত, ২০১৩)
১০০. সুভাষ চৌধুরী, *গীতবিতানের জগৎ* (কলকাতা : প্যাপিরাস, ২০১৯)।
১০১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস*, প্রথম ভাগ (কলকাতা : শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৭০)।
১০২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ* (বীরভূম : সারদা কুটীর, ১৯৪৭)।
১০৩. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া* (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭১)।
১০৪. Willard, Captain N. Augustus. *A Treatise on the Music of Hindoostan* (Calcutta : 1834).

খ. পত্রিকাপঞ্জি

১. নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী, ''চৌষট্টি-রস বিবরণ'', গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা., *সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, (শ্রাবণ ১৩৩৬)।
২. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "আড় তাল ও সুরফাক্তা", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৪১)।
৩. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "আড়া চৌতাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৫শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৪৫)।
৪. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "একতালা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১০ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৪০)।
৫. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "কাওয়ালী তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৪২)।
৬. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "কাহারবা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩৪১)।
৭. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "খেমটা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ২৩শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা (ভাদ্র ১৩৫৩)।
৮. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "চৌতাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১০ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (আশ্বিন ১৩৪০)।
৯. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "ঝাঁপতাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৪ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪৪)।
১০. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "ঝুমরা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৩শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৪৩)।
১১. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "তেওরা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪৩)।
১২. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "তেতালা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩৪০)।
১৩. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "দাদরা তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ২৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩)।
১৪. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী "ধামার তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা (মাঘ ১৩৪৩)।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "পোস্তা বা পশ্‌তু", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬)।
১৬. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "আট মাত্রার যৎ", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৪২)।
১৭. হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, "রূপক তাল", গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পা. *সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা*, ১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা (কার্তিক ১৩৪৩)।

গ. রেকর্ডপঞ্জি

এই গবেষণায় বিভিন্ন গ্রমোফোন কোম্পানি থেকে প্রকাশিত নজরুল-সংগীতের যেসব রেকর্ড ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর (রেকর্ড নম্বরের) একটি তালিকা নিচে সন্নিবেশিত হলো :

N. 97	N. 988	N. 1702	N. 2595	N. 2712	N. 3135	N. 3262	N. 3508
N. 3819	N. 3833	N. 3844	N. 4111	N. 4184	N. 4187	N. 4188	N. 4198
N. 4744	N. 6728	N. 7001	N. 7002	N. 7005	N. 7006	N. 7011	N. 7013
N. 7014	N. 7015	N. 7023	N. 7024	N. 7027	N. 7032	N. 7050	N. 7054
N. 7056	N. 7059	N. 7068	N. 7072	N. 7075	N. 7076	N. 7079	N. 7081
N. 7084	N. 7086	N. 7087	N. 7089	N. 7097	N. 7098	N. 7101	N. 7108
N. 7109	N. 7113	N. 7118	N. 7122	N. 7123	N. 7133	N. 7135	N. 7141
N. 7145	N. 7147	N. 7153	N. 7154	N. 7155	N. 7156	N. 7161	N. 7165
N. 7172	N. 7173	N. 7175	N. 7176	N. 7178	N. 7189	N. 7180	N. 7183
N. 7185	N. 7186	N. 7191	N. 7192	N. 7194	N. 7195	N. 7197	N. 7202
N. 7203	N. 7208	N. 7210	N. 7220	N. 7222	N. 7224	N. 7226	N. 7228
N. 7231	N. 7242	N. 7244	N. 7248	N. 7249	N. 7250	N. 7251	N. 7259
N. 7261	N. 7264	N. 7265	N. 7268	N. 7273	N. 7275	N. 7276	N. 7277
N. 7281	N. 7283	N. 7287	N. 7290	N. 7291	N. 7293	N. 7294	N. 7295
N. 7296	N. 7301	N. 7302	N. 7309	N. 7310	N. 7311	N. 7313	N. 7314
N. 7316	N. 7321	N. 7324	N. 7326	N. 7327	N. 7328	N. 7332	N. 7333
N. 7334	N. 7335	N. 7336	N. 7338	N. 7339	N. 7345	N. 7346	N. 7350
N. 7355	N. 7365	N. 7371	N. 7377	N. 7388	N. 7389	N. 7393	N. 7395
N. 7396	N. 7397	N. 7398	N. 7399	N. 7400	N. 7405	N. 7406	N. 7411
N. 7414	N. 7416	N. 7417	N. 7418	N. 7421	N. 7422	N. 7423	N. 7424
N. 7425	N. 7426	N. 7430	N. 7431	N. 7433	N. 7434	N. 7443	N. 7447
N. 7448	N. 7449	N. 7450	N. 7451	N. 7454	N. 7456	N. 7458	N. 7472
N. 7477	N. 7478	N. 7480	N. 7485	N. 7487	N. 7492	N. 7493	N. 7494
N. 7496	N. 7498	N. 7499	N. 7973	N. 8910	N. 9700	N. 9705	N. 9707
N. 9709	N. 9710	N. 9711	N. 9714	N. 9723	N. 9726	N. 9727	N. 9732
N. 9736	N. 9738	N. 9739	N. 9740	N. 9744	N. 9745	N. 9756	N. 9760
N. 9761	N. 9766	N. 9771	N. 9777	N. 9778	N. 9780	N. 9781	N. 9782
N. 9787	N. 9788	N. 9789	N. 9793	N. 9799	N. 9800	N. 9806	N. 9807
N. 9810	N. 9811	N. 9812	N. 9815	N. 9817	N. 9819	N. 9821	N. 9822
N. 9823	N. 9824	N. 9836	N. 9838	N. 9839	N. 9842	N. 9844	N. 9852
N. 9853	N. 9856	N. 9861	N. 9862	N. 9865	N. 9867	N. 9868	N. 9877
N. 9881	N. 9886	N. 9887	N. 9894	N. 9895	N. 9896	N. 9899	N. 9901
N. 9903	N. 9906	N. 9915	N. 9916	N. 9920	N. 9925	N. 9927	N. 9928
N. 9930	N. 9934	N. 9935	N. 9938	N. 9939	N. 9946	N. 9947	N. 9948
N. 9954	N. 9955	N. 9956	N. 9960	N. 9963	N. 9965	N. 9972	N. 9974
N. 9975	N. 9976	N. 9980	N. 9982	N. 9983	N. 9992	N. 9993	N. 9996
N. 11729	N. 11776	N. 12147	N. 17003	N. 17008	N. 17025	N. 17026	N. 17031

N. 17039	N. 17041	N. 17042	N. 17045	N. 17048	N. 17049	N. 17050	N. 17052
N. 17054	N. 17056	N. 17064	N. 17065	N. 17068	N. 17071	N. 17073	N. 17076
N. 17084	N. 17086	N. 17098	N. 17099	N. 17162	N. 17163	N. 17166	N. 17169
N. 17170	N. 17178	N. 17183	N. 17185	N. 17190	N. 17192	N. 17193	N. 17194
N. 17198	N. 17202	N. 17203	N. 17204	N. 17205	N. 17206	N. 17207	N. 17210
N. 17213	N. 17226	N. 17227	N. 17228	N. 17236	N. 17239	N. 17242	N. 17254
N. 17260	N. 17261	N. 17262	N. 17268	N. 17275	N. 17283	N. 17284	N. 17308
N. 17309	N. 17316	N. 17319	N. 17320	N. 17344	N. 17346	N. 17350	N. 17356
N. 17363	N. 17366	N. 17368	N. 17370	N. 17384	N. 17398	N. 17402	N. 17404
N. 17406	N. 17414	N. 17418	N. 17419	N. 17420	N. 17425	N. 17426	N. 17427
N. 17428	N. 17429	N. 17433	N. 17435	N. 17441	N. 17443	N. 17444	N. 17445
N. 17448	N. 17460	N. 17464	N. 17465	N. 17469	N. 17476	N. 17479	N. 17482
N. 17485	N. 17492	N. 17765	N. 19707	N. 27003	N. 27004	N. 27005	N. 27009
N. 27010	N. 27025	N. 27045	N. 27056	N. 27057	N. 27061	N. 27063	N. 27073
N. 27074	N. 27076	N. 27097	N. 27110	N. 27122	N. 27131	N. 27135	N. 27137
N. 27142	N. 27152	N. 27162	N. 27163	N. 27180	N. 27182	N. 27186	N. 27188
N. 27192	N. 27193	N. 27206	N. 27221	N. 27227	N. 27232	N. 27233	N. 27262
N. 27263	N. 27265	N. 27276	N. 27292	N. 27294	N. 27301	N. 27302	N. 27303
N. 27309	N. 27311	N. 27314	N. 27323	N. 27325	N. 27330	N. 27331	N. 27337
N. 27340	N. 27349	N. 27352	N. 27358	N. 27373	N. 27374	N. 27378	N. 27379
N. 27392	N. 27394	N. 27395	N. 27399	N. 27403	N. 27439	N. 27444	N. 27471
N. 27481	N. 27482	N. 27523	N. 27524	N. 27529	N. 27547	N. 27633	N. 27666
N. 27714	N. 27718	N. 27748	N. 27787	N. 27812	N. 27820	N. 27881	N. 27907
N. 27985	N. 27990	N. 31049	N. 31051	N. 31066	N. 31070	N. 31077	N. 31082
N. 31104	N. 31184	N. 31282	N. 31283	N. 31312	JNG. 1	JNG. 3	JNG. 4
JNG. 6	JNG. 8	JNG. 26	JNG. 38	JNG. 44	JNG. 45	JNG. 46	JNG. 57
JNG. 58	JNG. 59	JNG. 60	JNG. 61	JNG. 64	JNG. 65	JNG. 68	JNG. 70
JNG. 71	JNG. 73	JNG. 78	JNG. 80	JNG. 82	JNG. 85	JNG. 87	JNG. 88
JNG. 92	JNG. 93	JNG. 94	JNG. 95	JNG. 97	JNG. 98	JNG. 99	JNG. 102
JNG. 107	JNG. 108	JNG. 110	JNG. 115	JNG. 120	JNG. 125	JNG. 126	JNG. 129
JNG. 131	JNG. 163	JNG. 173	JNG. 174	JNG. 187	JNG. 209	JNG. 222	JNG. 225
JNG. 338	JNG. 523	JNG. 591	JNG. 1196	JNG. 1255	JNG. 5076	JNG. 5253	JNG. 5380
JNG. 5381	JNG. 5456	JNG. 5458	JNG. 5464	JNG. 5473	JNG. 5480	JNG. 5487	JNG. 5497
JNG. 5498	JNG. 5505	JNG. 5507	JNG. 5508	JNG. 5509	JNG. 5525	JNG. 5543	JNG. 5636
JNG. 5637	JNG. 5639	FT. 847	FT. 848	FT. 858	FT. 861	FT. 863	FT. 864
FT. 865	FT. 868	FT. 1237	FT. 1967	FT. 2026	FT. 2028	FT. 2029	FT. 2030
FT. 2031	FT. 2093	FT. 2215	FT. 2216	FT. 2217	FT. 2218	FT. 2219	FT. 2224
FT. 2225	FT. 2227	FT. 2228	FT. 2229	FT. 2232	FT. 2288	FT. 2289	FT. 2290
FT. 2291	FT. 2316	FT. 2318	FT. 2319	FT. 2322	FT. 2357	FT. 2358	FT. 2361
FT. 2595	FT. 2774	FT. 2821	FT. 2843	FT. 2960	FT. 2967	FT. 2969	FT. 2996
FT. 2997	FT. 3002	FT. 3040	FT. 3058	FT. 3080	FT. 3083	FT. 3155	FT. 3158
FT. 3160	FT. 3199	FT. 3213	FT. 3217	FT. 3300	FT. 3303	FT. 3305	FT. 3328
FT. 3399	FT. 3436	FT. 3438	FT. 3437	FT. 3480	FT. 3504	FT. 3550	FT. 3727
FT. 3766	FT. 3780	FT. 3791	FT. 3975	FT. 3980	FT. 4015	FT. 4017	FT. 4018
FT. 4019	FT. 4030	FT. 4031	FT. 4032	FT. 4033	FT. 4034	FT. 4037	FT. 4043
FT. 4045	FT. 4046	FT. 4074	FT. 4075	FT. 4076	FT. 4101	FT. 4103	FT. 4104
FT. 4105	FT. 4106	FT. 4107	FT. 4108	FT. 4114	FT. 4116	FT. 4120	FT. 4171
FT. 4172	FT. 4176	FT. 4206	FT. 4209	FT. 4211	FT. 4212	FT. 4213	FT. 4214
FT. 4215	FT. 4216	FT. 4263	FT. 4289	FT. 4291	FT. 4307	FT. 4324	FT. 4327
FT. 4328	FT. 4369	FT. 4399	FT. 4400	FT. 4471	FT. 4474	FT. 4475	FT. 4476
FT. 4526	FT. 4527	FT. 4528	FT. 4565	FT. 4566	FT. 4568	FT. 4571	FT. 4578
FT. 4583	FT. 4586	FT. 4605	FT. 4607	FT. 4649	FT. 4650	FT. 4710	FT. 4711
FT. 4712	FT. 4715	FT. 4745	FT. 4747	FT. 4748	FT. 4774	FT. 4776	FT. 4775

Dhaka University Institutional Repository

FT. 4777	FT. 4832	FT. 4844	FT. 4880	FT. 4884	FT. 4922	FT. 4927	FT. 12043
FT. 12046	FT. 12097	FT. 12100	FT. 12128	FT. 12131	FT. 12147	FT. 12149	FT. 12152
FT. 12193	FT. 12194	FT. 12196	FT. 12269	FT. 12317	FT. 12351	FT. 12355	FT. 12373
FT. 12375	FT. 12429	FT. 12435	FT. 12450	FT. 12451	FT. 12452	FT. 12488	FT. 12490
FT. 12495	FT. 12530	FT. 12532	FT. 12535	FT. 12576	FT. 12580	FT. 12597	FT. 12635
FT. 12669	FT. 12709	FT. 12710	FT. 12716	FT. 12737	FT. 12806	FT. 12842	FT. 12969
FT. 12971	FT. 13065	FT. 13095	FT. 13107	FT. 13217	FT. 13259	FT. 13261	FT. 13295
FT. 13333	FT. 13365	FT. 13395	FT. 13430	FT. 13431	FT. 13434	FT. 13435	FT. 13457
FT. 13490	FT. 13496	FT. 13508	FT. 13545	FT. 13584	FT. 13594	FT. 13596	FT. 13600
FT. 13629	FT. 13645	FT. 13647	FT. 13754	FT. 13824	FT. 13887	FT. 13928	FT. 13937
FT. 13940	FT. 13977	FT. 14039	H. 1020	GT. 17	GT. 20	GT. 21	GT. 22
GT. 23	GT. 24	GT. 25	GT. 29	GT. 37	GT. 39	P. 1161	P. 6945
P. 7161	P. 7357	P. 9974	P. 11509	P. 11518	P. 11554	P. 11599	P. 11600
P. 11637	P. 11638	P. 11670	P. 11673	P. 11682	P. 11687	P. 11724	P. 11730
P. 11735	P. 11740	P. 11741	P. 11743	P. 11747	P. 11753	P. 11754	P. 11755
P. 11757	P. 11760	P. 11762	P. 11765	P. 11776	P. 11777	P. 11779	P. 11781
P. 11789	P. 11790	P. 11827	P. 12687	NQ. 147	NQ. 181	RL. 1221	HSB. 2986
JE. 7834	EPE. 3171	QE. 7156	GE. 2551	GE. 2554	GE. 2555	GE. 2561	GE. 2600
GE. 2605	GE. 2614	GE. 2630	GE. 2640	GE. 2653	GE. 2679	GE. 2701	GE. 2705
GE. 2707	GE. 2709	GE. 2710	GE. 2735	GE. 2778	GE. 2794	GE. 2800	GE. 2866
GE. 7458	GE. 7506	GE. 7512	GE. 7548	GE. 7747	GE. 7771	GE. 782	GE. 24720
QS. 486	QS. 487	QS. 502	QS. 510	QS. 515	QS. 523	QS. 534	QS. 537
QS. 593	QS. 603	QS. 984	KDB. 15015	H. 7	H. 51	H. 857	H. 876
H. 947	H. 958	H. 969	H. 971	H. 984	H. 1009	H. 1020	H. 1047
H. 1124	H. 1509	H. 2266	H. 11779	T. 6001	T. 6024	T. 6034	MJ. 133
GT. 17	GT. 23	GT. 26	GT. 28	GT. 29	HT. 76	OMC. 3887	OMC. 7027
OMC. 7028	OMC. 8460						